স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এপিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃনং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্ব নিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	**স্থানীয় সরকার বিভাগ**	৩২টি	২৬টি	৬টি	-	১৪টি	১৬টি	২৫% - ২১২.৫০%	১৪টি	৩.৪৯ % ৯৯.৯২%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ৩২

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ :

প্রকল্পের কোন অংগের ডিজাইন পরিবর্তন, প্রকল্প এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা (মাটির ধরণ, নদী-খালের অবস্থা, বাৎসরিক আবহাওয়া, কর্ম উপযোগী সময়) ইত্যাদি বিবেচনা না করে প্রকল্পের ডিজাইন ও প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা, পূর্ণাঙ্গ ফিজিবিলিটি স্টাডি ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, নতুন স্কীম সংযোজন/বিয়োজন, পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করা বা ক্রয় কার্যক্রম সঠিকসময়ে সম্পন্ন করতে না পারা, টেকনিক্যাল/সোফিস্টিকেটেড বিষয়ে সক্ষমতার অভাব ইত্যাদি।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

	সমস্যা		সুপারিশ
৩.১	যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে না পারা	৩.১	সঠিকভাবে সময় নিরুপন করে প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ ও যথাসময়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩.২	ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা ও প্রকল্প সমাপ্তির আগে সংশোধনের ঝোঁক রয়েছে।	৩.২	বেশকিছু প্রকল্পে ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতা এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরে সংশোধন করার প্রবণতা পরিহার করার জন্য সঠিকভাবে ফিজিবিলিটি ও এপ্রাইজাল করে প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।
৩.৩	যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন করা।	৩.৩	প্রকল্প গ্রহণকালে পর্যাপ্ত সমীক্ষা ও বাস্তবভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে।
৩.৪	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন ও পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা।	৩.৪	প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যথাসম্ভব প্রকল্প পরিচালককে বদলী করা যাবেনা। প্রয়োজনে ছোট ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/ তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলীর পরিবর্তে নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।
৩.৫	ডিজাইন ও নির্মাণত্রুটির ফলে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর (যেমন ব্রীজ/ কালভার্টের এপ্রোচ রোড যথানিয়মে না করা) সুবিধা পুরোপুরি না পাওয়া।	৩.৫	সঠিক ডিজাইন করে যথানিয়মে অবকাঠামো নির্মাণ করা।

৩.৬	প্রকল্পভিত্তিক ক্রয় কার্যক্রম/ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করে আর্থিক বছরভিত্তিক ছোট ছোট প্যাকেজে ঠিকাদার নিয়োগ করার প্রবনতা।	৩.৬	প্রকল্প অনুমোদনের অনধিক ৬ মাসের মধ্যে প্রকল্পের বিপরীতে যথাসম্ভব সকল ঠিকাদার নিয়োগ/ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
৩.৭	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।	৩.৭	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের জনবল, লজিস্টিকস, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে সক্ষমতা বাড়াতে হবে।
৩.৮	ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা।	৩.৮	একনেক/সরকারের সর্বোচ্চ ফোরামে অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আরও যুগোপযোগী ও সরলীকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
৩.৯	সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে সোল্ডার (যথাযথ পর্যাপ্ত সফট সোল্ডার) এবং স্লোপ মেইনটেইন না করার ফলে নির্মিত সড়কসমূহ দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়	৩.৯	সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সফট সোল্ডার এবং যথাযথ স্লোপ মেইনটেইন এর বিষয়টি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

"কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৪)

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তত্বাবধানে জুলাই ২০০২ – জুন, ২০১৪ মেয়াদে **"কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা"** শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক কর্তৃক ১৫ - ১৬ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলন। পরিদর্শনের নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রকল্পের ডিপিপি, পিসিআর, ক্রয় সংক্রান্ত নথি-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তীতে, সুনামগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি, পিসিআর ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজ-পত্রাদি পর্যালোচনা ও প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

১। প্রকল্পের মৌলিক বিষয়াদি ঃ

১.	**প্রকল্পের নাম**	ঃ	**"কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা"**	
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পলা উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।	
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	
৪.	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	মূল প্রাক্কলিত ব্যয়	সংশোধিত সংশাধিত ব্যয়
	৪.১ মোট	ঃ	১৯২৮২.২০	২১৮২০.৯৬
	৪.২ জিওবি	ঃ	২৫২৪.১৪	২৫২৪.০৯
	৪.৩ প্রকল্প হহায়তা (IFAD)	ঃ	১৬৫৮৬.১৫	১৮৮৫৯.৯১
	৪.৩.১ বৈদেশিক মুদ্রা	ঃ	৬৮৫.২৭	২.৪০
	৪.৩.২ আরপিএ (RPA)	ঃ	১৫৯০০.৮৮	১৮৮৫৭.৫১
	৪.৪ উপকারভোগী	ঃ	১৭১.৯১	৪৩৬.৯৬
	৪.৫ প্রকৃত ব্যয়	ঃ	**২১৮২০.৯৬** (জুন ২০১৪ পযর্ন্ত)	
	৪.৬ অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের)	ঃ	(+ ১৩.১৭%)	
৫.	৬.১ প্রকল্পের মূল মেয়াদকাল	ঃ	জুলাই, ২০০২ - জুন ২০১৩	
	৬.২ **সর্বশেষ** সংশোধিত মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০০২ - জুন, ২০১৪	
৬.	অতিক্রান্ত্ম সময় (মূল বাস্ত্মবায়নকালের %)	ঃ	৯.০৯%	

২। পটভূমিঃ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৪% এখনও দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে, যার অধিকাংশই পল্লী এলাকার বাসিন্দা। গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় ৫০% ভূমিহীন। বাংলাদেশের সীমিত সম্পদ দ্বারা এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগানো এবং একই সাথে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সংরক্ষণ আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ১৯৯৭ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার ৪টি জেলার কৃষি ফার্মহোল্ডিং-এর সংখ্যা ৮,১০,৩০৫, যার ৭৩.৭% ক্ষুদ্র (১ একরের কম), ২১.৪% মাঝারী এবং অবশিষ্ট ৪.৯% বৃহৎ। ভূমিহীন গ্রামবাসীর জীবিকা নির্বাহ অতিশয় সমস্যা সংকুল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রামী**ণ** অর্থনীতিতে ভূমিই একমাত্র আয়ের উৎস। বাংলাদেশে 'ইফাদ' এর উন্নয়ন সহযোগিতা সংক্রান্ত "দেশীয় কৌশলগত সুযোগ সংক্রান্ত পেপার" Country Strategy Opportunity Paper-COSOP- এর উপর ভিত্তি করে এ প্রকল্পটি চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতার প্রেক্ষিতে COSOP- এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটা বৃহদাংশকে অর্থবহ সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইফাদ কর্তৃক পরিচালিত সম্ভাব্যতা যাচাই অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সুনামগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়ন করার জন্য সুপারিশ করা হয় কিন্তু সুনামগঞ্জের মত আশেপাশের হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলাসমূহ হাওড় এলাকায় অবস্থিত এবং একই ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিরাজমান থাকায় ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রয়োজন বিধায় প্রকল্পের কাজ উক্ত জেলাসমুহেও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য এলাকায় তা সম্প্রসারণ করে সমগ্র দেশের দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক অবদান রাখার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য রয়েছে। তবে দাতা সংস্থা ইফাদ শুধুমাত্র সুনামগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে **১৪/১১/২০০১ তারিখে এর সঙ্গে** ১৬৫৮৬.১৫ **লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করতে** চুক্তিবদ্ধ হয়। তাই প্রথম পর্যায়ে শুধুমাত্র সুনামগঞ্জ জেলাতেই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৩। **উদ্দেশ্যঃ** পকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ঃ

১. স্থানীয় ভুমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গ্রাম পর্যায়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে গ্রামীণ জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিতকরণ,

২. স্ব-পরিচালিত সংগঠন সৃজন, নিয়মিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন এবং স্থানীয় সম্পদের সর্বাত্মক ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন;

৩. প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ জনগণের অন্তর্নিহিত সৃজনশীলতাকে বিকশিত করার প্রয়াস গ্রহণ করে দারিদ্র বিমোচন এবং তাদের জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সার্বিক সহায়তা প্রদান; এবং

৪. উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে - (ক) স্ব-পরিচালিত গ্রাম সংগঠন; (খ) সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন; (গ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন; এবং (ঘ) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

৪। প্রকল্পের অর্থায়ন, অনুমোদন ও সংশোধন ঃ

প্রকল্পটি জুলাই ২০০২ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে ১৯২৮২.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি ২৫২৪.১৩ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ১৬৫৮৬.১৬ লক্ষ টাকা এবং সুবিধাভোগী ১৭১.৯১ লক্ষ টাকা) বাস্তবায়নের নিমিত্ত বি গত ২৩/১০/২০০২ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাস্তবতার নিরিখে পকল্পটির প্রথম সংশোধনী আদেশ জারি করা হয় গত ২৬.০৮.২০০৭ তারিখে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ২০০৪৬.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫২৪.০৯ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ১৭০৮৫.৫৮ লক্ষ টাকা এবং সুবিধাভোগী ৪৩৬.৯৬ লক্ষ টাকা)। পরবর্তীতে ২য় সংশোধনী সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয় ১৪.০৮.২০১২ তারিখে। ২য় সংশোধনীতে মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয় জুলাই ২০০২ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৮২০.৯৬ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয় (জিওবি ২৫২৪.০৯ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ১৮৮৫৯.৯১ লক্ষ টাকা এবং সুবিধাভোগী ৪৩৬.৯৬ লক্ষ টাকা)।

প্রকল্পটির অনুমোদন, সংশোধন ও অর্থায়ন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নিম্নের সারণীতে দেখানো হলঃ

অর্থায়নের ধরণ		একনেক কর্তৃক অনুমোদন ২৩/১০/২০০২	১ম সংশোধনী আদেশ ২৬.০৮.২০০৭	২য় সংশোধনী আদেশ ১৪.০৮.২০১২	
		মূল প্রাক্কলিত ব্যয়	১ম সংশোধিত ব্যয়	২য় সংশোধিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
মোট		১৯২৮২.২০	২০০৪৬.৬৩	২১৮২০.৯৬	২১৮২০.৯৬
জিওবি		২৫২৪.১৪	২৫২৪.০৯	২৫২৪.০৯	২৫২৪.০০
প্রকল্প সহায়তা (IFAD)		১৬৫৮৬.১৫	১৭০৮৫.৫৮	১৮৮৫৯.৯১	১৮৮৫৯.৯১
	বৈদেশিক মুদ্রা	৬৮৫.২৭	২.৪০	২.৪০	২.৪০
	আরপিএ (RPA)	১৫৯০০.৮৮	১৭০৮৩.১৮	১৮৮৫৭.৫১	১৮৮৫৭.৫১
উপকারভোগী		**১৭১.৯১**	**৪৩৬.৯৬**	**৪৩৬.৯৬**	**৪৩৬.৯৬**

৫। ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত সার্বিক অগ্রগতি ঃ

"কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি **অনুযায়ী ২০০২ - ০৩ হতে ২০১৩ - ১৪ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক** বিন্যাসকৃত অর্থ সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও **আর্থিক** ব্যয়ের চিত্র নিচের সারণীতে প্রদর্শন করা হ'লঃ

অর্থ বছর	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অর্থ অবমুক্তি	প্রকৃত ব্যয় ও অগ্রগতি			
			মোট	**টাকা**	**প্রকল্প সহায়তা**	**বাস্তব %**		**মোট**	**টাকা**	**প্রকল্প সহায়তা**	**বাস্তব %**
১	২	৩	৪	৫	৬	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০২-০৩	৩৮৯.৫৮	৫৫.৯২	১৫৮	১৫	১৪৩	১	১৫	৫৫.৯২	১৫	৪০.৯২	১
২০০৩-০৪	৫১৩.৫৩	৩০৯	৩৬০	৫০	৩১০	২	৫০	৩০৮.৭৯	৩৪.৩১	২৭৪.৪৮	২
২০০৪-০৫	৭৭৭.৩১	৫৯৯.৮৯	৫৭৬	১৫	৫৬১	৩	১৫	৫৮৬.৯৬	১৫	৫৭১.৯৬	৩
২০০৫-০৬	১০১৪.৫২	১২৯২.৬১	১৬৫৮	৫০৮	১১৫০	৮	৫০৮	১২৬৬.৬২	৫০৮	৭৫৮.৬২	৬
২০০৬-০৭	১৭৩০.০৬	১৮১৮.৮৮	২১৮৮	৩১২	১৭৮৬	৯	৩১২	১৭২১.৮	৩১২	১৪০৯.৮	৯
২০০৭-০৮	২৩০৩.৫২	২৩০৬.০১	২৫৪০	১৫০	২৩৯০	১১	১৫০	২২৬৫.৫১	১৫০	২১১৫.৫১	১০
২০০৮-০৯	২১০৭.৬১	২০২০.৫২	৩০১৭	৫৫৬	২৪৬১	১২	৫৪৩.৫	২৫৮৭.৫৬	৫৪০.৭৮	২০৪৬.৭৮	৯
২০০৯-১০	১৯৩৮.৪৩	২৩৭০.৪	৩১৭৯	৫০	৩১২৯	১২	৫০	৩১৫৫.০৪	৫০	৩১০৫.০৪	১১
২০১০-১১	৩৫৭৯.৩৫	২৩৯২.৪১	২৮৮৯	২৭৫	২৬১৪	১২	২৭৫	২৮০৯	২৭৫	২৫৩৪	১১
২০১১-১২	৩৩৬৩.৫	৫১২৩.৯৫	৩১০০	৩০০	২৮০০	১২	৩০০	৩০৯৫.৮	৩০০	২৭৯৫.৮	২২
২০১২-১৩	১৫৬২.৭৯	২৬৪৫.৩৮	২৬৪৫	২৮০	২৩৯০	১০	২৫০	২৬৪৫	২৫০	২৩৯৫	১২
২০১৩-১৪	০	৮৮৬	৮৮৬	৭৪	৮১২	৩	৭৪	৮৮৬	৭৪	৮১২	৪
মোট	**১৯২৮২.২০**	**২১৮২০.৯৬**	**২৩১৯৬**	**২৫৮৫**	**২০৫৪৬**	**১০০**	**২৫৪২.৫**	**২১৩৮৪ + সুবিধাভোগীর অংশ ৪৩৬.৯৬**	**২৫২৪.০৯**	**১৮৮৫৯.৯১**	**১০০**

উপরের সারণী **থেকে** দেখা যায় বর্ণিত প্রক**ল্পের মূল ও সংশোধিত** ডিপিপি**তে** পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা **অনুযায়ী** ২০০২-০৩ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল যথক্রমে ১৯২৮২ .২০ এবং ২১৮২০.৯৬ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু জুলাই, ২০০২ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২১৮২০ **.৯৬** লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্তকৃত কোন অর্থ অব্যয়িত নেই । সুতরাং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

প্রকল্পের প্রধান কয়েকটি অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখানো হল (বিভিন্ন নিম্নের সারণীতে অঙ্গের অনুকূলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যাদিসংযুক্তি-১ এ সন্নিবেশিত হয়েছে):

কাজের নাম (ডিপিপি অনুসারে)	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)
১. গোডাউন কাম বহুমূখী গ্রাম কেন্দ্র	**সংখ্যা**	২৪১.৮৪	২৯	২৪১.৮৪	২৯
২. **গ্রাম প্রতিরক্ষা ওয়াল কাম আরসিসি রাস্তা (টাইপ -১)**	**কিঃ মিঃ**	১৮৮৪.৭৩	৬০	১৮৮৪.৭৩	৬০
৩. **গ্রাম প্রতিরক্ষা ওয়াল কাম ব্লক রাস্তা (টাইপ -১)**	**কিঃ মিঃ**	২৩৬২.৭৫	৮৮	২৩৬২.৭৫	৮৮
৪. **গ্রাম প্রতিরক্ষা ওয়াল কাম আরসিসি রাস্তা (টাইপ -২)**	**কিঃ মিঃ**	৩৬১৩.০৪	৮৯	৩৬১৩.০৪	৮৯
৫. **গ্রাম প্রতিরক্ষা ওয়াল কাম ব্লক রাস্তা (টাইপ -২)**	**কিঃ মিঃ**	১৩৭৭.৪৯	১১৩	১৩৭৭.৪৯	১১৩
৬. **গ্রাম প্রতিরক্ষা ওয়াল (সংখ্যা-২০, ৫ কিঃ মিঃ)**	**সংখ্যা-২০**	৯৭৬.৫৬	২০	৯৭৬.৫৬	**(সংখ্যা-২০, ৫ কিঃ মিঃ)**
৭. কৃষি অবকাঠামো	**সংখ্যা**	১৫৫.০০	১১	১৫৫.০০	১১
৮. নলকূপ স্থাপন	নলকূপ	১১২৪.২১	২৫৯৫	১১২৪.২১	২৫৯৫
৯. বিল উন্নয়ন	**সংখ্যা**	১৩৬৮.৫১	৩০০	১৩৬৮.৫১	৩০০
১০. খাল খনন	**কিঃমিঃ**	৪১১.৪৪	৬৩	৪১১.৪৪	৬৩
১১. ইজারাকৃত পুকুর উন্নয়ন	**সংখ্যা**	২০.২২	৬৪	২০.২২	৬৪

৭। ক্রয় কার্যক্রমে প্রচলিত ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণঃ

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে বাংলাদেশে প্রচলিত ক্রয় পদ্ধতি ব্যবস্থায় করা হয়নি । এক্ষেত্রে বিভিন্ন অবকাঠামোর নির্মাণ ব্যয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলন করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন এলসিএস এর সাথে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সড়ক , বাঁধ, খাল খনন প্রভৃতি কাজের জন্য ঐ প্রাক্কলিত মূল্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। অতঃপর ঐ অবকাঠামো নির্মাণের জন্য চুক্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট এলসিএসদের ব্যাংক একাউন্টে জমা করা হয় । এলসিএস এর সদস্যগণ নিজেরাই নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় করে নিজেদের সদস্যরাই শ্রম দিয়ে সড়ক/খাল/বাঁধের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। এতে শ্রমের মূল্য ও অবকাঠামো নির্মাণের লভ্যাংশের অর্থ এলসিএস এর সদস্যরা নিজেরাই ভোগ করে আর্থিকভাবে লাভবান হন। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কাজের সার্বিক তদারকির

দায়িত্ব পালন করেছে। ক্রয় সংক্রান্ত এ পদ্ধতিটি বাংলাদেশে সচরাচর প্রচলিত ক্রয় পদ্ধতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয় । তবে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৩ এর ধারা ১৮.৪ এর সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসারে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত **"এলসিএস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা"** অনুযায়ী অধিকাংশ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দ জানায়। তাছাড়া প্রকল্পটির এ ক্রয় পদ্ধতিটি উন্নয়ন সহযোগী 'ইফাদ' কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে জানা যায় । তবে বড় ধরণের নির্মাণ কার্যক্রম পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিয়ার ২০০৮ অনুসারে সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী , সুনামগঞ্জের কার্যালয়ে রক্ষিত নথিপত্রে প্রতীয়মান হয়েছে। দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত নিম্নের ২ টি প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

৭.১। তাহিরপুর - সোলাইমানপুর সাবমার্জিবল রোড প্যাকেজেরক্রয় কার্যক্রমঃ

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যে নির্মিত ১১.৫ কিলোমিটার সাবমার্জিবল রাস্তার মধ্যে ৮.৫ কিলোমিটার পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসারে ঠিকাদারের মাধ্যমে এবং বাকী ৩ কিলোমিটার রাস্তা এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত ১৫টি এলসিএস -এর সহায়তায় ১,১২,৬৮৭৫০.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্মাণ করা হয়েছে। এ ৩ কি: মি: রাস্তা নির্মাণে ৮৩৮০ কর্ম দিবস ব্যয় হয়েছে এবং কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে ৪৯১০ জন পুরুষ সদস্যকে ১২,৯১,১৬০.০০ টাকা এবং ৩৪৭০ জন মহিলা সদস্যকে ৮,৬৭,৫০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মিত ৮.৫ কি:মি: রাস্তার মধ্যে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ১৮২৫৩৫১৬.০০ টাকা ব্যয়ে ৫.৫ কিঃমি এবং ২০০৯-২০১২ অর্থ বছরে ১১০৩৫৭৯১.০০ টাকা ব্যয়ে বাকী ৩ কিঃমি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

ঠিকাদাররের মাধ্যমে নির্মিত ৮ .৫ কিলোমিটার রাস্তা ২ .৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ টি প্যাকেজে নির্মিত হয়েছে । তন্মধ্যে দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে ৬ নং প্যাকেজের (চেইনেজঃ ২৪০০ - ২৮০০ মিটার) ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। এই প্যাকেজের ৪০০ .০০ মিটার ব্লক রাস্তা নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১২ ,০৯,০১৫.০০ টাকা। এ প্যাকেজের জন্য যথাক্রমে দৈনিক মানবজমিন, তারিখ: ১৮.০৯, ২০০৮ এবং দি নিউ এজ, তারিখ ২৩.০৯.২০০৮ এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দরপত্র জমা এবং খোলার তারিখ ছিল ১৬.১০.২০০৮। এ প্যাকেজের জন্য মোট ৬টি দরপত্র বিক্রয় হয়। কিন্তু মাত্র ১টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান (রাজু কনস্ট্রাকসান) দরপত্র দাখিল করে। জনাব ফেরদৌস আহম্মদ, সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সুনামগঞ্জ কে আহবায়ক করে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ২৮.১০.২০০৮ তারিখে মূল্যায়ন করেন। উক্ত কমিটির মূল্যায়নে দরপত্র জমাদানকারী প্রতিষ্ঠানের দরপত্রটি বৈধ বলে বিবচিত হওয়ায় উক্ত দরদাতাকে নির্বাচিত করা হয়। যথাযথ অনুমোদন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের স ঙ্গে ২২.১২.২০০৮ তারিখে ১৩,২১,৬৮৫.৪২ চুক্তি মূল্যে কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ঐ তারিখেই রাজু কনস্ট্রাকসানের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১২.০৪.২০০৯ তারিখে এ প্যাকেজের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

৭.২। চালবন বহুমূখী কেন্দ্রের ক্রয় কার্যক্রমঃ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সুনামগঞ্জে রক্ষিত প্রকল্পের নথি-প্রত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই প্যাকেজের সংখ্যা ০১টি। প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১১.৮৪ লক্ষ টাকা। এ প্যাকেজের জন্য যথাক্রমে দৈনিক ভোরের কাগজ, তারিখ: ২৮.১২.২০০৮ এবং দি নিউজ টুডে, তারিখ ২৬.১২.২০০৮ এ প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দরপত্র জমা এবং খোলার তারিখ ছিল ২০.১.২০০৯। এ প্যাকেজের জন্য ০৩ টি দরপত্র বিক্রয় হয়। কিন্তু ১ টি মাত্র দরপত্র জমা পড়ে । জনাব কাজী আব্দুস ছামাদ সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সুনামগঞ্জ কে আহবায়ক করে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মুল্যায়ন কমিটি (উল্লেখ্য যে, উক্ত মুল্যায়ন কমিটিতে এলজিইডি বহির্ভূত ০২ জন সদস্য ছিলেন) ২০.০২.২০০৯ তারিখে দরপত্র মুল্যায়ন করেন। উক্ত কমিটির মুল্যায়নে মেসার্স কফিল আহম্মদ -এর দরপত্রকে বৈধ বলে বিবেচনা করা হয় ও নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ২৬.০২.২০০৯ তারিখে ১৪.১৫ লক্ষ চুক্তি মুল্যে কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং যথাযথ অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তার অনুকূলে ০২.০৩.২০০৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ০১.০৭.২০০৯ তারিখে চালবন গ্রাম বহুমুখী কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রকল্পের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০.১২.২০০৯ তারিখে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮। সরেজমিনে পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে , প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রমগুলি ৫টি গুরুত্বপূর্ণ অংগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে ৫ অংগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ বিভিন্ন অংগের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

১. **ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন**
২. **মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন**
৩. **কৃষি ও পশু সম্পদ উন্নয়ন**
৪. **ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম**
৫. **প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন**

৮.১। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ

প্রকল্প এলাকায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং উক্ত কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ অঙ্গের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ অঙ্গের আওতায় (ক) নিরাপদ পানীয় জলের জন্য স্থানীয় ডিপিএইচই অফিসের সহায়তায় এলাকাভিত্তিক আর্সেনিকমূক্ত গভীরতায় ১১২৪.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫৯৫ টি হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন; (খ) গ্রামগুলোকে বন্যার ঢেউ থেকে রক্ষার জন্য ৯৭৬.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০ টি (৫ কিলোমিটার) গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ বা ভিলেজ প্রটেকসান ওয়াল (VPW); **(গ)** গ্রামগুলোকে যোগাযোগের মূল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ৯২৩৮.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৫০.০০ কিঃমিঃ VPW কাম সড়ক (১৪৯ কিঃ মিঃ আরসিসি রোড ও ২০১ কিঃ মিঃ ব্লক রোড নির্মাণ এবং (ঘ) বন্যার সময় আশ্রয় প্রদান, সভা ও সামাজিক সমাবেশ আয়োজন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজের জন্য ২৪১.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৯ টি গোডাউন কাম বহুমূখী গ্রামকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

৮.১.১। <u>ভিলেজ প্রটেকসান ওয়াল(VPW) পরিদর্শনঃ</u>

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার নিকটবর্তী **ভাটি** তাহিরপুর ভিলেজ প্রটেকসান ওয়াল (VPW) নির্মাণের ব্যয় ছিল ৪১৭৬৩২০.০০ টাকা। তবে, ৪০০৫০০০.০০ টাকা ব্যয়ে ২০১২ - ১৩ সময় কালে নির্মিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে এ VPW এর দৈর্ঘ ২৫০ মিটার প্রশস্থতা ৪০০ মিঃ মিঃ এবং উচ্চতা ২৫০ ০ মিঃ মিঃ পাওয়া যায় <u>(চিত্র নং-১)</u>। এ VPW টি প্রকল্পের আওতায় গঠিত LCS (Labour Contracting Sociely) -এর সদস্যবৃন্দের সহায়তায় (Male Manday ২৩২৭ এবং Female Mandays ১২৫২) নির্মাণ করা হয়েছে। তিনটি মহিলা LCS এর ৩০ জন মহিলা সদস্য এবং দুইটি পুরুষ LCS এর ২০ জন পুরুষ সদস্যের তিন মাসের পরিশ্রমে তৈরী করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, এ VPW এর পাশ দিয়ে বলাই নদী প্রবাহিত টাঙ্গুয়ার হাওরে মিশেছে । এ VPW নির্মাণের পূর্বে বলাই নদীর পানির ঢেউ এর ধাক্কায় ভাটি তাহিরপুর গ্রামের বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পার্শবর্তী এলাকাটি অত্যান্ত ঝুকিঁপূর্ণ হয়ে পড়ে । এ VPW নির্মাণের ফলে তাহিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় , তাহিরপুর সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ আফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, মসজিদ,

মন্দির বাড়ি -ঘরসহ বহু স্থাপনা টাঙ্গুয়ার নদী ভাংগন থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ বাঁধ নির্মাণের ফলে ভাটি তাহিরপুর গ্রামের বাসিন্দা (২৩৪ টি পরিবারের ৭১৯ জন মানুষ) ছাড়াও তাহিরপুর উপজেলাবাসী বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছেন । ভাটি তাহিরপুর VPW ছাড়াও টাঙ্গুয়ার হাওর এলাকায় আরও দুইটি VPW (আনন্দনগর ও শ্রীলালি তাহিরপুর) পরিদর্শন করা হয় (চিত্র ২ ও ৩)। আনন্দনগর ও শ্রীলালি তাহিরপুর গ্রামে ২৫০ মিটার করে বাঁধ নির্মাণের ফলে এ দু 'টি গ্রামের স্থাপনাসমূহ টাঙ্গুয়ার হাওরের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং এ দু 'টি গ্রামের যথাক্রমে ১৩৬ ও ১০৯ টি পরিবার বর্তমানে নিরাপদে বসবাস করতে পারছে।

চিত্র -১: ভাটি তাহিরপুর ভিলেজ প্রটেকসান ওয়াল (VPW)

চিত্র -২: **আনন্দনগর ভিলেজ প্রটেকসান ওয়াল(VPW)**

চিত্র -৩: শ্রীলালি তাহিরপুর ভিলেজ প্রটেকসান ওয়াল(VPW)

৮.১.২। আরসিসি এবং ব্লক রোড

ছোট বিল সংযোগ ব্লক রোডঃ সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার মোহনপুর উইনিয়নের নারায়নপুর ইউনিয়নের ছোট বিল সংযোগ পয়েন্টে ৯,৪৯,৯৪০.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ৮ ,৬৮,৬৮৫.০০ টাকা ব্যয়ে ০ .৫০ কিলোমিটার সিসি ব্লক রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে । নারায়নপুর গ্রামের ২টি পুরুষ এবং ১টি মহিলা এলসিএসের সদস্যবৃন্দের সহযোগিতায় ২০০৮ -২০০৯ সালে এ রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে রাস্তার প্রশস্থতা ১.৭৫ মিটার (৭ ফুট) পাওয়া যায়। মধ্যবর্তী ব্লকসমূহের সাইজ ৩৭৫ X ২২৫ X ১৫০ মিঃ মিঃ (১৫″ X ৯″X ৬″) এবং কিনারের ব্লকের সাইজ ৩৭৫ X ২২৫ X ১০০ মিঃ মিঃ (১৫″X ৯″X ৪″) পাওয়া যায়। এলসিএস -এর মহিলা সদস্যবৃন্দ জানায় এলজিইডি'র স্থানীয় কর্মকর্তাদের পরামর্শ মোতাবেক তারা নিজেরাই নির্দিষ্ট অনুপাতে সিমেন্ট , বালি ও পাথর মিশ্রিত করে ব্লক বানিয়েছে এবং এলসিএস -এর পুরুষ সদস্যবৃন্দ ব্লক দ্বারা রাস্তা নির্মাণ করেছে **(চিত্র –৪)**। পরিদর্শনকালে রাস্তার উভয় পাশে সোল্ডারসহ রাস্তার অবস্থা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল দেখা যায় । তবে, মাঝে মাঝে ব্লকগুলো একটু উচু -নীচু থাকার ফলে যানবাহন চলাচলে একটু অসুবিধা হচ্ছে মর্মে দেখা যায়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, অতি বৃষ্টি বা বন্যার ফলে ব্লকগুলো মাঝে মাঝে কিছুটা স্থানচ্যুত (ডিসপ্লেস) হলেও পরে খুব সহজেই ঠিক করা যায়। ফলে বৃষ্টি প্রবণ বা অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলের জন্য বিটুমিন /কার্পেটিং রাস্তার তুলনায় ব্লক রোড অধিকতর স্থায়ী হয়ে থাকে।

আলীপুর ব্লক রোডঃ প্রকল্পের আওতায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে আলীপুর রাস্ত্মাটির কার্যক্রম শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে তা ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে শেষ হয়। রাস্ত্মাটির মোট দৈর্ঘ্য ২.৩৩২ কি:মি:। তন্মধ্যে ৩৮৭১৬৩৯.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঠিকাদারের মাধ্যমে ২.০০ কি:মি: আরসিসি এবং ৬৩৭৯১৭.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত ০২ টি এলসিএসের (৫৪৮ জন পুরুষ শ্রমিকের পারিশ্রমিক ৯৯৬০০.০০ টাকা এবং ৪০০ জন মহিলা শ্রমিকের পারিশ্রমিক

৭২৭২০.০০ টাকা) সহায়তায় ৩৩২ মিঃ কংক্রিট ব্লক দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে **(চিত্র –৫)**। রাস্ত্মাটি নির্মাণের ফলে হাওড় অধ্যুষিত ০৫টি গ্রামে বসবাসরত ৪৮৫ টি পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছে বলে প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ জানায় । পরিদর্শনকালে রাস্তার প্রশস্থতা সোল্ডার সহ ১০ ফুট এবং সোল্ডার ছাড়া ৭ ফুট (১.৭৫ মিটার) পাওয়া যায়। রাস্তার উভয় পাশে সোল্ডারসহ রাস্তার অবস্থা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল দেখা যায়। তবে, রাস্তার ব্লকের উপর দিয়ে দেয়া ১ ইঞ্চি পুরুত্বের screeding বা প্রলেপ মাঝে মাঝে উঠে গেছে মর্মে দেখা যায় । রাস্তার উভয় পাশে বৃক্ষ রোপন করে রাস্তার সংরক্ষণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়।

চিত্র - ৪: ছোট বিল সংযোগ সিসি ব্লক রোড

চিত্র - ৫: আলিপুর চালবন সিসি ব্লক রোডে বৃক্ষ রোপন

তাহিরপুর – সোলাইমানপুর সাবমার্জিবল ব্লক রোডঃ

সুনামগঞ্জ জেলার অত্যন্ত্ম দূর্গম অঞ্চল তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যে একমাত্র সংযোগ সড়ক হিসাবে টাংগুয়ার হাওড় ও শনির হাওড়ের পাশ কংক্রিট বস্নক দ্বারা ১১.৫ কিলোমিটার রাস্ত্মা নির্মাণ করা হয়েছে। এ রাস্তা নির্মাণের ফলে রাস্ত্মাটি নির্মাণের ফলে হাওড় অধ্যুষিত তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলার ২৪টি গ্রামের ১১৭১৬ টি পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে , রাস্তার মাঝে মাঝে বক্স-কালভর্ট রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে , হাওড়ের উভয় পাশের ফসলী জমির পানির প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ১১.৫ কিলোমিটার রাস্ত্মায় ১১ বক্স-কালভর্ট নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে রাস্তার প্রশস্থতা সোল্ডারসহ ৫.৫ মিটার এবং সোল্ডার ব্যতীত ৩.৬৬ মিটার (১০ ফুট) পাওয়া যায়। রাস্তার মধ্যবর্তী ব্লকসমূহের সাইজ ৩৭৫ X ২২৫ X ১৫০ মিঃ মিঃ (১৫″ X ৯″X ৬″) এবং কিনারের ব্লকের সাইজ ১০০০ X ১০০০ X ২২৫ মিঃ মিঃ পাওয়া/জানা যায়। তাছাড়া ব্লকের উপর দিয়ে ২৫ মিঃ মিঃ (১ ইঞ্চি) পুরু করে Screeding দেয়া হয়েছে। তাহেরপুরের নিকটবর্তী অপেক্ষাকৃত উচু অংশে সোল্ডারসহ রাস্তার অবস্থা ভাল পাওয়া যায়। তবে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে অর্থাৎ টাঙ্গুয়ার হাওরের নিকটবর্তী এলাকার রাস্তার সোল্ডারের পাশে মাটি সরে গেছে, রাস্তার উপর থেকে মাঝে মাঝে Screeding উঠে গেছে এবং রাস্তার ব্লকসমূহ উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে এবং মাঝে মাঝে রাস্তার অংশবিশেষ ভেংগে গিয়েছে মর্মে দেখা যায়। (চিত্র নং - ৬, ৭)। এ প্রসংগে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট জানতে চাওয়া হলে তাঁরা জানান যে, রাস্তাটির বেশীরভাগ অংশ ২০০৮ – ২০০৯ সালে নির্মাণ হরা হয়েছে এবং বছরে পায় ৬ মাস পানিতে ডুবে থাকে । পানির স্রোতের চাপে সোল্ডার থেকে মাটি সরে গেছে এবং শুষ্ক মৌসুমে রাস্তার উপর দিয়ে অনেক ভারী যানবাহন চলাচল করে বিধায় রাস্তার স্ক্রিডিং খুলে গেছে।

চিত্র - ৬: তাহিরপুর- সোলাইমানপুর সাবমার্জিবল রোড

চিত্র - ৭: তাহিরপুর- সোলাইমানপুর সাবমার্জিবল রোডের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ বিশেষ

জয়কলস গ্রামীণ রাস্তাঃ

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার জয়কলস ইউনিয়নের মধ্য দিয়া গ্রামীণ রাস্তা হিসাবে ৯৫০৬৯৮.০০ টাকা ব্যয়ে ২০০৭ -০৮ অর্থ বছরে ৫০০.০০ মিটার দৈর্ঘ বিশিষ্ট আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে । পরিদর্শনকালে রাস্তাটির প্রশস্ততা ২ .০০ মিটার এবং পুরুত্ব ১৫০ মিঃমিঃ পাওয়া যায় । পরিদর্শনকালীন রাস্তার বেশীরভাগ অংশ ভাল রয়েছে মর্মে দেখা যায় । তবে, কোন গাইডওয়াল ছড়াই রাস্তাটি নির্মাণ করায় মাঝে মাঝে রাস্তার সোল্ডার থেকে মাটি সরে গেছে মর্মে দেখা গিয়েছে **(চিত্র-৮)।** বিশেষতঃ নাইদা নদীর পাশ দিয়ে নির্মিত অংশের স্লোপ খুবই ঝুকিপূর্ন হয়ে পড়েছে মর্মে দেখা যায় । বর্তমানে স্থানীয় জনগণ নিজেদের উদ্যোগে স্বীয় লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাস্তার স্লোপ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মর্মে দেখা যায় **(চিত্র-৯)।** গাইডওয়াল বা স্লোপ সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপুর্বক রাস্তাটি নির্মাণ করা হলে রাস্তার স্লোপ এত দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হতনা মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

চিত্র - ৮: জয়কলস রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত সোল্ডার

চিত্র - ৯: গ্রামীণ জনগণের উদ্যোগে জয়কলস রাস্তার স্লোপ সংরক্ষণের প্রচে

৮.১.৩। চালবন গ্রাম বহুমুখী কেন্দ

প্রকল্পের অর্থায়নে ২০০৫ - ২০০৬ অর্থবছরে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে অবস্থিত চালবন বহুমুখী গ্রাম কেন্দ্র এবং দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার জয়কলস ইউনিয়নে নির্মিত বহুমুখী গ্রাম কেন্দ্রটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কেন্দ্র দু'টির বাহ্যিক অবয়ব

ভাল বলে প্রতীয়মান হয় **(চিত্র - ১০)**। গ্রাম কেন্দ্রগুলিতে প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্পের আওতায় গঠিত সংগঠন সমুহের বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হতো এবং মাঠ পর্যায়ের সুফলভোগীদের জন্য উক্ত কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হতো মর্মে জানা যায়। পরিদর্শনের সময় জয়কলস বহুমূখী কেন্দ্রে Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project (HILIP) প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ (চিত্র - ১১) এবং চালবন কেন্দ্রে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের সাপ্তাহিক সভা (চিত্র - ১২) চলছিল মর্মে দেখা যায় । সুবিধাভোগীরা জানায় , প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও বহুমূখী কেন্দ্রগুলি অন্যান্য প্রকল্প এবং এনজিও কর্তৃক অয়োজিত প্রশিক্ষণ, গ্রাম্য শালিস ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চিত্র - ১০: চালবন গ্রামের মাল্টি পারপাজ ভিলেজ সেন্টারের বাহ্যিক অবয়ব

চিত্র-১১: চালবন গ্রামের বহুমূখী কেন্দ্রে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের চলমান সভা।

চিত্র-১২: জয়কলস বহুমূখী কেন্দ্রে বিল পূণঃখনন বিষয়ক চলমান প্রশিক্ষণ।

৮.২ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ঃ

এ অংগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী খাস জলাভূমিতে গরীব মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অংগ্রহণমূলক কমিউনিটি ভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা। প্রকল্পের এ অংগের আওতায় প্রধান প্রধান কাজ হলঃ সুবিধাভোগিদের নিয়ে গঠিত labour Coducting Societiy (LCS) -এর মাধ্যমে জলাভূমি চিহ্নতকরণ, সীমানা সংরক্ষণের লক্ষ্যে পিলার স্থাপন; পুনঃরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিল/খাল পুনঃখনন; মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র রক্ষার লক্ষ্যে মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরী, সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে সহায়তাকরণ।

৮.২.১। পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ: পরিদর্শনকালে সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার ৩০০ টি জলাশয় ভূমিহীন জনগোষ্ঠির ৩০০ টি বিল ব্যবহারকারি সংগঠণ (Beel User Group, BUG) অনুকূলে লিজ প্রদানের প্রভিশন ছিল। কিন্তু নানাবিধ জটিলতার কারণে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ২৯৩ টি বিল লিজ পাওয়া গেছে। লিজকৃত বিলগুলিতে মৎস্য চাষের লক্ষ্যে ২৬৫ টি BUG গঠন করা হয়েছে; যার মোট সদস্য সংখ্যা ৯০৬১ জন (৬৮১৭ জন পুরুষ এবং ২২৪৪ জন মহিলা)। প্রকল্প মেয়াদে ১৩৬৮.৫৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিলের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। বিল উন্নয়নের অংশ হিসাবে ২৪২ টি বিলের উন্নয়ন/খনন, ৪১১.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৩ টি খাল পুনঃখনন, ২০.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৪ টি লিজিকৃত পুকুর উন্নয়ন, ১৫.৮৫ কিঃমিঃ বিল সংযোগকারি রাস্তা নির্মাণ, ৬৯.৯৫ কিঃমিঃ বিল সংযোগকারি খাল খনন, ১১৫ টি বিলের চারপাশে ২৫০,০০০ টি বিভিন্ন ধরণের জলজ বৃক্ষ রোপন, ১১ টি বিলের সীমানা পিলার স্থাপন এবং মাছের জন্য ৫০ টি অভয়াশ্রম তৈরী করা হয়েছে **(চিত্র - ১৩)**।

বিল ব্যবহার কারিগণ তাদের অনুকূলে লিজকৃত জলমহলের বাৎসরিক ইজারা মূল্যসহ অন্যান্য করাদি সদস্য গণের নিকট হতে সমান হারে সংগৃহীত চাঁদা কিংবা বিলের আহরিত মৎস্য বিক্রির টাকা থেকে সরাসরি সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রকল্প মেয়াদে লিজকৃত জলাশয়গুলিতে মোট ১৬২২.৫০ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে; যার বাজার মূল্য ১৬৫৭.৫০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে **৩৫০.০০** লক্ষ টাকা লিজ মানি হিসাবে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে; ৭০০.০০ লক্ষ টাকা সুফলভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং ৩৭২.১০ লক্ষ টাকা সুফলভোগীগণকে বিল উন্নয়ন কাজের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

৮.২.২। টেডালা হগলিয়া চাতল বিল পরিদর্শন:

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ জেলার জয়কলস ইউনিয়নের টেডালা হগলিয়া চাতল বিল পরিদর্শন করা হয় এবং পরিদর্শনকালে বিল ব্যবহার কারি বিভিন্ন সদস্যের সাথে আলাপ হয় **(চিত্র - ১৪)**। তারা জানায় চাতল বিলের আয়তন ৫৩.৪০ একর (১৭.৫৭ হেক্টর)। বিলটি গত ০১.০৬.২০০৬ তারিখে তাদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। উজানগাঁও এবং জয়কলস গ্রামের ৭২৬ পরিবার (১৩২ জেলে) এ বিল থেকে সরাসরি উপকৃত হচ্ছে মর্মে জানা যায়।

চিত্র-১৩: **টেডালা হগলিয়া চাতল** বিল খনন ও বিলের চারপাশে জলজ বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে মাছের জন্য অভয়াশ্রম তৈরি

চিত্র-১৪: টেডালা হগলিয়া চাতল বিল ব্যবহারকারী গ্রুপের সভা

চাতল বিলে ২০১৩ - ২০১৪ অর্থ বছরে মোট ৭৩৮৩ কেজি মৎস্য উৎপাদিত হয়; যার বাজার মূল্য ১০,৮৫,২০০.০০ টাকা। বিলের লিজ মানি হিসাবে ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ ৮৪,৩০৩.০০ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। চাতল বিলের ৫০ জন সদস্যের প্রত্যেকে ১২,০০০.০০ টাকা করে মোট ৬,০০,০০০.০০ টাকা লভাংশ পেয়েছে। এছাড়া, বিল ব্যবহারকারী সদস্য গণ মৎস্য আহরণ ও বিলের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে সরাসরি নিয়োজিত থাকায় পারিশ্রমিক হিসাবে মোট ২,২০,৭০০.০০ টাকা (সদস্য প্রতি ৪,৪১৪.০০ টাকা) পেয়েছে মর্মে জানা যায়। অবশিষ্ট টাকা সমিতির ফান্ডে জমা রয়েছে।

৮.৩। কৃষি ও পশু সম্পদ উন্নয়ন ঃ

প্রকল্পের সুফলভোগীদের আয় ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শষ্য ও প্রাণীসম্পদ উৎপাদন উন্নয়নের জন্য এ অঙ্গের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ অঙ্গের আওতায় অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষার মাধ্যমে কৃষকের চাহিদা নিরূপন ও কৃষির সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, উন্নত জাত/প্রযুক্তি নির্ণয়ের লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক গবেষনা পরিচালনা, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সম্প্রসারণেরর জন্য কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার ও মাঠ দিবসের ব্যবস্থাকরন এবং সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে প্রমোশনাল ম্যাটেরিয়ালস প্রস্তুত করা হয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার বিভন্ন উপজেলায় সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ১৫৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১টি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নের ২টি স্থাপনা পরিদর্শন করা হয়ঃ

৮.৩.১। হবৎপুর গ্রামে বারিড পাইপ স্থাপনঃ

প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লিখিত ২১,১৬,৮৭০.০০ টাকার বিপরীতে ১৯,৩৫,০০০,.০০ টাকা ব্যয়ে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার লক্ষণশ্রী ইউনিয়নের হবৎপুর গ্রামে ১.২ কিলোমিটার দীর্ঘ বারিড পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের সহায়তায় বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক (CO) মহিলা ও পুরুষ এলসিএস সদস্যবৃন্দ এ বারিড লাইন নির্মাণ করেছে। এ বরিড পাইপের ফলে ৬৭.৪৮ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়ছে। এলাকার ৩০০ জন কৃষক সরাসরি উপকৃত হচ্ছে । এলাকার সুবিধাভোগীগণ জানায় যে এই পাইপ লাইনের সেচ সুবিধার ফলে পূর্বের এক ফসলী জমি বর্তমানে তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে **(চিত্র-১৫)।** বারিড পাইপের মাধ্যমে সেচ দেয়ার ফলে উৎপাদন খরচ কমেছে, ভূমি ক্ষয় এবং পানি অপচয়ের কোন আশংকা নেই। জমির দাম বেড়েছে কয়েকগুন এবং সার্বিকভাবে এলাকার জীবনমানের উন্নতি হয়েছে।

৮.৩.২। কৃষ্ণনগর সাব-মার্জিবল ড্যাম পরিদর্শনঃ

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার কৃষ্ণনগর গ্রামে ২৪,৬৪,৭০০.০০ টাকা ব্যয়ে ২০১০ - ১২ সময়কালে নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ড্যামের দৈর্ঘ ২৫.৭ মিটার উচ্চতা ৫মিঃ ও প্রশস্থতা ৩.২ মিঃ পাওয়া যায়। এ ড্যামটি ১টি পুরুষ LCS এবং ১টি মহিলা LCS থেকে ১০ জন করে মোট ২০ জন সদস্য LGED সহায়তায় নির্মাণ করেছে। এটি নির্মাণে ১৬০০ এলসিএস লেবার ডে ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শনকলে এ খালের উজান থেকে পানি এসে ড্যামে জমা হচ্ছে মর্মে দেখা যায় এবং এ ড্যামের পানি এলাকার বাসাবাড়ীতে গৃহস্থলি ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে দেখা যায়। এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, কৃষ্ণনগর গ্রামের ৪৪০ জন কৃষক সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। এই ড্যামের পানি থেকে ১৫০ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান। সুবিধাভোগী কৃষকগণ জানায় য়ে, সেচের ফলে পূর্বের ১ ফসলী জমি বর্তমানে তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, কম খরচে বেশী জমিতে সেচের আওতায় আনয়ন, জমির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে প্রতি একর জমিতে প্রায় ১.৩০ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায়। সর্বপরি তাদের জীবন যাত্রার মানের উন্নতি ঘটেছে। সেচ সুবিধা ছাড়াও এলাকার গৃহস্থলির কাজেও ড্যামের সঞ্চিত পানি ব্যবহৃত হয়ে থাকে **(চিত্র-১৬)।**

চিত্র - ১৫: হবৎপুর গ্রামে স্থাপিত বারিড পাইপের মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান ও ফসল উৎপাদন

চিত্র -১৬: কৃষ্ণনগর সাব-মার্জিবল ড্যামের উজানে সঞ্চিত পানি গৃহস্থলির কাজে ব্যবহার

৮.৪। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ঃ

ঋণ সংগঠন ও প্রশিক্ষণ ঃ এ অঙ্গের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পের লক্ষ্যভূক্ত পরিবার সমন্বয়ে ঋণসংগঠন গঠন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক তাদেরকে সঞ্চয় জমাকরণ ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৯০০০০ সদস্যের (৬১৫৪৩ জন মহিলা এবং ২৮৪৫৭ জন পুরুষ) সমন্বয়ে ৩০০০ কমিউনিটি সংগঠন করার প্রভিশন ছিল। কিন্তু প্রকল্প মেয়াদে লক্ষ্যভূক্ত সদস্যদের ২০-৩০টি পরিবারের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ২৯৯৫ টি (মহিলা সংগঠন ২১৪৫ ও পরুষ সংগঠন ৮৫০) ঋণ

সংগঠন গঠন করা হচ্ছে এবং সংগঠনভুক্ত সদস্যদের মধ্যে মোট ৩৫,৪৩,৩৬,০০০ টাকা **ঋণ** বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল সংগঠনের সদস্যদেরকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুঁজি গঠনে সহায়ক হিসাবে ঋণ গ্রহীতারা বিভিন্ন উৎপাদনমূখী কর্মকান্ড যেমন- কৃষি ও প্রাণী সম্পদ (২৭%), মৎস্য (১৫%), খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ (৩%) এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে। এছাড়া সমিতির সদস্যবৃন্দ নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ জমা করে ১২,২৩,৪৩,০০০ টাকার তহবিল গড়ে তুলেছে। বার্ষিক ১৫% ফ্ল্যাট হার সার্ভিস চার্জে সঞ্চয় ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। আবেদনকৃত একক ঋণ কোন সদস্যের নিজস্ব জমাকৃত সঞ্চয়ের সর্বোচ্চ ১০ (দশ) গুন অথবা সর্বোচ্চ ১৪,০০০/- টাকার মধ্যে সীমিত রাখা হয়। তাদেরকে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা, সাপ্তাহিক ভিত্তিক সঞ্চয় জমাকরণের অভ্যাস সৃষ্টি এবং ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় এনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প মেয়াদে ২৯৯৫ সংগঠনের মধ্যে ২৯৮৫ টি সংগঠনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং ১০ টি সংগঠনের অবস্থার অবনতি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ ১০টি সংগঠন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় ৩টি (পুরুষ- ২টি, মহিলা- ১টি), দোয়ারবাজার উপজেলায় ১টি (পুরুষ), শাল্লা উপজেলায় ৬টি (পুরুষ- ৪ টি, মহিলা- ২টি) অবস্থিত। এ সমস্ত সংগঠনের সদস্যদের পারস্পরিক সামাজিক-পারিবারিক দ্বন্দ, গ্রাম্য দলাদলি ও মামলাসহ বিভিন্ন কারণে স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে। ফলে এই সংগঠনগলোতে কোন প্রকার ঋণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি এবং তারা প্রকল্পের অন্যান্য সেবা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। সমস্যাপূর্ন এই সংগঠনগুলি গঠনের ৩/৪ মাসের মধ্যেই Dropped out করা হয়। Dropped out কৃত এই ১০-টি সংগঠনের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল সর্বমোট-২৫৭ জন (পুরুষ-১৮১ জন, মহিলা-৭৬ জন)। এ ১০-টি সংঠনের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকায় চলমান অন্য কোন প্রকল্পের আওতায় বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আইএমইডি মনে করে।

প্রকল্প পরিদর্শনকালে বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য/সদস্যদের সংগে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের (ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত, মৎস, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিত হয়ে স্বাবলম্বি হয়েছে। প্রকল্পের তিনজন সফল সুবিধাভোগী মহিলা জাহানারা, সাবিকুন্নাহার এবং মনোয়ারার কেস স্টাডি করা হয়। জাহানারা ২০০৫ সালে প্রকল্পটির ঋণ সংগঠনে যোগদান করে ৪০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং নার্সারী প্রশিক্ষণ নিয়ে ছোট নার্সারীর কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে ৩০ শতক জমি ক্রয় করে স্থায়ীভাবে নার্সারি গড়ে তুলেছে। প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় সে নার্সারী পেশায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে **(চিত্র-১৭)**। বর্তমানে তার সম্পদের মূল্য ৫০০০০০.০০ টাকা। বাৎসরিক সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের পরেও তার ৫০,০০০.০০ সঞ্চয় থাকে। সে অন্যদিকে মনোয়ারা ভ্যাকসিনেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং ৪০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন **(চিত্র-১৮)**।

চিত্র-১৭ সফল সুবিধাভোগী জাহানারা বেগমের নার্সারি প্রস্তুতি

চিত্র-১৮ সফল সুবিধাভোগী ভ্যাক্সিনেটর মনোয়ারা বেগমের

৮.৫। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ঃ

এ অঙ্গের আওতায় প্রকল্পের বিভিন্ন অফিসে জনবল পদায়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়, বিভিন্ন অফিসের আনুষঙ্গিক খরচ এবং নিয়োজিত পরামর্শকের বেতন ভাতার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার ১১ উপজেলার ৬২ ইউনিয়নের ১০৯০ টি গ্রামের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ টি কম্পিউটার (৫২.০২ লক্ষ টাকা), ১ টি সফটওয়ার (০.৯৯ লক্ষ টাকা), ২৭ প্রকার অফিস সরঞ্জাম, ১৭ ধরণের আসবাবপত্র, ৪ টি 4WD যানবাহন (৭৭.৪৪ লক্ষ টাকা), স্পিডবোট ৪ টি (২৪.৯৪ লক্ষ টাকা), মোটর সাইকেল ১৬৫ (১৮০.৭৫ লক্ষ টাকা), বাইসাইকেল ১৭ টি (০.৯৪ লক্ষ টাকা) ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে । এছাড়া, ১১ টি প্রকল্প অফিস স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রকল্প কাজ সুচারুরুপে সম্পন্নের লক্ষ্যে ২১০ জন কর্মকর্তা /কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ৮৬৪ জনসহ মোট ২১ ,১৭,৮৩১ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে । পরিদর্শনকালে ক্রয়কৃত বিভন্ন যানবাহন ও সরঞ্জামাদি বিভিন্ন প্রকল্প অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছ মর্মে দখা যায়।

৯। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ

জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি প্রেষণে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে গত ২৪.১০.২০০২ তারিখে যোগদান করেন। তিনি প্রকল্পের শেষ পর্যন্ত পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
(১) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল- স্থানীয় ভুমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গ্রাম পর্যায়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে গ্রামীণ জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিতকরণ, স্ব-পরিচালিত সংগঠন সৃজন, নিয়মিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন এবং স্থানীয় সম্পদের সর্বাত্মক ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন করা; (২) প্রকল্প এলাকার গ্রামীণ জনগণের অন্তর্নিহিত সৃজনশীলতাকে বিকশিত করার প্রয়াস গ্রহণ করে দারিদ্র বিমোচন এবং তাদের জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সার্বিক সহায়তা প্রদান; এবং	১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ৮৬৪ জন , ৭৭৭৫৭ জন কৃষক, ৯০৬১ জন মৎস্যজীবী , ২৯৯৫ টি ক্ষুদ্রঋণ সংগঠননের (মহিলা সংগঠন ২১৪৫ ও পরুষ সংগঠন ৮৫০) সদস্যসহ মোট ২১ ,১৭,৮৩১ জনকে মৎস্য, কৃষি, পশুপালন, অবকাঠামো নির্মাণ, ক্ষুদ্র ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে (পরিদর্শনের সময় বিভিন্ন সংঠনের যে সমস্ত সদস্যের সংগে কথা বলে বিভিন্ন তথ্য জানা গেছে ; তাদের একটি তালিকা **সংযুক্তি-২** এ দেখানো হল)। ২. সংগঠনের সদসবৃন্দ বিভিন্ন অবকাঠামো (সড়ক, ব্রীজ, কালভার্ট, বাঁধ, বহুমূখী গ্রামকেন্দ্র) নির্মাণসহ নার্সারি , পশুপালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদি আয়বর্ধক ও উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলেছে এবং তাদের জীবন মানেরও উন্নয়ন ঘটেছে । এ ছাড়া অনেক সদস্যের অন্তঃর্নিহিত সৃজনশীলতারও বিকাশ ঘটেছে এবং তাদের সামাজিক ভাবে ক্ষমতায়ন হয়েছে। যেমন- প্রকল্পের সফল সুবিধাভোগী জাহানারা নার্সারি পেশায় স্বাবলম্বি হওয়ার পাশাপাশি পাঁচটি বই লিখে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। এমনকি সফল উদ্যোক্তা হিসাবে তিন জন সুবিধাভোগী আন্তর্জাতিক নারি দিবসের পুরস্কার পেয়েছেন (চিত্র-১৯)। **চিত্র-১৯**: আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পুরস্কার জয়ী তিন জন সফল সুবিধাভোগী

(৩) উপর্যুক্ত উদ্যেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে - (ক) স্ব-পরিচালিত গ্রাম সংগঠন; (খ) সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন; (গ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন; এবং (ঘ) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।	৩. ১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত ৮৬৭৩৭টি দরিদ্র পরিবারকে নিয়ে ২৯৯৫টি স্ব-পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ সংগঠন, ৯০৬১ জন সুবিধাভোগীদের জন্য ২৫০ -টি বিল ব্যবহারকারী সংগঠন এবং অবকাঠামো নির্মাণের ৫১৭৬ টি এলসিএস গঠন করা হয়েছে। ২৬৫১ ক্ষুদ্রঋণ সংগঠনের ২০,৫০৬ জন সদস্যকে প্রকল্প তহবিল থেকে ৯১৪.৫৬ লক্ষ টাকা এবং সংগঠনের নিজস্ব সঞ্চয় থেকে ২২৭৪.৫২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ৩.২। প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দরিদ্র জনগোষ্টি সরাসরি সম্পৃক্ত হতে পেরেছে। ফলে তারা আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছে এবং এলাকার জনগণের মাধ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুবিধাভগীদের মধ্যে ১২৯ জন পুরুষ এবং ১৫০ জন মহিলা বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং ৫১ জন পুরুষ এবং ৫৪ জন মহিলা বিজয়ী হইয়েছে এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে সফল হয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ৩.৩। প্রকল্প এলাকায় ২৫৯৫–টি আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ, ৩৫০ কিঃমিঃ গ্রামীণ রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল , ৩৪৯ কিঃমিঃ রাস্তা সংস্কার , ২৯টি বহমুখী গ্রাম কেন্দ্র স্থাপন , ৭৭৮৫০-টি পরিবারকে পানি সরবরাহ, ৭৮৪০৬ -টি পরিবারকে সেনিটারী লেট্রিন সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৯৩৬১৯ টি পরিবারের আর্থ -সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

১১। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ ঃ প্রযোজ্য নয়।

১২। <u>অডিটঃ</u> প্রকল্পের পিপিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০২-০৩ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের অভান্তরীন অডিট সম্পন্ন হয়েছে। অভান্তরীন অডিটে প্রধান কোন আপত্তি/পর্যবেক্ষণ উত্থাপিত হয়নি। তবে ২০০২-০৩ থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের External অডিট সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যেক অডিটেই কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণ /আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে; যেগুলি যথাসময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর -এ উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের External অডিট সম্পন্ন হয়নি। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, খুব শীঘ্রই এ External অডিট সম্পন্ন করা হবে।

১৩। পূর্ববর্তী পরিদর্শনঃ পিসিআর পর্যালোচনায় জানা জানা যায় যে , প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় সরকার বিভাগের মহাপরিচালক , যুগ্ম-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়েরে সচিব, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী এবং উন্নয়ন সহযোগী IFAD -এর বিভিন্ন মিশন বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছেন এবং তাদের পর্যবেক্ষণ সমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া ২০১১ সালে প্রকল্পটি এ বিভাগ কর্তৃক মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূল্যায়নের মতামতের আলোকেই বর্তমান প্রকল্পের অনুসরণে ৫টি হাওর জেলার অধিবাসীদের জীবন মানের উন্নয়নের লক্ষ্যে (১) Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project (HILIP) এবং (২) Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (HFMLIP) শীর্ষক দুইটি ২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১৪। <u>আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ (Findings)</u>

১৪.১। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অঙ্গেরই বাস্তবায়নই অসমাপ্ত নেয়। তবে, বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কিছু কিছু অঙ্গের বাস্তবায়ন অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিক এবং কিছু কিছু অঙ্গের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত লক্ষমাত্রার চেয়ে কম অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। যেমন- প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ৮৬৪ জন কর্মকর্তাসহ ভৌত অবকাঠামো (৩৭০১০ জন) মৎস্য (৯৫০০) কৃষি ও প্রানী সম্পদ (৮০০০ জন) ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা (৯০০০ জন) প্রভৃতি অংগের সাথে সম্পৃক্ত মোট ২১৭৮৩১ জনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রভিশন রয়েছে। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো অঙ্গের বাস্তবায়ন যেমন - রাস্তা/বাধ নির্মাণ, এলসিএস গঠন, এলসিএস সদস্যবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য লক্ষমাত্রার চেয়ে অধিক। অপরপক্ষে, মৎস্যচাষ, কৃষি ও পশুসম্পদ এবং

ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য লক্ষমাত্রার কিছুটা কম হয়েছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্য নিম্নের সারণীতে সন্নিবেশিত হলঃ

প্রশিক্ষণের বিষয়	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ	প্রকৃত/বাস্তবা প্রশিক্ষণ	মতামত/পার্থক্য
১। ভৌম অবকাঠামো	৩৭০১০	৮১,২১৯	+ ৪৪২০৯
২। মৎস্য চাষ	৯৫০০	৯০৬১	- ৪৩৯
৩। কৃষি ও প্রাণী সম্পদ	৮০০০০	৭৭৭৫৭	- ২২৪৩
৪। ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা	৯০০০০	৮৪০৯১	- ৫৯০৯
৫। কমিউনিটি সংগঠন ও বিল ব্যবহারকারী অভ্যন্তরীন অডিট	৪৫৭	৪৭৪	+ ১৭
৬। স্টাফ প্রশিক্ষণ	৮৬৪	৮৬৪	+ ০
মোটঃ	২১৭৮৩১	২,৫৩,৪৬৬	+৩৫৬৩৫

উপর্যুক্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে , ভৌত অবকাঠামো খাতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪৪২০৯ জন অধিক সংখ্যক সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অপরপক্ষ্যে মৎস্যচাষ, কৃষি ও পশু পালন এবং ক্ষুদ্র ঋণ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে যথাক্রমে ৪৩৯, ২২৪৩ এবং ৪৯০৯ জন কম সংখ্যক স্টেকহোল্ডারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অথচ বিভিন্ন সেক্টরে প্রশিক্ষণ খাতের প্রাক্কলিত বরাদ্দ কোন হ্রাস -বৃদ্ধি ছাড়াই সমূদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে মর্মে পিসিআর এ - দেখানো হয়েছে। সাব-সেক্টর থেকে ব্যয় সমন্বয় না করে কিংবা প্রশিক্ষণ খাতে পনঃবরাদ্দ না করে এত অধিক সংখ্যক সুবিধাভোগীকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে , ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বরাদ্দ এবং প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা অপরিবর্তীত রেখে অনেক প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর একাধিকবার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । এমনকি প্রয়সনীয় কেত্রে রিফ্রেসার্স কোর্সেরও আয়োজন করা হয়েছে ; যা প্রকল্পের বেনিফিট দেখানোর ক্ষেত্রে পৃথকভাবে গনণা করা হয়েছে। ফলে, ডিপিপিতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । এ সমস্ত বিষয়ে পিসিআর -এ অস্পষ্টতা রয়েছে; যা দূরীভূত করার প্রয়োজন ছিল মর্মে আইএমইডি'র নিকট প্রতীয়মান হয়।

১৪.২। অনুমোদিত ডিপিপিতে অনুযায়ী ভুমিহীন মৎস্যজীবীদের নিয়ে ৩০০ টি বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের (বিইউজি) গঠনপূর্বক তাদের অনুকূলে ৩০০ টি জলমহল মধ্যে হস্তান্তরের প্রভিশন ছিল । বিল উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ১৩৬৮ .৫১ লক্ষ টাকা। কিন্তু সুবিধাভোগীদের নিকট হস্তান্তরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে মোট ২৯৩ -টি জলমহাল লিজ পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে এবং প্রশাসনিক জটিলতা, মামলাজনিত সমস্যা, স্থানীয় বিরোধ এবং জলমহাল ভরাট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে প্রকল্প মেয়াদে ২৬৫ টি জলমহাল বিইউজি (বিল ইউজার গ্রুপ) -এর নিকট হস্তান্তর করা সম্ভব হয়েছে । এর মধ্যে ২৫০ টি খননপূর্বক পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের প্রভিসান থাকলেও প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন হয়েছে ২৪২ টি বিলের । অথচ, বিল উন্নয়ন খাতের সমূদয় বরাদ্দই (১৩৬৮.৫১ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ থেকে প্রত্যাশিত সুফল অর্জন সম্ভব হয়নি মর্মে আইএমইডি'র নিকট প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ- ৮.২.১)।

১৪.৩। প্রকল্পের অর্জিত সফলতা নিয়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে আলাপ করে দুই ভিন্ন প্রতিক্রিয়া জানা গেছে। যেমন- প্রকল্পের প্রত্যক্ষ সুফলভোগীরা প্রকল্পের কর্মকান্ডসমূহকে পিতৃ -মাতৃতুল্য অবলম্বন হিসাবে মনে করে। তারা জানায় কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দরিদ্র ও নিঃস্ব জনগোষ্ঠির সম্পদে প্রবেশাধীকার ঘটেছে , বিলসমূহে মাছের উৎপাদন ও জীববৈচিত্র বৃদ্ধি পেয়েছে , সামাজিকভাবে তারা ক্ষমতায়িত হয়েছে , আত্ম-বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে , আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত থাকায় তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে , জীবন মানের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে এবং পরিবার ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে । অনেকে আবার প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র ও নিঃস্ব ভূমিহীন জনগোষ্ঠিকে জলমহল ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করায় তারা বেশী লাভের আশায় মা মাছসহ বিলের সকল মাছ মেরে নেটিভ প্রজাতি ও এলাকা জীব -বৈচিত্র্য ধ্বংশ করে ফেলছে এমন অভিমত পোষণ করেছে । সুতরাং প্রকল্পটি এলাকার জীববৈচিত্র্যের উপর কোন বিরুপ প্রভাব ফেলছে কিনা তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন মর্মে আইএমইডি মনে করে (অনুচ্ছেদ-৮.৪, ১০.২)।

১৪.৪। ভুমি মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত ২৯৩ টি জলমহল প্রকল্প মেয়াদকালীন প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা ব্যবহার করেছে এবং পরবর্তীতে HILIP এবং HFMLIP প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ সাল পর্যন্ত ব্যবহারের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে, জলমহলগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য লিজ না পাওয়া গেলে এবং সুবিধাভোগীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করে জলমহল গুলির ব্যবস্থাপনা আইনী কাঠামোর মধ্যে না আনলে প্রকল্পের সুফল টেকসই হবেনা এবং প্রকল্পের দীর্ঘস্থায়ী সুফল থেকে প্রকৃত সুবিধাভোগীগণ বঞ্চিত হবে মর্মে আইএমইডি মনে করে (অনুচ্ছেদ-৮.২.১)।

১৪.৫। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যে নির্মিত তাহিরপুর – সোলাইমানপুর সাবমার্জিবল রাস্তার সোল্ডারের পাশে মাটি সরে গেছে, রাস্তার উপর থেকে মাঝে মাঝে Screeding উঠে গেছে এবং রাস্তার অংশ বিশেষ ভেংগে গিয়েছে এবং দক্ষিণ সুনামগঞ্জের জয়কলস আরসিসি গ্রামীণ রাস্তার নাইন্দা নদীর তীরবর্তী অংশের সোল্ডার থেকে মাটি সরে গেছে এবং স্লোপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ঝুকিপূর্ণ হয়েছে পড়েছে মর্মে দেখা যায় । এর ফলে যানবাহন এবং মানুষ -জনের চলাচলে বিঘ্নিত হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকালে দেখা যায় । পরিদর্শনকৃত এ রাস্তা দু 'টিসহ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোগুলি অনতিবিলম্বে যথাযথভাবে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক মর্মে আইএমইডি 'র নিকট প্রতীয়মান হয় । অন্যথা, এ অবকাঠামোগুলি ক্রমান্বয়ে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে (অনুচ্ছেদ-৮.১.২)।

১৪.৬। প্রকল্পের আওতায় যে মূল ৫টি অংগের বাস্তবায়নের সাথে স্থানীয় সরকার বিভাগ ছাড়াও মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় , ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ , জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), কৃষি ব্যাংক এবং বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সম্পৃক্ততা রয়েছে। কিন্তু পরামর্শককালে এ সমস্ত মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যকর সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়নি। প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী সুফল নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণারয় /বিভাগ/সংস্থাসমূহের সম্পৃক্ততা জোরদার করা প্রয়োজন মর্মে আইএমইডি'র নিকট প্রতীয়মান হয়েছে (অনুছেদ -৮.২.১)।

১৪.৭। প্রকল্পটি জুলাই, ২০০২ - জুন, **২০১৩** মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৩ ।১০।২০০২ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং এলজিইডি**র** নির্বাহী প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। পবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন , ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় । প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি সুনামগঞ্জ জেলার ১১ টি উপজেলায় তিনটি পর্যায়ে (১ম পর্যায়ঃ ২০০২ - ২০০৭, ২য় পর্যায়ঃ ২০০৭ - ২০১১ এবং ৩য় পর্যায়ঃ ২০১১ - ২০১৪) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ১ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করায় প্রকল্পের মনিটরিং যথাযথ হয়েছে এবং প্রকুল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়েছে; যা প্রকল্পের বিভিন্ন আউটপুট পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ -৯, ১০)।

১৪.৮। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৯০০০০ সদস্যের (৬১৫৪৩ জন মহিলা এবং ২৮৪৫৭ জন পুরুষ) সমন্বয়ে ৩০০০ কমিউনিটি সংগঠন করার প্রভিশন ছিল । কিন্তু প্রকল্প মেয়াদে লক্ষ্যভূক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে ২৯৯৫ টি (মহিলা সংগঠন ২১৪৫ ও পরুষ সংগঠন ৮৫০) ঋণ সংগঠন গঠন করা হয়েছে। সংগঠনভুক্ত সদস্যদের মধ্যে মোট **ঋণ** বিতরণ (৩৫,৪৩,৩৬,০০০ টাকা) এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে, প্রকল্প মেয়াদে ২৯৯৫ সংগঠনের মধ্যে ২৯৮৫ টি সংগঠনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং ১০ টি সংগঠনের অবস্থার অবনতি হয়েছে। যে, ১০ টি সংঠনের অবস্থার অবনতি হয়েছে, সে সমস্ত সংঠনের অবনতির কারণ খতিয়ে দেখে তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আইএমইডি মনে করে (অনুছেদ ৮.৪)।

১৪.৯। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে , প্রকল্পের সংগঠনের বাইরেও আরও অনেক হত দরিদ্র পরিবার রয়েছে যারা এ প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে । তাদেরকে প্রকল্পের অধীনে গঠিত সংগঠনের আওতায় আনতে পারলে সংগঠনের সংখ্যা ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডের পরিধি আরও বৃদ্ধি পেত এবং সার্বিকভাবে অত্র এলাকার আর্থ -সামাজিক অবস্থার আরও উন্নতি হতে পারত বলে ধারণা করা যায় । সুতরাং প্রকল্পের ফলোআপ হিসাবে গৃহীত HILIP এবং HFMLIP প্রকল্পে আওতায় এ প্রকল্প বহির্ভূত হত দরিদ্রদের নিয়ে আসা আবশ্যক মর্মে আইএমইডি মনে করে। (অনুচ্ছেদ-১৩)।

১৫। আইএমইডি'র মতামতঃ

১৫.১। প্রকল্পের বাস্তবায়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (জুলাই, ২০০২ - জুন, **২০১৪**) এলজিইডি'র একজন নির্বাহী প্রকৌশলী পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন কয়ায় প্রকল্পের মনিটরিং ভাল হয়েছে । সুতরাং প্রকল্পের বাস্তবায়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে পারে (অনুচ্ছেদ- ৯, ১৪.৮) ।

১৫.২। প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সফলতা দীর্ঘস্থায়ী বা টেকসই করার লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা যেমন - ভূমি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ , জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রভৃতি সংস্থার মধ্যে পারস্পারিক সমন্বয় ও অধিকতর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ৮, ১৪.৬)।

১৫.৩। বর্তমান প্রকল্পের ফলোআপ প্রকল্প হিসাবে ইফাদের অর্থায়নে HILIP এবং জাইকার অর্থায়নে HFMLIP শীর্ষক প্রকল্প ২টি সুনামগঞ্জসহ হাওর অঞ্চলের ৫টি জেলায় কার্যক্রম আরম্ভ করেছে। সুতরাং স্থানীয় সরকার বিভাগের সুনামগঞ্জ কার্যালয় থেকে এ প্রকল্পের আওতায় গঠিত বিভিন্ন এলসিএস সদস্যবৃন্দকে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী কৃষি, মৎস্যচাষ, পশুপালন, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে HILIP এবং HFMLIP শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ- ৮, ১৩, ১৪.১, ১৪.৪, ১৪.৯)।

১৫.৪। প্রকল্পের মৎস্যচাষ অঙ্গের আওতায় সুবিধা বঞ্চিত হত দরিদ্রদের জলমহলে প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ ও মৎস্যচাষ বিষয়ে সুবিধাভোগী এবং এলাকার ট্রাডিসনাল জলমহল ইজারাদারদের ভিন্ন প্রতিক্রিয়া /মনভাবের বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ের কারিগরি কমিটি গঠন করে খতিয়ে দেখতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১৪.৩)।

১৫.৫। ভুমি মন্ত্রণালয় থেকে লিজকৃত ২৯৩ টি জলমহল বর্তমানে ২০১৯ সাল পর্যন্ত HILIP এবং HFMLIP প্রকল্পের আওতায় এলাকার সুবিধাভোগীগণ ব্যবহার করছেন । উক্ত জলমহলগুলি দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদে সুবিধাভোগীদের অনুকূলে লিজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সুবিধাভোগীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করে জলমহল গুলির ব্যবস্থাপনা আইনী কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে (অনুচ্ছেদ-৮.২.১, ১৪.৪, ১৪.৯)।

১৫.৫। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্প মেয়াদে **গঠিত** ২৯৯৫ **কমিউনিটি** সংগঠনের মধ্যে ২৯৮৫ টি সংগঠনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং ১০ টি সংগঠনের অবস্থার অবনতি হয়েছে। যে, ১০ টি সংঠনের অবস্থার অবনতি হয়েছে, সে সমস্ত সংঠনের অবনতির কারণ খতিয়ে দেখে তাদের আর্থ -সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে (অনুছেদ ৮.৪, ১৪.৪)।

১৫.৬। সুনামগঞ্জ জেলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান প্রকল্পের বাইরের দুঃস্থ ও হত দরিদ্র পরিবার গুলিকে প্রকল্পের ফলোআপ হিসাবে গৃহীত HILIP এবং HFMLIP প্রকল্পে আওতায় আনা যেতে পারে এবং স্বল্প ব্যয় ও লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দরিদ্র মহিলাদের অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের উদ্যোগটি দেশের হাওড় -বাওড় বেষ্ঠিত জলাভূমি অধ্যুসিত এলাকায় ব্যবহার করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৪.৯)।

১৫.৭। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যে নির্মিত ক্ষতিগ্রস্ত তাহিরপুর – সোলাইমানপুর সাবমার্জিবল রাস্তা এবং দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার জয়কলস গ্রামের নাইদা নদী তীরবর্তী আরসিসি রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত শ্লোপসহ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোগুলি অনতিবিলম্বে যথাযথভাবে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-৮.১.২, ১৪.৫)।

১৫.৮ । প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকালের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের External অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৩)

১৫.৯। অনুচ্ছেদ ১৫.১ - ১৫.৮ -এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী এক মাসের ম ধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

সংযুক্তি -১

(লক্ষ টাকায়)

Items of work (as per DPP)	Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	7
Revenue						
Code, Particular						
4500 pay of officers	Nos	2018.41	141	2018.41	140	
4600, pay of establishments	Nos	358.16	69	358.16	67	
4801 Travelling expens						
1. PMU office	Ls	51.05	Ls	51.05	Ls	
2.Liasion office	Ls	1.29	Ls	1.29	Ls	
3.Upazilas office	Ls	125.98	Ls	125.98	Ls	
4806 Office Rent						
1.PMU office	Ls	12.33	Ls	12.33	Ls	
2.Liasion office(security)	Ls	7.01	Ls	7.01	Ls	
3.Upazilas office	Ls	89.38	Ls	89.38	Ls	
4823 Petrol and Lubricant						
1.PMU office	Ls	58.78	Ls	58.78	Ls	
2.Liasion office	Ls	18.15	Ls	18.15	Ls	
3.Upazilas office	Ls	88.61	Ls	88.61	Ls	
4829 Research expenditure						
Agricultural Research	Trail	215.38	287	215.38	287	
4833 Advertisement & publication						
1) Demonstration	Demo	277.38	7564	277.38	8168	
2) Field Days	Nos	21.88	1846	21.88	1846	
3) Fisheries Support (Promo Materials)	Ls	36.18	Ls	36.18	Ls	
4) Agr Extension Support (Prom. Material)	Ls	42.77	Ls	42.77	Ls	
4840 Training expenditure						
1) PMU Office (Mangt Training)	Ls	187.35	50	187.35	50	
2) Institutional (Upazila)	Nos	58.49	24	58.49	24	
3) Fisheries training	Nos	115.85	972	115.85	972	
4) AgricultureTraining	Nos	222.00	2631	222.00	2631	
5) Micro-credit Training	Ls	170.98	2722	170.98	2722	
4842 Seminer and Conference						
1.Participative M&E Workshop	Nos	12.02	4	12.02	4	
2.Project Workshop	Nos	38.33	81	38.33	81	
4874 Consultancy						
1.Management Consultant	Mm	161.66	102	161.66	102	
2.Tech. Ast-PIM	Mm	15.62	16	15.62	16	
3.Technical Assistance-MIS	Mm	5.74	10	5.74	10	
4.Fisheries Technical Assistance	Mm	65.22	18	65.22	18	
5.Agriculture Technical Assistance	Mm	27.08	30	27.08	30	
4886 Survey						
1 Eval. and Project Completion	Study	72.80	7	72.80	7	
2.Financial Audit	Nos					

Items of work (as per DPP)	Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	7
Fisheries Studies						
1. Fish Catch Monitoring Studies	Study	431.85	10	431.85	10	
2 Biodiversity Monitoring	Study	1.98	2	1.98	2	
3 Resource Mapping	UZ	115.49	9	115.49	9	
4.Initial PRA	Nos	5.50	1	5.50	1	
4889Audit Fee						
1.LACI Perfor. Rev.						
2.CO Audit	Audit	89.97	11169	89.97	11169	
3.External CO Audit	Audit	1.08	1	1.08	1	
4899 Other expenditure						
1. Support to DoF	Ls	15.18	Ls	15.18	Ls	
2.Support to DAE, DLS	Ls	13.44	Ls	13.44	Ls	
3.Other Operating Cost (PMU)Contingency	Ls	150.90	Ls	150.90	Ls	
4.Other Operating Cost (DLO) contingency	Ls	26.57	Ls	26.57	Ls	
5.Boat Hire	Ls	116.42	Ls	116.42	Ls	
6.Other Operating Cost (Upazila)contingency	Ls	226.95	Ls	226.95	Ls	
4900 Repair, Maintenance and Rehabilitation						
4901 Motor Vehicle :						
1.Vehicle O&M (PMU)	Ls	23.94	Ls	23.94	Ls	
2.Vehicle O&M (Dhaka Liaison Office)	Ls	13.52	Ls	13.52	Ls	
3.Vehicle O&M (Upazila)	Ls	37.42	Ls	37.42	Ls	
4916Equipment and Accessories						
1) Equipment O&M (PMU)	Ls	22.31	Ls	22.31	Ls	
2)Equipment O&M (DLO)	Ls	5.90	Ls	5.90	Ls	
3)Equipment O&M (Upazila)	Ls	33.18	Ls	33.11	Ls	
4976 Water Transportation						
1)Vehicle O&M (PMU)	Ls	3.40	Ls	3.40	Ls	
2)Vehicle O&M (Liaison Office)	Ls	0.15	Ls	0.15	Ls	
3)Vehicle O&M (Upazila)	Ls	1.69	Ls	1.69	Ls	
4999 Other Repair and Maintenance						
1. Maintenance for infrastructure	Ls	790.16	Ls	790.15	Ls	
2.Vehicle Management	Ls	3.00	Ls	3.00	Ls	
Total Revenue		6705.88		6705.80		
Capital						
6800 Acquisitions of assets						
A) PMU						
6807. 4 WD Vehicles	No	77.44	4	77.44	4	
6807. Motor Cycle	No	13.84	9	13.84	9	
B)Upazila Offices						
6807.Motor Cycle	No	166.91	156	166.91	156	
6809 Water Transport						

Items of work (as per DPP)	Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	7
Speed boat	No	24.94	4	24.94	4	
6813 Equipment and other accessories						
A) PMU						
1) Photocopier	Set	5.98	3	5.98	3	
2) Telephone	Set	0.36	2	0.36	2	
3) Intercom	Set	0.39	1	0.39	1	
4) Fax	Set	0.30	1	0.30	1	
5) Wireless/Mobile phone	Set	0	0	0	0	
6) Generator	No	1.71	2	1.71	2	
7) Other Equipment (Ac, fan, MM, V.S	Ls	13.14	Ls	13.14	Ls	
B) Dhaka Liaison Office						
1) Photocopier	No	2.78	2	2.78	2	
2) Telephone	Set	0.29	2	0.29	2	
C) Upazila Offices						
1) Photocopier	Set	23.03	22	23.03	22	
2) Telephone	set	0.21	4	0.21	4	
3) Intercom	Set	1.89	3	1.89	3	
4) Fax	No	0.90	3	0.90	3	
5) Wireless/Mobile phone	Set	3.24	4	3.24	4	
6) Generator	No	11.81	12	11.81	12	
7) Other Equipment (Ac, fan, MM, V.S)	Ls	18.93	0	18.93	0	
6815 Computer and Accessories						
A) PMU, Computer System	Set	18.13	20	18.13	20	
B) Dhaka Liaison Office, Computer System	Set	3.17	4	3.17	4	
C) Upazila Offices, Computer System	Set	30.72	36	30.72	36	
6817 MIS Software	Ls	0.99	1	0.99	1	
6821 Furniture						
1) Furniture (PMU Office)	Set	7.13	3	7.13	3	
2) Furniture (DLO)	Set	5.06	2	5.06	2	
3) Furniture (Upazila Offices)	Set	25.81	14	25.80	14	
6851 Others						
1) Bicycle	Nos	0.94	17	0.94	17	
7000 Construction of Works						
7016 Other Building and Infrastructure						
Godown Cum Multipurpose Village Centre(MVC)	Buil	241.84	29	241.84	29	
7031 Rural Roads and Culverts						
1) Village Protection cum Road (Type-1)						
a) RCC	Km	1884.73	60	1884.73	60	
b) Block	Km	2362.75	88	2362.75	88	
2) Village Protection cum Road						

Items of work (as per DPP)	Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	7
(Type-2)						
a) RCC	Km	3613.04	89	3613.04	89	
b) Block	Km	1377.49	113	1377.49	113	
3)Village Protection Wall (20 nos 5 km	no	976.56	20	976.56	20 no,5km	
4)Agriculture Infrastructure	No	155.00	11	155.00	11	
7046 Health Care and Water Supply						
Tube well Installation, Sanitation & Sono filter	Tub.	1124.21	2595	1124.21	2595	
7081 Others						
1) Beel Development	Nos	1368.51	300	1368.51	300	
2) Khal Excavation	km	411.44	63	411.44	63	
3) Tenguar Haor Development	0					
4) Leased Pond Development	Nos	20.22	64	20.22	64	
Others -						
7300 Loans & Advances						
Loans for Local Organization						
Funding Requirement	LS	1079.14		1079.14		
7900 Dev. Import Duty & VAT						
7901 Import Duty & VAT	Ls	40.11	4	40.11	4	
Total capital		15115.08		15115.07		
Grand Total		21820.96		21820.87		

সংযুক্তি -২

সুনামগঞ্জ জেলার অর্ন্তর্গত চালবন এমভিসি, হবতপুর বারিড পাইপ ও তেডালা হুগলিয়া চাতল বিলের সদস্যদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ক্র.নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	মন্তব্য
১	জাহানারা বেগম	মোঃ হাসান আলী	চালবন	সলুকাবাদ	বিশ্বম্ভরপুর	চালবন এমভিসি
২	সাবিকুন নাহার	আবক্ষাস আলী	চালবন	সলুকাবাদ	বিশ্বম্ভরপুর	
৩	জামিলা বেগম	কামাল হোসেন	চালবন	সলুকাবাদ	বিশ্বম্ভরপুর	
৪	আম্বিয়া বেগম	সফিকুল ইসলাম	চালবন	সলুকাবাদ	বিশ্বম্ভরপুর	
৫	মনোয়ারা বেগম	জহিরন্নল ইসলাম	চালবন	সলুকাবাদ	বিশ্বম্ভরপুর	
৬	মনোয়ারা বেগম	গোলাপ মিয়া	লাউরেরগড়	বাদাঘাট	তাহিরপুর	
৭	আঃ মান্নান	আকবর আলী	গাজীরগাঁও	পলাশ	বিশ্বম্ভরপুর	
৮	ফজলু মিয়া	মৃত সামসুদ্দিন	গাজীরগাঁও	পলাশ	বিশ্বম্ভরপুর	
৯	কামাল হোসেন	মৃত জহুর আলী	গাজীরগাঁও	পলাশ	বিশ্বম্ভরপুর	
১০	করিম আলী	মৃত আজম আলী	গাজীরগাঁও	পলাশ	বিশম্ভরপুর	
১১	বদরন্নল আলম	মৃত হাসান আলী	মেরন্নয়াখলা	ধনপুর	বিশ্বম্ভরপুর	
১২	ফুরকান আলী	মৃত মফিজ আলী	আক্তাপাড়া	সলুকাবাদ	বিশ্বম্ভরপুর	
১৩	রন্নহুল আমীন	নুরন্নল ইসলাম	হবতপুর	লক্ষনশ্রী	সুনামগঞ্জ সদর	হবতপুর বারিড পাইপ
১৪	গোলাপ উদ্দিন	মৃত আছরব আলী	হবতপুর	লক্ষনশ্রী	সুনামগঞ্জ সদর	
১৫	আজির উদ্দিন	মৃত ইমান আলী	হবতপুর	লক্ষনশ্রী	সুনামগঞ্জ সদর	
১৬	সফিকুল ইসলাম	মৃত সরাফত আলী	হবতপুর	লক্ষনশ্রী	সুনামগঞ্জ সদর	
১৭	জুবেদ আলী	মৃত আব্দুল হাকিম	হবতপুর	লক্ষনশ্রী	সুনামগঞ্জ সদর	
১৮	মঈনুল ইসলাম	মৃত নুরন্নল ইসলাম	হবতপুর	লক্ষনশ্রী	সুনামগঞ্জ সদর	
১৯	আব্দুল জবক্ষার	মৃত সরাফত উলস্নাহ	হবতপুর	লক্ষনশ্রী	সুনামগঞ্জ সদর	
২০	মাহমুদ আলী	মৃত খুরশেদ আলী	হবতপুর	লক্ষনশ্রী	সুনামগঞ্জ সদর	
২১	রফিকুল ইসলাম	মোঃ সরফুলস্নাহ	হবতপুর	লক্ষনশ্রী	সুনামগঞ্জ সদর	
২২	সুন্দর আলী	আব্দুল আজিজ	হবতপুর	লক্ষনশ্রী	সুনামগঞ্জ সদর	
২৩	সেলিম মিয়া	গোলাপ উদ্দিন	হবতপুর	লক্ষনশ্রী	সুনামগঞ্জ সদর	
২৪	জহুর আলী	রফিকুল ইসলাম	হবতপুর	লক্ষনশ্রী	সুনামগঞ্জ সদর	

২৫	মতিউর রহমান	আব্দুস সামাদ	উজানীগাঁও	জয়কলস	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	তেডালা হুগলিয়া চাতল বিল
২৬	আজম আলী	মৃত খোদা বক্স	উজানীগাঁও	জয়কলস	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	
২৭	মনোয়ার আলী	রহিম বক্স	উজানীগাঁও	জয়কলস	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	
২৮	নেহার বেগম	মৃত মুক্তার আলী	উজানীগাঁও	জয়কলস	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	
২৯	রাহেলা বেগম	উমর আলী	উজানীগাঁও	জয়কলস	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	
৩০	শিরিয়া বেগম	আব্দুল জব্বার	উজানীগাঁও	জয়কলস	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	
৩১	আব্দুল হাসিম	লতিফ হোসেন	উজানীগাঁও	জয়কলস	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	
৩২	সামসুদ্দিন	মৃত ফজর আলী	উজানীগাঁও	জয়কলস	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	
৩৩	রফিজ উদ্দিন	হাতিম উলস্নাহ	উজানীগাঁও	জয়কলস	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	
৩৪	নিখিল বিশ্বাস	মৃত ফটিক বিশ্বাস	জয়কলস	জয়কলস	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	

"উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ নির্মাণ "

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৩)

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ স্থনীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তক "উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৫- ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন কর্তৃক ১৩.০৬.২০১৫ তারিখে মানিকগঞ্জ, ০১.১১.২০১৫ তারিখে নোয়াখালী, ০২.১১.২০১৫ তারিখে লক্ষীপুর ও ফেনী এবং এ বিভাগের উপ-পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মুমিতুর রাহমান কর্তৃক ০৫.১১.২০১৫ তারিখে পাবনা ও ০৬.১১.২০১৫ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ; প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য এবং প্রকল্পের ডিপিপি, পিসিআর, ক্রয় সংক্রান্ত নথি-পত্রাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের খসড়া সমাপ্তি প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হল। প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। প্রকল্পের মৌলিক বিষয়াদিঃ

১.		প্রকল্পের নাম	ঃ	''উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্প।		
২.		বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)		
৩.		উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ		
৪.		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সহায়তা
	৪.১	মূল অনুমোদিত (১৬.১০.২০০৫)	ঃ	৩৭,০০০.০০	১৯০৭৮.০০	১৭৯২২.০০
	৪.২	১ম সংশোধন (৩০.০৫.২০০৯)	ঃ	৩০১৯৮.০০	২১৫৪৭.০০	৮৬৫১.০০
	৪.৩	২য় সংশোধন (২২.০৬.২০১১)	ঃ	৩০,৬৯৮.০০	২২,০৪৮.৪১	৮,৬৪৫.৫৯
	৪.৪	প্রকৃত ব্যয়	ঃ	২৯৩৭১.০৭	২০৭২১.৪৮	৮৬৪৯.৫৯
	৪.৫	অতিক্রান্ত ব্যয় (অনুমোদিত ব্যয়ের)	ঃ	-১৩২৬.৯৩	-১৩২৬.৯৩	+৪.০০
	৪.৬	মোট অব্যয়িত অর্থ	ঃ	১৩২২.৯৩ টাকা (৪.৩০%)		
৫.	৫.১	অনুমোদিত মূল বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০০৯ (অনুমোদন - ১৬.১০।২০০৫)		
	৫.২	১ম সংশোধন		জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১১ (আদেশ - **৩০.০৫.২০০৯**)		
	৫.৩	২য় সংশোধন		জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১৩ (আদেশ - ২২.০৬.২০১১)		
	৫.৪	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত	ঃ	জুলাই, ২০০৫ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৩		
	৫.৫	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের)	ঃ	২১২.৫০%		
৬.	৬.১	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ঃ	আর্থিক অগ্রগতিঃ ৯৭.৭৪% (ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত)		
৭.	৭.১	প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৭টি জেলা (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বি-বাড়ীয়া, চাঁদপুর, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা এবং বরগুনা)।				

২। প্রকল্পের পটভুমিঃ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। পদ্মা, মেঘনা, ব্রক্ষপুত্র বাংলাদেশের প্রধান নদী হলেও এর অনেক শাখা-প্রশাখা সারাদেশ ব্যাপী জালের মত বিস্তৃত। এখানে ব্রীজ কালবার্ট নির্মাণ ব্যতীত কার্যকর কোন সড়ক যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব নয়। তদোপরি দেশের কয়েকটি জেলা নিম্নভূমি সম্পন্ন এলাকা হওয়ায় দেশের কৃষি উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শাখা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের ১৭টি জেলায় নীম্ন এলাকার উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়কসমূহ যেখানে আরসিসি ডেক গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ অসুবিধাজনক ও সময় সাপেক্ষ এবং সে সকল এলাকায় বন্যাকবলিত এলাকায় ব্রীজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ঐ সকল এলাকায় কিছু পোর্টেবল ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়। জাইকার সহায়তায় এলজিইড কর্তৃক সারাদেশে নির্মাণযোগ্য ব্রিজের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য "Master Plan Study for Portable Steel Bridges on Feeder and Rural Roads in Bangladesh" শিরোনামে একটি একটি মাষ্টার প্ল্যান স্টাডি পরিচালনা করা হয়। অতঃপর উক্ত মাস্টার প্ল্যানেরষ্টাডি রিপোর্টে দেশের মধ্য অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৭ টি জেলার নিম্নাঞ্চলসমূহে ১০৯৮ টি (৫৮৭১৫ মিটার) ব্রিজ নির্মাণকে প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে জাপান সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিংগেল লেনযুক্ত ১৪৭টি (৭৫৮৫ মিটার)স্টিল ব্রিজ নির্মাণে অর্থায়নে সম্মত হয়। সে মোতাবেক প্রকল্পটি ২০০৫ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু উন্নয়ন সহযোগী JICA পরবর্তীতে শুধুমাত্র ৯২টি (৪৮৫৫ মিটার) স্টিল ব্রিজের সুপার স্ট্রাকচার সরবরাহ করায়প্রকল্প সংশোধনপূর্বক সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে অবশিষ্ট ব্রিজসমূহ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়।

৩। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u> প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার সমূহের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন;

(খ) গ্রামীণ উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজারে পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পণ্যের মূল্যের নিশ্চয়তা প্রদান; এবং

(গ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন।

৪। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন:

<u>"উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের</u> শীর্ষকপ্রকল্পটি ২০০৫-২০০৬ থেকে ২০০৮-২০০৯ মেয়াদে ৩৭০০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৯০৭৮.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা- ১৭৯২২.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৬ অক্টোবর, ২০০৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান জাইকার অনুদান হ্রাস পাওয়ায় ৩০.০৫.২০০৯ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যয় নির্ধারিত ব্যয় ৩০১৯৮.০০ লক্ষ টাকা(জিওবি- ২১৫৪৭.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা- ৮৬৫১.০০ লক্ষ টাকা) এবং প্রকল্প মেয়াদ নির্ধারিত জুলাই, ২০০৫ থেকে, জুন ২০১১ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ৩য় বারের মত সংশোধিত হয় ২২.০৬.২০১১ তারিখে। ২য় সংশোধন মোতাবেক প্রকল্প ব্যয়৩০৬৯৮.০০ লক্ষ টাকা(জিওবি- ২২০৪৮.৪১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা- ৮৬৪৯.৫৯ লক্ষ টাকা) এবং evস্তবায়ন মেয়াদনির্ধারিত জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধিকরা হয়। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পটি বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন হতে ০৭.০৫.২০১৩ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ৩ বছরের পরিবর্তে সময় লেগেছে ৭ বছর ৬ মাস অর্থাৎ বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ২১২.৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। <u>প্রকল্পের অর্থায়নঃ ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্তসার্বিক অগ্রগতি</u> :

প্রকল্পের ডিপিপি/সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী, ২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক বিন্যাসকৃত অর্থ সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয়ের চিত্র পর্যালোচনাকরলে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৩৭০০০.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে সংশোধিত ডিডিপিতে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৩০৬৯৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়যে, সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৩০৬৯৮.০০লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৯৩৭১.০৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ২০৭২১.৪৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৮৬৪৯.৫৯ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্প সহায়তার ১০০% অর্থই ব্যয় হয়েছে কিন্তু জিওবি অর্থ ১৩২৬.৯৩ লক্ষ টাকা বা ৪.৩২% কম ব্যয় হয়েছে। সুতরাং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত

আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৫.৬৮% ও ৯৭.৭৪%। অব্যয়িত ১৩২৬.৯৩ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা তা পিসিআর -এ উল্লেখ নেই। নিচের সারণীতে বছর ভিত্তিক বিন্যাসকৃত অর্থ সংস্থান, বরাদ্দ অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয় বিবরণী প্রদর্শন করা হ'লঃ

অর্থবছর	মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি		সংশোধিত ডিপিপি**অনুযায়ী** প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি		প্রকৃত ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি			
	মোট টাকা	বাস্তব	মোট টাকা	বাস্তব	মোট ব্যয়	টাকা	প্রকল্প সহায়তা	বাস্তব **%**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০০৫-২০০৬	১০১৩৪.৭৫	২৬.৩৭	১৩৩.০১	০০.০০	১৩৩.০১	৭৭.৭৪	৫৫.২৭	১.৩৪
২০০৬-২০০৭	১২৬৯২.৭৫	৩৪.৩৫	৪০৭৬.৯৬	১৩.০০	৪০৭৬.৩১	১৬২৩.৫০	২৪৫২.৮১	১১.৭২
২০০৭-২০০৮	৮৪৩৩.৭৫	২১.৬৮	৭২১৯.৪৯	২৪.০০	৭২১৯.৪৯	৩৯৩৬.০৬	৩২৮৩.৪৩	২৫.৩৭
২০০৮-২০০৯	৫৭৩৮.৭৫	১৭.৬০	৭০৩২.৫২	২৩.০০	৭০৩২.৫২	৪১৭৪.৪৪	২৮৫৮.০৮	২৬.৪২
২০০৯-২০১০			২৯২৫.১৬	১০.০০		২৯১৩.৩৩	০.০০	১৩.৬৭
২০১০-২০১১			৪০০০.০০	১৩.০০	২৭৮৯.২৮	২৭৮৯.২৮	০.০০	১০.৬৬
২০১১-২০১২			৩৮১০.৮৬	১২.০০	১৯৮৫.৯৮	১৯৮৫.৯৮	০.০০	৩.০০
২০১২-২০১৩			১৫০০.০০	০৫.০০	২৫৪৮.৮৭	২৫৪৮.৮৭	০.০০	৩.৩০
২০১৩-২০১৪					৬৭২.৩৮	৬৭২.১৮	০.০০	২.২৬
Total:	**৩৭০০০.৫০**	**১০০.০০**	**৩০৬৯৮.০০**	**১০০.০০**	**২৯৩৭১.০৭** (প্রাঃ ব্যয়ের - ৯৫.৬৮%%)	**২০৭২১.৪৮**	**৮৬৪৯.৫৯**	**৯৭.৭৪**

৬। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u>** প্রকল্পটি বিলম্বের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে সারলিপি:

অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা, সেবা, রিপিয়ার মেইনটেন্যান্স এবং পুনর্বাসন	থোক	৪০৪.০০		৩৭৭.৩৩	থোক	
সম্পদ সংগ্রহ	মিটার	৮৬৬৬.৪৬	৪৮৫৫ মিঃ	৮৬৬৫.১৭	৪৮৫৫মিঃ	বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী
ভূমি অধিগ্রহণ	২ হেক্টর	৫৮.৮০	**২.০০ হেঃ**	৫৮.৮০	১.৫৮২৬ হেঃ	বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী
সিভিল ওয়ার্ক						
সাব-স্ট্রাকচার অব পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ	মিটার	৬৬৭৫.০০	৪৮৫৫ মিঃ	৬৫৮৬.৬৭	৪৮৩০ মিঃ	স্টীল ব্রীজের পার্টসের ঘাটতির

						কারণে ২৫ মিটার দীর্ঘ একটি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়নি।
সাব এন্ড সুপার স্ট্রাকচার অব আরসিসি ব্রীজ	মিটার	১০৩৮৫.৪০	৩১৪৯ মিঃ	৯২২৬.০২	২৯৯৩ মিঃ	৮০ মিটার দীর্ঘ একটি ব্রীজ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণ করা হয় এবং প্রকৃত ডিজাইনে ব্রীজের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাওয়ায় ৭৬ মিটার দীর্ঘ অন্য একটি ব্রীজ নির্মাণ করা হয় নাই।
সিডি ভ্যাট	থোক	৪৩১৭.০০	থোক	৪৩১৭.০০	থোক	
অন্যান্য ব্যয়	থোক	১৪০.১৪	থোক	১৪০.০৮	থোক	
ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি	থোক	৫০.০০	থোক	০.০০	থোক	কোন প্রয়োজন হয়নি।

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, রাজস্ব কম্পোনেন্টে ৪০৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৭৭.৩৩০ লক্ষ টাকা। বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী ২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের পরিবর্তে ১.৫৮২৬ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী এ খাতে প্রাক্কলিত বরাদ্দের চেয়ে ১.২০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে। অনুরুপভাবে ২৫.০০ মিটার দীর্ঘ একটি স্টিল ব্রিজ এবং ১৫৬.০০ মিটার দীর্ঘ ২ টি আরসিসি ব্রীজ কম নির্মাণ করা হয়েছে। স্টীল ব্রীজ এবং আরসিসি ব্রীজের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বরাদ্দের তুলনায় যথাক্রমে ৮৮.০০ এবং ১১৫৯.০০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে।

৭। <u>কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ আছে কিনাঃ</u>

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন বাকি নেই। তবে, স্টীল ব্রীজের পার্টসের ঘাটতির কারণে ২৫.০০ মিটার দীর্ঘ একটি স্টীল ব্রীজ এবং ৮০ মিটার দীর্ঘ একটি আরসিসি ব্রীজ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণ করায় এবং প্রকৃত ডিজাইনে ব্রীজের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাওয়ায় ৭৬ মিটার দীর্ঘ অন্য একটি আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ করা হয় নাই। সার্বিক লক্ষমাত্রার চেয়ে মোট ১৮১ মিটার ব্রীজ কম নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বাস্তব অগ্রগতি ৯৭.৭৪%।

৮। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম :

৮.১। মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার মহাদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদ অফিস - দোতারা রোডের মাহাদেবপুর খালের উপর ২৫.০০ মিটার দীর্ঘ পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ।

শিবালয় উপজেলার মহাদেবপুর খালের উপর নির্মিত পায়ার বিহীন ২৫.০০ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণের জন্য প্রাক্কলন করা হয় ১,০৩,৯২,৮৪০.০০ টাকা। এ প্যাকেজের দরপত্রের জন্য যথাক্রমে দৈনিক মানবজমিন, তারিখ- ১৭.০৫.২০১০; Daily Independent, তারিখ- ১৭.০৫.২০১০এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দরপত্র জমা দেয়ার শেষ ০৯.০৬.২০১০। এ প্যাকেজে ২০-টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দরপত্র ক্রয় করে। কিন্তু দাখিল করে ৫-টি দরপত্র। জনাব মোঃ ফাইজুল হক, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ-কে আহবায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন সংস্থা বহির্ভূত সদস্য

(১। জনাব মো; কাবুল খান, সহকারী প্রকৌশলী, ডিপিএইচই, মানিকগঞ্জ এবং ২। জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ খান, সহকারী প্রকৌশলী, আরএইচডি, মানিকগঞ্জ) ছিলেন। উক্ত কমিটির মূল্যায়নে স্টিল ব্রিজের ক্ষেত্রে দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফারুক ব্রাদার্স এবং আরসিসি ব্রিজের ক্ষেদরদাতা ৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠানঃ রেজা কনসট্রাকসন লিঃ, মেসার্স গুড লাক ট্রেডিং কর্পোরেসন এন্ড মেসার্স নুরুল ইসলাম (জয়েন্ট ভেঞ্চার) এবং মেসার্স সাইফুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ-কে বৈধ (Responsive) বলে বিবেচিত হয়। এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের টেন্ডার মূল্য ছিল যথাক্রমে- ১,০১,৮৮,৪৪৫.০০; ১,০২,৩৬,০৮৬.০১ এবং ১,১৯,৮৯,১২২.৯০ টাকা; যা প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় যথাক্রমে ১.৯৭% ও ১.৫১% কম এবং ১৫.৩৬% বেশী। সুতরাং সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে রেজা কনসট্রাক্সন লিঃ -কে ১৭.০৬.২০১০ তারিখে চুড়ান্তভাবে মনোনীত করা হয় এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংগে ১৩.০৭.২০১০ তারিখে কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ঐ তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ব্রিজটি ০৮.০৫.২০১১ তারিখে কাজ সমাপ্ত হবার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ১৫.০৩.২০১৩ তারিখে। অর্থাৎ ১ নং প্যাকেজের নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১ বছর ১০ মাস দেরীতে সমাপ্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি প্রথমবার ১ বছর এবং দ্বিতীয়বার ৬ মাস সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৮.২। পরিদর্শনকালে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্প আওতায় বাস্তবায়িত নিম্নবর্ণিত ৩টি ব্রিজের (২টি পোর্টেবল স্টিল ব্রিজ এবং ১টি আরসিসি গার্ডার ব্রিজ) ক্রয় সংক্রান্ত নথি পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়ঃ

১. প্যাকেজ নং- পিএসবি-জেপি-বেগম/নোয়া/ডব্লিউ-৭৩/২০০৭-০৮): বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন চৌমুহনী-লক্ষীপুর খালের উপর ফাজিলপুর সড়কে ০.০০ মিটার চেইনেজের ৩৫.০০ মিটার দীর্ঘ পোর্টেবল স্টিল ব্রিজ নির্মাণ

২. বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন কালিকাপুর মন্দারহাট সড়কে (হসপিটাল সড়ক) ০.০০ মিটার চেইনেজে ৩৫.০০ মিটার পোর্টবল স্টীল ব্রীজ নির্মাণ (প্যাকেজ নং-পিএসবি-জেপি-বেগম/নোয়া/ডব্লিউ-৭৫/২০০৭-০৮

৩. বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন এখলাসপুর মুজিব রোডের চেইজেন ৩৯৪০ মিটারে নোয়াখালী খালের উপর ৫১.০০ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রিজ **এ** ৩টি প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে- ২৯,৪৪,০২২.০০, ২৯,৮৯,৮৫০.০০ এবং ৭১,১০,৭১৫.০০ টাকা। এ ৩টি - প্যাকেজের দরপত্রের জন্য যথাক্রমে দৈনিক ইনকিলাব তারিখ- ০৭.১১.২০০৭, দি নিউ নেশন, তারিখ- ০৭.১১.২০০৭ এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দরপত্র জমা দেয়ার শেষ ২৬.১১.২০০৭। প্রতিটি প্যাকেজেমাত্র ১ টি করেঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দরপত্র ক্রয় ও দাখিল করে। সহকারী প্রকৌশলী নির্বাহীমোঃ শাহাদাত হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নোয়াখালীকে আহবায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন সংস্থা বহির্ভূত সদস্য (১। লিটন কুমার সরকার, সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, বিডব্লিউডিবি, বেগমগঞ্জ, মোহাখালী এবং ২। আবদুল মজিদ, সহকারী প্রকৌশলী, আরএইচডি, নোয়াখালী) ছিলেন। উক্ত কমিটির মূল্যায়নে স্টিল ব্রিজের ক্ষেত্রে দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফারুক ব্রাদার্স এবং আরসিসি ব্রিজের ক্ষেত্রে মেসার্স রুপালী ট্রেডার্স বৈধ (Responsive) বলে বিবেচিত হয়। স্টিল ব্রিজের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফারুক ব্রাদার্স এর টেন্ডার মূল্য ছিল যথাক্রমে- ২৯,৪২,৯৬৭.০০ এবং ২৯,৮৭,৫১২.০০ টাকা এবং আরসিসি ব্রিজের ক্ষেত্রে মের্সাস রুপালী ট্রেডার্সের টেন্ডার মূল্য ছিল ৭৭,৫২,৮২৪.০০ টাকা। স্টিল ব্রিজ ২টির ক্ষেত্রে টেন্ডার মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে যথাক্রমে যা ০.০৩৫% ও ০.০৭৮% কম। অপরপক্ষে আরসিসি ব্রিজের ক্ষেত্রে টেন্ডার মূল্য ছিল প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৯.০৯% বেশী।নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠারসমূহের সংগে ০৬.০১.০৮ তারিখে কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ঐ তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ৩টি ব্রিজেরই১০.০৭.০৮ তারিখে কাজ সমাপ্ত হবার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে যথাক্রমে- ০৫.০৭.২০০৮, ১১.০৬.২০০৯এবং ৩০.১২৩.২০০৮ তারিখে। অর্থাৎ ১ নং প্যাকেজের নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৫ দিন পূর্বে, ২ নং প্যাকেজের কাজ প্রায় ১ বছর (১১ মাস) এবং ৩ নং প্যাকেজের কাজ ৬ মাস দেরিতে সমাপ্ত হয়েছে। তবে, যে ২ টি প্যাকেজের কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেরী হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে ঠিকাদারের সাথে যথাক্রমে ১ বছর ও ৬ মাস সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৯। বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন:

''উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৭টি জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। জেলাগুলো হল ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজরাড়ী, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বি-বাড়ীয়া, চাঁদপুর, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা এবং বরগুনা। তন্মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন কর্তৃক ১৩ জুন, ২০১৩ তারিখ মানিকগঞ্জ, ১ - ২ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলা এবং এ বিভাগের উপ-পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মুমিতুর রহমান কর্তৃক ৫ - ৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী **এবং** প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। **এ সকল জেলার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ**

৯.১। মানিকগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের বাস্ত্মবায়িতবিভিন্ন কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে মানিকগঞ্জ জেলায় ১০৪০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ২০-টি ব্রীজ নির্মাণের প্রভিশন ছিল। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ১০১৫ মিটার দীর্ঘ ১৮টি পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ এবং ৩৪০ মিটার দীর্ঘ ৩-টি আরসিসি পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। গত ১৩.০৬.২০১৫ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের বস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনকালে নিম্মের ২টি পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ পরিদর্শন করা হয়ঃ

৯.১.১। সিঙ্গাইর উপজেলার বাকেরচর খালের উপর ধল্লা এফআর বাজার - চান্দহর বাজার রোডের ৬৫.০০ মিটার দীর্ঘ পোর্টেবল ব্রীজ

সিঙ্গাইর উপজেলারধল্লা এফ আরএ বাজার - চান্দহর বাজার রোডের বাকেরচর খালের উপর নির্মিত ৬৫.০০ মিটার দীর্ঘ প্রোর্টেবল ব্রীজে নির্মাণের লক্ষ্যে ৭৪,৬৭,২৫১.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ৯২,৪৬,৮০৪.০০টাকা ব্যয়ে ব্রীজটি নির্মাণ করা হয়েছে; যা প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় ২৩.৮৩%বেশি। পরিদর্শনকালেবাহ্যিক দৃষ্টিতে স্টিল ব্রীজের অবস্থা ভাল বলে প্রতীয়মান হয়। তবে এ ব্রীজের উভয় পাশে এইচ বিবি দ্বারা নির্মিত ৫.৫ মিটার দীর্ঘ এ্যাপ্রোচ রোডের এইচ বিবি অংশের কিছু কিছু ইট উঠে গেছে মর্মে দেখা যায়**(চিত্র- ১)**। এ্যাপ্রোচ রোডের পর দক্ষিণ পাশের সংযোগ সড়ক ৫০.০০ মিটার পর্যন্ত প্রটেকশন ওয়াল এবং বুশ জাতীয় ঘাস-পালা দিয়ে রাস্তার সোল্ডার সংরক্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু ব্রীজের উত্তর পাশের এ্যাপ্রোচ রোডের পরবর্তী ৫০ মিটার পর্যন্ত সংযোগ সড়কে কোন প্রটেকশন ওয়াল দেখা যায় নাই। উত্তর পাশের এ্যাপ্রোচ রোডের এক দিকের রেলিং ও ব্রিজের রেলিং এর সংযোগ স্থলের নির্মিত রেলিং ভেঙ্গে গেছে মর্মে দেখা যায় **(চিত্র -২)**।

চিত্র - ১: বাকেরচর খালের উপর নির্মিত পোর্টেবল স্টিল ব্রীজের দক্ষিণ পাশের এ্যাপ্রোচ রোডের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ বিশেষ

চিত্র - ২: বাকেরচর খালের উপর নির্মিত পোর্টেবল স্টিল ব্রীজের উত্তর পাশের এ্যাপ্রোচ রোডের এক দিকের ভেঙ্গে পড়া রেলিং ও ব্রীজের রেলিং-এর বাঁকা অংশ

৯.১.২। শিবালয় উপজেলার মহাদেবপুর ইউনিয়ন ইউনিয়ন পরিষদ অফিস - দোতারা রোডের মাহাদেবপুর খালের উপর ২৫.০০ মিটার দীর্ঘ পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ।

শিবালয় উপজেলার মহাদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদ অফিস - দোতারা সড়কের মাহাদেবপুর খালের উপর নির্মিত ২৫.০০ মিটার পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ব্রীজটি ঢাকা - পাটুরিয়া ব্যস্ততম সড়কের পাশে মহাদেবপুর খালের উপর নির্মিত। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ডিজাইন অনুযায়ী স্টিল ব্রীজের উত্তর পাশে (দোতরা সাইডে) এ্যাবাটমেন্টের পর ৫.৫ মিটার দীর্ঘ এ্যাপ্রোচ রোড এইচবিবি দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। তবে এ্যাপ্রোচ রোড ও স্টীল ব্রীজের সংযোগ স্থলে কোন রেলিং বা ওয়াল নির্মাণ করা হয়নি মর্মে দেখা যায় **(চিত্র -৩)।**কিন্তু স্টিল ব্রীজের অপর পাশে ঢাকা - পাটুরিয়া মেইন রোডের সংযোগ স্থল অংশের এ্যাবাটমেন্টের মূল ডিজা্ইন পরিবর্তন করে নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায় **(চিত্র -৪)।** এ পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ জানান যে, ঢাকা - পাটুরিয়া রোড সাইডে যথেষ্ট জায়গা না থাকায় এ অংশে এ্যাবাটমেন্টের ডিজইন পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এ্যাপ্রোচ রোডের দৈর্ঘ হ্রাস করতে হয়েছে। ডিজাইন পরিবর্তনের জন্য মোট ব্যয় ২,০০০ টাকা কম খরচ হয়েছে এবং সময় ১ বছর ১০ মাস বেশী লেগেছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ জানান।

চিত্র -৩: মাহাদেবপুর খালের উপর নির্মিত পোর্টেবল স্টিল ব্রীজের দোতরা সাইডের এ্যাপ্রোচ রোড।

চিত্র -৪: মাহাদেবপুর খালের উপর নির্মিত ২৫.০০ মিটার দীর্ভ পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ

৯.২। নোয়াখালী জেলায় প্রকল্পের বাস্ত্মবায়িতবিভিন্ন কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলায় ১৫০.০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৫টি স্টিল ব্রিজ নির্মাণের প্রভিশন ছিল। পরবর্তীতে জাপান সরকার কর্তৃক স্টীল ব্রীজের উপকরণ কম সরবরাহ করায় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৩৫.০০ মিটার করে ২টি স্টিল ব্রিজ এবং ৫১.০০ মিটার দীর্ঘ ১টি আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। গত ০১.১১.২০১৫ তারিখে বেগমগঞ্জ উপজেলায়সরেজমিনে পরিদর্শনকৃত ২টি পোর্টেল স্টিল ব্রিজের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলঃ

৯.২.১। বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন কালিকাপুর-মন্দারহাট সড়কে (হসপিটাল সড়ক) ০.০০ মিটার চেইনেজের ৩৫.০০ মিটার পোর্টেবল স্টিল ব্রিজ নির্মাণ (প্যাকেজ নং- পিএসবি-জেপি-বেগম/নোয়া/ডব্লিউ-৭৫/২০০৭-০৮):

পরিদর্শনকালে বেগমগঞ্জ উপজেলার কালিকাপুর -মন্দারহাট সড়কে নির্মিত ৩৫.০০ মিটার দীর্ঘ প্রোর্টেবল ব্রীজটিরক্যারেজওয়ের প্রশস্থতা ৩.৪৫ মিটার পাওয়া যায়। ২টি স্প্যানে নির্মিত ব্রিজটির উভয় পাশে ৮ মিটার করে দীর্ঘ এ্যাপ্রোচ রোড রয়েছে। এ্যাপ্রোচ রোডের প্রশস্থতা ব্রীজের সংযোগ স্থলে ৫.০ মিটার এবং প্রধান রাস্তার সংযোগ স্থলে ৮.৫ মিটার পাওয়া যায়। ব্রীজের অবস্থান ভাল রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে এইচবিবি দ্বারা নির্মিত এ্যাপ্রোচ রোডের মাঝে মাঝে ইট উঠে গেছে মর্মে দেখা যায় **(চিত্র- ৫)।**এ ব্রীজটি খালের উত্তর পাশের একটি মাটির কাঁচা রাস্তাকে সংযুক্ত করেছে। ফলে এ ব্রিজের উপর দিয়ে খুব বেশী যান বাহন চলাচল করছেনা।

চিত্র- ৫: কালিকাপুর-মন্দারহাট সড়কে নির্মিত প্রোর্টেবল স্টিল ব্রিজের এইচবিবি এ্যাপ্রোচ রোডের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ বিশেষ

৯.২.২। বেগমগঞ্জউপজেলাধীন চৌমুহনী-লক্ষীপুর খালের উপরফাজিলপুর সড়কে ০.০০ মিটার চেইনেজের ৩৫.০০ মিটার দীর্ঘ পোর্টেবল স্টিল ব্রিজ নির্মাণ (প্যাকেজ নং- পিএসবি-জেপি-বেগম/নোয়া/ডব্লিউ-৭৩/২০০৭-০৮):

পরিদর্শনকালে বেগমগঞ্জ উপজেলার কালিকাপুর-মন্দারহাট সড়কে নির্মিত ৩৫.০০ মিটার দীর্ঘ প্রোর্টেবল ব্রিজটির প্রশস্থতা ৩.৪৫ মিটার পাওয়া যায়। ২টি স্প্যানে নির্মিত ব্রিজটির উত্তর পাশে ৫.০০ মিটার করে দীর্ঘ এ্যাপ্রোচ রোড রয়েছে। এ্যাপ্রোচ রোডের প্রশস্থতা ব্রিজের সংযোগ স্থলে ৫.০০ মিটার এবং প্রধান রাস্তার সংযোগ স্থলে ৮.৫ মিটার পাওয়া যায়। এ্যাপ্রোচ রোডসহ ব্রিজের অবস্থা ভাল রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় । তবে এ্যাপ্রোচ রোডের রেলিং এবং ব্রিজের রেলিং-এর সংযোগ স্থলেররেলিং ভাংগা **(চিত্র - ৬)** পাওয়া যায় এবং স্টিল ব্রিজের রেলিং-এর কিছু অংশ বাঁকা **(চিত্র-৭)** দেখা যায়। নির্বাহী প্রকৌশলী, নোয়াখালীসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ রেলিং দ্রুত মেরামত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন এবং ব্রিজের বাঁকা স্ট্রাকচার বিষয়ে বলেন যে, ব্রিজ নির্মাণের সুপার স্ট্রাকচার যেহেতু সরাসরি জাপান থেকে আসা; সেহেতু উক্ত স্ট্রাকচার প্রতিস্থাপনের জন্য বাংলাদেশে অনুরূপ পার্টস পাওয়া যায় না। সুতরাং ব্রিজের বাঁকা স্ট্রাকচার প্রতিস্থাপন করার বিষয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে মর্মে জানান।

চিত্র- ৬:এ্যাপ্রোচ রোডের উইং ওয়াল এবং ব্রিজের রেলিং-এর সংযোগ স্থলের ভাংগা ফলস ওয়াল

চিত্র- ৭:ব্রিজের রেলিং-এর বাঁকা অংশ

৯.৩। লক্ষীপুর জেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলা, রামগঞ্জ ও রায়পুর উপজেলায় ১৩০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৩টি স্টিল ব্রিজ নির্মাণের প্রভিশন ছিল। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপিতে রামগঞ্জে ২০.০০ মিটার করে ১টি স্টিল ব্রিজ এবং ১৬৫.০০ মিটার দীর্ঘ ৩টি আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণের প্রভিশন রাখা হয়। কিন্তু নির্বাহী প্রোকৌশলী, লক্ষীপুরের কার্যালয় থেকে সরবরাহকৃত তথ্য অনযায়ী উক্তজেলায় যথাক্রমে রামগঞ্জে ২০ মিটার দীর্ঘ ১ টি এবং সদর উপজেলায় ৩৫ মিটার ও ৩৯ মিটার দীর্ঘ ২-টি পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ এবং রায়পুরে ৮০ মিটার দীর্ঘ ১টি আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। গত ০২.১১.২০১৫ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে লক্ষীপুর সদর উপজেলায় চন্দ্রগঞ্জ -চাটখিল সড়কের ধোপাঘাটা খালের উপরে নির্মিত ৩৫.০০ মিটার দীর্ঘ পোর্টেবল স্টিল ব্রিজটি পরিদর্শন করা হয়। নিম্নে পরিদর্শনকৃত ব্রিজটির সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলঃ

৯.৩.১। লক্ষীপুর সদর উপজেলার চন্দগঞ্জ-চাটখিল সড়কে নির্মিত ৩৫.০০ মিটার দীর্ঘ প্রোর্টেবল স্টিল ব্রিজ:

পরিদর্শনকালে ৩৫ মিটার দীর্ঘ এবং ৩.৪৫ মিটার প্রশস্থতা ব্রীজের অবস্থান ভাল রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে ব্রিজটির পশ্চিম পাশে ৫.২৫ মিটার করে দীর্ঘ এ্যাপ্রোচ রোড রয়েছে। পূর্ব পাশে এ্যাপ্রোচ রোডের এক পাশে (উত্তর পাশ) এবাটমেন্টের উইং ওয়ালের দৈর্ঘ্য ৫.২৫ মিটার এবং দক্ষিণ পাশে উইং ওয়ালে দৈর্ঘ্য ৩.৩০ মিটার পাওয়া যায় **(চিত্র- ৮)**। এ প্রসংগে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, ব্রিজের এ্যাপ্রোচ রোডের পাশ দিয়েই একটি গ্রামীণ রাস্তা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ৫.২৫ মিটার দীর্ঘ উইং ওয়ালসহ এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ করলে দক্ষিণ দিকে রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যেত।

চিত্র- ৮:লক্ষীপুর সদর উপজেলার চন্দগঞ্জ-চাটখিল সড়কে নির্মিত প্রোর্টেবল ব্রিজের পূর্বপাশের এ্যাপ্রোচ রোডের উত্তর দিকে ৫.২৫ মিটার এবং দক্ষিণ দিকে ৩.৩০ মিটার দীর্ঘ উইং ওয়াল

চিত্র –৯:লক্ষীপুর সদর উপজেলার চন্দগঞ্জ-চাটখিল ব্রীজ ও এ্যাপ্রোচ রোডের সংযোগ স্থলে রেলিং বিহীন প্রোর্টেবল ব্রিজ

তাই স্থানীয় চাহিদা/জনগণের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ডিজাইন পরিবর্তন করে ৩.৩ মিটার রাখা হয়েছে। তবে ব্রিজটির এ্যাপ্রোচ রোড ও উভয় পাশের সংযোগ সড়ক মাটির দ্বারা নির্মিত হওয়ায় এ্যাপ্রোচ রোড থেকে মাটি মাটি সরে গেছে এবং যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে মর্মে জানা যায়। এ ব্রিজের ক্ষেত্রেও ব্রিজের রেলিং এবং এ্যাপ্রোচ রোডের উইং ওয়ালের মধ্যবর্তী কোন রেলিং দেয়া হয়নি মর্মে দেখা যায় **(চিত্র- ৯)।** এ প্রসংগে জানতে চাওয়া হলে নির্বাহী প্রকৌশলী লক্ষীপুর জানান যে, এ অংশে রেলিং নির্মাণের বিষয়টি প্রকল্পের ডিজাইনে ছিল না। তবে এটা নির্মাণের প্রয়োজনিয়তা রয়েছে এবং তা অবিলম্বে নির্মাণ করে দেয়া হবে।

৯.৪। ফেণী জেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িতবিভিন্ন কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে ফেনী জেলায়২১০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৬টি স্টিল ব্রিজ নির্মাণের প্রভিশন ছিল। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ীপশুরামপুর উপজেলায় যথাক্রমে ৫০.০০ ও ৬০.০০ মিটার দীর্ঘ ২টি স্টিল ব্রিজ এবং ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া ও দাগনভূঁইয়া উপজেলায় যথাক্রমে ৬৩.০০, ৮৪.০০ এবং ৭২.০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট৩টি আরসিসি গার্ডার ব্রিজনির্মাণ করা হয়েছে। গত ০২.১১.২০১৫ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে ফেনী জেলার পরশুরামউপজেলার সুবের বাজার-মহেশপুস্করিনি সড়কেরশীলনিয়া নদীর উপরে নির্মিত ৫০.০০ মিটার দীর্ঘ পোর্টেবল স্টিল ব্রিজটি পরিদর্শন করা হয়। নিম্নে পরিদর্শনকৃত ব্রিজটির সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলঃ

৯.৪.১।ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার সুবের বাজার-মহেশপুস্করিনি সড়কের শীলনিয়া নদীর উপরে নির্মিত ৫০.০০ মিটার দীর্ঘ প্রোর্টেবল স্টিল

এ প্রোর্টেবল স্টিল ব্রিজটি নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৭১২৯৬৩৫.০০/- টাকা। ব্রিজটি নির্মাণের লক্ষ্যে ১৭.১১.২০০৮ তারিখে ৭৬৯২৭২৮.০০ টাকা চুক্তি মূল্যে কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;যা প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় ৭.৮৯% বেশি। চুক্তি মোতাবেক ব্রিজটি ১৮.১১.২০০৯ তারিখে সম্পন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রিজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ২২.১১.২০০৯ তারিখে এবং নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৭৬৫৬৫২৪.০০ টাকা; যা নির্ধারিত চুক্তিমূল্যের চেয়ে ০.৪৭% কম। পরিদর্শনকালে ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৫০.০০ মিটার এবং প্রশস্থতা ৩.৪৫ মিটার পাওয়া যায়। ৩টি স্প্যানে নির্মিত ব্রিজটির উভয় পাশে ৫.৫ মিটার দীর্ঘ এবং ৪.৮৫ মিটার প্রশস্থ এ্যাপ্রোচ রোড রয়েছে। ব্রিজটি উভয় পাশে পাকা রাস্তাকে সংযুক্ত করেছে এবং রাস্তার অবস্থাও ভাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে, এ ব্রিজের ক্ষেত্রেও ব্রিজের রেলিং এবং এ্যাপ্রোচ রোডের রেলিং -এর মধ্যবর্তী স্থানে কোন রেলিং দেয়া হয়নি মর্মে দেখা যায়।

৯.৫। পাবনা জেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে পাবনা জেলায় ৫২৫.০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৬টি স্টিল ব্রিজ নির্মাণের প্রভিশন ছিল। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপিতে ৩৭৫ মিটার দীর্ঘ ৫ টি স্টীল ব্রীজ এবং ২৪৯ মিটার দীর্ঘ ৪ টি পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ সংস্থান রাখা হয়। কিন্তু নির্বাহী প্রোকৌশলী, পাবনারকার্যালয় থেকে সরবরাহকৃত তথ্য অনযায়ী পাবনাজেলায় ১১ টি পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ এবং ৩ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলায় ২টি, চাটমোহর উপজেলায় ২টি এবং সাথিয়া উপজেলায় ২টি পোর্টেবল স্টিল ব্রিজটি পরিদর্শন করা হয়। পাবনা জেলায় পরিদর্শনকৃত ৬টি ব্রীজের মধ্যে ৩টি ব্রীজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৯.৫.১। পাবনা জেলার-ফরিদপুর উপজেলার বি-নগর হতে ডেমরা হাট রোডের রুকনাই নদীর উপর মৃধাপাড়া ফেরীঘাটে ৯০ মিটার দীর্ঘ প্রোর্টেবল স্টিল ব্রীজ

সংশোধিত ডিপিপিতে এ সেতুটির সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণের লক্ষ্যে ৯৫,৫১,৬৪০.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ১১/০২/২০০৭ তারিখে ৮১,৯৯,২২৮.০০ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স সরকার কন্সট্রাকশন, ফরিদপুর কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ১২/০৮/২০০৮ তারিখে সেতুটির কাজ ১০০% সম্পন্ন হয় এবং সে মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়। অপরদিকে একই নদীর উপর নির্মিত সাব-স্রাকচারের উপর ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের প্রোর্টেবল স্টিল ব্রীজ স্থাপনের জন্য ৪,৩০,৬৬১.১৬ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ১৭/১২/২০০৮ তারিখে ৪,৩০,৬৬১.১৬ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স হাবিবুর রহমান, গুলশান, ঢাকা কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ১২/০৩/২০০৯ তারিখে সেতুটির স্ট্রিল স্ট্রাকচারের কাজ ১০০% সম্পন্ন হয় এবং সে মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়। পরিদর্শনকালে সেতুটির অবস্থা ভাল পরিলক্ষিত হয়।

৯.৫.২। পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার চাটমোহর সদর হতে হরিপুর রোড ভায়া ধুলাউরি সড়কে হরিপুর ইউনিয়ন কাছে মরা বড়াল নদীর উপর নির্মিত ৬৫.০০ মিটার দীর্ঘ প্রোর্টেবল স্টিল ব্রীজ

সংশোধিত ডিপিপিতে এ সেতুটির সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণের লক্ষ্যে লক্ষ্যে ৫১,৩৫,০৩৮.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ২৯/০৫/২০০৭ তারিখে ৪৮,৮৬,৮১৩.০০ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান শাহিন এন্টারপ্রাইজ , পাবনা কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ৩১/১২/২০০৭ তারিখে সেতুটির কাজ ১০০% সম্পন্ন হয় এবং সে মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়। অপরদিকে একই নদীর উপর নির্মিত সাব-স্রাকচারের উপর ৬৫.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের প্রোর্টেবল স্টিল ব্রীজ স্থাপনের জন্য ২,৯৬,৯৫০.৮০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ১৭/১২/২০০৮ তারিখে ২,৯৬,৯৫০.৮০ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স হাবিবুর রহমান, গুলশান, ঢাকা কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ১২/০৩/২০০৯ তারিখে সেতুটির স্ট্রিল স্ট্রাকচারের কাজ ১০০% সম্পন্ন হয় এবং সে মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়। পরিদর্শনকালে সেতুটির অবস্থা ভাল পরিলক্ষিত হয়।

৯.৫.৩। পাবনা জেলার সদর উপজেলার বাজিতপুর হতে চাঁন্দপুর ভায়া চরঘোষপুর সড়কে বেত্রা নদীর উপর নির্মিত ৬৫.০০ মিটার দীর্ঘ প্রোর্টেবল স্টিল ব্রীজ

পাবনা সদর উপজেলায় এ সেতুটির সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণের লক্ষ্যে ৫১,৩৫,০৩৮.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ২৯/০৫/২০০৭ তারিখে ৪৮,৮৬,৮১৩.০০ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান শাহিন এন্টারপ্রাইজ , পাবনা কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ৩১/১২/২০০৭ তারিখে সেতুক্ষটির কাজ ১০০% সম্পন্ন হয় এবং সে মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়।অপরদিকে একই নদীর উপর নির্মিত সাব-স্রাকচারের উপর ৬৫.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের প্রোর্টেবল স্টিল ব্রীজ স্থাপনের জন্য ২,৯৬,৯৫০.৮০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ১৭/১২/২০০৮ তারিখে ২,৯৬,৯৫০.৮০ টাকাল ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স হাবিবুর রহমান, গুলশান, ঢাকা কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ১২/০৩/২০০৯ তারিখে সেতুটির স্ট্রিল

চিত্র - ১০: পাবনা সদর উপজেলায় নির্মিত সুপার-স্ট্রাক চারের বাঁকা এবং এ্যাপ্রোচ রোডের ভাংগা অংশ বিশেষ

স্ট্রাকচারের কাজ ১০০% সম্পন্ন হয় এবং সে মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়। পরিদর্শনকালে সেতুটির অবস্থা ভাল রয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। তবে, স্টীল ব্রীজের রেলিং -এর অংশ বিশেষ একটু বাঁকা এবং ব্রীজের উভয় পাশের এ্যাপ্রোচ রোডের হেরিং বন্ড অংশের ইটের রাস্তা ভাংগা রয়েছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র– ১০)।

৯.৬। সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িতবিভিন্ন কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে সিরাজগঞ্জ জেলায় ১১১০.০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ২১টি স্টিল ব্রিজ নির্মাণের প্রভিশন ছিল। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপিতে ৬৮০ মিটার দীর্ঘ ১১ টি স্টীল ব্রীজ এবং৩৬০ মিতার দীর্ঘ ৫ টিআরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়। কিন্তু সরেজমিনে পরিদর্শনকালে জানা যায় সিরাজগঞ্জ জেলায় নির্মাণ করা হয়েছে ৯টি স্টীল ও ১টি আরসিসি ব্রীজ। সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় পরিদর্শনকৃত ৩টি ব্রীজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৯.৬.১। উল্লাপাড়া উপজেলার পুকুরপাড় হতে কয়রাহাট রোডের কয়রা খালের উপর নির্মিত ৬০.০০ মিটার প্রোর্টেবল স্টিল ব্রীজ :

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে এ সেতুটির সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণসহ স্টিল স্ট্রাকচার স্থাপনের লক্ষ্যে ৬৭,৮৯,৫১১.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ০৯/০৮/২০০৮ তারিখে ৮৪,০২,৭২১.৩২ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স শামিমুর রহমান, কালিবাড়ী রোড, সিরাজগঞ্জ কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ৩০/০৩/০৯ তারিখে সেতুটির কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়। বাস্তব কাজের প্রেক্ষিতে ১০০% কাজের বিপরীতে প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃত বিল ৬৯,৭০,১৮৩.০০ বিল পরিশোধ করা হয়।

৯.৬.২। উল্লাপাড়া উপজেলার বোয়ালিয়াবাজার হতে অলিপুর হাট রোডের মুক্তাহার নদীর উপর নির্মিত ৭৫.০০ মিটার দীর্ঘ প্রোর্টেবল স্টিল ব্রীজ:

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে এ সেতুটির সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণসহ স্টিল স্ট্রাকচার স্থাপনের লক্ষ্যে ৭২,৮৩,১৩১.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ২৭/১১/০৮ তারিখে ৬৪,২২,৪২৯.১৪ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স শতাব্দি কনস্ট্রাকশন কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ০৯/০৮/২০০৯ তারিখে সেতুটির কাজ ১০০% সম্পন্ন হয় এবং সে মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়। পরিদর্শনকালে সেতুটির অবস্থা ভাল পরিলক্ষিত হয়।পরিদর্শনকালে সেতুটির অবস্থা ভাল পরিলক্ষিত হয়। তবে, সেতুর উভয় পাশের এ্যাপ্রোচ রোডের হেরিং বন্ড অংশ ভাংগা রয়েছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র – ১৩ ‘এ’ ও ‘বি’)।

চিত্র : ১১: -‘এ’

চিত্র : ১১-‘বি’

চিত্র - ১১ ‘এ’ ও ‘বি’ : সেতুর উভয় পাশের এ্যাপ্রোচ রোডের হেরিং বন্ড অংশর ভাংগা।

৯.৬.৩। পানচিলা আরএইচডি হতে হাটিকামরুল ইউপি অফিস রোডের সরসমতি নদীর উপর নির্মিত ৬০ মিটার প্রোর্টেবল স্টিল ব্রীজ:

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মেয়াদকাল
জনাব আবুল কালাম আজাদ **প্রকল্প পরিচালক**	পূর্ণকালীন	১৬.০৮.২০০৫	৩১.০১.২০১০	**৪ বছর ৫ মাস**
জনাব মোঃ আবুল বাশার, প্রকল্প পরিচালক	**পূর্ণকালীন**	**০১.০২.২০১০**	**ডিসেম্বর, ২০১৩**	**৩ বছর ১১ মাস**

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে এ সেতুটির সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণসহ স্টিল স্ট্রাকচার স্থাপনের লক্ষ্যে ৯৭,৬৬,১৪৫.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ০১/০৪/২০০৯ তারিখে ১,০৪,৯৬,৪৬২.১৮ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স শাকিল এন্টারপ্রাইজ কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ১৬/০৮/০৯ তারিখে সেতুটির কাজ ১০০% সম্পন্ন হয় এবং সে মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়। পরিদর্শনকালে সেতুটির অবস্থা ভাল পরিলক্ষিত হয়।

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

পিসিআর-এ উল্লিখিত তথ্যঅনুযায়ী নিম্নবর্ণিত দুইজন কর্মকর্তা স্ব স্ব নামের পাশে উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

১১। অডিট সংক্রান্ত্ম :

পিসিআর অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ের Internal অডিট সম্পন্ন হয়েছে। Internal অডিটে কোন আপত্তি ইত্থাপিত হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তবে ইন্টারনাল অডিটে কোন সময়কাল উল্লেখ করা হয়নি। অপরপক্ষে, ২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত প্রকল্পটির External Audit পুরোপুরিভাবে হয়েছে এবং এ সময়কালে যথাক্রমে ১, ২, ১২, ০৭, ০৩, ০৯ টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলি যথাযথভাবে নিস্পত্তি মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে। তবে প্রকল্পের কার্যক্রম ডিসেম্বর, ২০১৩ তে সমাপ্ত হলেও অদ্যাবধি ২০১২-১৩ এবং২০১৩-১৪অর্থবছরেকোন External Audit এখনো সম্পন্ন হয়নি মর্মে পিসিআর - এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের Audit সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, খুব শীঘ্রই External Audit সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবেএবং তা যথাসময়ে সকলকে অবহিত করা হবে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে২০১২-১৩ এবং২০১৩-১৪ অর্থ বছরের Internal এবং External Audit সম্পন্ন করা; কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া এবং তা আইএমই বিভাগকে অবহিত করার করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হল।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

প্রকল্পর নিদিষ্ট উদ্দশ্য অজর্নের লক্ষ্যে অর্জিত লাফলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
প্রকল্প প্রধান উদ্দেশ্য হলো- ১. গ্রামের হাট বাজার এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহের মধ্যে যোগযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা; ২. কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাত করণে সহয়তার মাধ্যমে পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং ৩. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সার্বিক আর্থিসামাজিক অবস্থার উন্নতি করা	নিম্ন বর্ণিত কাজসমূহের মধ্যে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে: ১. প্রকল্পের আওতায় ৪৮৩০ মিটার (৯১টি) স্টিল ব্রিজ এবং ২৯৯৩ মিটার দীর্ঘ ৪৮টি আরসিসি ব্রিজ নির্মাণের ফলে প্রকল্প এলাকা হাট বাজার গ্রোথ সেন্টারসমূহের মধ্যে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে। ২. প্রকল্পের এলাকায় যোগযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হওয়ায় মানুষ সারা বছর সল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন গন্তব্য চলাচল করতে পারছে। ৩. যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হওয়ায় হাট বাজার ও গ্রোথসেন্টারসমূহে বিভিন্ন ধরণের দোকান-পাঠ ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে ফলে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

অধিকন্ত সারা বছর মানুষের যাতায়াত ও পণ্য সরবরাহের সহায়তা করে মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, দারিদ্র দুরিকরণ এবং জীবন মানের উন্নয়ন।	৪. গ্রামীণ কৃষকের সহজে তাদের প্রয়োজনীয় সার, কিটনাশক, বীজ ইত্যাদি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণে সহায়ক হয়েছে। ৫. মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবাসহ প্রয়োজনীয় সেবাসমূহের প্রসার ঘটেছে। ৬. এলাকার জমি মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জন না হলে এর কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১৪। আইএমইডি'রপর্যবেক্ষণ :

১৪.১। উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান JICA ১৪৭টি (৭৫৮৫ মিটার) স্টিল ব্রীজ নির্মাণে ১৯৯০.০০ মিলিয়ন ইয়েন প্রদানে সম্মত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে জাপান সরকার ১৪৭৯.৩২ মিলিয়ন ইয়েন প্রদান করে; যা ৯২টি (৪৮৫৫ মিটার) ব্রীজের সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণে ব্যয় করা হয়। জাপান সরকারের প্রতিশ্রুত সহায়তা থেকে ৫১০.৬৮ মিলিয়ন ইয়েন হ্রাস করার কারণে অবশিষ্ট ৫৫টি ব্রিজের মধ্যে ৫০টি আরসিসি ব্রীজ (৩৩১২ মিঃ) সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়। JICA -এর প্রতিশ্রুত ১৯৯০.০০ মিলিয়ন ইয়েন সম্পূর্ণরূপে স্টীল ব্রীজ নির্মাণে ব্যবহৃত হলে ১৪৭টি স্টিল ব্রীজই বৈদেশিক সহায়তায় নির্মাণ করা যেত এবং বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হত মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ -২, ৪)।

১৪.২। প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত সময়কাল (২০০৫-২০০৬ থেকে ২০০৮-২০০৯) ৩ বছরের পরিবর্তে বাস্তবায়নে সময় লেগেছে ৭ বছর ৬ মাস; যা মূল অনুমোদিত সময়ের চেয়ে ২১২.৫০% বেশী। অপরপক্ষে মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭০০০.০০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৯৩৭১.০০ লক্ষ টাকা; যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ২০.৬২% কম। (অনুচ্ছেদ -৪, ৫)।

প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হ্রাস এবং সময় বৃদ্ধি প্রসংগে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ জানান যে, উন্নয়ন সহযোগী জাইকা প্রতিশ্রুত সহায়তার চেয়ে কম অর্থ প্রদান করায় প্রকল্প ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ১৪৭টি ব্রীজের মধ্যে ৫৫ টি আরসিসি ব্রীজের জন্য ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনা করে নতুনভাবে ডিজাইন করণ; স্টীল ব্রীজ নির্মাণের উপযুক্ত ঠিকাদার না পাওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে একাধিকবার দরপত্র আহবান এবং স্টীল ব্রীজগুলি প্রত্যন্ত ও নিম্নাঞ্চলে হওয়ায় প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে সমন্বয় করে নির্মাণ কাজ করতে হয়েছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে এবং একাধিক বার প্রকল্পের সংশোধন করতে হয়েছে।

১৪.৩। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলায় অনুযায়ী ৫১ মিটার দীর্ঘ ১টি আরসিসি ব্রিজ এবং ৩৫ মিটার করে দীর্ঘ ২টি স্টিল ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। অথচ, নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ে রক্ষিত প্রকল্পের নথি পত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দরপত্র আহবান, চুক্তি স্বাক্ষর, কার্যাদেশ প্রদান, বিল পরিশোধ, বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ৩ ব্রীজকেই স্টীল ব্রীজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়, নোয়াখালীর চরম অসাবধানতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া যায় **(অনুচ্ছেদ – ৯.২)।** বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংস্থা খতিয়ে দেখতে পারে।

১৪.৪। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষিপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলায় ১টি স্টিলব্রিজ এবং লক্ষীপুর সদর উপজেলায় ২টি আরসিসি ব্রিজ এবং রায়পুর উপজেলায় ১টি আর সিসি ব্রিজ নির্মাণের প্রভিশন রয়েছে। অথচ, ঐ জেলার রামগঞ্জ উপজেলায় ১ টি ও সদর উপজেলায় ২-টি পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ এবং রায়পুরে ৮০ মিটার দীর্ঘ ১ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়েও লক্ষীপুর সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের মাহেন্দ্র খালের উপর ৩৫.০০ মিটার দীর্ঘ স্টিল ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন ব্যতিত লক্ষীপুর সদর উপজেলায় আর সিসি ব্রীজের পরিবর্তে স্টীল নির্মাণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শৃংখলার স্পষ্ট লংঘন মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ - ৯.৩, ৯.৫, ৯.৬)।

১৪.৫। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কোন External Audit অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি। সুতরাং প্রকল্পের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের External Audit দ্রুত সম্পন্ন এবং কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ -১১)।

১৪.৬। পরিদর্শনকালে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার ধল্লা এফআর বাজার - চান্দহর বাজার রোডে নির্মিত ব্রীজের উভয় পাশের এ্যাপ্রোচ রোড, নোয়াখালী জেলার বেগম গঞ্জ উপজেলার কালিকপুর-মন্দার হাট সড়কে নির্মিত ব্রীজের দক্ষিণ পাশের এ্যাপ্রোচ রোড, পাবনা জেলার সদর উপজেলার বাজিতপুর হতে চাঁন্দপুর ভায়া চরঘোষপুর সড়কে নির্মিত ব্রীজের উভয় পাশ এবং সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার পুকুরপাড় হতে কয়রাহাট রোডেনির্মিত উভয় পাশের এ্যাপ্রোচ রোডের এইচবিবি দ্বারা নির্মিত অংশের ইট উঠে গিয়ে যানবাহন চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে মর্মে দেখা যায়। এ্যাপ্রোচ রোডগুলো দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ – ৯.১.১, ৯.২.২, ৯.৫.২, ৯.৬.১)

১৪.৭। মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার ধল্লা এফআর বাজার - চান্দহর বাজার রোডে নির্মিত ব্রীজ, বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন চৌমুহনী-লক্ষীপুর খালের উপর ফাজিলপুর সড়কে এবং পাবনা জেলার সদর উপজেলার বাজিতপুর হতে চাঁন্দপুর ভায়া চরঘোষপুর সড়কে নির্মিত স্টীল ব্রীজের রেলিং -এর বেঁকে যাওয়া অংশ গুলি প্রতিস্থাপন/মেরামত করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ- ৯.১.১, ৯.২.২, ৯.৫.২)

১৪.৮। মানিকগঞ্জ, নোয়াখালী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি জেলার কোন কোন ব্রীজের রেলিং এবং এ্যপ্রোচ রোডের মধ্যবর্তী স্থানে (৮০০ মিঃমিঃ) রেলিং নির্মাণ করা হয়েছে আবার কোন কোন ব্রিজ এ রেলিং ছাড়াই নির্মাণ করা হয়েছে। তবে, পরিদর্শনকালে ব্রীজ ও অ্যাপ্রোচ রোডের মধ্যবর্তী রেলিং নির্মাণ অতীব প্রয়োজনীয় মর্মে বাস্তবে পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত ব্রীজের রেলিং ভেংগে গেছে তা মেরামত এবং যেগুলো রেলিং ছাড়া নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলোতে রেলিং নির্মাণ করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ- ৯.১.১, ৯.২.২, ৯.৫.২, ৯.৬)।

১৫। আইএমইডির মতামতঃ

"উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টিল ব্রীজ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনের উপর আইএমইডি 'র মতামত নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১৫.১। ভবিষ্যতে বৈদেশিক সহায়তায় গৃহীত প্রকল্পের প্রতিশ্রুত যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ - ১৪.১)।

১৫.২। প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে (অনুচ্ছেদ - ১৪.২)।

১৫.৩। প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে যেনকোন অংগের ডিজাইন পরিবর্তনের প্রয়োজন না হয় এবং ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি না পায় এ লক্ষ্যে প্রকল্পের এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা (মাটির ধরণ, নদী-খালের অবস্থা, বাৎসরিক আবহাওয়া, কর্ম উপযোগী সময়) ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রকল্পের ডিজাইন ও প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ - ১৪.২)।

১৫.৪। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি/সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন জেলা/উপজেলার জন্য যে ধরণের স্কিম নির্ধারিত হবে; প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় থেকে টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী, দরপত্র আহবান, চুক্তি স্বাক্ষর, কার্যাদেশ প্রদান, বিল পরিশোধ, অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ সে অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে (অনুচ্ছেদ - ১৪.৪)।

১৫.৫। সংশোধিত ডিপিপি'র সংস্থানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে লক্ষীপুর জেলায় আরসিসি ব্রীজের পরিবর্তে স্টীল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শৃংখলার পরিপন্থি। প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য জেলায় নির্মিত স্টীল ব্রীজ এবং আরসিসি ব্রীজের সংখ্যা গত গরমিল রয়েছে কিনা তা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ- ৯.১, ৯.৩, ৯.৫ ও ১৪.৫)।

১৫.৬। প্রকল্পের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের External Audit করতে হবে এবং অডিটে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ -১১, ১৪.৬)।

১৫.৭। মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার ধল্লা এফআর বাজার - চান্দহর বাজার রোডে নির্মিত দীর্ঘ ব্রীজ, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার কালিকপুর-মন্দার হাট সড়কে নির্মিত ব্রীজ, পাবনা জেলার সদর উপজেলার বাজিতপুর হতে চাঁন্দপুর ভায়া চরঘোষপুর সড়কে বেত্রা নদীর উপর নির্মিত ব্রীজ এবং সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার পুকুরপাড় হতে কয়রাহাট রোডের কয়রা খালের উপর নির্মিত স্টিল ব্রীজসহ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অন্যান্য ব্রীজের এ্যপ্রোচ রোডের ক্ষতিগ্রস্ত অংশসমূহ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ - ১৪.৬)।

১৫.৮। মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার ধল্লা এফআর বাজার - চান্দহর বাজার রোডে নির্মিত ব্রীজ, বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন চৌমুহনী-লক্ষীপুর খালের উপর ফাজিলপুর সড়কে এবং পাবনা জেলার সদর উপজেলার বাজিতপুর হতে চাঁন্দপুর ভায়া চরঘোষপুর সড়কে নির্মিত স্টীল ব্রীজসহ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অন্যান্য ব্রীজের রেলিং -এর ক্ষতিগ্রস্ত (বাঁকা) রড গুলো প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ - ১৪.৭)।

১৫.৯। পরিদর্শনকৃত মানিকগঞ্জ, নোয়াখলী, ফেণি, লক্ষীপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ সহ প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য জেলায় নির্মিত স্টীল ব্রীজ ও এ্যপ্রোচ রোডের মধ্যবর্তী স্থানের ক্ষতিগ্রস্ত রেলিং নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যে সমস্ত ব্রীজ রেলিং ছাড়াই নির্মাণ করা হয়েছে; সে সমস্ত স্থানেও রেলিং নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে এ ধরণের স্টীল ব্রীজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে স্টীল ব্রীজ ও এ্যপ্রোচ রোডের মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশটুকুতে রেলিং নির্মাণের প্রভিশন রেখে প্রকল্পের ডিজাইন করতে হবে (অনুচ্ছেদ - ১৪.৭)।

১৫.১০। অনুচ্ছেদ ১৫.১-১৫.৯-এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী এক মাসের ম ধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

‘‘কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২: গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়’’
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত জুন/২০১৪)

১। **বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ** স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৩। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন/২০১৪ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩০০০০.০০	৪৭৭৭৩.৯৭	৪৭৭৬১.৯৪	জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১১ (৫ বছর)	জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪ (৮বছর)	জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪ (৮বছর)	৫৯.২১%	৬০.০০%

৪। প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলার নাম	উপজেলার নাম (জিওবি অর্থায়নে)	উপজেলার নাম (ডানিডা অর্থায়নে)
বরিশাল	পটুয়াখালী	সদর, দুমকী, গলাচিপা, দশমিনা, কলাপাড়া, বাউফল, মির্জাগঞ্জ ও রাঙ্গাবালী	গলাচিপা, কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালী
	বরগুনা	সদর, আমতলী, পাথরঘাটা, বেতাগী ও বামনা	আমতলী ও পাথরঘাটা
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	সদর, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি, চাটখিল, বেগমগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, সুবর্ণচর ও কবিরহাট	হাতিয়া ও সুবর্ণচর
	লক্ষ্মীপুর	সদর, রামগতি, রামগঞ্জ, রায়পুর ও কমলনগর	রামগতি, রায়পুর ও কমলনগর
	মোট=	২৭টি উপজেলা	১০টি উপজেলা

৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন/২০১৪ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১)	নির্মাণ ও পূর্ত					

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন/২০১৪ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(র)	উপজেলা সড়ক					
(ক)	পেভমেন্ট	কিঃমিঃ	১৬১.০০	৪৪২৬.২৮	১৬১.০০	৪৪২৬.২৮
(খ)	মাটির কাজ	কিঃমিঃ	৯০.০০	৩৩৮.২৮	৯০.০০	৩৩৮.২৮
(গ)	ব্রীজ ও কালভার্ট	মিঃ	১১০০.০০	৩৯০৯.৭৯	১১০০.০০	৩৯০৯.৭৯
(রর)	ইউনিয়ন সড়ক					
(ক)	পেভমেন্ট	কিঃমিঃ	২০২.০০	৭৭৩০.১১	২০২.০০	৭৭৩০.১১
(খ)	মাটির কাজ	কিঃমিঃ	২০৬.০০	৫১২.১৮	২০৬.০০	৫১২.১৮
(গ)	ব্রীজ ও কালভার্ট	মিঃ	৬৮৬.০০	২৪০০.০০	৬৮৬.০০	২৪০০.০০
(ররর)	গ্রামীণ অবকাঠামো					
ক)	পেভমেন্ট	কিঃমিঃ	২৩০.০০	৫৬০৩.৭৭	২৩০.০০	৫৬০৩.৭৭
(খ)	মাটির কাজ	কিঃমিঃ	১০৪৩.০০	৩৬৬৩.৮৫	১০৪৩.০০	৩৬৬৩.৪৯
(গ)	ব্রীজ ও কালভার্ট	মিঃ	৭৬৫.০০	১০১৩.৩৩	৭৬৫.০০	১০১৩.৩৩
(রা)	বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা	কিঃমিঃ	১৬০.০০	২৫৫.০৮	১৬০.০০	২৫৫.০৮
২।	বাজার, ইউপি কমপেক্স					
(ক)	গুরম্নত্বপূর্ন হাট ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	টি	৫৭.০০	৪৯১.৭৬	৫৭.০০	৪৯১.৭৬
(খ)	ইউপি কমপ্লেক্স	টি	২.০০	১৩৯.৫০	২.০০	১৩৯.৫০
(গ)	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় বর্ধিতকরণ	টি	৪.০০	৫৬৯.০০	৪.০০	৫৬৯.০০
(ঘ)	ইউপি শক্তিশালীকরণ	থোক	থোক	৫০৭.৯৯	থোক	৫০৭.৯৯
৩।	রক্ষণাবেক্ষণ					
(ক)	মোটর যানবাহন, আসবাবপত্র, অফিস ও কম্পিউটার ইকুইপমেন্ট, অফিস, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	থোক	৯২৭.৪২	থোক	৯২৭.১৫
(খ)	সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ (আইলা পূনর্বাসন ও নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণ)	কিঃমিঃ	১৩৪.০০	২০৬৫.০১	১৩৪.০০	২০৬৪.৯১
(গ)	বাজার সংযোগকারী খাল খনন	কিঃমিঃ	৪০.০০	৩৭২.০০	৪০.০০	৩৭২.০০
(ঘ)	বিবিধ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ	থোক	থোক	১০৮.০৭	থোক	১০৮.০৫

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন/২০১৪ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ঙ)	এমআরডি	কিঃমি	৫৮.৮০	৪৪৮.০৩	৫৮.৮০	৪৪৮.০৩
৪।	সরবরাহ সেবা (TA Staff এবং প্রশিক্ষণ/সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ)	থোক	থোক	৮৩৮৫.১৫	থোক	৮৩৮১.১০
৫।	যন্ত্রপাতি (ক্যামেরা, মেশিনারী, নির্মাণ যন্ত্রপাতি/প্রকৌশল যন্ত্রপাতি)	থোক	থোক	১৪৫২.১০	থোক	১৪৫২.১০
৬।	যানবাহন	থোক	থোক	৪৮৬.৫৫	থোক	৪৮৬.৫৫
৭।	আসবাবপত্র ও যন্ত্রাংশ	থোক	থোক	২২৭.২৫	থোক	২২৭.২৫
৮।	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	থোক	থোক	১৪৪২.৮৮	থোক	১৪৩৫.৬৫
৯।	রিচার্স মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন	থোক	থোক	৪৮.৫৯	থোক	৪৮.৫৯
১০।	জমি অধিগ্রহন	একর	৮.৫০	৫০.০০	৮.৫০	৫০.০০
১১।	সিডি ভ্যাট	থোক	থোক	২০০.০০	থোক	২০০.০০
১২।	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী	থোক	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১৩।	প্রাইস কন্টিজেন্সী	থোক	থোক	০.০০	থোক	০.০০
	মোট =			৪৭৭৭৩.৯৭		৪৭৭৬১.৯৪

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** পিসিআর মোতাবেক সকল অংগের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত ৪টি জেলা হচ্ছে পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা এ এলাকায় তুলনামূলকভাবে বেশী। এর অন্যতম প্রধান কারন হলো অত্র এলাকায় গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। তাছাড়া, অসংখ্য নদী-নালা এ অঞ্চলের উন্নত সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থার অন্যতম অন্তরায়। এ অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ২০০৬ সালে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক অনুদানে ''কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩)ঃ পটুয়াখালী, বরগুনা নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা'' শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে বর্ণিত লক্ষসমূহ অর্জনে সহায়ক হবে। বিশেষ করে প্রকল্পের আওতায় দারিদ্র বিমোচনের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী মহিলা শ্রমিক দ্বারা ২.৩০ মিলিয়ন Labour Days অর্জনের সংস্থান রয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের ভিশন হলো Agriculture Sector Programme Support-II (APSP-II) কর্মসূচীর আওতায় নিবিড় কর্মসংস্থান সৃজনে গু রুত্ব দিয়ে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ সড়ক ও বাজার অবকাঠামোর টেকসহ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র হ্রাস ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ বাজার এবং সেবা কেন্দ্রসমূহের জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রা ন্তিক/দরিদ্র মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে স্থায়ী আয়বর্ধক কর্মকান্ড বিকাশে সহায়তা করা।

এলজিইডি'র রক্ষণা-বেক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক টেকসহ ও মজবুত করে গড়ে তোলা।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটি গত ০৪-১০-২০০৬ইং তারিখে একনেক সভায় ৩০০০০.০০ (জিওবি ৯০০০.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ২১০০০.০০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১১ মেয়াদে বা স্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের আওতাভুক্ত উপকূলীয় জেলাসমূহে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, ব্রীজ কালভার্ট ইত্যাদি পুনঃনির্মাণের জন্য জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণ প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত DPP গত ০২/০৩/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৪২৫৫২.৩৫ (জিওবি ২১৩০২.৩৫ এবং প্রকল্প সাহায্য ২১২৫০.০০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

পুনরায় দাতা সংস্থা ডানিডা প্রকল্পটির অনুকূলে অতিরিক্ত ২৪ মিলিয়ন DKK এর সমপরিমাণ ৩১৮০.০০ লক্ষ টাকা অনুদানের প্রতিশ্রুতি এবং প্রকল্প এলাকায় ইতোপূর্বে Danida অর্থায়নে বাস্তবায়িত সড়কসমূহের সাথে বিভিন্ন প্রকল্প হতে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত সড়ক সমূহের Networking সৃষ্টির উদ্দেশ্যে Missing Link সমূহ সম্পন্ন করার জন্য জিওবি অর্থায়ন বৃদ্ধিপূর্বক ৪৭৭৭৩.৯৭ (জিওবি ২৩১৮৭.৬৬.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ২৪৫৮৬.৩১) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

৮। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

৮.১। প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৪৭৭৬১.৯৪ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৯৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৭%।

০৯। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ২৯/১১/২০১৫ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলায় বাস্তবায়িত কাজের কিছু স্কীম এ বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ ওয়াহিদ হোসেন কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশেস্নষণ ও পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিদর্শিত স্কীমগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিমেণ দেওয়া হলো:

ক্র. নং	ক) স্কীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	ক) প্রাক্কলিত ব্যয় খ) চুক্তিমূল্য গ) ব্যয় ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) সমাপ্তির তারিখ	সরেজমিন পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
৯.১	Construction of Extension office Building of the Executive Engineer (SE Office), LGED, Patuakhali.	ক) ২,৯২,২৬,৩৭১.০০ খ) ৩,৬৪,৯৯,২৮৭.০০ গ) ৩,৬২,২৫,১৯২.০০ ঘ) ১০০%	ক) ১২/০৩/২০১৩ খ) ১১/১২/২০১৩	আলোচ্য স্কীমের আওতায় নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পটুয়খালী কমপ্লেক্স- এ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অফিস নির্মান করা হয়েছে। নির্মান কাজটি গত ১১/১২/২০১৩ইং তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। অফিস ভবনটি ৩ তলা বিশিষ্ট এবং Pile Foundation এর উপর নির্মিত হয়েছে মর্মে জানা যায়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নতুনভাবে নির্মিত অফিস কতগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে; তবে কিছু কত অব্যবহৃত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, এলাকা ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের অফিস প্রকল্প এলাকায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে খালি অফিস কতগুলি প্রকল্প পরিচালকগণের অফিসের জন্য ব্যবহৃত হবে। তবে, ভবনের সিঁড়ি বরাবর উপরের দিকে সামনে অংশে ডিজাইনে অনুসারে খালি রাখা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে যে, খালি থাকায় বৃষ্টি পানি সিড়িতে পড়ে ছে। ফলে, লোহার কেচি গেটসহ স্কুল লোহার স্থাপনায় মরিচা ধরছে। **চিত্র-১: পটুয়খালী কমপ্লেক্স তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অফিস নির্মান**
৯.২	ক) Construction of 94.10m long RCC Deck Girder bridge over Nandigram khal at ch: 3750m on Patuakhali H/Q-Bottolbunia-Ayla GC road under Patuakhali Sadar Upazila. খ) ৯৪.১০ মিঃ	ক) ৩,৫২,৩১,৪৯৯.০০ খ) ৪,৩৩,৩৪,৭২২.০০ গ) ৪,৩২,৮২,২৯৬.০০ ঘ) ১০০%	ক) ২২/০৪/২০১০ খ) ২৪/০৪/২০১৪	পটুয়াখালী সদর বোতলবুনিয়া-আইলা জিসি সড়কে ৩৭৫০মিঃ চেইনেজে পটুয়াখালী সদর উপজেলার অর্ন্তগত নন্দীগ্রাম খালের উপর ৯৪.১০ মিঃ দৈর্ঘ্য আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মান কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। ব্রীজটির মোট ৫টি Span, এবং ৪টি Pier ও উভয় পাশে ২টি Abutment নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রীজটির দুই পাশে Approach সড়ক HBB দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। জানা গেছে উল্লেখিত ব্রীজটি ৩টি ইউনিয়ন পরিষদ যথা, ছোট বিঘাই, বড় বিঘাই এবং মাদারবুনিয়া কে সংযোগ স্থাপন করেছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, এপ্রোচ সড়কের একটি জায়গা থেকে কয়েকটি ইট উঠে গেছে। জায়গাটি দ্রুত মেরামত না করলে আরও ইট উঠে যাবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। **চিত্র-২ নন্দীগ্রাম খালের উপর নির্মিত ব্রীজ**

৯.৩	ক) Imp. of road by BC on Sluice gate-Locha Battala road at ch: 0.0m-2400m under Amtali Upazila. খ) ২.৪০০ কিঃমিঃ	ক) ৭৮,২৯,৮৯৬.০০ খ) ৭৮,২৯,৮৯৬.০০ গ) ৭৭,৭৯,৮০৬.০০ ঘ) ১০০%	ক) ০৪/১২/২০১২ খ) ৩০/০৪/২০১৪	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার অমত্মর্গত সম্মুইজ গেট-লোচাবটতলা সড়কটি শহর রক্ষা বাঁধের উপর নির্মিত বিটুমিনাস সড়কটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, সড়কটির কিছু কিছু জায়গা থেকে মাটির সোল্ডার এজিং থেকে দেবে গিয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে জানা যে, দূর্যোগকালীণ সময়ে দূরবর্তী জনগণ সাইক্লোন সেল্টার এবং অন্যান্য নিরাপদ স্থানে দ্রুত গমণের জন্য সড়কটি ব্যবহার করে । ফলে সড়কটি ঘর বাড়ী থেকে সড়কটি অনেক উচুঁতে হওয়ায় সোল্ডারের মাটি বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যায়। এ সকল সড়ক প্রতি বছর মেরামত করা প্রয়োজন।
৯.৪	ক) Imp. of road by Baithakata WAPDA-Kalibari RHD road by HBB at ch: 1300m-2300m under Chawra UP of Amtali Upazila. খ) ১.০০০ কিঃমিঃ	ক) ২৪,৯১,২০৩.০০ খ) ৩১,০৩,৩৬২.০০ গ) ৩১,০০,৫৪৭.০০ ঘ) ১০০%	ক) ০৬/০১/২০১৩ খ) ১০/০৬/২০১৩	আলোচ্য স্কীমটি পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়ক ও জনপথ বিভাগের রাস্তা এবং বটিয়াকাটা WAPDA Embankment এবং একটি সাইক্লোন সেন্টারকে সংযোগ স্থাপন করেছে। ইহা একটি লিংক রোড হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাজটি LCS এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে মর্মে জানা যায় । পরিদর্শনকালে আলোচ্য এইচবিবি সড়কের কিছু ইট উঠে গেছে দেখা যায়। **চিত্র-৩ নির্মিত এইচবিবি সড়ক**
৯.৫	Construction of 12.00m × 4.00m Multipurpose shed & Fish shed at Dablugonj Hat under Kalapara Upazila.	ক) ১০,৯৫,৪৩৯.০০ খ) ১০,৯৪,০১৬.০০ গ) ১০,২৯,৩৫৮.০০ ঘ) ১০০%	ক) ০১/১০/২০১০ খ) ৩১/১২/২০১১	পরিদর্শনকালে কলাপাড়া উপজেলার ডালবুগঞ্জ বাজারে নিমির্ত ১টি Open Shed & ১টি Fish Shed পর্যবেক্ষণ করা হয়। জানা যায়, শেডগুলো নির্মাণ গত ৩১/১২/২০১১ইং তারিখে শেষ হয়েছে। তবে উল্লিখিত সেডগুলি প্রায় ৪ বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। সেডগুলির ফ্লোরের কয়েকটি জায়গা হতে পলেস্তরা উঠে গেছে।
৯.৬	Construction of 78.00m long RCC Girder bridge on Khaprabanga UP-Dablugonj Hat road at ch. 8620m under Kalapara Upazila. খ) ৭৮.০০ মিঃ	ক) ৪,২৩,৪৩,২০৫.০০ খ) ৩,৯৫,৬০,১৭৩.০০ গ) ৩,৯৫,৫৩,৩১৯.০০ ঘ) ১০০	ক) ০১/১১/২০১০ খ) ২৩/০৫/২০১৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন খাপড়াভাঙ্গা ইউপি-ডালবুগঞ্জ হাট সড়কে আরসিসি গার্ডার ব্রীজটি নির্মিত হয়েছে। ৭৮মিঃ দীর্ঘ ব্রীজটিতে ৩টি Span, প্রতিটি Span ২৬মিঃ দীর্ঘ, ২টি Pier এবং উভয় পাশে ১টি করে RCC Abutment রয়েছে। ব্রীজটির উভয় পাশে HBB দ্বারা উন্নয়ন এবং পূর্ব পাশে Approach Slope এ CC Block স্থাপন করা হয়েছে। নির্মিত Approach সড়কের কিছু কিছু স্থানে এইচবিবি'র কাজ depressed হয়েছে। Approach সড়কে স্থাপিত গাইড পোষ্ট কয়েকটি জায়গা থেকে উঠে গেছে।

	Construction of 60.05m long RCC deck Girder bridge over Chapli River at Ch. 19050m on Kalapara-Chapli bazar road under Kalapara Upazila. খ) ৬০.০৫ মিঃ	ক) ২,৬১,৮৬,৩০৬.০০ খ) ৩,৫৩,৭৫,৪১৭.৮০ গ) ৩,৫৩,৭৫,৪১৭.৮০ ঘ) ১০০%%	ক) ২৩/১১/২০০৮ খ) ৩১/০৩/২০১১	 **চিত্র-৪ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন খাপড়াভাঙ্গা ইউপি-ডালবুগঞ্জ হাট সড়কে নির্মিত আরসিসি গার্ডার ব্রীজ** পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন চাপলী খালের উপর নির্মিত RCC ডেক গার্ডার ব্রীজটি পরিদর্শন করা হয়েছে। ব্রীজটির Approach সড়ক HBB দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। Approach Road কিছু কিছু স্থানে মাটির কাজ ও মাটির সোল্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (চিত্র-৫)। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান যে, ব্রীজ দুইটি প্রায় ৫ (পাঁচ) বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছে। গত বছর অধিক বৃষ্টি পাতের ফলে মাটির সোল্ডারে স্থাপিত গাইড পোষ্ট কয়েকটি জায়গা থেকে উঠে গেছে এগুলো দ্রুত ঠিক করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।তিনি আরও বলেন যে , দক্ষিনাঞ্চল নদীবহুল হওয়ায় construction equipment (road roller ইত্যাদি পরিবহণ সহজসাধ্য নয়। সেজন্য অধিকাংশ সড়ক HBB দ্বারা উন্নয়ন করা হয় । তবে, কাজসমাপ্তির পর অতি বৃষ্টিসহ প্রাকৃতিক দূর্যোগের জন্য এ ধরণের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; যা নিয়মিত মেরামত করা প্রয়োজন।
৯.৭	ক) Imp. of road by Earth Work on Holdibaria RHD to Loskorpur WAPDA Jame mosque road at ch: 0.00m – 1260m under Kalapara Upazila. খ) ১.২৬০ কিঃমিঃ	ক) ৬,৭৭,৯৬২.০০ খ) ৬,৭৭,৯৬২.০০ গ) ৬,৫৪,৫১৩.০০ ঘ) ১০০%	ক) ২৪/০১/২০১৩ খ) ২৪/০৫/২০১৩	আলোচ্য সড়কটি স্থানীয় দরিদ্র মহিলা কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত লেবার কন্ডাকটিং সোসাইটি (এলসিএস) দ্বারা ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে মাটি দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে এবং কাজটি গত ২৪/০৫/২০১৩ইং তারিখে শেষ হয়েছে। জানা যায় যে, রাস্তাটি নির্মাণের আগে নীচু ছিল এবং সামান্য বৃষ্টিতে ডুবে থাকত। ফলে স্থানীয় লোকজনের চলাচল, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাওয়া আসা এবং হাট-বাজার করা অসুবিধা হতো। আলোচ্য রাস্তাটির কাজ ৩.৫ বছর পূর্বে LCS এর মাধ্যমে উন্নয়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, রাস্তাটির উপরিভাগের কিছু কিছু জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান যে, বৃষ্টির সময় বিভিন্ন বাহন চলাচলের কারণে এমনটি হয়েছে।
৯.৮	ক) Imp. of road by Earth Work on Niamotpur RHD to Shebasrom road at ch: 0.00m – 1350m under Kalapara Upazila. খ) ১.৩৫০ কিঃমিঃ	ক) ৮,৯৩,৩৯৭.০০ খ) ৮,৯৩,৩৯৭.০০ গ) ৮,৮২,৫২৩.০০ ঘ) ১০০%	ক) ২২/০১/২০১৩ খ) ২২/০৫/২০১৩	আলোচ্য সড়কটি কলাপাড়া উপজেলার অমত্মর্গত সড়ক ও জনপথ নিয়ামতপুর হইতে সেবাশ্রম সড়ককে সংযুক্ত করেছে। উক্ত ১৩৫০ মিঃ সড়কটি স্থানীয় দরিদ্র মহিলা কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত এলসিএস দ্বারা ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে মাটি দ্বারা উন্নয়ন করা হয় এবং ২২/০৫/২০১৩ইং তারিখে শেষ হয়। উক্ত মাটির রাস্তাটি পরিদর্শন দেখা যায় যে, রাস্তার ঢালের সবজির চাষ করা হয়েছে। ফলে ঐ সকল স্থান হতে সড়কটি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

				চিত্র-৫ স্থানীয় দরিদ্র মহিলা কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত এলসিএস দ্বারা ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরেউন্নয়নকৃত মাটির সড়ক

১০। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০০৬-০৭	২৫৫০.০০	৫৫০.০০	২০০০.০০	৫৫০.০০	২৫০৪.৪৮	৫০৫.৪৮	১৯৯৯.০০	৪৫.৫২
২০০৭-০৮	৩৭০০.০০	২২০০.০০	১৫০০.০০	২২০০.০০	৩৫৬৮.৯১	২০৭৮.৯০	১৪৯০.০১	১৩১.০৯
২০০৮-০৯	৮৭০০.০০	২৭০০.০০	৬০০০.০০	২৭০০.০০	৮৬৮৬.৫১	২৬৮৬.৫১	৬০০০.০০	১৩.৪৯
২০০৯-১০	৯৩৪১.০০	৩৩৪১.০০	৬০০০.০০	৩৩৪১.০০	৯২৯২.০০	৩২৯২.০০	৬০০০.০০	৪৯.০০
২০১০-১১	৮২০০.০০	৪৭০০.০০	৩৫০০.০০	৪৭০০.০০	৮১৫৮.৪২	৪৬৫৮.৪২	৩৫০০.০০	৪১.৫৮
২০১১-১২	৬৮৪৮.০০	৪০৯৮.০০	২৭৫০.০০	৪০৯৮.০০	৫৭৬৫.০৮	৪০৭৪.০০	১৬৯১.০৮	১০৮২.৯২
২০১২-১৩	৫৮১৬.০০	১৯০০.০০	৩৯০৬.০০	১৯০০.০০	৫৭৫৮.১১	১৮৫৪.৩৫	৩৯০৩.৭৬	৫৭.৮৯
২০১৩-১৪	৪০৩৮.০০	৪০৩৮.০০	০.০০	৪০৩৮.০০	৪০২৮.৪৩	৪০২৮.৪৩	০.০০	৯.৫৭
সর্বমোট =	**৪৯১৯৩.০০**	**২৩৫২৭.০০**	**২৫৬৫৬.০০**	***২৩৫২৭.০০**	**৪৭৭৬১.৯৪**	**২৩১৭৮.০৯**	**২৪৫৮৩.৮৫**	**১৪৩১.০৬**

*২৩৫২৭.০০ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং প্রকল্প সাহায্য সরাসরি সরচ হয়েছে।

১১। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমও অডিটঃ

১১.১। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয় কার্যক্রম হতে দৈবচ য়নের ভিত্তিতে ‘‘সদর উপজেলাধীন পটুয়াখালী হেড কোয়ার্টার-বোতলবুনিয়া-আয়লাজিসি সড়কে ৩৭৫০মিঃ চেইনেজে নন্দিগ্রাম খালের উপর ৯০.১০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেক গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ’’ শীর্ষক কাজের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যবক্ষণে দেখা যায় যে, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৩৫২৩১৯৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৪৩৩৩৪৭২২.০০ লক্ষ টাকা। গত ২৪-০৮-২০০৯ তারিখে যথাক্রমে আমার দেশ ও The News Age পত্রিকায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সে মোতাবেক মোট ০৯ জন দরদাতা দরপত্র দাখিল করে। পরবর্তীতে, মহিউদ্দিন আহমেদ, আজাদ ভবন, মুসলিমপাড়া, পটুয়াখালীকে গত ২৫ -০৩-২০১০ তারিখে ৩৮৬৬৬১১৮.১৫ টাকা কার্যাদেশ দেওয়া হয় এবং গত ৩১-০৩-২০১৪ তারিখে ৪৩৩৩৪৭২২.০০ টাকা সংশোধিত কার্যাদেশ দেওয়া হয় । কাজটি গত ২৪-০৪-২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়।

১১.২। **অডিটঃ** পিসিআর অনুসারে প্রকল্পের External অডিটে সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০ (দশ) টি অবজেকশন এখন অনিষ্পন্ন রয়েছে।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এলজিইডি'র একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক দায়িত্বে ছিলেন যার তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো:

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন /খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
মোঃ মতিয়ার রহমান প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১-০৭-২০০৬	৩০-০৬-২০১৪

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	**অর্জিত ফলাফল**
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের ভিশন হলো Agriculture Sector Programme Support-II (APSP-II) কর্মসূচীর আওতায় নিবিড় কর্মসংস্থান সৃজনে গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ সড়ক ও বাজার অবকাঠামোর টেকসহ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র হ্রাস ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ বাজার এবং সেবা কেন্দ্রসমূহের জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রান্তিক/দরিদ্র মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে স্থায়ী আয় বর্ধক কর্মকান্ড বিকাশে সহায়তা করা। এলজিইডি'র রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক টেকসহ ও মজবুত করে গড়ে তোলা।	এ বিভাগের নিকট প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে বলা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় সড়ক উন্নয়ন, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, খাল খনন কাজ হয়েছে। ফলে, প্রকল্প এলাকার কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছে, প্রকল্প এলাকার বিশেষতঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত জড়িত তাদের দারিদ্র বিমোচনে আলোচ্য প্রকল্প ভূমিকা রেখেছে। LCS গ্রুপের মাধ্যমে মাটির কাজ ও HBB এর কাজ করায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং দুঃস্থ্য মহিলাদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। তবে এ বিভাগের মতামত প্রতিবেদনের পরিদর্শন, সমস্যা ও সু পারিশ অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ**প্রযোজ্য নয়।

১৫। **সমস্যাঃ**

১৫.১। প্রকল্পটি জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০১১ মেয়াদে ৩০০০০.০০ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে জুন,২০১৪ তে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪৭৭৬১.৯৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ কস্ট ওভার রান হয়েছে ১৭৭৬১.৯৪ লক্ষ টাকা বা ৫৯.২১% ও সময় ০৩ বছর বা ৬০% ওভার রান হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৩);

১৫.২। নির্মিত এইচবিবি এপ্রোচের সড়কের কিছু কিছু জায়গা থেকে ইট উঠে গেছে বা দেবে গেছে, মাটির সোল্ডার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ও নির্মিত গাইড পোস্ট উঠে গেছে (অনুচ্ছেদ-৯.২, ৯.৪, ৯.৬);

১৫.৩। বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলায় পরিদর্শিত বিটুমিনাস সড়কটির এজিং থেকে ভেঙ্গে যাচ্ছে (অনুচ্ছেদ-৯.৩);

১৬। **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৬.১। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় গৃহীত প্রকল্পগুলো মূল ব্যয় ও মেয়াদে সমাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৫.১);

১৬.২। এ প্রকল্পের আওতায় এইচবিবি দ্বারা উন্নয়নকৃত যে সকল এপ্রোচ সড়কের ইট ও গাইড পোস্ট উঠে গেছে এবং মাটির সোল্ডার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে; সেগুলো দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে করে সড়কগুলো অধিকতর নষ্ট না হয়ে যায় (অনুচ্ছেদ-১৫.২);

১৬.৩। রাস্তার স্থায়িত্বের জন্য সকল বিটুমিনাস সড়কের ডিপিপিতে প্রদত্ত নকশার আলোকে সোল্ডার নির্মাণ ও নিয়মিত মেরামত নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৫.৪);

১৬.৪। প্রকল্পটির মাধ্যমে মহিলা শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে LCS এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ফলে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিষয়টি আরও study করে এ সক্ষমতা ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্পে প্রয়োগের বিবেচনা করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-৯.৪, ৯.৭, ৯.৮);

১৬.৫। External অডিটের আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১১.২);

১৬.৬। অনুচ্ছেদ ১৬.১ থেকে ১৬.৫ এ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ০১ মাসের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

----------o----------

‘‘ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন (বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা) (সংশোধিত)’শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : **যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, নড়াইল, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা।**

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫৯৪৫.০০ (--)	১৪৯২৮.৭৪ (--)	১৪৪৪৪.৬২ (--)	০১.০৭.০৮ হতে ৩০.০৬.১২	০১.০৭.০৮ হতে ৩০.০৬.১৪	০১.০৭.০৮ হতে ৩০.০৬.১৪	১৫০০.৩৮ (৯.৪১%)	২ বছর (৬৬.৬৭%)

৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর এর ভিত্তিতে) :**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর				
২	গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	০৮	১৪৮.৩৭	০৮	১৪৮.৩৭
৩	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ	সংখ্যা	০৫	৩২১.৫৯	০৫	৩২১.৫৯
৪	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩৬২.৬৮	১৩৬৪৪.৫০	৩৬২.৬৮	১৩১৬৬.৫০
৫	গ্রামীণ সড়কে বিটুমিনাস রোড নির্মাণ	কিঃমিঃ	২৫৮.১২	৩৬৬.৬৬	২৫৮.১২	৩৬০.৮৫
৬	বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	৬৯.০	৪৬.১২	৬৯.০	৪৬.১২
৭	অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র					
৮	কম্পিউটার	সংখ্যা	০২	২.০	০২	২.০
৯	জনবল	জনমাস	৪৮.০০	৩০৩.৬২	৪৮.০০	৩০৩.৬১
১০	কন্টিনজেন্সি	থোক		৯৫.৯৮		৯৫.৯৮
	মোট =		**১০০%**	**১৪৯২৮.৭৪**		**১৪৪৪৪.৬২**

৬। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** গ্রামীণ জণগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দেশের দারিদ্র্য নিরসনকল্পে প্রণীত অন্তবর্তী কালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলে (পিআরএস) গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দ ক্ষিণাঞ্চলের ১৬টি জেলায় বর্তমানে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২৫ বাস্তবায়নাধীন আছে। এর মধ্যে বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** ক) ইউনিয়ন সড়কসমূহ (ব্রীজ/কালভার্ট এবং গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ মার্কেট উন্নয়নসহ) উন্নয়নের মাধ্যমে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন; খ) বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; গ) ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনগণকে এক কেন্দ্রিক সেবা প্রদানে সহায়তা প্রদান এবং ঘ) ইউনিয়ন সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এলাকার পরিবেশের উন্নতি সাধন করা।

৭.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন**: প্রকল্পটি ১৫৯৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই,২০০৮ হতে জুন,২০১২ মেয়াদে অনুমোদি হয় এবং গত ১৪/০১/২০১৩ইং তারিখে প্রকল্প ব্যয় সংশোধন করে ব্যয় মোট ১৪৯২৮ .৭৪ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুলাই,২০০৮ হতে জুন,২০১৩ নির্ধারন করা হয় এবং পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১ ৫ মেয়াদে পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৩ বছর ভিত্তিক ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি ও আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	অব্যয়িত অর্থ
২০০৪-০৯	৪০০.০০	৩৯৯.০৫	৪০০.০০	-
২০০৯-১০	৬০০০.০০	২৬৯২.৩৪	২৬৯৮.৩৪	-
২০১০-১১	৬১০০.০০	২১৯১.১৭	২১৯১.১৭	-
২০১১-১২	৩৪৪৫.০০	২৩৯৯.৭৯	২৩৯৯.৭৯	-
২০১২-১৩	-	১৯৯৫.৩৯	১৯৯৫.৩৯	-
২০১৩-১৪	-	৫২৪৫.৭৪	৪৭৬০.৮৮	১১৫.৯২
মোট	১৫৯৪৫.০০	১৪৩২৮.৭৪	১৪৪৪৪.৬২	১১৫.৯২

৭.৪ **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ১৪৯২৮ .৭৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে সমাপ্তিকাল (জুন, ২০১৪) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৪৪৪৪.৬২ লক্ষ টাকা, যা সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের ৯৬.৭৫%।

৭.৫ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ

ক্রঃনঃ	কর্মকর্তার নাম, পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১	জনাব মোঃ শরিফুজ্জামান	পূর্ণকালীণ কিন্তু অতিরিক্ত দায়িত্বে	০১.০২.২০০৯-০৩.০৭.২০১১
২	জনাব সুশংকর চন্দ্র আচার্য	পূর্ণকালীণ কিন্তু অতিরিক্ত দায়িত্বে	০৩.০৭.২০১১-১২.০৭.২০১২
৩	জনাব মোঃ নুর হোসেন হাওলাদার	পূর্ণকালীণ কিন্তু অতিরিক্ত দায়িত্বে	১৩.০৭.২০১২-৩০.০৬.২০১৪

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
ক) ইউনিয়ন সড়কসমূহ (ব্রীজ/কালভার্ট এবং গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ মার্কেট উন্নয়নসহ) উন্নয়নের মাধ্যমে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন; খ) বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; গ) ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনগণকে এক কেন্দ্রিক সেবা প্রদানে সহায়তা প্রদান এবং ঘ) ইউনিয়ন সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এলাকার পরিবেশের উন্নতি সাধন করা।	এ বিভাগের নিকট প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ব্রীজ/কালভার্ট, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, গ্রোথ সেন্টার/ গ্রামীণ মার্কেট নির্মাণ এবং বৃক্ষরোপণ, করা হয়েছে। তবে এ বিভা গের মতামত এ প্রতিবেদনের পরিদর্শন, সমস্যা ও সুপারিশ অংশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃঃ**প্রযোজ্য নয়।

১০। **সরেজমিনে পরিদর্শনঃ**

গত ১৭/১২/২০১৫ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাস্তবায়িত কাজের কিছু চলমান স্কীম এ বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ ওয়াহিদ হোসেন কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশেস্নষণ পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে এ পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০.১। **চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাস্তবায়িত পরিদর্শনঃ**

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাস্তবায়িত কাজের মধ্যে নিম্নলিখিত ৫টি কাজ পরিদর্শন করা হয়। পদ্মাবিল ইউপি (খাজুরা)- ধুতুর হাট সড়ক উন্নয়ন (চেঃ ২৯৭০-৩৭৭০), জামজামী ইউপি-শ্রীরামপুর হাট সড়ক উন্নয়ন (চেঃ ৩২০০মিঃ ৩৫৩৬ মিঃ ৬২০০ মিঃ ৬৮৫মিঃ, কাপসিডাঙ্গা ইউপি-জগন্নাথপুর জিসি সড়ক (চেইঃ০০মিঃ-১০০০মিঃ), গোবিন্দহদা হাট-কার্পাসডাঙ্গা ইউপি সড়ক উন্নয়ন (চেইঃ১০১৩মিঃ-১৭৬৩মিঃ), আলমডাঙ্গা উপজেলাধীন নাগদা ইউপ অফিস-কেদারনগর ভায়া ডামস রাস্তা উন্নয়ন (চেইঃ০ মিঃ-৫০০মিঃ)। "গোবিন্দহদা হাট-কার্পাসডাঙ্গা ইউপি সড়ক উন্নয়ন " কাজটি পরিদর্শনকালে সড়কের পাশের এলাকা সড়ক হতে উচু হওয়ায় (Negative Slope) সড়কের উপর বৃষ্টির পানি জমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া, "আলমডাঙ্গা উপজেলাধীন নাগদা ইউপ অফিস-কেদারনগর ভায়া ডামস রাস্তা উন্নয়ন " কাজটি পরিদর্শনকালে দেখা যায়, সড়কটির বিভিন্ন সেকশনে কার্পেটিং লেয়ারের পাশে পর্যাপ্ত সোল্ডার ও সড়ক বাঁধের স্লোপ না থাকায় Edge Breaking হয়ে সড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়। বিশেষ করে সড়কটির যে সকল স্থানে সড়ক হতে পার্শ্ববর্তি এলাকা অপেক্ষাকৃত বেশী নীচু সে সকল স্থানে সড়কটিতে পর্যাপ্ত সোল্ডার না থাকায় সড়কটির Edge Breaking পরিলক্ষিত হয়।

আবার সড়কটির পাশে কিছু কিছু জায়গায় পুকুর থাকায় উক্ত অংশে সড়কসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়। যে সকল সড়কের পাশে এ জাতীয় পুকুর কিংবা অপেক্ষাকৃত নীচু এলাকা রয়েছে এবং পর্যাপ্ত সোল্ডার নেই সে সকল সড়ক দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদে এ সকল সড়ক টেকসই হবে না মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

চিত্রঃ ১ "গোবিন্দহুদা হাট-কার্পাসডাঙ্গা ইউপি সড়ক উন্নয়ন"

চিত্রঃ ২ "আলমডাঙ্গা উপজেলাধীন নাগদা ইউপ অফিস-কেদারনগর ভায়া ডামস রাস্তা উন্নয়ন"

১০.২। **কুষ্টিয়া জেলায় বাস্তবায়িত পরিদর্শনঃ** কুষ্টিয়া জেলায় বাস্তবায়িত কাজের কিছু চলমান স্কীম এ বিভাগের উপ পরিচালক জনাব মোঃ মুমিতুর রহমান কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর ও দৌলতপুর উপজেলায় প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত কয়েকটি ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ স্কিম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কয়েকটি রাস্তায় সড়কের উপরের কার্পেটিং স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়, সড়ক নির্মাণকালে কার্পেটিং স্তরে সঠিক অনুপাতে বিটুমিনাস ওয়ার্ক না করা, বিটুমিনাস ওয়ার্কে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণসহ যথাযথ ওয়ার্কম্যানশিপ নিশ্চিত না করা, সড়কের বিভিন্ন স্তরে যথাযথ কমপ্যাকশন নিশ্চিত না করা, Well/Uniform Graded Stone Chips ব্যবহারের পরিবর্তে একই সাইজের অপেক্ষাকৃত Courser Aggregate ব্যবহার করার কারণে প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত কিছু কিছু সড়ক এধরণের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

পরিদর্শনকালে আরও পরিলক্ষিত হয় যে, সড়কের পাশে পুকুর অবস্থিত হওয়ায় সড়ক রক্ষার্থে পুকুরের মধ্যে আরসিসি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। আরসিসি ওয়াল নির্মাণ করলে সড়কের রক্ষাপ্রদ কাজে খরচ বেশী হয়ে যায়। সড়কের পাশ ঘেষে পুকুর থাকলে এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে পুকুর বাধায় করে রাস্তা নিমার্ণ করলে রাস্তাগুলো টেকসই হবে এবং ব্যয় কম হবে।

চিত্র-৩ ও ৪ : সড়কের পাশে পুকুর অবস্থিত হওয়ায় সড়ক রক্ষর্থে পুকুরের মধ্যে আরসিসি ওয়াল নির্মাণ এবং কার্পেটিং স্তরে Well/Uniform Graded Stone Chips এর পরিবর্তে একই সাইজের অপেক্ষাকৃত Courser Aggregate ব্যবহার।

পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, এলজিইডি'র সড়কের পাশে অবস্থিত যে সকল পুকুর, বাড়ী-ঘর, দোকানপাট ও ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠানসহ যে কোন ধরণের স্থায়ী অবকাঠামোর কারণে জলবদ্ধতা কিংবা সড়কের পাড় ভেঙ্গে সড়কসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা বন্ধে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সড়কের পাশে যে কোন ধরণের অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বে এলজিইডিসহ সংশ্লিষ্ট

সকল সরকারী সংস্থা হতে ছাড়পত্র নেয়ার বিধান করা যেতে পারে। এছাড়া যে সকল এলাকায় সড়কের পাশে ব্যক্তি মালিকানধীন পুকুর/ডোবা রয়েছে সে সকল এলাকায় স্কীম নেয়ার পূর্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পুকুর মালিককে নিজ দায়িত্বে সড়কের পাশের অংশে নিরাপদ দুরত্ব পর্যন্ত পুকুর মাটি দিয়ে ভরাট না করা পর্যন্ত উক্ত এলাকায় সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত স্কীম নেয়া হতে বিরত থাকা যেতে পারে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিদ্যমান মহাসড়ক আইন মোতাবেক প্রতিটি সড়কের ROW হতে ১০ মিটার দূরত্বের মধ্যে পুকুর কিংবা অন্য যে কোন ধরণের স্ট্রাকচার নির্মাণের সুযোগ নেই। সারাদেশব্যাপী এলজিইডি'র আওতাধীন সকল সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ন্যায় আইনী কাঠামো থাকা অপরিহার্য মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১১। **অডিটঃ** পিসিআর অনুসারে প্রকল্পের External অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন উল্লেখযোগ্য আপত্তি নেই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয় কার্যক্রম হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে জিজেকেপি/০৫/কেইউ-৮৩ প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, আলোচ্য কাজের জন্য ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে টেন্ডার আহবান করা হয়। ০৫ জন সিডিউল ক্রয় করে এবং ০৫ জন দরপত্র দাখিল করে। গত ০৮/০৪/১৪ তারিখে যথাক্রমে দৈনিক নয়া দিগন্ত ও New Nation পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে, তামান্না ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল'কে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে ১১৯৭৭৪৯.৭০ টাকায় কার্যাদেশ দেওয়া হয়।

১৩। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন সড়ক নির্মাণ স্কীম পরিদর্শনকালে কয়েকটি সড়কের কিছু কিছু সেকশনে কার্পেটিং ও সীলকোটের স্তর উঠে যেতে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায় (অনুচ্ছেদ-১০.১ ও ১০.২)।

১৩.২ **প্রকল্পের আওতায় বেশীরভাগ সড়কের সড়ক বাঁধ ১:২ স্লোপ ও পর্যাপ্ত মাটির সোল্ডার না থাকাঃ** পর্যাপ্ত সফ্ট সোল্ডার না থাকা ও সড়ক বাঁধের ভার্টিক্যাল সেম্নাপের কারণে কিছু কিছু সড়ক Edge Breaking হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়। একটি সড়ককে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই করতে Main Carraige way-এর পাশে ডিজাইন অনুযায়ী সফট সোল্ডার ও ১:২ সেম্নাপে সড়ক বাঁধের ঢাল নির্মাণ করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-১০.১ ও ১০.২)।

১৩.৩ **সড়কের পাশে অবস্থিত পুকুরের কারণে সড়ক রক্ষার্থে রক্ষাপ্রদ কাজ বাবদ অর্থ ব্যয় হলেও তা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই না হওয়া:** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন সড়কের পাশে পুকুর থাকার কারণে সড়ক **ক্ষতিগ্রস্ত** হওয়ার আশংকায় আরসিসি প্লেট প্যালাসাইডিং দিয়ে রক্ষাপ্রদ কাজে সড়ক নিমার্ণের প্রায় সমান ব্যয় হয় (অনুচ্ছেদ-১০.২)।

১৪। **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৪.১ প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত ক্ষতিগ্রস্ত স্কিমের কাজ দ্রুত পুনর্বাসন করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পে নির্মাণ কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ১৩.১)।

১৪.২ এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত সড়কসমূহ দীর্ঘমেয়াদী টেকসই করার লক্ষমাত্রা পর্যাপ্ত সফট সোল্ডার ও সড়কের ডিজাইন অনুযায়ী স্লোপ রাখার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে (অনুঃ ১৩.২)।

১৪.৩ এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত সড়কসমূহ রক্ষনাবেক্ষণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্ততের ন্যায় আইনী কাঠামো প্রনয়ণের বিবেচনা এবং সড়কের পাশে যে কোন ধরণের অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বে এলজিইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী সংস্থা হতে ছাড়পত্র নেয়ার বিধান করা যেতে পারে (অনুঃ ১৩.৩)।

১৪.৪ অনুচ্ছেদ ১৪.১ থেকে ১৪.৩ এ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ০১ মাসের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

----------০----------

‘‘সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়হাট্রা-জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন’শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : **সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলা।**

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১৬২.৩৮ (-)	২৩৭৬.৮৯ (-)	২২৮১.৮৫ (-)	০১.০৭.১০ হতে ৩০.০৬.১২	০১.০৭.১০ হতে ৩০.০৬.১৪	০১.০৭.১০ হতে ৩০.০৬.১৪	১১৯.৪৭ (৫.২৪%)	২ বছর (১০০%)

৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর এর ভিত্তিতে) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন(বিসি পার্ট)	কিঃমিঃ	৪.৬০	৩৯৩.৮৫	৪.৬০ (১০০%)	৩৯০.৮৮ (৯৯.২৫)
২	উপজেলা সড়ক (সাবমারজিবল পার্ট)	কিঃমিঃ	৫.০০	৩৮৫.৭২	৫.০০ (১০০%)	৩৮৫.৫০ (৯৯.৯৪%)
৩	উপজেলা সড়কে বক্স কালভার্ট নির্মাণ	কিঃমিঃ	২৫.৫০	৪৮.৯৬	২৫.৫০ (১০০%)	৪৮.৬৫ (৯৯.৩৭%)
৪	ইউনিয়ন সড়ক (সাবমারজিবল পার্ট)	কিঃমিঃ	৫.০০	৪৭২.৭২	৪.৫০ (৯০%)	৩৯০.৬০ (৮২.৬৩%)
৫	ইউনিয়ন সড়কে গার্ডার ব্রীজ নিমার্ণ	কিঃমিঃ	২৪০.০০	১০৫৩.৬৪	২৪০.০০ (১০০%)	১০৪৪.৩৭ (৯৯.১২%)
৬	হাইড্রোমরফোলজিক্যাল সার্ভে	-	-	২০.০০	-	২০.০০ (১০০%)
৭	ডিজাইন	-	-	২.০০	-	১.৮৫ (৯২.৫০%)
	মোট =		**২৮০.১**	**২৩৭৬.৮৯**		**২২৮১.৮৫ (৯৬.০০%)**

৬। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ** ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতায় প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন সড়ক (সাবমারজিবল পার্ট) অঙ্গের ৫০০ মিটার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ পটভূমি : বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০বর্গ কিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা প্রায় ১৬০.৬০ মিলিয়ন। মূলত কৃষিনির্ভর অর্থনীতির এই দেশে মাথাপিছু আয়ের পরিমান ৫৫৪ মার্কিন ডলার। স্বাধীনতার পর প্রাকৃতির দূর্যোগ এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বে দারিদ্রতার হার বর্তমানে প্রায় ৪০ শতাংশে নেমে এসছে । এছাড়া গড় আয়ু ৬৬.৭০ বছরে উন্নীত হয়েছে । মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচক ১৯৭৫ সালে ০.৩৪৭ থেকে ০.৫৪৭-এ উন্নীত হয়েছে। এতদতসত্ত্বে এখন প্রায় ৬৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা দারিদ্র্যতার মধ্যে বসবাস করছে । এর অনেকে আবার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা যেমন: চর, সাইক্লোনপ্রবণ উপকূলীয় এলাকা বা বন্যাপ্রবণ এলাকায় বসবাস করছে । গ্রামীণ যোগাযোগ বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অর্থনীতির জন্য এক গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । কেননা ভাল যোগাযোগ কৃষকের কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ, শষ্য বহুমুখীকরণ, কৃষির সেচের যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ইত্যাদি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা অনেকাংশে বিধান করে। ফলে একদিকে যেমন কৃষক ন্যায্যমূল্য পায় অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয় । উন্নয়ন যোগাযোগ ব্যবস্থা মূলতঃ দু'ভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে । ক) জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়; খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকাতে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করে । উপরোক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে দেশের সর্বাধিক দারিদ্র পীড়িত এলাকা সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন ও প্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম এর স্মারক নং প্রমকা/উপদেষ্টা/ সংস্থাপন ও প্রশাসন/০২/২০০৯-৩৬ তারিখ: ০২ এপ্রিল ২০০৯ তারিখ মোতাবেক উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । তথপ্রেক্ষিতে ০৩-১২-২০০৯ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্প যাচাই কমিটি সভায় প্রকল্পটি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয় । ০৪-০১-২০১০ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় সম্মতিসহ পরিকল্পা কমিশনে প্রেরন করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ রাস্তার সংকীর্নতা দূর করে যাতায়াত সুবিধার উন্নয়নসহ টেকসই গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বাজারজাত সুবিধার আধুনিকতম উন্নয়ন। প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য হলোঃ

১) সার্বিকভাবে সিরাজগঞ্জ জেলার যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যয় কমানো, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজারজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজারজাত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

২) উপজেলার গুরত্বপূর্ণ এলাকা এবং পরবর্তী উচ্চতর সড়ক নেটওয়ার্কসমূহের সাথে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অঞ্চলসমূহের সংযোগ স্থাপন এবং

৩) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কৃষি ও অকৃষিখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্তে গ্রামীণ দারিদ্রতা দূরীকরণে সহায়তা করা।

৭.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন**: পরিকল্পনা কমিশনে ৩১-০৩-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। পিইসি সুপারিশের প্রেক্ষিতে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১১-১১-২০১০ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ২১৬২.৩৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১২। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগে ১৩-০৫-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পটির ১ম সংশোধন মোতাবেক মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৭৬.৮৯ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৩ । সর্বশেষ অনুমোদিত মেয়াদে প্রকল্পটি সমাপ্ত না হওয়ায় আইএমইডি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৪ বছর ভিত্তিক ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি ও আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে) :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০১০-১১	১৬২৪.৫৪	৪৭০.০০	৪৭০.০০	৪৭০.০০	৪৭০.০০
২০১১-১২	৫৩৭.৮৪	১১৬০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৯.৮৫
২০১২-১৩	-	৭৪৬..৮৯	৪৫৮.০০	৪৫৮.০০	৪৫৮.০০
২০১৩-১৪	-	-	৩৫৪.০০	৩৫৪.০০	৩৫৪.০০
মোট =	২১৬২.৩৮	২৩৭৬.৮৯	২২৮২.০০	২২৮২.০০	২২৮১.৮৫

৭.৫ **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ২৩৭৬.৮৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে সমাপ্তিকাল (জুন, ২০১৪) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২২৮১.৮৫ লক্ষ টাকা, যা সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের ৯৬% । এ ব্যয়ের মধ্যে ৩৯০.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪.৬০ কিঃমিঃ উপজেলা রোড(বিসি পার্ট), ৩৮৫.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫.০০কিঃমিঃ উপজেলা সড়ক সাবমারজিব্যাল, ৪৮.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫.৫০মিঃ উপজেলা সড়কে বক্সকালভার্ট, ৩৯০.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪.৫০কিঃ মিঃ সাবমারজিব্যাল ইউনিয়ন সড়ক, ১০৪৪.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৪০.০০মিঃ ইউনিয়ন সড়কে গার্ডার ব্রীজ, ২০.০০লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাইড্রোলজি মরফোলজি সার্ভে এবং ১.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিজাইন প্রণায়ন করা হয়।

৭.৬ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ প্রকল্পের শুরু হতে জনাব মোঃ মহসীন, জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, জনাব এ,বি,এম রেজাউল বারী এবং জনাব এ কে, এম হারুন-উর-রশীদ নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সিরাজগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী মূলত মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন । প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকের তথ্য নিম্নের সারণীতে দেয়া হলোঃ

ক্রঃনঃ	কর্মকর্তার নাম, পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	কতটি প্রকল্পর দায়িত্ব পালন করেন	মেয়াদকাল
১	জনাব মোঃ মহসীন প্রকল্প পরিচালক।	অতিরিক্ত দায়িত্বে	একাধিক	১১.১১.১০-২৪.০১.১১
২	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন প্রকল্প পরিচালক।	অতিরিক্ত দায়িত্বে	একাধিক	২৫.০১.১১-০৬.০৩.১১
৩	জনাব এ,বি,এম রেজাউল বারী প্রকল্প পরিচালক।	অতিরিক্ত দায়িত্বে	একাধিক	০৭.০৩.১১-২০.০৭.১১
৪	জনাব এ কে, এম হারুন-উর-রশীদ প্রকল্প পরিচালক।	অতিরিক্ত দায়িত্বে	একাধিক	২১.০৭.১১-৩০.০৬.১৪

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ১৪.১০ কিঃমিঃ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক বিসি এবং সাবমারজিব্যাল সড়ক নির্মাণ এবং ২৬৫.৫০মিঃ সেতু/কালভার্ট নিমার্ণ এর মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হইতে কালিয়াকৈর এবং গয়হাট্রা জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক পর্যন্ত সড়ক অবকাঠামোর মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন, স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনমান উন্নয়ন সহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দারিদ্র হ্রাসকরণ ও কৃষিপণ্য বাজারজাত এবং পরিবহন তরান্বিত করা।	প্রকল্পের আওতায় ১৪.১০ কিঃমিঃ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক বিসি এবং সাবমারজিব্যাল সড়ক নির্মাণ ও ২৬৫.৫০মিঃ সেতু/কালভার্ট নিমার্ণ এর মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন নিমণ এলাকার অনগ্রসর দারিদ্রজনগোষ্টির উন্নততর ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনমান উন্নয়ন সহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দারিদ্র হ্রাসকরণ ও কৃষিপণ্য বাজারজাত এবং পরিবহন তরান্বিত করা হয়েছে।

৯। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ :** প্রকল্পের আওতায় ৩৯০.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪.৬০ কিঃমিঃ উপজেলা রোড(বিসি পার্ট), ৩৮৫.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫.০০কিঃমিঃ উপজেলা সড়ক সাবমারজিব্যাল, ৪৮.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫.৫০মিঃ উপজেলা সড়কে বক্সকালভার্ট, ৩৯০.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪.৫০কিঃ মিঃ সাবমারজিব্যাল ইউনিয়ন সড়ক, ১০৪৪.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৪০.০০মিঃ ইউনিয়ন সড়কে গার্ডার ব্রীজ, ২০.০০লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাইড্রোলজি মরফোলজি সার্ভে এবং ১.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিজাইন প্রণায়ন করায় প্রকল্পটির ১০০% উদ্দেশ্যে অর্জিত হয় । পরিদর্শনকালীণ সময়ে প্রকল্প এলাকায় নির্মিত সড়ক ও অবকাঠামোর গুণগতমান সন্তোষজনক হিসাবে প্রতিয়মান হয়।

১০। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১০.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সাবমারজিবল আরসিসি সড়কের পাশে পর্যাপ্ত সফট সোল্ডার না থাকাঃ প্রকল্পটির আওতায় উপজেলা সড়ক ৫.০ কিঃমিঃ এবং ইউনিয়ন সড়ক ৪.৫ কিঃমিঃসহ মোট ৯.৫০ কিঃমিঃ সড়ক আরসিসি সাব-মারজিবল সড়ক নির্মাণ করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, নির্মিত সড়কটি বেশীরভাগ অংশই মাঠের ভেতর দিয়ে গিয়েছে এবং সড়কের উভয় পাশেই আবাদী জমি রয়েছে। নির্মিত সড়কটি পার্শ্ববর্তি আবাদী জমি হতে কিছুটা উঁচু করে নির্মাণ করা হলেও আরসিসি সড়কটির উভয় পাশে কোন সফট সোল্ডার নেই বললেই চলে । ফলে সড়কটির পার্শ্ববর্তি আবাদি জমির ফসল বহনের জন্য ব্যবহৃত যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক গাড়ী সড়কটিতে উঠা কিছুটা দুরুহ ব্যাপার অন্যদিকে পাকা সড়কটির পাশে সফট সোল্ডার না থাকা এবং আরসিসি সাব-মারজিবল সড়ক হতে পার্শ্ববর্তি এলাকা নিচু হওয়ায় সড়কটি কিণারা ভেঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সাব-মারজিবল সড়কটি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করতে সড়কটির উভয় পাশে সফট সোল্ডার থাকা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

চিত্র: সাব-মারজিবল সড়কটির উভয় পাশে কোন সফট সোল্ডার নেই এবং সড়কটি পার্শ্ববতি জমি হতে উঁচু হওয়ায় ফসলী জমি হতে যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক গাড়ী সড়কটিতে উঠা কঠিন এবং উঠার সময় সড়কটির কিণারা ভেঙ্গে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

১০.২ মোহনপুর ইউপি অফিস প্রান্তে নির্মিত সেতুটির এ্যাপ্রোচ সড়কসহ প্রায় ১৬০০.০০ মিটার সড়ক নির্মাণ না করায় মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন না হওয়া

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট পর্যন্ত নির্মিত সাব-মারজিবল সড়কটি পরিদর্শনকালে দেখা যায়, সড়কটির মোহনপুর ইউপি অফিস প্রান্তে সড়কটির ২০৪০ মিটার চেইনেজে গোহালা নদীর উপর নির্মিত ১৪০ মিটার দীর্ঘ সেতুটির কালিয়াকৈর প্রান্তের এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মিত না হওয়া এবং মোহনপুর ইউপি অফিস প্রান্তে বিদ্যমান

সড়ক হতে সেতু এ্যাপ্রোচটি বেশী এ্যাঙ্গোলে হওয়া এবং পর্যাপ্ত এ্যাপ্রোচ সড়ক না থাকায় সেতুটি ব্যবাহারের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রায় ৪.৫০ কিঃমিঃ সাব-মারজিবল সড়কের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি । সেতুটি হতে প্রায় এখনও ১৬০০ মিটার সড়ক নির্মাণ করা হলে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সাব-মারজিবল সড়ক পর্যন্ত সংযোগ নিশ্চিত হবে । সেতুটির সাথে সাব-মারজিবল সড়কটির পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ না হওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত ৫.০০ কিঃমিঃ সড়কের মধ্যে ৪.৫ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ করা হলেও ভুমি অধিগ্রহণের জটিলতার কারণে অবশিষ্ট ৫০০.০০ মিটার সড়ক নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি । অন্যদিকে সেতুটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সাব-মারজিবল সড়কটির পূর্ণাঙ্গ সংযোগ পেতে আরও প্রায় অতিরিক্ত ১১০০.০০ মিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেতুর সাথে সংযোগ পেতে নতুন ১১০০.০০ মিটার সড়ক নির্মাণ করতে ভুমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন ছিল। ফলে প্রকল্পটি সংশোধন করতে হতো । কিন্তু প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সমাপ্ত ষোষণা করায় সেতুটি হতে পূর্ণাঙ্গ সংযোগ ব্যতিরেকেই প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

প্রকল্পটি প্রণয়নকালে প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে। ফলে প্রকল্পটির মাধ্যমে আলোচ্য স্কিমের আওতায় ৪.৫০ কিঃমিঃ সাব-মারজিবল সড়ক ও ২৪০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি সেতু নির্মাণ করা হলেও প্রকল্পটি হতে কাঙ্খিত সুবিধা হতে প্রকল্প এলাকার জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে বলে স্থানীয় জনগণ জানান। তাঁরা সেতু এ্যাপ্রোচ হতে নির্মিত সাব-মারজিবল সড়ক পর্যন্ত প্রায় ১৬০০.০০ মিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য জোর দাবী জানান, অন্যথায় তারা সড়কটি ব্যবহারে পর্যাপ্ত সুবিধা পাচ্ছে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

চিত্র: মোহনপুর ইউপি অফিস প্রান্তে নির্মিত সেতুটির এ্যাপ্রোচ সড়কসহ প্রায় ১৬০০.০০ মিটার সড়ক নির্মাণ না করায় মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন না হওয়া

১০.৩ সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বাঁক সোজাকরণের উদ্যোগ না নেয়াঃ

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট পর্যন্ত নির্মিত সাব-মারজিবল সড়কটি পরিদর্শনকালে দেখা যায়, সড়কটির ৪+৮৮০ কিঃমিঃ চেইনেজে কমলা নদীর উপর নির্মিত ১০০ মিটার দীর্ঘ সেতুটির এক প্রান্তের এ্যাপ্রোচ সড়কসহ কিছু কিছু অংশ বাঁকে নির্মাণ করা হয়েছে । এসকল সড়কে বাঁক থাকায় সড়কটি দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে যান চলাচল করতে পারছে না এবং এসকল বাঁকে দুর্ঘটনা ঝুকি রয়েছে । প্রকল্পটির আওতায় সেতু এ্যাপ্রোচসহ অন্যান্য সড়ক সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ করা হলেও এ ধরণের বাঁকে নির্মাণ করা যৌক্তিক হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়নি । প্রকল্পটির আওতায় বাঁকে সেতু এ্যাপ্রোচসহ সড়ক নির্মাণের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটির আওতায় মূলত ভূমি অধিগ্রহণ পরিহারপূর্বক মাঠের ভেতর দিয়ে যেভাবে সরকারী খাস জমি/হালট রয়েছে সেভাবেই সেতু/সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে । পরিদর্শনকালে দেখা যায়, সড়ক/সেতু নির্মাণকালে জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি পরিহার করা হলেও দীর্ঘমেয়াদী সড়ক/সেতুটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কারিগরি দিক বিবেচনায় আনা হয়নি । প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত সেতু/সড়কের বেশীরভাগ এ্যালাইনমেন্ট ফাকা মাঠের মধ্য দিয়ে গিয়েছে বিধায় সেতু এ্যাপ্রোচসহ গুটি কয়েক বাঁক সোজা করতে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন ছিল বলে প্রতীয়মান হয়নি। তবে প্রকল্পটির পরিকল্পনা প্রণয়নকালে দীর্ঘমেয়াদী সার্বিক সকল বিষয় বিবেচনা না করায় প্রকল্পটি হতে কাঙ্খিত সুবিধা হতে প্রকল্প এলাকার জনগণ কিছুটা বঞ্চিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১০.৪ অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন না হওয়াঃ সরকারী ব্যয়ে যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বছর ভিত্তিক অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং উক্ত অডিটে সৃষ্ট সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে । কিন্তু প্রকল্পটির আওতায় অন্যান্য অর্থ বছরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হলেও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২টি অডিট আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি করা হয়নি । যাহা নিস্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১১। সুপারিশঃ

১১.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সাব-মারজেবল সড়কটিকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করতে সড়কটির উভয় পাশে যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সফট সোল্ডার নির্মাণ করতে হবে (অনুঃ ১০.১)।

১১.২ প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার পেতে এবং প্রকল্প এলাকার জনগণের নিরবিচ্ছিন্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে মোহনপুর ইউপি অফিস প্রান্তে নির্মিত সেতুটির এ্যাপ্রোচ সড়কসহ ১৬০০ মিটার সড়ক নির্মাণে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুঃ ১০.২)।

১১.৩ কারিগরি দিক বিবেচনা না করে মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট পর্যন্ত নির্মিত সড়কটির ৪+৮৪০ কিঃমিঃ চেইনেজে নির্মিত সেতুটির এ্যাপ্রোচ সড়কটি বাঁকে নির্মাণের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখবে । ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে আর্থিক দিকের তুলনায় কারিগরি বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে । এক্ষেত্রে প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে (অনুঃ ১০.৩)।

১১.৪ সমাপ্ত প্রকল্পটির External Audit দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অনিস্পত্তিকৃত ২টি আপত্তি নিস্পত্তি পূর্বক অবহিত করতে হবে (১০.৪)।

১১.৫ অনুচ্ছেদ ১১.১-১১.৪ এর মতামতের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ১ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assesment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Two) Large Bridges at Kurigram District " শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

০১। প্রকল্পের অবস্থান : **কুড়িগ্রাম জেলা।**

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৯.০০ (--)	৮৯.০০ (-)	৮৯.০০ (--)	০১.০১.১৩ হতে ৩০.০৬.১৩	০১.০১.১৩ হতে ৩০.০৬.১৪	০১.০১.১৩ হতে ৩০.০৬.১৪	- (-)	১ বছর (২০০%)

০৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর এর ভিত্তিতে)**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	Fee for environmental clearance for DOE & Associated cost (purchase of navigational route map)	থোক	থোক	২.১৭	১০০%	২.১৭ (১০০)
২	অফিস স্টেশনারী	থোক	থোক	০.২৭	১০০%	০.২৭ (১০০)
৩	Topographical survey, sub-soil investigation, structural Designand drawing, preparation of cost estimate, Tender document and Consultant (Including VAT & IT)	থোক	থোক	৪১.৩১	১০০%	৪১.৩১ (১০০)
৪	EIA Study (Including VAT & IT)	থোক	থোক	৭.৬২	১০০%	৭.৬২ (১০০)
৫	Carrying out Hydrological and Morphological Study (Including VAT & IT)	থোক	থোক	৩৫.৬৬	১০০%	৩৫.৬৬ (১০০)
৬	Advertisement cost	থোক	থোক	১.০০	১০০%	১.০০ (১২.৫০)
৭	Honorees/Fee	থোক	থোক	০.৬৬	১০০%	০.৬৬ (৩৭.৫০)
৮	Copy/Photocopy	থোক	থোক	০.৩১	১০০%	০.৩১

						(২৫.০)
	মোট =		**১০০%**	**৮৯.০০**	**১০০%**	**৮৯.০০ (১০০)**

০৬। **কাজ অসম্পুর্ণ থাকলে তার কারণঃ** সমীক্ষা প্রকল্পটির আওতায় নির্ধারিত সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

০৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার দুধকুমার নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতু দুটি নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। সেতু দুটি নির্মিত হলে এলাকার সাথে কুড়িগ্রাম জেলা সদরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এছাড়া সেতু দুটি নির্মিত হলে এলাকার জনগণ সরাসরি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় মহাসড়ক রংপুর-দিনাজপুরের সড়কের সাথে সংযুক্ত হবে। সেতু দুটির দৈর্ঘ্য ১০০ মিটারের অধিক হওয়ায় হাইড্রোলজি, মরফোলজি ও ইনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে সেতু দুটি নির্মাণের উদ্দেশ্যে আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

উদ্দেশ্যঃ প্রস্তাবিত সেতু দুটির লোকেশনে হাইড্রোলজি, মরফোলজি স্ট্যাডি, টপোগ্রাফি সার্ভে, সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন ও ইনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর মাধ্যমে সেতু দুটির প্রকৃত লোকেশন, সেতুর দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা নির্ধারণ, এ্যাপ্রোচ সড়কের উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য নির্ধারণপূর্বক সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন, ড্রইং, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা।

৭.২ **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** প্রকল্পটির ১২/০৩/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ০২/০৪/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৮৯.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৩ বছর ভিত্তিক টিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি ও আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০১২-১৩	৪৪.০০	৪৪.০০	৪৪.০০	৪৪.০০
২০১৩-১৪	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০
মোট =	৮৯.০০	৮৯.০০	৮৯.০০	৮৯.০০

৭.৪ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচ্য সমী **ক্ষা** প্রকল্পটির আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাচাই বাছাইয়ের জন্য এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিট লজিস্টিক সহযোগিতা করেছেন এবং প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তার তথ্য নিম্নের সারণীতে দেয়া হলোঃ

ক্রঃনঃ	কর্মকর্তার নাম, পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	কতটি প্রকল্পর দায়িত্ব পালন করেন	মেয়াদকাল
১	জনাব মোঃ জাফরুল হাসান প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	একাধিক প্রকল্প	১৬/০৯/২০০৯ হতে প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

৭.৫ **প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান ক্রয় কার্যক্রমঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় Environmental Impact Assessment (EIA), Hydrological & Morphological Study, Topographical survey, Subsoil investigation এবং Preparation of Detail Structural Design, Estimate, Technical specification and Standard Tender Document of proposed Bridges সমীক্ষা কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৯.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে সমী ক্ষা কার্যক্রম বাবদ সংস্থান ছিল ৮৪.৫৯

লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৫.০৪%। প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির আওতায় সমী ক্ষা কার্যক্রমকে দুটি প্যাকেজে ভাগ করে দুটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিমেণর সারণীতে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	সমীক্ষা কার্যক্রমের নাম	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম ও চুক্তিমুল্য	মমন্তব্য
১	Carrying out Hydrological Study and Environmental Impact Assessment (EIA) of proposed (1) 400.00m d‰‰ bridge on Nageswari GC-Kachakata bazar road over Dudkumar River at. ch. 4000m. under Nageswari Upazila of Kurigram District. And (2) 1000m large bridge on Nageswari Shahidminar (HQ)-WAPDA bazar Road over Dudkumar River at ch. 7050m under Nagesawari Upazila of Kurigram District.	Institute of Water and Flood Management (IWFM), BUET, Dhaka-1000 - **43,28,000.00 (including vat and IT)**	Single source হিসেবে আলোচ্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে এ চুক্তি করা হয়।
২	Preparation of Detail Structural Design, Estimate, Technical specification, Standard Tender Document and Economic Analysis of 02 (two) Bridges in Kurigram District.	Soils and Foundations Ltd. 25/13-C, Tajmohal Rod, Mohammadpur, Dhaka-207. **-41,31,000.00 (Including IT and Vat)**	EOI আহবানের মাধ্যমে আলোচ্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে এ চুক্তি করা হয়।

৭.৬ **সমীক্ষা কার্যক্রমে প্রাপ্ত ফলাফলঃ**

৭.৬.১ **হাইড্রোলজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল ও ইনভায়রনমেন্টাল সমীক্ষাঃ** বুয়েট কর্তৃক কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার দুধখালী নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণ স্থানে হাইড্রোলজি, মরফোলজি ও ইনভায়রনমেন্টাল সমীক্ষা শেষে সেতু দুটি নির্মাণের বিষয়ে নিমণরূপ ডিজাইন প্যারামিটার বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হয়।

সেতুর নামঃ কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলায় নাগেশ্বরী জিসি-কাঁচাকাটা বাজার রাস্তায় ৪০০০মিঃ চেইনেজে দুধকুমার নদীর উপর ৪০০.০০ মিটার প্রস্তাবিত সেতু।

ক্রমিক নং	ডিজাইন প্যারামিটার	সুপারিশকৃত মান
১	Bridge length	400m
২	Design discharge	$7390m^3/_S$
৩	Average velocity	1.58 m/s
৪	Standard high water level (SHWL)	31.73 m PWD
৫	Minimum Vertical navigational clearance	5.00 m
৬	Horizontal navigation clearance	50.00 m
৭	Height of Bridge above SHWL	36.73 m PWD
৮	Crest level of Bridge Deck at center of bridge	39.73 m PWD
৯	Formation level of approach roads	34.48 m PWD
১০	Height of abutments (above existing ground level)t	-
১১	Left abutment(Kachakata end)	6.36 m
১২	Right abutment (Nageswari)	5.06 m
১৩	Design Scour depth at pier	11.58m below initial bed level 7.42 m PWD

		24.31 m below SHWL
১৪	Design Scour depth at pier	5.42m below initial bed level 22.58 m PWD 9.15 m below SHWL

সেতুর নামঃ কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলায় নাগেশ্বরী শহীদমিনার-ওয়াপদা বাজার রাস্তায় ৭০৫০মিঃ চেইনেজে দুধখালী নদীর উপর ১০০০.০০ মিটার প্রস্তাবিত সেতু।

ক্রমিক নং	ডিজাইন প্যারামিটার	সুপারিশকৃত মান
১	Bridge length	1000m
২	Design discharge	$7390m^3/_S$
৩	Average velocity	2.67 m/s
৪	Standard high water level (SHWL)	30.71 m PWD
৫	Minimum Vertical navigational clearance	5.00 m
৬	Horizontal navigation clearance	50.00 m
৭	Height of Bridge above SHWL	35.71 m PWD
৮	Crest level of Bridge Deck at center of bridge	38.71 m PWD
৯	Formation level of viaduct at both ends	34.48 m PWD
১০	Height of abutments (above existing ground level)t	-
১১	Left abutment(Kachakata end)	4.95 m
১২	Right abutment (Nageswari end)	4.65 m
১৩	Design Scour depth at pier (pier diameter 1.0 m)	12.36 m below initial bed level 10.44 m PWD 20.27 m below SHWL
১৪	Design Scour depth at pier	3.21m below initial bed level 25.59 m PWD 5.12 m below SHWL

৭.৬.২ **ইকোনমিক সমীক্ষাঃ** টিপিপিতে সংস্থান না থাকায় ইকোনমিক সমীক্ষা করা হয় নাই।

৭.৬.৩ **Topographical survey, Subsoil investigation এবং Preparation of Detail Structural Design, Estimate, Technical specification and Standard Tender Document of proposed Bridgest**

Soils and Foundations Ltd. কর্তৃক সম্পাদিত আলোচ্য সমীক্ষার মাধ্যমে প্রস্তাবিত সেতুসমূহের বিস্তারিত engineering drawing, structural design, estimate, technical specification and Standard Tender Document প্রস্তুত করা হয়।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
প্রস্তাবিত সেতু দুটির লোকেশনে হাইড্রোলজি, মরফোলজি স্ট্যাডি, টপোগ্রাফি সার্ভে, সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন ও ইনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর মাধ্যমে সেতু দুটির প্রকৃত লোকেশন, সেতুর দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা নির্ধারণ, এ্যাপ্রোচ সড়কের উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য নির্ধারণপূর্বক সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন, ড্রইং, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা।	প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক সংস্থার কার্যপরিধি মোতাবেক সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৯.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ**প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১০। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১০.১ **টিপিপিতে প্রকল্প গ্রহণের পটভুমি ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করাঃ** আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটিতে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের পটভুমি ও উদ্দেশ্য অংশে প্রস্তাবিত সেতু দুটি উক্ত এলাকার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নির্মাণ করা কেন গুরম্নত্বপূর্ণ এ সংক্রান্ত বিষয় উলেস্নখ করা সমীচিন ছিল। কিন্তু সমীক্ষা প্রকল্পটির পটভুমি ও উদ্দেশ্য অংশে খুব সাদামাটাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সমীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতার বিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক ছিল বলে প্রতীয়মান হয়নি।

১০.২ টাইম ওভার রান (২০০%)ঃ আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল মাত্র ৬ মাস (জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৩)। কিন্তু প্রকল্পটি নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন না হওয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় জুন, ২০১৪ পর্যন্ত। অর্থাৎ মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল হতে প্রকল্পটির টাইম ওভার রান হয় ১ বছর, যা মুল অনমোদিত মেয়াদ কালের ২০০%। আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটির গুরম্নত্ব বিবেচনায় প্রকল্পটির মেয়াদকাল ধরা হয় মাত্র ৬ মাস, কিন্তু সমীক্ষা প্রকল্পটি দ্রুত সম্পন্নের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর অভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে এ ধরণের অস্বাভাবিক টাইম ওভার রান হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১০.৩ **সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত সমীক্ষাধর্মী প্রকল্পটিতে ব্রীজ ডিজাইন ইউনিটের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ না করা এবং পরামর্শকের সমীক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য কারিগরি কমিটি না থাকাঃ** সমীক্ষা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন যাচাই বাছাইয়ের জন্য কোন ধরণের কারিগরি কমিটির সংস্থান ছিল না। এক্ষেত্রে পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন যথাযথ মানসম্মত ও কার্যপরিধি মোতাবেক সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিটের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিট হতে প্রতিবেদন সম্পর্কে পজিটিভ মতামত পাওয়া গেলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিটের কর্মকর্তারা আলোচ্য কাজের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত না হওয়া এবং অন্যান্য কর্মব্যস্ততার কারণে সমীক্ষা প্রতিবেদনটি যথেষ্ট সময় নিয়ে যাচাই-বাছাইপূর্বক মতামত প্রদান করতে পারেন বলে প্রতীয়মান হয়নি। এক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা এ সংক্রান্ত কারিগরি কাজে অভিজ্ঞ তাদের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যৌক্তিক ছিল বলে পরিদর্শনকালে প্রতিয়মান হয়েছে। অন্যদিকে পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা যৌক্তিক ছিল বলে প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায়।

১০.৪ সমীক্ষা কার্যক্রমটির আওতায় LGED-এর In House Capacity Building বা Technology Transfer এর সংস্থান না থাকা ঃ এলজিইডি কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ জাতীয় সমীক্ষা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে ৭টি এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্য রয়েছে ৭টি। এলজিইডি কর্তৃক সারাদেশে হাজার হাজার সেতু/কালভার্ট নির্মাণের পাশাপাশি তা রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ ব্যয় হচ্ছে। ভবিষ্যতেও সারাদেশে নতুন নতুন সেতু/কালভার্ট নির্মাণের পাশাপাশি পুরানো সেতু/কালভার্ট পুনঃর্বাসন, পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন হবে। ফলে এ জাতীয় সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োজিত পরামর্শক সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য এলজিইডি'র নিজস্ব জনবলের ক্যাপসিটি বিল্ডিং এর প্রয়োজন আছে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এলজিইডি একটি কারিগরি সংস্থা হওয়া সত্বেও আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের কোন ধরণের Capacity Building ও Technology Transfer এর সংস্থান রাখা হয়নি। ফলে ভবিষ্যতে একই জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের Capacity Building ও Technology Transfer প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়, অন্যথায় সমীক্ষা কার্যক্রমের ক্রটির কারণে বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ অপচয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

১০.৫ অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়াঃ সরকারী ব্যয়ে যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বছরভিত্তিক অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং উক্ত অডিটে সৃষ্ট সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত খরচের বিষয়ে পরিদর্শনকাল পর্যন্ত কোন অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলে তিনি জানান যে, অডিটের বিষয়ে তারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করেছেন। তবে প্রকল্পটির আর্থিক ব্যয় কম হওয়ায় অডিট করার প্রয়োজন নেই মর্মে তারা মৌখিকভাবে জানিয়েছেন।

১১। <u>সুপারিশঃ</u>

১১.১ ভবিষ্যতে এ জাতীয় সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণের প্রকৃত পটভুমি ও উদ্দেশ্য টিপিপিতে উলেস্নখ করতে হবে (অনুঃ ১০.১)।

১১.২ এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ জাতীয় সমীক্ষা প্রকল্পের মেয়াদকাল বাস্তবতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে এবং তা নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন করতে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আরও উদ্যোগী হতে হবে (অনুঃ ১০.২)।

১১.৩ সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত এ জাতীয় সমীক্ষাধর্মী প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে মনিটরিং করা, সমীক্ষা প্রতিবেদনের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ এরম্নপ কাজে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে এবং এ জাতীয় সমীক্ষা প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শক সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা যেতে পারে (অনুঃ ১০.৩)।

১১.৪ স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বর্তমানে এ জাতীয় যে সকল সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র In-house Capacity Building ও Technology Transfer এর উদ্দেশ্যে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে (১০.৪)।

১১.৫ সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃংখলা মোতাবেক প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত খরচের বিষয়ে অডিট কার্যক্রম সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ১০.৫)।

১১.৬ আলোচ্য সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে কুড়িগ্রাম জেলায় সেতু দুটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং পরামর্শক কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে সেতু নির্মাণ, নদী শাসন কাজ ও সেতু এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজ করতে হবে।

১১.৭ সমীক্ষাকৃত সেতু দুটির নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণ, ভবিষ্যতে সেতুটির ডিজাইন পরিবর্তন/পরিবর্ধন, রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন, পুনঃনির্মাণসহ সেতু সংলগ্ন এলাকায় অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ কিংবা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পেতে সমীক্ষা প্রতিবেদনটি এলজিইডি'র প্রধান কার্যালয়ের ব্রীজ ডিজাইন ইউনিটসহ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে হার্ডকপি ও সফট কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১১.৮ সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"Feasibility Study of 01 Bridge in Nabinagar Upazila, B-Baria District and 01 Bridge in Ramu Upazila, Cox bazaar District of Bangladesh"

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : **বি-বাড়িয়া ও কক্সবাজার জেলা।**

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৪.০০ (--)	৮৪.০০ (-)	৮০.৭৫ (--)	০১.০৫.১৩ হতে ৩১.০৫.১৪	০১.০৫.১৩ হতে ৩০.০৬.১৪	০১.০৫.১৩ হতে ৩০.০৬.১৪	- (-)	১ বছর (১০০%)

৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর এর ভিত্তিতে) :**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	Fee for environmental clearance for DOE & Associated cost (purchase of navigational route map)	থোক	থোক	১.০০	১০০%	১.০০ (১০০)
২	অফিস স্টেশনারী	থোক	থোক	০.৩০	১০০%	০.৩০ (১০০)
৩	Topographical survey, sub-soil investigation, structural Designand drawing, preparation of cost estimate, Tender document and Consultant (Including VAT & IT)	থোক	থোক	৩৭.৬০	১০০%	৩৭.৬০ (১০০)
৪	EIA Study (Including VAT & IT)	থোক	থোক	৪.০০	১০০%	৪.০০ (১০০)
৫	Carrying out Hydrological and Morphological Study (Including VAT & IT)	থোক	থোক	৩২.০০	১০০%	৩২.০০ (১০০)
৬	Economic Analysis (Including VAT & IT)	থোক	থোক	৫.৫০	১০০%	৫.৫০ (১০০)
৭	Advertisement cost	থোক	থোক	০.৮০	১০০%	০.১০ (১২.৫০)
৮	Honorees/Fee	থোক	থোক	০.৪০	১০০%	০.১৫

						(৩৭.৫০)
৯	Copy/Photocopy	থোক	থোক	০.৪০	১০০%	০.১০ (২৫.০)
১০	VAT & IT for other items	থোক	থোক	২.০০	১০০%	০.০০
	মোট		**১০০%**	**৮৪.০০**	**১০০%**	**৮০.৭৫ (৯৬.১৩)**

৬। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ** সমীক্ষা প্রকল্পটির আওতায় নির্ধারিত সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার বাঁকখালী নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতুটি নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। সেতুটি নির্মিত হলে রামু উপজেলার সাথে কক্সবাজার জেলা সদরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এছাড়া সেতুটি নির্মিত হলে উক্ত এলাকার জনগণ সরাসরি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় মহাসড়ক চট্রগ্রাম-কক্সবাজার সড়কের সাথে সংযুক্ত হবে।

অন্যদিকে বি-বাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার সাথে বি-বাড়িয়া শহরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত স্থানে সেতু নির্মাণ করা জনগণের দীর্ঘদিনে দাবী। সেতুটি নির্মিত হলে নবীনগর উপজেলার সাথে বি-বাড়িয়া শহরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে। সেতু দুটির দৈর্ঘ্য ১০০ মিটারের অধিক হওয়ায় হাইড্রোলজি, মরফোলজি ও ইনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে সেতু দুটি নির্মাণের উদ্দেশ্যে আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

উদ্দেশ্যঃ প্রস্তাবিত সেতু দুটির লোকেশনে হাইড্রোলজি, মরফোলজি স্ট্যাডি, টপোগ্রাফি সার্ভে, সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন ও ইনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর মাধ্যমে সেতু দুটির প্রকৃত লোকেশন, সেতুর দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা নির্ধারণ, এ্যাপ্রোচ সড়কের উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য নির্ধারণপূর্বক সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন, ড্রাইং, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা।

৭.২ **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত পরিপত্র মোতাবেক যে কোন সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭ কোটি টাকার নিমেণ হলে ডিপিইসি সভার সুপারিশের প্রে ক্ষিতে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন করা যায। আলোচ্য প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৪.০০ লক্ষ টাকা হওয়ায় গত ০৭/১০/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০/০৫/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৮৪.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল মে, ২০১৩ হতে মে, ২০১৪ পর্যন্ত। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৩ বছর ভিত্তিক টিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি ও আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০১২-১৩	**৮৪.০০**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**
২০১৩-১৪	**০.০০**	**৮০.০০**	**৮০.০০**	**৮০.০০**
মোট	**৮৪.০০**	**৮০.৭৫**	**৮০.৭৫**	**৮০.৭৫**

৭.৪ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটির আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাচাই বাছাইয়ের জন্য এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিট লজিস্টিক সহযোগিতা করেছেন এবং প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তার তথ্য নিম্নের সারণীতে দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	কতটি প্রকল্পর দায়িত্ব পালন করেন	মেয়াদকাল
১	জনাব মোঃ জাফরুল হাসান প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	একাধিক প্রকল্প	১৬/০৯/২০০৯ হতে প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

৭.৫ **প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান ক্রয় কার্যক্রমঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় Environmental Impact Assessment (EIA), Hydrological & Morphological Study, Economic Analysis, Topographical survey, Subsoil investigation এবং Preparation of Detail Structural Design, Estimate, Technical Specification and Standard Tender Document of proposed Bridges সমীক্ষা কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত ছিল। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৪.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে সমী ক্ষা কার্যক্রম বাবদ সংস্থান ছিল ৭৯.১০ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৪.১৭%। প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির আওতায় সমী ক্ষা কার্যক্রমকে দুটি প্যাকেজে ভাগ করে দুটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিমেণর সারণীতে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	সমীক্ষা কার্যক্রমের নাম	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম ও চুক্তিমুল্য	মমন্তব্য
১	Carrying out Hydrological Study and Environmental Impact Assessment (EIA) of proposed (1) 200 m large bridge over the Titas river at Gokorna Lunchghat on Bitghar G.C- B-baria via Kurighar hat road at ch. 15000 m over Titas river under Nabinagar Upazila of B-baria District. And (2) 160m large bridge over Bankkhali river on Kalghar Bazar-Razarkull UP Road at ch. 1500m over Bankkhali river under Ramu Upazila of Cox's Bazar District.	Institute of Water and Flood Management (IWFM), BUET, Dhaka-1000 - **34,70,860.00 (including vat and IT)**	Single source হিসেবে আলোচ্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে এ চুক্তি করা হয়।
২	Preparation of Detail Structural Design, Estimate, Technical specification, Standard Tender Document and Economic Analysis of 02 (two) Bridges in B-Baria and Coxs Bazar District.	Soils and Foundations Ltd. 25/13-C, Tajmohal Road, Mohammadpur, Dhaka-207. **-43,08,000.00 (Excluding IT and Vat)**	EOI আহবানের মাধ্যমে আলোচ্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে এ চুক্তি করা হয়।

৭.৬ **সমীক্ষা কার্যক্রমে প্রাপ্ত ফলাফলঃ**

৭.৬.১ **হাইড্রোলজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল ও ইনভায়রনমেন্টাল সমীক্ষাঃ** বুয়েট কর্তৃক কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার বাঁকখালি নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণ স্থানে হাইড্রোলজি, মরফোলজি ও ইনভায়রনমেন্টাল সমীক্ষা শেষে সেতুটি নির্মাণের বিষয়ে নিমণরূপ ডিজাইন প্যারামিটার বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হয়।

সেতুর নামঃ কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার ব্যাঙ্কখালি নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতু।

ক্রমিক নং	ডিজাইন প্যারামিটার	সুপারিশকৃত মান
১	Bridge length	175 m (5 span each 35m, pier 4 nos)
২	Design discharge	400 cum/s
৩	Average velocity	0.72 m/s
৪	Standard high water level (SHWL)	7.35 m PWD
৫	Minimum Vertical navigational clearance	2.00 m
৬	Horizontal navigation clearance	35.00 m
৭	Height of Bridge above SHWL	9.35 m PWD
৮	Crest level of Bridge Deck at center of bridge	11.45 m PWD
৯	Formation level of approach roads (considering 3% parabolic slope)	10.14m PWD
১০	Height of abutments (above existing ground level)t	-
১১	Left abutment(উমখালি বাজার প্রামত্ম)	4.17 m
১২	Right abutment (কলঘর বাজার প্রামত্ম)	3.62 m
১৩	Design Scour depth at pier	4.83m below initial bed level -2.83 m PWD 10.18 m below SHWL
১৪	Design Scour depth at pier	2.61m below initial bed level 3.39 m PWD 3.96 m below SHWL
১৫	Approach roadst	-
	উমখালি বাজার প্রামত্ম	-Top level of approach road at bridge abutment 10.14 PWD -Reduced level of ground surface 5.968 PWD
	কলঘর বাজার প্রামত্ম	-Top level of approach road at bridge abutment 10.14 PWD -Reduced level of ground surface 6.518 PWD

সেতুর নামঃ বি-বাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন বিটঘর জিসি-ব্রাম্মণবাড়িয়া ভায়া কুড়িঘর হাট রাস্তায় ১৫০০০ মিটার চেইনেজে গোকর্ণঘাটে তিতাস নদীর উপর প্রস্তাবিত ১৮৫ মিটার সেতু নির্মাণ।

ক্রমিক নং	ডিজাইন প্যারামিটার	সুপারিশকৃত মান
১	Bridge length	185 m (5 span each 35m, pier 4 nos)
২	Design discharge	535 cum/s
৩	Average velocity	0.40 m/s
৪	Standard high water level (SHWL)	7.38 m PWD
৫	Minimum Vertical navigational clearance	5.00 m
৬	Horizontal navigation clearance	37.00 m
৭	Height of Bridge above SHWL	12.38 m PWD
৮	Crest level of Bridge Deck at center of bridge	14.68 m PWD

৯	Formation level of viaduct at both ends	13.06 m PWD
১০	Height of abutments (above existing ground level)t	-
১১	Left abutment(Nabinagar end)	9.26 m
১২	Right abutment (B-baria Town end)	9.78 m
১৩	Design Scour depth at pier (pier diameter 1.0 m)	5.96m below initial bed level -7.46 m PWD 14.84 m below SHWL
১৪	Design Scour depth at pier	5.10m below initial bed level -2.10 m PWD 9.48 m below SHWL
১৫	Approach roads (using 3.5% parabolic curve)t	-
	Nabinagar end	-Top level of approach road at bridge abutment 13.06 PWD -Reduced level of ground surface 3.802 PWD
	B-baria Town end	-Top level of approach road at bridge abutment 13.06 PWD -Reduced level of ground surface 3.286 PWD

- সমীক্ষা প্রতিবেদনে সেতু দুটির কত প্রশস্থে নির্মাণ করা হবে এ সংক্রান্ত কোন সুপারিশ প্রদান করা হয়নি।

৭.৬.২ **ইকোনমিক সমীক্ষাঃ** Soils and Foundations Ltd. কর্তৃক সম্পাদিত আলোচ্য সমীক্ষায় প্রস্তাবিত সেতু দুটির ইকোনমিক লাইফ ২০ বছর এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের ১৫% discount rate হিসাবকরত নিমণরম্নপ ফলাফল পাওয়া যায়ঃ

সেতুর নামঃ কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলাধীন কলঘর বাজার-রাজারকুল ইউনিয়নে সড়কে চেইনেজ ১৫০০ মিটারে বাঁকখালি নদীর উপর সেতুঃ

Appraisal	BCR	NPV	IRR
Economic	1.55	Tk. 757 lakh	27%
Financial	1.33	531 lakh	24%

প্রস্তাবিত সেতুর এলাইনমেন্ট, নদী শাসন ও এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের জন্য সুপারিশকৃত এলাইনমেন্ট খাসজমি হওয়ায় সেতুটি নির্মাণের জন্য কোন রকম ভুমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না মর্মে প্রতিবেদনটিতে উলেস্নখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবেদনটিতে সুপারিশকৃত ১৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুটি নির্মাণের জন্য ৫টি বিদ্যমান বাড়ী/ঘর অপসারণের প্রয়োজন হবে বলে উলেস্নখ করা হয়েছে, তবে উল্লিখিত বাড়ী/ঘরসমূহ অবৈধভাবে খাসজমির উপর অবস্থিত বলে প্রতিবেদনটিতে উলেস্নখ আছে।

সেতুর নামঃ বি-বাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন বিটঘর জিসি-ব্রাম্মণবাড়িয়া ভায়া কুড়িঘর হাট রাস্তায় ১৫০০০ মিটার চেইনেজে গোকর্ণঘাটে তিতাস নদীর উপর প্রস্তাবিত ১৮৫ মিটার সেতু নির্মাণঃ

Appraisal	BCR	NPV	IRR
Economic	1.74	Tk. 1071.00 lakh	29%
Financial	1.26	439.00 lakh	23%

প্রস্তাবিত সেতুর এলাইনমেন্ট, নদী শাসন ও এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের জন্য সুপারিশকৃত এলাইনমেন্ট খাসজমি হওয়ায় সেতুটি নির্মাণের জন্য কোন রকম ভুমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না মর্মে প্রতিবেদনটিতে উলেস্নখ করা হয়েছে। এছাড়াও

প্রতিবেদনটিতে সুপারিশকৃত ১৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুটি নির্মাণের জন্য ৫টি বিদ্যমান বাড়ী/ঘর অপসারণের প্রয়োজন হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে উল্লিখিত বাড়ী/ঘরসমূহ অবৈধভাবে খাসজমির উপর অবস্থিত বলে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ আছে।

৭.৬.৩ Topographical survey, Subsoil investigation এবং Preparation of Detail Structural Design, Estimate, Technical specification and Standard Tender Document of proposed Bridgest

Soils and Foundations Ltd. কর্তৃক সম্পাদিত আলোচ্য সমীক্ষার মাধ্যমে প্রস্তাবিত সেতুসমূহের বিস্তারিত engineering drawing, structural design, estimate, technical specification and Standard Tender Document প্রস্তুত করা হয়।

৭.৭ **সমীক্ষা কার্যক্রমের বাস্তব প্রয়োগঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত সমীক্ষা কার্যক্রমের সুপারিশের আলোকে ''গুরম্নত্বপূর্ণ ০৯ (নয়)টি ব্রীজ নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষাকৃত দুটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গুরম্নত্বপূর্ণ ০৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্পটি গত ২৩/১২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন দেয়া হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৩০৫৬১.২৫ লক্ষ টাকা (যার মধ্যে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার বাঁকখালী নদীর উপর ১৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ বাবদ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ২৬২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বি-বাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন গোকর্ণঘাটে তিতাস নদীর উপর ১৮৫ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ বাবদ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ২৭৭৫.০০ লক্ষ টাকা) এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
প্রস্তাবিত সেতু দুটির লোকেশনে হাইড্রোলজি, মরফোলজি স্ট্যাডি, টপোগ্রাফি সার্ভে, সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন ও ইনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর মাধ্যমে সেতু দুটির প্রকৃত লোকেশন, সেতুর দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা নির্ধারণ, এ্যাপ্রোচ সড়কের উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য নির্ধারণপূর্বক সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন, ড্রাইং, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা।	প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক সংস্থার কার্যপরিধি মোতাবেক সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৯। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে আপাতত উদ্দেশ্য অর্জিত হলেও ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মকর্তাদের Capacity Building হয়নি। ফলে এলজিইডি একটি কারিগরি সংস্থা হওয়া সত্বেও ভবিষ্যতে সমজাতীয় কারিগরি প্রকল্প গ্রহণের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের প্রয়োজন হবে, যা সমীচীন নয়।

১০। **বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ** আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে রক্ষত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সমীক্ষা কার্যক্রমের কার্যপরিধি মোতাবেক কার্য সম্পাদনের জন্য পরামর্শক ফার্মের যে ধরণের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে, তা এলজিইডি'র ব্রীজ ডিজাইন ইউনিটসহ মাঠ পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তার মধ্যে রয়েছে বলে আলোচনাকালে জানা যায়। সমীক্ষা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে আরও দেখা যায়, সমীক্ষা কার্যক্রমে প্রস্তাবিত সেতুটির স্থানে বিদ্যমান রোড এলাইনমেন্ট, নদীর গতিবিধি পর্যালোচনার জন্য ১৯৮৯-২০০৯ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের স্যাটেলাইট ইমেজ সংগ্রহ, সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা যেমন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোড, বাংলাদেশ অভ্যমআরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় আবহাওয়া অফিস হতে সেকেন্ডারী ডাটা এবং Topography survey, Sub-soil investigation, স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রাইমারী ডাটা পর্যালোচনার মাধ্যমে সমীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

অন্যদিকে সমীক্ষা কার্যক্রমে আধুনিক যে পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে কারিগরি ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং যে সকল আধুনিক কম্পিউটার সফট ওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে ডাটা এনালাইসিস করা হয়েছে, সে জাতীয় ইকুইপমেন্ট ও কম্পিউটার সফট ওয়ার ব্যবহারে এলজিইডি'র ব্রীজ ডিজাইন ইউনিটের কর্মকর্তাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলেও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পেলে

এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিটের কর্মকর্তাদের পক্ষই এজাতীয় সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব বলে আলোচনায় জানা যায়। এক্ষেত্রে এলজিইডি'র ব্রীজ ডিজাইন ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তাদের এ জাতীয় সমীক্ষা কার্যক্রমের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এলজিইডি'র নিজস্ব জনবল দ্বারা এ ধরণের সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে তা এলজিইডি'র নিজস্ব কাজ হওয়ায় নিজেদের জবাবদিহিতার কারণে এবং এলজিইডি'র প্রকৌশলীদের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থাকায় সমীক্ষা প্রতিবেদনের মান আরও উন্নত ও জবাবদিহিমূলক হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

এক্ষেত্রে এলজিইডি'র নিজস্ব জনবল দ্বারা এ জাতীয় সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কিভাবে ব্যয় নির্ধারণ করা হবে এবং সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের সম্মানি ভাতা প্রদান করা হবে, সে সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এতে করে এখাতে একদিকে সরকারী অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি সমীক্ষা প্রতিবেদনের গুণগতমান আরও উন্নত ও জবাবদিহিমূলক হবে অন্যদিকে এলজিইডি'র ইন হাউজ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাবে, যাতে করে ভবিষ্যতে সারাদেশে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য, বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত সেতুসমূহের নির্মাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, নির্মাণাধীন সেতুর মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা ও পুরানো সেতুসমূহের পুনর্বাসন ও পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজতর ও কার্যকরি হবে। এতে করে ভবিষ্যতে এখাতে সরকারী অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন সেতুসমূহ অধিকতর স্থায়িত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে।

১১.০। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১১.১ টিপিপিতে প্রকল্প গ্রহণের পটভুমি ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করাঃ আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটিতে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের পটভুমি ও উদ্দেশ্য অংশে প্রস্তাবিত সেতু দুটির উপর সমীক্ষা কার্যক্রমের পটভুমি ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে না লিখে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, যা সমীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণের জন্য যথেষ্ট সহায়ক ছিল বলে প্রতীয়মান হয়নি।

১১.২ সমীক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং ও পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটি না থাকাঃ সমীক্ষা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন যাচাই বাছাইয়ের জন্য কোন ধরণের কারিগরি কমিটির সংস্থান ছিল না। এক্ষেত্রে পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন যথাযথ মানসম্মত ও কার্যপরিধি মোতাবেক সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিটের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিট হতে প্রতিবেদন সম্পর্কে পজিটিভ মতামত পাওয়া গেলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিটের কর্মকর্তারা আলোচ্য কাজের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত না হওয়া এবং অন্যান্য কর্মব্যস্ততার কারণে সমীক্ষা প্রতিবেদনটি যথেষ্ট সময় নিয়ে যাচাই-বাছাইপূর্বক মতামত প্রদান করতে পারেন বলে প্রতীয়মান হয়নি। এক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা এ সংক্রান্ত কারিগরি কাজে অভিজ্ঞ তাদের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যৌক্তিক ছিল বলে পরিদর্শনকালে প্রতিয়মান হয়েছে। অন্যদিকে পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা যৌক্তিক ছিল বলে প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয়।

১১.৩ সমীক্ষা কার্যক্রমটির টার্মস অব রেফারেন্সে ইন হাউজ ক্যাপসিটি বিল্ডিং এর সংস্থান না থাকা ঃ এলজিইডি কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ জাতীয় সমীক্ষা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে ৭টি এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্য রয়েছে ৭টি। এলজিইডি কর্তৃক সারাদেশে হাজার হাজার সেতু/কালভার্ট নির্মাণের পাশাপাশি তা রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ ব্যয় হচ্ছে। ভবিষ্যতেও সারাদেশে নতুন নতুন সেতু/কালভার্ট নির্মাণের পাশাপাশি পুরানো সেতু/কালভার্ট পুনঃর্বাসন, পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন হবে। ফলে এ জাতীয় সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এলজিইডি'র নিজস্ব জনবলের ক্যাপসিটি বিল্ডিং এর প্রয়োজন আছে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এলজিইডি একটি কারিগরি সংস্থা হওয়া সত্বেও আলোচ্য প্রকল্পটিতে এ জাতীয় সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের কোন ধরণের Capacity Building এর সংস্থান রাখা হয়নি। ফলে ভবিষ্যতে একই জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ অপচয় হবে, যা এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের Capacity Building এর মাধ্যমে রোধ করা সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়।

১১.৪ **পরামর্শক সংস্থা কর্তৃক বিস্তারিত ডিজাইনের ভিত্তিতে সমজাতীয় অন্যান্য প্রকল্পের সাথে তুলনা এবং বাজার দর যাচাইপূর্বক প্রস্তাবিত সেতুসমুহের সুনির্দিষ্ট ব্যয় প্রাক্কলন না করে গতানুগতিভাবে মিটার প্রতি ব্যয় প্রস্তাব করাঃ** আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত পরামর্শক সংস্থার অন্যান্য কার্যপরিধি ছাড়াও উলেস্নখযোগ্য কার্যপরিধি ছিল প্রস্তাবিত সেতু দুটির বিস্তারিত ড্রইং, ডিজাইন সম্পাদনপূর্বক ব্যয় প্রাক্কলন করা এবং সে অনুযায়ী টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তত করা। কিন্তু গত ২৩/১২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত ''গুরস্নত্বপূর্ণ ০৯ (নয়)টি ব্রীজ নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পটির ব্যয় প্রাক্কলন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সমীক্ষাকৃত আলোচ্য সেতু দুটির ব্যয় প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে বিস্তারিত ড্রইং/ডিজাইনের ভিত্তিতে প্রণয়ন না করে গড়ে মিটার প্রতি ব্যয় প্রাক্কলন করেছে। যেমন, উক্ত প্রকল্পে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় অবস্থিত বাঁকখালী নদীর উপর ১৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ বাবদ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ২৬২৫.০০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ মিটার প্রতি প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বি-বাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন গোকর্ণঘাটে তিতাস নদীর উপর ১৮৫ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ বাবদ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ২৭৭৫.০০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ মিটার প্রতি প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়াও উক্ত অনুমোদিত প্রকল্পে অপর ৭টি সেতুর ক্ষেত্রের একইভাবে গড়ে মিটার প্রতি ১৫.০০ লক্ষ টাকা হিসেবে ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়েছে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন লোকেশনে বিভিন্ন নদীর উপর ভিন্ন ভিন্ন ৯টি সেতুর উপর বিস্তারিত সমীক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করা হলে কোনক্রমেই প্রতিটি সেতুর জন্য গড় ব্যয় এক হওয়ার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য এক- ''গুরস্নত্বপূর্ণ ০৯ (নয়)টি ব্রীজ নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পে আলোচ্য সমীক্ষার আলোকে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়নি, দুই- সমীক্ষা কার্যক্রমটি সঠিকভাবে করা হয়নি। যা অগ্রহণযোগ্য এবং এ জাতীয় সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন।

১১.৫ **অনুমোদিত টিপিপি সংস্থানের সাথে পরামর্শক বাবদ সম্পন্ন সমীক্ষার প্রকৃত ব্যয় হুবুহ মিলে যাওয়াঃ** আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটি ০৭/১০/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০/০৫/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ৮৪.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে বিভিন্ন সমীক্ষা বাবদ পরামর্শক খাতে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ৭৯.১০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনুমোদিত টিপিপিতে পরামর্শক বাবদ যেভাবে সংস্থান ছিল বাস্তবেও পরামর্শক খাতে হুবুহ সেভাবে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে। উলেস্নখ্য, আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পের টিপিপিটি সংশোধন হয়নি কিংবা টিপিপি অনুমোদনকালে ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি হিসেবে কোথাও উলেস্নখ নেই যে, পরামর্শক সংস্থা হতে প্রাপ্ত আর্থিক প্রসত্মাবের ভিত্তিতে এ ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। যেহেতু আলোচ্য প্রকল্পের টিপিপিটি সংশোধন হয়নি, তাই পরামর্শক খাতে প্রকৃত ব্যয় ও টিপিপি সংস্থান হুবুহ মিলে যাবার সুযোগ নেই।

১২। সুপারিশঃ

১২.১ ভবিষ্যতে এ জাতীয় সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণের প্রকৃত পটভুমি ও উদ্দেশ্য টিপিপিতে উলেস্নখ করতে হবে (অনুঃ ১০.১)।

১২.২ এ জাতীয় সমীক্ষা প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শক সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এছাড়া সমীক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত পরামর্শকের কাজ সঠিকভাবে মনিটরিং করা, সমীক্ষা প্রতিবেদনের গুণগতমান নিশ্চিত করা এবং এ জাতীয় কাজে স্থায়ীভাবে এলজিইডি'র নিজস্ব জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষমাতা এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে (অনুঃ ১০.২)।

১২.৩ স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বর্তমানে যে সকল এ জাতীয় সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র In-house Capacity Building এর উদ্দেশ্যে এলজিইডি'র ব্রীজ ডিজাইন ইউনিটের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে করে ভবিষ্যতে পরামর্শক সংস্থার পরিবর্তে এলজিইডি'র নিজস্ব জনবল কর্তৃক অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের ন্যায় এ জাতীয় সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় (১০.৩)।

১২.৪ গত ২৩/১২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত ''গুরস্নত্বপূর্ণ ০৯ (নয়)টি ব্রীজ নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পটির সেতু নির্মাণ খাতে ব্যয় প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে আলোচ্য সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিস্তারিত ড্রইং/ডিজাইনের ভিত্তিতে না করে সমীক্ষাবিহিন প্রকল্পের

ন্যায় মিটার প্রতি গড়ে ১৫.০০ লক্ষ টাকা করে ব্যয় প্রাক্কলনের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখে এ বিভাগকে অবহিত করবে (অনুঃ ১০.৪)।

১২.৫ টিপিটি সংশোধন ব্যতিরেকে পরামর্শক বাবদ প্রকৃত ব্যয় ও টিপিপি সংস্থান হুবুহু মিলে যাবার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখে এ বিভাগকে অবহিত করবে (অনুঃ ১০.৫)।

১২.৬ এলজিইডি'র নিজস্ব জনবল দ্বারা এ জাতীয় সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে দক্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রয়োজনে একটি কারিগরি (Technical committee) গঠন করা যেতে পারে। উক্ত কারিগরি কমিটিতে এলজিইডি'র বাইরে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যেমন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বুয়েট/চুয়েট/কুয়েট/রয়েট(কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রাখা যেতে পারে। কারিগরি কমিটিতে মনোনিত প্রতিনিধি হতে প্রয়োজনীয় মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও গঠনমূলক সুপারিশ পেতে প্রতিনিধিদের জন্য সম্মানজনক সম্মানির ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এতে করে এ জাতীয় সমীক্ষা (অপেক্ষাকৃত কম কারিগরি সম্পন্ন) কাজে পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের পরিবর্তে এলজিইডি'র নিজস্ব জনবল দ্বারা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে একদিকে সরকারী অর্থের সাশ্রয় হবে অন্যদিকে সমীক্ষা প্রতিবেদনের মান উন্নত ও জবাবদিহিমূলক হবে (অনুঃ ১০.০)।

১২.৭ স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন এলজিইডি কর্তৃক এ জাতীয় সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বাস্তবসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত যে সকল সেতুর অবস্থান এলজিইডি'র বিদ্যমান কিংবা পুরানো রোড এলাইনমেন্টে অবস্থিত, যে নদী/খালের উপর সেতু নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে তার পাঁড় (River Bank) দীর্ঘদিন যাবৎ স্থায়ী এবং যে সকল স্থানে পুরানো স্টীল ব্রীজ প্রতিস্থাপনপূর্বক আরসিসি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে সে সকল স্থানে সেতু নির্মাণ বিষয়ে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিটে কর্মরত নিজস্ব জনবল দ্বারা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে (অনুঃ ১০.০)।

১২.৮ আলোচ্য সমীক্ষার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে গৃহীত ''গুরুত্বপূর্ণ ৯টি সেতু নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন সেতুটির কাজ পরিবীক্ষণ, ভবিষ্যতে সেতুটির ডিজাইন পরিবর্তন/পরিবর্ধন, রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন, পুনঃনির্মাণসহ সেতু সংলগ্ন এলাকায় অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ কিংবা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পেতে সমীক্ষা প্রতিবেদনটি এলজিইডি'র প্রধান কার্যালয়ের ব্রীজ ডিজাইন ইউনিটসহ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে হার্ডকপি ও সফট কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১২.৯ পরামর্শক কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে সেতু নির্মাণ, নদী শাসন কাজ ও সেতু এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজ করতে হবে।

"Feasibility Study in terms of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Two) Large Bridges of Pirojpur & Tangail District"

শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৪)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ পিরোজপুর ও টাংগাইল জেলা

২। বাস্ত**বায়নকারী সংস্থা** ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪। **প্রকল্পের** বাস্তবায়ন **সময় ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১১০.০০	প্রযোজ্য নয়	১১০.০০	ফেব্রুয়ারী,২০১৩ হতে জুলাই,২০১৩	ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ হতে মার্চ, ২০১৪	ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ হতে মার্চ, ২০১৪	প্রযোজ্য নয়	১৩৩%

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি**ঃ প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো (পিসিআর অনুসারে)ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১৩ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	Fee for environmental clearance for DoE & Associated Cost (purchase of navigational route map)	থোক	২.০০	থোক	২.০০	১০০%
২।	Office stationary	থোক	১.০০	থোক	১.০০	১০০%
৩।	Structural Design Consultancy Sub-soil investigation Digital Topographic survey (Including VAT & IT)	থোক	৪৮.০০	থোক	৪৮.০০	১০০%
৪।	EIA Study (VAT & IT)	থোক	১২.০০	থোক	১২.০০	১০০%
৫।	EIA Study Carrying out Hydrological & Morphological Study & Environmental Study (Including VAT & IT)	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৫.০০	১০০%
৬।	Advertisement cost	থোক	০.৭৫	থোক	০.৭৫	১০০%
৭।	Honorarium/Fee	থোক	০.৬০	থোক	০.৬০	১০০%
৮।	Copy/Photocopy	থোক	০.৬৫	থোক	০.৬৫	১০০%
	সর্বমোট =		১১০.০০		১১০.০০	

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ** সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নাই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৭.১। **পটভূমি ঃ** ১০০ মিটারের অধিক দৈর্ঘের ব্রীজ নির্মাণের ক্ষেত্রে সমীক্ষা (হাইড্রলজি ও মরফোলজি স্টাডি, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এবং ইকনমিক এনালাইসিস ও EIA) গ্রহণের বাধ্যবাধকতায় পিরোজপুর জেলায় কালিগঞ্জ নদীর উপর এবং টাংগাইল জেলায় ধলেশ্বরী নদীর উপর ২(দুই) টি ব্রীজ করার জন্য এ সমীক্ষা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। উদ্দেশ্যঃ সমীক্ষা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো হাইড্রোলজি ও মরফোলজি স্টাডি , স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ও ইকনমিক এনালাইসিসের মাধ্যমে ব্রীজ সমূহের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রকল্প প্রস্তুতিতে পর্যাপ্ত টেকনিক্যাল তথ্য প্রদান করা।

৭.৩। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন ঃ প্রকল্পটি ০১-০৪-২০১৩ইং তারিখে অনুমোদিত হয় । প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন হয়নি।

৭.৪। এ সমীক্ষার হাইড্রোলজি ও মরফোলজি স্টাডির কাজটি বুয়েট কর্তৃক Single Source পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। তাছাড়া স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ও ইকনমিক এনালাইসি কাজ দুটি OTM পদ্ধতিতে সোয়েলস এন্ড ফাউন্ডেসন লিঃ নামক পরামর্শক ফার্ম দ্বারা করা হয়।

৭.৫। প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়নে দরপত্র সংক্রান্ত পিসিআর এর প্রক্রিয়া স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ও ইকনমিক এনালাইসি প্যাকেজের ক্ষেত্রে নিম্নরূপে সম্পাদন করা হয়ঃ-

(ক) Expression of Interest (EOI) আহবান ১৭-০৪-২০১৩, দৈনিক ভোরের কাগজ, The Independent ও CPTU'র ওয়েব সাইট।

(খ) EOI মূল্যায়ন ১৪-০৬-২০১৪ তারিখে; ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে বাইরের ২জন XEN RHD এবং XEN BWDB।

(গ) RFP (Request for Proposol) ৪টি ফার্মের অনুকূলে ইস্যু ০২-০৭-২০১৩ তারিখে।

(ঘ) PEC মূল্যায়ন ১৬-০৯-২০১৫ তারিখে;

(ঙ) চুক্তি সই ২৫-০৯-২০১৩ তারিখে, সয়েল এন্ড ফাউন্ডেশন লিঃ এর অনুকূলে।

৮। **<u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি</u> ঃ**

৮.১। প্রকল্পের শুরম্ন ফেব্রুয়ারী,২০১৩ হতে মার্চ,২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১১০.০০ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১০০%এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১২-১৩	১১০.০০	১১০.০০		১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০		
২০১৩-১৪	১১০.০০	১১০.০০		১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০		
সর্বোমোট ঃ	১১০.০০	১১০.০০		১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০		

এ প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ১১০.০০ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১১০.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ ১১০.০০ লক্ষ টাকা।

৮.২। এ সমীক্ষার মাধ্যমে ২টি সেতুর প্রকৃত দৈর্ঘ্য (উভয় সেতু ৬০০ মিটার করে) উভয় সেতুর ১৫টি করে স্প্যান (৪০ মিটার পরপর), সয়েল টেস্ট রিপোর্ট, প্রস্থ উভয় সেতুর ৭.৩২ মিটার করে, লে-আউট ডিজাইন এবং প্রকৃত ব্যয় (পিরোজপুর ১১৫ কোটি টাকা এবং টাঙ্গাইল ৮৬ কোটি টাকা) পাওয়া যায়।

৯। **উপকারভোগীদের মতামত** ঃ প্রকল্পভুক্ত সেতু ২টি নির্মিত হলে এলাকার জনগণ উপকৃত হবে। বিশেষ করে পণ্য পারাপার ও জনগণের যাতায়তের সুবিধা সৃষ্টি হবে।

১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** ঃ প্রকল্পের শুরূন্ন থেকে শেষ পর্যন্ত এলজিইডি'র একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হল ঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
মোঃ মজিবুর রহমান সিকদার প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণ কালীন	-	৪-০৪-২০১৩ইং	৩১-০৩-২০১৩ইং

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ঃ

ক্রমিক নং	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য গৃহীত মুল কাজ সমূহ	অর্জিত ফলাফল
	প্রকল্পের ভৌত কাজ সমূহঃ	
১।	Fee for environmental clearance for DoE & Associated Cost (purchase of navigational route map)	(১০০%)
২।	Office stationary	(১০০%)
৩	Structural Design Consultancy Sub-soil investigation Digital Topographic survey (Including VAT & IT)	(১০০%)
৪।	EIA Study (VAT & IT)	(১০০%)
৫।	EIA Study Carrying our Hydrological & Morphological Study & Environmental Study (Including VAT & IT)	(১০০%)
৬।	Advertisement cost	(১০০%)
৭।	Honorarium/Fee	(১০০%)
৮।	Copy/Photocopy	(১০০%)

১২। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ** ঃ প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৩। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা ঃ** কোন সমস্য নেই।

১৩.১। **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) ঃ** প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের ১৩৩% বেশী সময়ে সমাপ্ত হয়েছে।

১৩.২। **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৩.৩। **চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্বঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৪। **সুপারিশ/মতামতঃ** সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী ব্রীজ ২টির দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

"Feasibility Study in terms of Hydrological, Hydraulic and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Two) No`s Large bridges in Manikgonj District of Bangladesh" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর,২০১৩)

১। প্রকল্পের অবস্থান : মানিকগঞ্জ জেলা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয়	অতিক্রান্ত সময়
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	(জুন,২০১৩ পর্যন্ত)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		(মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	(মূল বাস্তবায়ন কালের %)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১০৭.০০	-	১০৫.৯৪	জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৩	জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জানুয়ারী,২০১৩ হতে ডিসেম্বর,২০১৩	-	১০০%

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি** : প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১৩পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	ফি {Environmental clearance for DOE & Associated Cost (purchage of navigational route map)}	থোক	২.০০	থোক	১.৬০	১০০%
২।	অফিস ষ্টেশনারী	থোক	১.০০	থোক	০.৯৯	১০০%
৩।	স্ট্রাকচারাল ডিজাইন কনসালটেন্ট (Including VAT & IT)	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৪.৯৯	১০০%
৪।	EIA Study & Carrying out hydrological & by IWFM, BUET (Including VAT & IT)	থোক	৫৭.০০	থোক	৫৭.০০	১০০%
৫।	বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	০.৭৫	থোক	০.৪৯	১০০%
৬।	সম্মানী/ফি	থোক	০.৬০	থোক	০.১৯	১০০%
৭।	কপি/ফটোকপি ইত্যাদি।	থোক	০.৬৫	থোক	০.৬৪	১০০%
	মোট =		**১০৭.০০**		**১০৫.৯০**	

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নাই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** ১০০ মিটারের অধিক দৈর্ঘের ব্রীজ নির্মাণের ক্ষেত্রে সমীক্ষা (হাইড্রলজি ও মরফোলজি স্টাডি, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এবং ইকনমিক এনালাইসিস ও EIA) গ্রহণের বাধ্য বাধকতায় মানিকগঞ্জ জেলায়, ঘিওর উপজেলায় কালিগংগা নদীর উপর এবং সিংড়া উপজেলায় চান্দাহার নদীর উপর ২(দুই) টি ব্রীজ করার জন্য এ সমীক্ষা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** সমীক্ষা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো হাইড্রোলজি ও মরফোলজি স্টাডি , স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ও ইকনমিক এনালাইসিসের মাধ্যমে ব্রীজ সমূহের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রকল্প প্রস্তুতিতে পর্যাপ্ত টেকনিক্যাল তথ্য প্রদান করা।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ** প্রকল্পটি ১৩-০৩-২০১৩ইং তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন হয়নি।

৭.৪। এ সমীক্ষার হাইড্রোলজি ও মরফোলজি স্টাডির কাজটি বুয়েট কর্তৃক Single Source পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। তাছাড়া স্ট্রাকচারাল ডিজাইন কাজ OTM পদ্ধতিতে সার্ম এসোসিয়েট লিমিটেড নামক পরামর্শক ফার্ম দ্বারা করা হয়।

৮। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

৮.১। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারী ২০১৩ইং হতে ডিসেম্বর ২০১৩ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১০৫.৯০ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১২-১৩	১০৭.০০	১০৭.০০		১০৭.০০	১০৫.৯০	১০৫.৯০		১.১০
সর্বোমোটঃ	১০৭.০০	১০৭.০০		১০৭.০০	১০৫.৯০	১০৫.৯০		১.১০

এ প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ১০৭.০০ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১০৫.৯০ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রকল্পের অধীনে সমাপ্ত শেষে ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে অব্যয়িত অর্থ ১.১০ লক্ষ টাকা। উক্ত অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে যথা সময়ে জমা দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

৮.২। এ সমীক্ষার মাধ্যমে মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার কালীগংগা নদীর উপর ৩১৫ মিটার এবং একই জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার চান্দাহার নদীর উপর ২৯৭ মিটার সেতু নির্মাণের দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। তাছারাও সেতু দু'টির লে-আউট ডিজাইন ও ব্যয় প্রাক্কলন পাওয়া যায়।

৯। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** ঃ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এলজিইডি'র একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িতব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
মোঃ নজরুল ইসমাল প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন		জানুয়ারী ২০১৩	ডিসেম্বর ২০১৩
-	-	-	-	-

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

ক্রমিক নং	**পরিকল্পিত উদ্দেশ্য গৃহীত মুল কাজ সমূহ**	**অর্জিত ফলাফল**
	প্রকল্পের ভৌত কাজ সমূহঃ	
১।	ফি Environmental clearance for DOE & Associated Cost (purchage of navigational route map)	(১০০%)
২।	অফিস ষ্টেশনারী	(১০০%)
৩	স্ট্রাকচারাল ডিজাইন কনসালটেন্ট (Including VAT & IT)	(১০০%)
৪।	EIA Study & Carrying out hydrological & by IWFM,BUET (Including VAT & IT)	(১০০%)
৫।	বিজ্ঞাপন ব্যয়	(১০০%)
৬।	সম্মানী/ফি	(১০০%)
৭।	কপি/ফটোকপি ইত্যাদি।	(১০০%)

১১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ:**প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১২। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা:** কোন সমস্য নেই।

১৩। **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) :** মূল প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ছিল ৬মাস। উক্ত সময়ে সমী ক্ষার কাজ শেষ না হওয়ায় ৬মাস অতিরিক্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়।

১৪। **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৫। **চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্বঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৬। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১৬.১। প্রকল্পের অনুকূলে মোট অবমুক্তকৃত ১০৭.০০ লক্ষ টাকা হতে ১.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়নি যা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।

১৬.২। সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী ব্রীজ ২টির দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

Climate Change Adaptation Pilot Project (CCAPP) শীর্ষক প্রকল্পের
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন/২০১৪)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : উপজেলাঃ হাতিয়া, জেলাঃ নোয়াখালী, উপজেলাঃ রামগতি, জেলাঃ লক্ষ্মীপুর উপজেলাঃ রাঙ্গাবালী, জেলাঃ পটুয়াখালী। উপজেলাঃ আমতলী/ তালতলী, জেলাঃ বরগুনা।

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নসময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন/২০১৪ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০৭০.০০	২০৭০.০০	২০৬৯.১৩	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪ (১ বছর)	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪ (১ বছর)	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪ (১ বছর)	০.০০%	০.০০%

৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নt** (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন/২০১৪ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১)	**নির্মাণ ও পুর্ত**					
	ক) মটির রাস্তা/ বাঁধ উঁচুকরণ এবং পুনঃ সংস্কারকরণ	কিঃমিঃ	৮৪.১৩	৭৩৩.২৮	৮৪.১৩	৭৩৩.২৮
	খ) ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ সড়ক/ইউনিয়ন সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	১৩.২৪	৪০৯.৬৫	১৩.২৪	৪০৯.৪৯
	গ) সেচ অবকাঠামো (কালভার্ট/ ইউড্রেইন) নির্মাণ	মিঃ	৬৭.০৫	১৯৩.৫৭	৬৭.০৫	১৯৩.৫৭
	ঘ) খাল/ক্যানেল পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৫.৭৮	৬৯.৭৫	৫.৭৮	৬৯.৭৫
	ঙ) সড়ক/বাঁধ/খালের পার্শ্বঢাল সংরক্ষণ	মিঃ	৫২১.০০	৩১.১৫	৫২১.০০	৩১.১৫

	চ) থোক বরাদ্দ (ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করণ)	থোক	থোক	৯০.০০	থোক	৯০.০০
২)	**বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা**	কিঃমিঃ	৩.০০	৭.৫০	৩.০০	৭.৫০
৩)	**সম্পদ সংগ্রহ**	থোক	থোক	১৯.১০	থোক	১৯.০৯
৪)	**সরবরাহ ও সেবা (টিএ স্টাফ ও লোকাল ট্রেনিংসহ)**	থোক	থোক	৪৮৩.৫০	থোক	৪৮২.৮৪
৫)	**মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন**	থোক	থোক	৩২.৫০	থোক	৩২.৪৬
	মোট =			**২০৭০.০০**		**২০৬৯.১৩**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : সকল অংগের কাজ সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত হয়েছে।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ** :

৭.১) **পটভূমিঃ**

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। যার আয়তন ১,৪৭.৫৭ বর্গ কিলোমিটার এবং লোক সংখ্যা ১৬.৫০ কোটি। জনসংখ্যার ঘনত্ব হলো প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০৫৭ জন। ৭০% জনগণ গ্রামে বাস করে। কৃষি প্রধান এ দেশের ৪৮ শতাংশ শ্রমিক কৃষিখাতে শ্রম দিয়ে থাকে যা মোট জি.ডি.পি 'র ২১ শতাংশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন খরা ও বন্যায় কৃষিযোগ্য আবাদি জমির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হলেও বেচে থাকার তাগিদে মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ৩১ শতাংশ লোক দরিদ্রসীমার নিচে বাস করে। জনপ্রতি আয় ১.২৫ ডলারের (দিনপ্রতি) নিচে । বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী, বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মাঝারী থেকে অতি দরিদ্র জেলা গুলোর মধ্যে পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর অন্যতম। আয় বৈষম্যই সার্বিক পরিস্থিতির মূল কারণ। সম্পদের অসম বন্টন, আয় বৈষম্য ও কঠিন দারিদ্রতার জন্য অবহেলিত এ জনগোষ্টি বাধ্য হয়ে বিপদ সংকুল প্রাকৃতিক দূর্যোগপূর্ণ এলাকায় বাস করে। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই বিশ্বমন্ডলীয় ঝড়, জলোচ্ছাসের তীব্রতা বা সমুদ্রের পানি বৃদ্ধিজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই।

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ৫০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ সেঃমিঃ। বিভিন্ন গাণিতিক মডেলের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৩০ সেঃমিঃ বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল এলাকা সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে দেশের অভ্যমত্মরে লোনা পানি প্রবেশ করতে পারে ফলে চাষাবাদ যোগ্য বিশাল অঞ্চল চাষাবাদের অনুপযোগী হবে। জলবায়ূ বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং স্বল্প সময়ে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বিদ্যমান ড্রেইনেজ ব্যবস্থাপণা ধ্বংস হবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলোচ্ছাসের কারণে সমুদ্রের পানি তে বেরী বাঁধ পস্নাবিত হবে। ফলে ফসল উৎপাদন ব্যহত হবে।

জলবায়ূ বিষয়ক বিভিন্ন ডাটা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলা জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে অত্যমত্ম ঝুঁকিপূর্ণ। উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকৃত লক্ষ লক্ষ জনগ নের মধ্যে যারা বাঁধের বাহিরে বাস করে তারা অত্যমত্ম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। যেহেতু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে মূল ভহমিতে স্থানান্তর করা সম্ভব নয়, সেহেতু আমাদের উপায় বের করা অতি প্রয়োজন যে কিভাবে জনগণ জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত অবস্থার মোকাবিলা করতে পারে এবং সৃষ্ট অবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত হতে পারে।

৭.২) **উদ্দেশ্যঃ এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ**

১. জলবায়ু অভিযোজন উদ্যোগ বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চলে নির্ধারিত কৃষি/চাষাবাদ এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

২. গরীব/দুস্থ মহিলা শ্রমিকদের মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজন সংক্রান্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মান। নির্ধারিত চাষাবাদযোগ্য এলাকায় ড্রেনেজের উন্নয়ন, খাল খনন, বন্যামুক্ত সড়ক নির্মাণ, ড্রেনেজের উন্নয়ন এবং Labour Contracting Societies (LCS) মহিলাদের জন্য Income Generation Activities (IGA) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ূ পরিবর্তনের অভিযোজন সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করণ।

৭.৩) **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটি গত ২৭-০৮-২০১৩ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২০৭০.০০ (জিওবি ৬৬০.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪১০.০০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পে সমুদয় কাজ LCS মহিলাদের দ্বারা বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের স্কীমসমূহ পূর্বনির্ধারিত না হওয়ায় এবং স্থান ভেদে নির্মাণ সামগ্রির মূল্য ভিন্ন হওয়ায় বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ভৌত লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারন করার প্রয়োজন হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ও মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়ন পর্যায় ১(এক) বার প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

৮। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ**

৮.১। প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২০৬৯.১৩ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৯৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্মীপুর জেলায় বাস্তবায়িত কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষন ও পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিদর্শিত স্কীমগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো:

(লক্ষ টাকায়)

ক) স্কীমের নাম **খ) দৈর্ঘ্য**	**ক) প্রাক্কলিত ব্যয়** **খ) চুক্তিমূল্য** **গ) ব্যয়** **ঘ) বাস্তব অগ্রগতি**	**ক) কার্যাদেশের তারিখ** **খ) সমাপ্তির তারিখ** **গ) এলসিএস গ্রুপের (চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীর) নাম**	**মমন্তব্য/মতামত**
ক) Raising of Earthen road embankment of East Kolakopa Sayed Road ch: 0.0m-2511m under Char Puragacha Union Parishad, Ramgati Upazila. খ) ২.৫১১ কিঃমিঃ	ক) ৭,৯২,৯৩৮.০০ টাকা খ) ৭,৯২,৯৩৮.০০ টাকা গ) ৭,৯০,২৩৬.০০ টাকা ঘ) ১০০%	ক) ৩১-১২-২০১৩ ইং খ) ০৫-০৫-২০১৪ ইং গ) গ্রুপ-১: জেসমিন ও মনোয়ারা গ্রুপ-২: আয়েশা ও খুকী।	২.৫১১ কিঃমিঃ দীর্ঘ গ্রামীণ রাস্তাটির নির্মাণ কাজ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় কালে জানা যায় যে, রাস্তাটি নিচু ছিল এবং বন্যার সময় পানির নিচে তলিয়ে যেত। রাস্তাটি উঁচুকরণের ফলে বন্যার সময় আর ডুবে যাবে না বলে স্থানীয় জনগণ মত প্রকাশ করেন এবং দুর্যোগের সময় সাইক্লোন শেলটার ও অন্যান্য গু রুত্বপূর্ণ স্থানে যাতায়াত সহজতর হবে। রাস্তাটির উপরিতলের প্রস্থ ৩.৭০ মিঃ যা সঠিক পাওয়া যায়। কাজের গুনগত মান

			সমেত্মাষজনক বলে অনুমিত হয়েছে। বৃষ্টির ফলে রাস্তায় কিছু রেইন কাট হয়েছে যা নিয়মিত র ক্ষণাবেক্ষণ কর্মী দ্বারা মেরামত করা হচ্ছে মর্মে জানানো হয়। স্থানীয় সুফলভোগী জনসাধারণের সাথে আলাপকালে এ মাটির রাস্তাগুলো পাকাকরনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।
ক) Construction of 5 U-drains (Cross Drainage Structure) on East Kolakopa Sayed road at ch: 125m, 350m, 925m, 1900m & 2325m under Char Puragacha Union Parishad, Ramgati Upazila. খ) 0.90m×0.90m	ক) ৯,৮৩,০৯৯.০০ টাকা খ) ৯,৮৩,০৯৯.০০ টাকা গ) ৯,৮৩,০৯৯.০০ টাকা ঘ) ১০০%	ক) ২৮-০১-২০১৪ ইং খ) ১৯-০৪-২০১৪ইং গ) সামনা ও রহিমা।	East Kolakopa Sayed Road এ ৫টি ইউ-ড্রেনের মধ্যে ১২৫মিঃ চেইনেজে নির্মিত ইউ-ড্রেইনটি পরিদর্শন করা হয়। ইউ-ড্রেইনটি নির্মাণের ফলে পানি নিস্কাশনে সুবিধা হয়েছে, যা জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সহায়তা করবে। ইউ-ড্রেইনটি ডিজাইন মত সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক।
ক) Construction of Slope Protection of Golap Hazi (Patwari Para) Road ch: 13m - 100m under Char Ramiz Union Parishad, Ramgati Upazila. খ) ৮৭.০০ মিঃ।	ক) ৪,২৯,৪৬৯.০০ টাকা খ) ৪,২৯,৪৬৯.০০ টাকা গ) ৪,২৯,৪৬৯.০০ টাকা ঘ) ১০০%	ক) ০৩-০৪-২০১৪ ইং খ) ২৩-০৫-২০১৪ ইং গ) হালিমা ও ছলেমা।	পাটোয়ারী পাড়া গোলাপ হাজী রাস্তার শুরু হতে ৮৭.০০ মিঃ স্লোপ প্রোটেকশন ওয়ার্ক করা হয়েছে। রাস্তাটি প্রবাহমান খালের পাশে হওয়ায় রাস্তার স্লোপ ভেঙ্গে যেত ফলশ্রুতিতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো। স্লোপ প্রোটেকশন করাতে ভাঙ্গা রোধ হয়েছে এবং যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়েছে। এতে করে মানুষের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে বলে স্থানীয় জনগণ জানান। কাজটি ডিজাইন মোতাবেক সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজের গুনগতমান সন্তোষজনক বলে লক্ষ্য করা গেছে।
ক) Re-excavation of Boro Mollah Khal ch: 0.0m - 3655m under Char Ramiz Union Parishad, Ramgati Upazila. খ) ৩.৬৫৫ কিঃমিঃ	ক) ৩৩,১৪,৮৯৪.০০ টাকা। খ) ৩৩,১৪,৮৯৪.০০ টাকা। গ) ৩২,৯৮,৬৩৩.০০ টাকা। ঘ) ১০০%	ক) ১২-০১-২০১৪ ইং খ) ১৬-০৩-২০১৪ ইং গ) গ্রুপ-১: পারুল ও অঞ্জলী গ্রুপ-২: জাফুনা ও পুতুল গ্রুপ-৩: কনিকা ও রুপালী গ্রুপ-৪: পিয়ারা ও পাখী বালা।	বড় মোলম্না খালটি মোট ৩.৬৫৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ। খালটি মূলতঃ দু'পাশের কৃষি জমিতে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্বে খালটি ভরাট থাকায় দু'পাশের কৃষি জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতো ফলশ্রুতিতে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যেত। খালটি প্রয়োজনীয় গভীরতায় খননের ফলে জমিতে থাকা অতিরিক্ত পানি সহজেই খালের মাধ্যমে নদীতে চলে যাচ্ছে এবং ক্ষেতের ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে ফলে ধানের ফলন বৃদ্ধি পাবে বলে স্থানীয় জনগণ জানান। খালটি ডিজাইন মত সম্পন্ন করা হয়েছে।

** পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত স্কীমের ছবিসমূহ প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৯। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়** : (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১৩-১৪	২০৭০.০০	৬৬০.০০	১৪১০.০০	২০৭০.০০	২০৬৯.১৩	৬৫৯.১৩	১৪১০.০০	০.৮৭
সর্বমোট	**২০৭০.০০**	**৬৬০.০০**	**১৪১০.০০**	**২০৭০.০০**	**২০৬৯.১৩**	**৬৫৯.১৩**	**১৪১০.০০**	**০.৮৭**

এ প্রকল্পে সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৭০.০০ (জিওবি ৬৬০.০০ + প্রকল্প সাহায্য ১৪১০.০০) লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২০৭০.০০ (জিওবি ৬৬০.০০ + প্রকল্প সাহায্য ১৪১০.০০) লক্ষ টাকা। এতে দেখা যায় প্রকল্প সমাপ্তি শেষে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ ০.৮৭ (২০৭০.০০ - ২০৬৯.১৩) লক্ষ টাকা (জিওবি)। উক্ত অব্যয়িত অর্থ বিধিমত সমার্পণ করা হয়েছে।

১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** : প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এলজিইডি'র একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন যার তথ্যাদি নিমেণ প্রদান করা হলো।

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
মোঃ মতিয়ার রহমান	পূর্ণকালীন	-	০১-০৭-২০১৩	৩০-০৬-২০১৪

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন** :

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	**অর্জিত ফলাফল**
১. জলবায়ু অভিযোজন উদ্যোগ বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চলে নির্ধারিত কৃষি/ চাষাবাদ এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখা। ২. গরীব/দুস্থ মহিলা শ্রমিকদের মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজন সংক্রান্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মান। নির্ধারিত চাষাবাদযোগ্য এলাকায় ড্রেইনেজের উন্নয়ন, খাল খনন, বন্যামুক্ত সড়ক নির্মাণ, ড্রেইনেজের উন্নয়ন, ড্রীষ্ট এর মত অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির পরীক্ষামূলক ড্রেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণ এবং LCS মহিলাদের জন্য IGA প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ূ পরিবর্তনের অভিযোজন সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করণ।	আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু পরিবহন ও ব্যবসায়িক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে খাল খনন করায় জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে। ফলশ্রুতিতে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণ রাস্তা এবং সেই সঙ্গে সেচ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন হয়েছে যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সাইক্লোনের সময় সাইক্লোন সেল্টারে যেতে পারছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুযোগকালীন সময়ে নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারছে। এছাড়াও কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে সহায়তা করছে। LCS গ্রুপ এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা জন্মেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং দুঃস্থ্য মহিলাদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২.৮ লক্ষ শ্রম দিবস অর্জিত হয়েছে।

১২। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ : সংশোধিত লক্ষমাত্রা অনুযায়ী সকল অংগের কাজ সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা : প্রকল্প এলাকা উপকূলীয় প্রত্যমঅ অঞ্চলে এবং বিচ্ছিন্ন দ্বীপ এলাকায় হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজসাধ্য ছিল না। তদুপরি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বাস্তব পদক্ষেপের ফলে সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে।

১৪। **সুপারিশঃ**

১৪.১। প্রকল্পটির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো যেমন মাটির রাস্তা নির্মাণের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে সাইক্লোন ও বন্যার সময় নিকটস্থ সাইক্লোন শেলটারে দ্রুত আশ্রয় গ্রহণ সাময়িকভাবে সম্ভব হবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী সুবিধার জন্য এ মাটির রাস্তাগুলো পাকাকরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.২। প্রকল্পটির মাধ্যমে সমুদয় কাজ মহিলা শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে LCS এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ফলে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সক্ষমতা ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্পের প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.৩। প্রকল্পটির স্কীম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা থাকায় স্থানীয় পর্যায় পরিকল্পনা গ্রহণ জলবায়ু অভিযোজনের ক্ষেত্রে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত মত বিনিময় করা যেতে পারে।

১৪.৪। প্রকল্পটির মাধ্যমে খননকৃত খাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগিদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

১৪.৫। উপকূলীয় প্রত্যন্ত অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গরিব মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বর্ণিত পাইলট প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যথাযথ বলে প্রতীয়মান হওয়ায় জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্যে এধরণের একই লক্ষ্যমাত্রার Short Term (২০১৪-১৬) এবং Long Term (২০১৬-২০) প্রকল্প উপকূলীয় অঞ্চলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

Pictures of visited schemes

Name of Scheme: Raising of Earthen Road Embankment of East Kolakopa Sayed Road, Char Puragacha UP, Ramgati Upazila, Lakshmipur District.
On the day of visit

Name of Scheme: Construction of U-drain on East Kolakopa Sayed Road at ch. 125m, Char Puragacha UP, Ramgati Upazila, Lakshmipur District.

Discussion with LCS & Local people on the day of visit

Name of Scheme: Re-excavation of Boro Mollah Khal From Ch-0-3655m, in Char Romiz Union, Ramgati Upazila, Lakshmipur District.

Before excavation of khal

After excavation of khal

Paddy Land on both side of Khal

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের অবস্থানঃ** ৪৩ টি পৌরসভায়ঃ (ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া, বরগুনা, ফেনী, কক্সবাজার, বাগেরহাট, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুমিল্লা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, যশোর, ঝিনাইদাহ, মাগুড়া, মুন্সিগঞ্জ, নাটোর, নোয়াখালী, রাজবাড়ী, ঠাকুরগাঁও, টাঙ্গাইল, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, নড়াইল, নওগাঁ, নীলফামারী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, লক্ষীপুর)।

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১৪ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৪৯৩৯.২৭	২১০৩৫.১০	২০৮৮২.৫৩	জুলাই,২০০৪ হতে জুন,২০০৯ (৪ বছর)	জুলাই, ২০০৪ হতে জুন, ২০১৪ (৮ বছর)	জুলাই,২০০৪ হতে জুন,২০১৪ (৮ বছর)	৫৯৪৩.২৬ (৩৯.৭৮%)	১০০%

৫। **পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন :**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১৪পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	রাজস্বঃ					
	জনবল	থোক	১৬ জন	৩৪৩.৭৫	১৬ জন (১০০%)	৩১০.৫৫
	সরবরাহ সেবা (কনসালটেন্সি)	থোক	থোক	১৫৭৭.২৮	৯৮.৬৬%	১৫৫৬.০৯
	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুর্নবাসন	থোক	থোক	৬৫.২৮	৯৯.৯৮%	৬৫.২৭
	উপ-মোটঃ			১৯৮৬.৩১		১৯৩১.৯১
	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়ঃ					
	জমি অধিগ্রহন	হেঃ	৩	৬২৮.৭৫	৩ হেঃ(১০০%)	৬২৮.৭৫
	জীপ গাড়ী ক্রয়	টি	১	৩৫.৮০	১ টি(১০০%)	৩৫.৮০
	রিস্কাভ্যান ক্রয়	টি	১০০	১৮.৮৯	১০০টি (১০০%)	১৮.৮৯
	অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম	থোক		১৮.৮৮	৯৯.৮৯%	১৮.৮৬
	উপ মোটঃ			৭০২.৩২		৭০২.৩০
	বাস টার্মিনাল	টি	৩	৬২৫.২২	৩ টি (১০০%)	৬২৫.২২

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১৪পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	কিচেন মার্কেট	টি	৩৪	৬১২.৮০	৩৩ টি (৯৭%)	৫৯৮.০৭
	পাবলিক টয়লেট	টি	৪০	৪২৭.৮৫	৪০টি (১০০%)	৪২৭.৮৫
	বিনোদন কেন্দ্র	টি	৫	৫৭২.৯৯	৫টি (১০০%)	৫৭২.৯৯
	বিদ্যমান বিনোদন কেন্দ্র	টি	২	১২০.১০	২ টি (১০০%)	১২০.১০
	গোরস্থান	টি	২৪	৩৪৮.০৬	২৪ টি (১০০%)	৩৪৮.৩৬
	রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	কিঃমিঃ	৩৯৪	১১২২৯.৫৬	৩৯৪ কিঃমিঃ (১০০%)	১১১৮১.১৪
	ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	৯৯.৩৩	২৬৮.৩৪	৯৯.৩৩ মিঃ (১০০%)	২৬৮.৩৪
	ড্রেন নির্মাণ	কিঃমিঃ	৮৪.৩৫	৪১৩১.২৫	৮৪.৩৫ কিঃমিঃ (১০০%)	৪০৯৬.২৫
	বৃক্ষ রোপন	টি	৬৯৯৩	১০.০০	৬৯৯৩ টি (১০০%)	১০.০০
উপ-মোটঃ				১৮৩৪৬.৪৭	৯৯.৪৭%	১৮২৪৮.৩২
সর্বমোটঃ				২১০৩৪.১০	৯৯.২৮%	২০৮৮২.৫৩

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর।

৬। পটভূমিঃ

পৌরসভাগুলি জেলা পর্যায়ে অবস্থিত এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। বিশেষতঃ এ-ক্যাটেগরীর পৌরসভা। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৩% লোক বর্তমানে নগর এলাকায় বসবাস করছে। নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনায় ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৫০% নগর এলাকা বাস করবে। এক সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, নগর জনসংখ্যার মাত্র ৪৫% মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানি সুবিধা পায় এবং ২০% নগরবাসী পয়ঃ নিস্কাশন সুবিধা ভোগ করছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণের ফলে জেলা শহরগুলোর জমি হ্রাসসহ প্রাকৃতিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা ধংস হচ্ছে। শহরের জনগণ পৌর সুবিধা হতে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি অপরিকল্পিত ও অপর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থার কারণে সড়কগুলোতে যানজটের সৃষ্টি হওয়ায় নাগরিক জীবন এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। অন্যদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে নাগরিক চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৮০ এর দশকে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক যে শহরগুলোর মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছিল সময়মত ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের অভাবে সেগুলোও এখন আর কার্যকর নয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষে ৪৩টি জেলা শহরের অবকাঠামো, পরিবেশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং শহরগুলোর জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭। উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পটির মূখ্য উদ্দেশ্য ৪৩টি পৌরসভায় ১) মৌলিক মানবিক চাহিদা মিটানোর নিমিত্তে অবকাঠামো ব্যবস্থার উন্নয়ন ২) পরিবেশের উন্নয়ন ৩) অবকাঠামো নির্মাণ, পূনঃনির্মাণ এবং পূনর্বাসনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ নগর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং টেকসই নগর উন্নয়নের জন্য মাস্টার পস্ন্যান প্রণয়ন।

৮। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ

মূল প্রকল্পটি ০৯/০১/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৪৯৩৯ .০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকল জুলাই , ২০০৪ হতে জুন , ২০০৯ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ২৮ /০৮/২০০৮ তারিখে

অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২১০৩৬.০৮ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুলাই ২০০৪, হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত । পরবর্তীতে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের পরিমাণ ও ব্যয় পরিবর্তন, বাজার দর অনুযায়ী বিভিন্ন অংগের সমন্বয় ও বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। এ সকল কারণে প্রকল্পটি ২১০৩৫.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২য় সংশোধিত ডিপিপি জুলাই-২০০৪ হতে জুন-২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৩/০২/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। প্রকল্প পরিদর্শনঃ

(ক) এ বিভাগের পরিচালক, বেগম তাজকেরা খাতুন কর্তৃক গত ১৭/০৪/২০১৫ ও ১৭/০৫/২০১৫ তারিখে যথাক্রমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত কাজের কিছু স্কীম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়;

খ) এ বিভাগের সহকারী পরিচালক, মোঃ ওয়াহিদ হোসেন কর্তৃক গত ১৭/০২/২০১৫ ও ১৮/০২/২০১৫ তারিখে ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় বাস্তবায়িত কাজের কিছু স্কীম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

৯.১। সুনামগঞ্জ জেলা:

আইএমইডি কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত তিনটি কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সুনামগঞ্জ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মীর মোশারফ হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী কালী কৃষ্ণ পাল এবং উপজেলা প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষন ও পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিদর্শিত তিনটি কার্যক্রমগুলোর সং ক্ষিপ্ত বর্ণনা নিমেণ দেওয়া হলো: ক) নর্দমা ; খ) কিচেন মার্কেট; গ) টয়লেট।

ক) নর্দমাঃ প্রকল্পের আওতায় বড়পাতায় ২৯৫ মিটার, উকিলপাড়ায় ৮৪ মিটার এবং চিলপাড়ায় (মাননীয় নাজির এমপির বাড়ীর সামনে) ৬৫ মিটার নর্দমা তৈরী করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে অনুমোদিত নকশার সাথে নর্দমার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ নর্দমার প্রস্থ ৯০০ মিলিমিটার (ওয়ালের পুরুত্ব ১৫০ মিঃমিঃ) এবং উচ্চতা ৬০০ থেকে ৭৫০ মিঃমিঃ পাওয়া যায়।

খ) কিচেন মার্কেটঃ শহরের ওয়েজ খালি এলাকার কাচা শাক মাছ-মাংস ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ২০০.৪৬ বর্গমিটার (দৈর্ঘ ২৬.৫৮ মিটার এবং প্রস্থ ৫.৪৮ মিটার) অর্থাৎ তলের একটি টিন সেডের কিচেন মার্কেট তৈরী করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে নকশা অনুযায়ী মার্কেটের আয়তন এবং আরসিসি কলামের উপর টিন সেড পাওয়া যায়। তবে মার্কেট এখনও লিজ না হওয়ায় কোন দোকান এখনও চালু হয়নি। (চিত্র-৩,৪)।

গ) পাবলিক টয়লেটঃ পরিদর্শনকালে অনুমোদিত নকশায় ৩৬৫০ মিলিমিটার-৪২৭৫ মিলিমিটার আয়তননের জায়গায় গোসল ও প্রশ্রাবের সুবিধাসহ ৩টি পুরুষদের টয়লেট এবং মহিলাদের ব্যবহারের জন্য ১ টয়লেট সুবিধা রাখা হয়েছে তবে সুনামগঞ্জ কালেক্টরের চত্তরে পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় যে, পাবলিক টয়লেটটি আইনজীবী সহকারীদের কার্যালয়ের পিছনে বা কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্তভাবে তৈরী করা হয়েছে। সাধারন পাবলিকের ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। পরিদর্শনের দিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় এবং আইজীবী সহকারীদের অফিস বন্ধ থাকায় কোন ক্রমেই দেখা সম্ভব হয় নি। তবে একজন আইনজীবীর সাথে কথা হয় তিনি জানান যে, নির্মাণ কাজ ভালে হয়েছে। এটি একটি পাবলিক টয়লেট হলেও এমন এক স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে; যেখানে সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার খুবই সীমিত। সাধারণ মানুষকে এ টয়লেট ব্যবহার করতে হলে আইনজীবী সহকারীদের অফিস ক ক্ষের ভিতর দিয়ে পিছনে গিয়ে টয়লেট ব্যবহার করতে হবে। বিষয়টি এমন যে এখানে কোন পাবলিক টয়লেট আছে তা জানা সাধারণ জনগণের কোন সুযোগ নেই বা আইনজীবী সহকারীদের অফিস কক্ষের ভিতরে প্রবেশের বিষয়ে সীমাবদ্ধতা/নিষেধাজ্ঞা দিলে কেউ তা ব্যবহার করতে পারবেনা। পাবলিক টয়লেটি জনগণের সাথে শেয়ার করার বিষয়ে পৌরসভার নির্বহী প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে, টয়লেটের ভিতরে লেখা আছে পাবলিক টয়লেট। কালেক্টরেট ভবনের সামনে এত খালি জায়গা থাকার পরও ভিতরে পাবলিক টয়লেট নির্মাণের কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান যে, দৃশ্যমান জায়গায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণের জন্য জায়গা বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।

৯.২। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাঃ

কিচেন মার্কেট নির্মাণঃ প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় ৬৯,৭৯,৯৯৪.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৯ টি কিচেন মার্কেট নির্মাণের প্রভিশন ছিল। ঠিকাদারেরর সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে প্রকৃতপক্ষে উক্ত ৯টি কিচেন মার্কেট নির্মাণের জন্য ব্যয় হয়েছে ৮০,১৬,২৫০.৭৪ টাকা। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বটতলা হাট, নয়াগোলা হাট এবং হরিপুর হাটের প্রতিটিতে ৩ টি করে (৩X৩) মোট ৯ কিচেন মার্কেটের সেড নির্মাণের কথা থাকলেও বটতলা হাটে সেড নির্মাণ করা হয়েছে ২টি, হরিপুর হাটে ৩টি এবং নয়াগোলা হাটে ৪টি। নয়াগোলা হাটে ১টি সেড বেশী (৪টি) এবং বটতলা হাটে ১টি সেড কম নির্মাণের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, বটতলা হাটটি বেশ পুরাতন এবংএখানে বহু পূর্ব থেকে স্থায়ীভাবে হাটের স্থপনা রয়েছে। প্রতি হাটে এখানে প্রচুর ক্রেতা বিক্রেতার সমাবেশ ঘটে এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের তেমন বড় সমস্যা হয় না। সে তুলনায় নয়াগোলা একটি নতুন হাট; এখানে তেমন কোন স্থায়ী কাঠামো ছিল না। ফলে এ হাটে পন্য বেচা কেনা করতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কেই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হত। এ জন্য এখানে একটি সেড বেশী নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রতিটি সেডের দৈঘ্য ১২ মিটার এবং প্রস্থ ৬ মিটার (আয়তন ৭২.০০ বর্গমিটার) পাওয়া যায়। প্রতিটি মার্কেটে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী টিন সেডের নীচে উভয় পাশে ভূমি থেকে ভূমি ০.৭৫ মিটার উচ্চতা ও ২.০০ মিটার প্রশস্থতা বিশিষ্ট কনক্রিটের প্লাটফর্ম বানানো হয়েছে। পরিদর্শনের দিন হাট বার না হওয়ায় কোন বেচা কেনা দেখা যায় নাই। তবে, কয়েকটি স্থানে কিছু পন্য-দ্রব্য স্তুপ করে রাখা হয়েছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র নং-১)।

নতুনহাট হতে আযাইপুর সড়কে ড্রেন নির্মাণ t চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের নতুন হাট রোড থেকে আযাইপুর রোডের সাইডে ২০৮ মিটার আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ড্রেনের গভীরতা ৯০০ মিলি মিটার, প্রশস্থতা ৬০০ মিলি মিটার এবং ড্রেনের ওয়ালের পুরুত্ব ১৫০ মিলি মিটার পাওয়া যায়। ড্রেনের বেশীর ভাগ অংশে কোন ঢাকনা দেয়া নেই। তবে রাস্তা থেকে বিভিন্ন বাড়ীতে প্রবেশের দ্বারগুলোতে স্লাব বসানো রয়েছে। স্থানীয় জনগণ জানায় যে, রাস্তায় ছোট বাচ্চারা খেলা ধুলা করার সময় বা অসাবধানতা বসতঃ চলাচলের সময় ড্রেনের মধ্যে পড়ে যাবার আংশকা রয়েছে (চিত্র-২)। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ড্রেনটি শহরের একটি ব্যস্ততম এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছে। সুতরাং দুর্ঘটনার ঝুকিঁ এড়ানোর জন্য এ এলাকায় স্ল্যাব/ঢাকনাসহ ড্রেন নির্মাণ করলে ভাল হত মর্মে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র -১ হরিপুর হাটে নির্মিত সেড

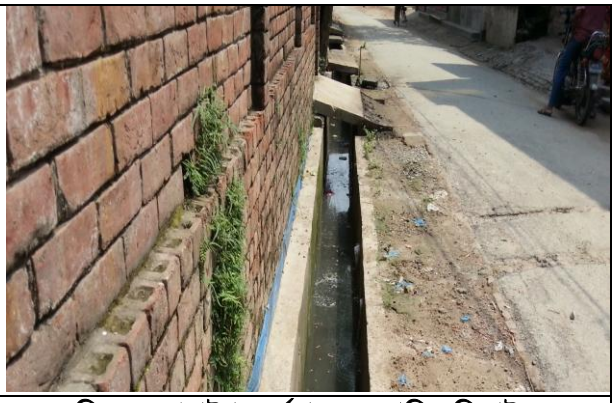

চিত্র -২: আযাইপুর নর্দমার অনুমোদিত ডিজাইন

গোরস্থানের উন্নয়নঃ প্রকল্পের মাধ্যমে গোরস্থান উন্নয়ন কম্পোনেন্টের আওতায় নামোরাজরামপুর উত্তরপাড়া গোরস্থান এবং নামোরাজরামপুর হালুয়াবান্ধা গোরস্থানে নির্মিত ওয়েটিং রুম (মৃত ব্যাক্তির খাটিয়া রাখার স্থান), গোরস্থানে প্রবেশের রাস্তা এবং গোরস্থানের মধ্যে নির্মিত পায়ে হাটার রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয় । পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে , গোরস্থানে প্রবেশের জন্য এবং গোরস্থানের মধ্যে পায়ে হাটার জন্য এইচবিবি দ্বারা ৩০০ মিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে । নির্মিত রাস্তাগুলি বর্তমানে চলাচলের জন্য ভাল অবস্থায় রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় । তবে, দুটি গোরস্থানে নির্মিত দুটি ওয়েটিং রুমই (খাটিয়া রাখার স্থান) অসম্পূর্ণ রেখেই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে । ওয়েটিং রুমের বাহ্যিক কাঠামো অর্থাৎ ওয়াল , পিলার এবং সিলিং -এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে । কিন্তু ওয়াল ও ছাদের প্লাস্টার ও মেঝের কাজসহ সকল ফিনিসিং কাজ অসমাপ্ত রয়েছে (চিত্র: ৩ ও ৪)। এ প্রসংগে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট জানতে চাওয়া হলে তাঁরা জানান যে , অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে ওয়েটিং রুমের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

চিত্র-৩ নামোরাজরামপুর উপরপাড়া গোরস্থানে নির্মিত ওয়েটিং রুম	**চিত্র-৪ নামোরাজরামপুর হালুয়াবান্ধা গোরস্থানে নির্মিত ওয়েটিং রুম**

৯.৩। মাগুরা জেলাঃ মাগুরা পৌরসভার তাতিপাড়া থেকে খালকুল পাড়া পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ কাজের খালকুল পাড়া অংশের কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে (চিত্র-৫)। তাতিপাড়া অংশে নির্মিত ওপেন ড্রেনের উপর নির্মিত স্ল্যাবগুলো উচুঁ নিচুঁ রয়েছে দেখা যায়। তাছাড়া আরসিসি ড্রেনের পাশে থেকে মাটি সরে যাওয়ায় ড্রেনটির কিছু অংশ ঝুকির মধ্যে রয়েছে। এছাড়া পারলার মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে ০২ রুম বিশিষ্ট ০১টি বাথরুম নির্মাণ করা হয়েছে। বাথরুমে ব্যবহৃত টাইলস এর পয়েন্টিং নেই মর্মে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায়। তাছাড়া আবাসিক মাদ্রাসাটির মুলভবন থেকে ল্যাট্রিনটি বেশ দূরে দেখা যায়। ফলে ল্যাট্রিনটি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেনা মর্মে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র-৫ মাগুরা পৌরসভায় তাতিপাড়া থেকে খালকুল পাড়া পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	**চিত্র-৬** চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় নির্মিত সিসি রাস্তা

৯.৪। ঝিনাইদহ জেলাঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মোট ১০টি প্যাকেজের আওতায় গ্রোথ সেন্টার, সড়ক নির্মাণ ও মেরামত, গনশৌচাগার নির্মাণ ও ড্রেন উন্নয়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ঝিনাইদহ শহরের বড় বাজারের গ্রোথ সেন্টারে নির্মিত শেড ও কে.পি বসু সড়কে অবস্থিত মন্দিরের পাশে নির্মিত শৌচাগারটি ও তার পাশে নির্মিত ড্রেন পর্যবে ক্ষণ করেন। পর্যবে ক্ষণ দেখা যায় যে, শৌচাগারটি সড়ক থেকে একটু দূরে মার্কেটের ভিতরে নির্মাণ করা হয়েছে। মুল সড়কের পাশে পাবলিক টয়লেটির কোন নিদের্শিকা দেয়া হয়নি। তাছাড়া, নির্মিত ড্রেনের স্ল্যাব ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মর্মে দেখা যায়। পৌরসভার প্রতিনিধি জানা যে, ড্রেন পরিস্কারের সময় স্ল্যাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৯.৫। চুয়াডাঙ্গা জেলাঃ

''জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় বাস্তবায়িত "Improvement of Existing BFS Raod by Guide Wall with CC Road from opposite side of LGED XEN office R&H Road via Adv. Basher House to Ali Hossain Daroga House at Hat Kalygonj Police para under Chuadanga Pourashava" শীর্ষক কাজটি পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সিসি রাস্তাটি কোথাও কোথাও ৩ ফুট আবার কোথাও কোথাও ০৮ ফুট প্রশস্ত। এ সকল রাস্তা দিয়ে জরুরী যান যেমন-এমবুলেন্স, দমকল বাহিনীর গাড়ি প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। এমনকি ঐ রাস্তা দিয়ে সাধারণ যান রিক্সা, ভ্যান ও চলাচলের সুযোগ নেই।

এত সরু রাস্তা নির্মাণ সম্পর্কে পৌরসভা কতৃপ ক্ষ জানান যে, জায়গা না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে সরু রাস্তা নির্মাণ করতে হয়েছে।

এছাড়া উক্ত পৌরভায় "Construction of Drain from Mr. Abdar House via Adv. Rashid House to Mr. Bablu at Antora lane in Court para under Chuadanga Pourashava" শীর্ষক বাস্তবায়িত কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নির্মিত ড্রেনের স্ল্যাবগুলের উচুঁ নিচুঁ রয়েছে। বিদ্যমান রাস্তার সারফেস থেকে ড্রেনের স্ল্যাব কিছুটা উচু রয়েছে। উচুঁ নিচুঁ ড্রেনের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচলের সময় ড্রেনের স্ল্যাব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বৃষ্টির সময় রাস্তার পানি নিস্কাশনে সমস্যা হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। পৌরসভা কর্তৃপ ক্ষ জানিয়েছেন যে, ড্রেন পরিস্কারের সময় স্ল্যাবগুলো উচুঁ নিচুঁ হয়ে যায়।

১০। ক্রয় কার্যক্রমঃ পরিদর্শনকালে সুনামগঞ্জ পৌরসভায় রক্ষিত নথি পত্রদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বর্ণিত ৩টি কম্পোনেন্টই পৌরসভায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ০৩টি প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহবান করা হয়। পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী নিয়িমিত ব্যবধ্যনে দরপত্র আহবান, দরপত্র জমা, মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মূল্যায়ন কমিটিতে নিজ সংস্থা বহিঃর্ভূত ২ জন সদস্য (গনপূর্ত বিভাগ এবং বিটিসিএল) ছিলেন। তিনটি কম্পোনেন্টের মোট চুক্তি মূল্য ছিল ৬৫,৬১,৫২০.১৯ টাকা। কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ৬৫,৪৬,৪৭৫.০১ টাকা।

১১। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ প্রকল্পের শুরু হতে জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২০৮৮২.৫৩ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.২৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৯%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০০৪-০৭	১২০৫.৪৫	১২০৫.৪৫	-	১২০৫.৪৫	১২০৫.৪৫	১২০৫.৪৫	-	
২০০৭-০৮	৫৩০.৭৭	৫৩০.৭৭	-	৫৩০.৭৭	৫৩০.৭৭	৫৩০.৭৭	-	
২০০৮-০৯	২১৬৫.২৬	২১৬৫.২৬	-	২১৬৫.২৫	২১৬৫.২৫	২১৬৫.২৫	-	
২০০৯-১০	২৭৭০.৮৩	২৭৭০.৮৩	-	২৭৭০.৮৩	২৭৭০.৮৩	২৭৭০.৮৩	-	
২০১০-১১	২৯৩৩.৩৪	২৯৩৩.৩৪	-	২৯৩৩.৩৫	২৯৩৩.৩৫	২৯৩৩.৩৫	-	
২০১১-১২	৩৫২০.৫৪	৩৫২০.৫৪	-	৩৫২০.৫৪	৩৫২০.৫৪	৩৫২০.৫৪	-	
২০১২-১৩	৩৪৯৯.৭২	৩৪৯৯.৭২	-	৩৪৯৯.৭২	৩৪৯৯.৭২	৩৪৯৯.৭২	-	
২০১৩-১৪	৪৪০৯.১৮	৪৪০৯.১৮	-	৪৪০৯.০০	৪২৫৬.৬২	৪২৫৬.৬২	-	১৫২.৩৮
সর্বোমোট =	২১০৩৫.১০	২১০৩৫.১০	-	২১০৩৪.৯২	২০৮৮২.৫৩	২০৮৮২.৫৩	-	১৫২.৩৮

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ

প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এলজিইডি'র চারজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	কার্যকাল
মোঃ মমিনুল হক	পূর্ণকালীন	০৮-০২-২০০৫ হতে ১১-১২-২০১০
মোল্লা আবুল বাশার	পূর্ণকালীন	২৭-০২-১১ হতে ৩০-০৬-২০১১
মোঃ আবুল বাশার	পূর্ণকালীন	০১-০৭-২০১১ হতে ২০-১১-২০১১
মোঃ আব্দুস ছালাম মন্ডল	পূর্ণকালীন	২০-১১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪

উপরের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় মাত্র ৩ বছরের বাস্তবায়িত এ প্রকল্পে চারজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৩। **অডিটঃ** পিসিআর অনুসারে প্রকল্পের External অডিটে সম্পন্ন হয়েছে **এবং** ১০ (দশ) **টি** আপত্তি **এখনও অনিষ্পন্ন রয়েছে।**

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
ক) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাসস্মাবায়ন মাষ্টার প্ল্যান প্রনয়ন খ)মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন; গ) স্থানীয় পৌর প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চতর রাজস্ব আয় অর্জন, যাতে করে টেকসই নগর অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করা যায়; ঘ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।	এ বিভাগের নিকট প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ২২ টি পৌরসভা ও রংপুর এবং কুমিল্লা সিটি কপোর্রেশনে মাস্টার প্ল্যান প্রনয়ণ করা হয়েছে । এছাড়া, ৪৩ টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। তবে এ বিভাগের মতামত এ প্রতিবেদনের পরিদর্শন, সমস্যা ও সুপারিশ অংশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃপ্রযোজ্য নয়।

১৬। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৬.১ **প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্ব ও ব্যয় বৃদ্ধি (Time and Cost Over-run):** প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০০৪ হতে জুন , ২০০৯ পর্যন্ত মোট ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল । কিন্তু প্রকল্পটি প্রকৃতপক্ষে জুন , ২০১৪-তে সমাপ্ত হয় । প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল মোতাবেক ৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর সময় প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে টাইম ওভার রান হয় ২০০ %। অন্যদিকে প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ১৪৯৩৯ .০০ লক্ষ টাকা, কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২০৮৮২ .৫৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ কস্ট ওভার রান হয়েছে ৫৯৪৩ .২৬ লক্ষ টাকা বা ৩৯.৭৮% (অনুচ্ছে-৪ ও ৮)।

১৬.২ **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ** প্রকল্পটির শুরু হতে সমাপ্ত পর্যন্ত মোট ৪ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয় । প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হওয়ায় প্রকল্পটি ২বার সংশোধন ও নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন করা যায়নি মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছে-১২)।

১৬.৩ **প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়াঃ** প্রকল্পটির আওতায় দেশের বিভিন্ন পৌরসভায় বাস্তবায়িত সড়ক , পাবলিক টয়লেট , ড্রেনেজ, কিচেন মার্কেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোর কাজ পরিদর্শনে দেখা যায় পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক স্থানে পাবলিক টয়লেট , ড্রেন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে । এছাড়া প্রকল্পটির আওতায় সুনামগঞ্জ শহরে ওয়েজখালি এলাকায় কিচেন মার্কেট নির্মাণ করা হলেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি (অনুচ্ছে-৯.৩,৯.৪,৯.৫)।

১৬.৪ **প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পৌরসভায় স্কিম নির্ধারণের ক্ষেত্রে যর্থাথতা বিবেচনা না করাঃ**প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায়, বিভিন্ন পৌরসভায় যে সকল স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে প্রকৃত প্রয়োজন কিংবা অগ্রাধিকার বিবেচনায় নির্ধারণ করা হয়নি । যেমন সুনামগঞ্জ জেলার ওয়েজখালি এলাকায় নির্মিত কিচেন মার্কেটটি এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি । এছাড়া পাবলিক টয়লেটের স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রেও জনবহুল এবং সর্বাসাধারণের নিয়মিত ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে যে ধরণের স্থান নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল তা করা হয়নি । ফলে আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত পাবলিক টয়লেটসমূহে সর্ব সাধার•ণ র স্বাভাবিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি । এছাড়া পর্যবেক্ষণে আরও দেখা যায়, সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন স্ট্রান্ডার্ড মান বিবেচনা করা হয়নি। যেমন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় কিছু রাস্তা ৩ ফুট হতে ০৮ ফুট প্রশস্তে নির্মাণ করা হয়েছে, যা দিয়ে জরুরী যান যেমন-এমবুলেন্স, দমকল বাহিনীর গাড়ি প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। এমনকি ঐ রাস্তা দিয়ে সাধারণ যান রিক্সা, ভ্যান ও চলাচলের সুযোগ নেই। এত সরু রাস্তা নির্মাণ সম্পর্কে পৌরসভা কর্তৃপ ক্ষ জানান যে, জায়গা না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে সরু রাস্তা নির্মাণ করতে হয়েছে (অনুচ্ছে-৯.১, ৯.৫)।

১৬.৫ **উল্লেখযোগ্য স্কিম না থাকলেও অযৌক্তিকভাবে প্রকল্প এলাকা বৃদ্ধিঃ** প্রকল্পটির আওতায় মোট ৪৩টি পৌরসভায় অবকাঠামো নির্মাণসহ ২২টি পৌরসভার মাস্টার প্ল্যানের সংস্থান ছিল । সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও ডিপিপি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ৯ বছর ব্যাপী বাস্তবায়িত প্রকল্পটির মাধ্যমে পৌরসভাসমূহে অবকাঠামো নির্মাণে উল্লেখযোগ্য স্কিম বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থান ছিলনা । উদাহারণস্বরুপ মৌলভীবাজার পৌরসভায় মাত্র ৫৫ .০০ লক্ষ টাকা, সুনামগঞ্জ পৌরসভায় ৭৭ .০০ লক্ষ টাকা, নাটোর পৌরসভায় ১৭৪.৬৫ লক্ষ টাকা ও পটুয়াখালী পৌরসভায় ২১১ .৯৩ লক্ষ টাকার সংস্থান । এত সামান্য আর্থিক সংস্থানে কোন পৌরসভায় উল্লেখযোগ্য বা দৃশ্যমান কোন উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব ছিলনা । ফলে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পৌরসভাভিত্তিক যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তা দিয়ে উক্ত পৌরসভায় কোন মাস্টার প্ল্যান মোতাবেক কোন উন্নয়ন কাজ করা হয়নি। বেশীরভাগ পৌরসভায় আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দের টাকায় অপরিকল্পিত স্কিম নির্ধারণ , সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকটা রক্ষণাবেক্ষণের আদলে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, যা একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্যের অন্তরায় (অনুচ্ছে-৯.২)।

১৭। সুপারিশঃ

১৭.১ প্রকল্পটির আওতায় মোট ২২টি পৌরসভার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ করা হয়েছে । উক্ত ২২টি পৌরসভায় ভবিষ্যতে যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে মাস্টার প্ল্যানে সুপারিশ মোতাবেক প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছে-১৪)।

১৭.২ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প মুল অনুমোদিত ব্যয় ও সময়ে বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছে-১৬.১)।

১৭.৩ স্থানীয় সরকার বিভাগ ভবিষ্যতে বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকারী বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের নিয়োগের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুঃ ১৬.২)।

১৭.৪। চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার প্রতিটি হাটে (বটতলা, নয়াগোলা এবং হরিপুর) ৩ টি করে (৩X৩) মোট ৯ কিচেন মার্কেটের সেড নির্মাণের কথা থাকলেও বাস্তবে বটতলা হাটে সেড নির্মাণ করা হয়েছে ২টি , হরিপুর হাটে ৩টি এবং নয়াগোলা হাটে ৪টি । নয়াগোলা হাটে ১টি সেড বেশী (৪টি) এবং বটতলা হাটে ১টি সেড কম (২ টি) নির্মাণের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে কিনা বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখবে (অনুচ্ছেদ-৯.২)।

১৭.৫। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং তা সর্বাঙ্গীনভাবে সমাপ্ত করা বা ঞ্চনীয়। কিন্তু চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় গোরস্থান উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয় নি । এ ক্ষেত্রে ঐ গোরস্থান কম্পোনেন্টের আংশিক কাজ বাকী রেখেই প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে। এর কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ- ৯.২ ও ১৬.৪)।

১৭.৬। সুনাগঞ্জ শহরের ওয়েজখালি এলাকায় নির্মিত কিচেন মার্কেটটি চালু করার লক্ষে দোকানী/ব্যবসায়ীদের অনুপ্রাণীত এবং মার্কেট লিজ প্রদানের নিমিত্ত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইনজীবি সহকারীদের অফিসের লাগোয়া পিছনে পাবলিক টয়লেট নির্মাণের কারণ স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখতে পারে। উল্লেখ্য উক্ত অফিসের ভিতর দিয়ে ঐ টয়লেটে প্রবেশ করতে হয় (অনুচ্ছেদ-৯.১ ও ১৬.৪);

১৭.৭। প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন(অনুচ্ছেদ-১৬.৩);

১৭.৮। ভবিষ্যতে বিভিন্ন পৌরসভায় স্কিম নির্ধারণের ক্ষেত্রে যর্থাথতা বিবেচনা করা (অনুচ্ছেদ-১৬.৪);

১৭.৯। ডিপিপি'তে কোন কোন পৌরসভার জন্য নামমাত্র টাকা বরাদ্দ দিয়ে ৪৩টি পৌরসভা প্রকল্পে অন্তভূক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে নামমাত্র টাকা বরাদ্দ দিয়ে প্রকল্পের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি না করার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ বিবেচনা করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৬.৫);

১৭.১০। External অডিটের আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১3);

১৭.১১। অনুচ্ছেদ ১ ৭.১ থেকে ১৭.১০ এ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ০১ মাসের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

----------o----------

রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্প
সম্পাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন,২০১৪)

১। **প্রকল্পের অবসহান** : রংপুর সিটি কর্পোরেশন

২। **বাস্তবায়নকারী সংসহা** : রংপুর পৌরসভা ও পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২২৯৪.০০	২২৯৪.০০	২১৭২.০০	মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	মার্চ, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	-	৪০%

৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১৩পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	-	-	৫.০০	১০০%	৫০০
২।	বৃক্ষরোপণ	কি.মি.	৯কি.মি.	৩.০০	-	-
৩।	শ্যামা সুন্দরী খাল খনন	ঘন মি.	১৭৭০৮০	১৪১.৬৫	১৩৫.২৮	১৭৭০৮০.০০
৪।	স্লোপ প্রটেকশন	কি.মি.	১৪৯৯.৫৫	৭.৯৩	১২৫৪.৭৭	৬.৮৭
৫।	শ্যামা সুন্দরী খাল বরাবর ফুটপাত নির্মাণ	কি.মি.	৪৩১.০০	৭.৯৩	৩০০.০০	৬.৬৭
৬।	সিট বেঞ্চ নির্মাণ	সংখ্যা	২০	১৪.১৫	০.৫১	১৮
৭।	শ্যামা সুন্দরী খালের উপর ব্রীজ/কালর্ভাট পুনবাসন	মি.	২০.৫০	২৫.০৯	২০.৫০	২৬.১১
৮।	শ্যামা সুন্দরী খালের উপর ব্রীজ/কালর্ভাট পুননির্মাণ	মি.	৯৬.১৫	৪১৫.৫৬	৯৬.১৫	৪২৮.০৩
	মোট =			২৪৮৫.০০		২১৪৯.৭৯

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারনঃ** প্রকল্পের বাস্তবায়নের দায়িত্ব রংপুর পৌরসভার পরিবর্তে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-কে প্রদান এবং তার ফলে সৃষ্ট সমন্বয়ের অভাবে প্রকল্পটির কাজ অসমাপ্ত রয়েছে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ :**

৭.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** শত বছরের অধিক পুরাতন শ্যামা সুন্দরী খালটি রংপুর শহরের মধ্যে অবস্থিত। খালটির উন্নয়ন ও সংস্কার না করার ফলে কালক্রমে খালটি আবর্জনা ও অন্যান্য দূষিত বর্জ্যে ভরাট হয়ে গেছে; যা শহরের পরিবেশ দূষণ ও মশক বিস্তারের অন্যতম কারণে পরিণত হয়েছে। ফলে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে, বিভাগীয় শহর হিসেবে রংপুর যাত্রা শুরু করায় শহরে এক দিকে যেমন জনসংখ্যা ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে; তেমনি নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলোচ্য শ্যামা সুন্দরী খালটি সংস্কার করা হলে শহরের পরিবেশ দূষণ রোধ, পানি প্রবাহ সৃষ্টি এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধিত হবে। খালের উপর ব্রীজ বা কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে, খালের অবৈধ দখল রোধ করা সম্ভব হবে এবং শহরবাসীর বিনোদন ও নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

১) শ্যামা সুন্দরী খাল পূনঃখননের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা;

২) খালের চতুরপার্শ্বে ওয়াকওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে শহরবাসীর বিনোদন ও নাগরিক জীবনের উন্নয়ন;

৩) পরিবেশ দূষণ রোধ, পানি প্রবাহ সৃষ্টি এবং পরিবেশ দূষণ রোধের মাধ্যমে জনস্বাস্থের উন্নয়ন;

৪) শ্যামা সুন্দরী খালসহ আশপাশের খালসমূহের অবৈধ দখল রোধ;

৫) শ্যামা সুন্দরী খালের উপর ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;

৬) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

৭.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন, অর্থায়ন ও সংশোধন :**

প্রকল্পটি গত ২৭/০৩/২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২২৯৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে অনুমোদন করেন এবং গত ১৪/০১/২০১৩ইং তারিখে প্রকল্প ব্যয় সংশোধন করে মোট ২৪৮৫.০০ ল ক্ষ টাকা নির্ধারন করা হয় এবং পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৪। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১৪ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২১৪৯.৭৯ লক্ষ টাকা; যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৬.৫১%।

৭.৫। **প্রকল্পটির বছর ভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নেরূপঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১০-২০১১	-	-	-	-	-	-	-	
২০১১-২০১২	৫০০.০০	৫০০.০০	-	৫০০.০০	২৮৫.৪৯	২৮৫.৪৯	-	২১৪.৫১
২০১২-২০১৩	**৮৮৩.০০**	**৮৮৩.০০**	-	**৮৮৩.০০**	**৬৯৬.১৮**	**৬৯৬.১৮**	-	১৮৬.৩২
২০১৩-২০১৪	১১০২.০০	১১০২.০০	-	১১০২.০০	১১৬২.৬২	১১৬২.৬২	-	৬০.৬২
সর্বমোট =	২৪৮৫.০০	২৪৮৫.০০	-	২৪৮৫.০০	২১৪৪.৭৯	২১৪৪.৭৯	-	৩৪০.২১

৭.৬ **<u>প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ</u>** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয় কার্যক্রম হতে দৈবচরনের ভিত্তিতে শ্যামা সুন্দরী খাল খননের জন্য সম্পাদিত প্যাকেজ নং- আইএসকেআরপি, ডবিস্নউ-১ এর ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৩৪৯৫৫৭১.০১ টাকা। গত ০২/০৬/১১ ও ৭/৬/১১ তারিখে যথাক্রমে দৈনিক পরিবেশ ও The Daily Star পত্রিকায় এবং গত ১২-৬-২০১১ তারিখে সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে উমুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সে মোতাবেক মোট ০৪ জন দরদাতা দরপত্র দাখিল করে এবং ০৩ জনকে রেসপনসিভ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে, মের্সাস এইচ এন্ড এমসিকে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে গত ২১-০৭-২০১১ তারিখে ১৪১৬৪৬৬২.৬১ টাকা কার্যাদেশ দেওয়া হয়।

৭.৭। **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:</u>**

প্রকল্পটিতে ১ (এক) জন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিচে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	দায়িত্বের ধরণ (অতিরিক্ত দায়িত্বের পূর্ণকালীন)
১	মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ নির্বাহী প্রকৌশলী	এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন,২০১৪	**অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পূর্ণকালীন**

০৮। প্রকল্প পরিদর্শনঃ রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন (সংশোধিত) শীর্ষ'ক প্রকল্পের আওতায় শ্যামা সুন্দরী খাল পুনঃখনন, স্লোপ প্রটেকশন, খালের পাড়ে ফুটপাত নির্মাণ, সিট বেঞ্চ নির্মান, ব্রীজ কালভাট পুনর্বাসন ও মেরামত এবং ব্রীজ কালভার্ট পুননির্মাণ কাজ করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। গত ২৪/১০/২০১৫ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বস্তিতে বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ, সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৮.১। **খাল খননঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মোট ১৫.৮৭ কিঃমিঃ খাল খননের সংস্থা ছিল এবং প্রাপ্ত পিসিআর মোতাবেক ১৫.৮৭ কিমিঃ খাল খনন কাজ শেষ হয়েছে। গত ২৪-১০-২০১৫ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে ১৫.৮৭ কিঃমিঃ খাল খনন কাজের কয়েকটি স্থান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, খালটি পুনঃখনন করা হলেও দুই পাশের গৃহস্থালি থেকে নিয়মিত ময়লা আর্বজনা ফেলা এবং সুয়্যারেজের লাইন সরাসরি খালের সাথে সংযোগ এবং নিয়মিত পরিস্কার না করার ফলে খালটি পুনরায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং পানি কালো এবং দুগন্ধযুক্ত হয়ে গেছে (চিত্র-১,২,৩,৪)।

৮.২। স্লোপ প্রটেকশন, বেঞ্চ নির্মাণ, বৃক্ষরোপন ও ব্রীজ/কালভাট নির্মাণঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খালের উন্নয়নের জন্য ৭.৯৩২ কিঃমিঃ স্লোপ প্রটেকশন কাজ ০৪টি প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ০২টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকী ০২টি প্যাকেজের কাজের ০১টি ৫৫% এবং অন্যটির ৮৭% কাজ শেষ হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রথমে অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে তৎকালীন রংপুর পৌরসভা আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। অতঃপর ২২-১১-২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ ডিপিইসি সভায় প্রকল্পের কম অগ্রগতি, পৌরসভা বিলুপ্ত করে সিটি কর্পোরেশন ঘোষনা এবং একজন প্রশাসক নিয়োগ করা, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা এবং নির্বাচনের পূর্বে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যহৃত হওয়ার আংশকা প্রকাশ করা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে এলজিইডি'কে দায়িত্ব দেয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নির্বাচনের পরে আলোচ্য রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অসহযোগিতার কারণে উল্লিখিত প্রকল্পের ০২টি প্যাকেজের কাজ শেষ করা যায়নি (চিত্র-৪)।

বাস্তবায়িত কাজ পর্যবেক্ষণ কাজে দেখা যায়, স্লোপ প্রটেকশন কাজের জন্য খালের ৬.৮৭ কিঃমিঃ এলাকায় আরসিসি পোল স্থাপন করে আরসিসি প্লেট স্থাপন করা হয়েছে এবং খালের পাড়ের স্লোপে সিসি ব্লক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া পেভিং ব্লক দিয়ে ৬.৬৭ কিঃমিঃ পায়ে চলার পথ নির্মাণ করা হয়েছে। খালের স্লোপে স্থাপিত সিসি ব্লক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ব্লকগুলো স্থাপন সমান্তরাল হয়নি। সঠিকভাবে কমপ্যাকশন না করার ফলে এমনটি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। কিছু কিছু জায়গায় থেকে ব্লক উঠে গেছে। কিছু কিছু জায়গায় খালে মাছ ধরার জন্য ব্লক উঠিয়ে বাঁশ স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে **স্যু**য়ারেজের লাইন খালের সাথে **পাইপের মাধ্যমে** সংযোগ দেয়া হয়েছে **এবং স্যু** য়ারেজ লাইনের পানি **পাইপের মাধ্যমে** সরাসরি বস্নকের উপর পড়ছে। ফলে, ব্লকগুলো ফাঁকা হয়ে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে বা সরে যাচ্ছে। খালের ০২ (দুই) পাড় দিয়ে

নর্দমা নির্মাণ করে গৃহস্থালি এবং বৃষ্টির পানি কয়েকটি চ্যানেলের মাধ্যমে খালে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করলে খালটির পাড় ও প্রটেকশন কাজ টেকসই হত (চিত্র-৪)।

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০টি সিটিং বেঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র-২)। তবে খালের পাড়ে গরু, ছাগল বেধে রাখা ও তার ফলে আবর্জনার স্তুপ এবং গৃহস্থালির ময়লা আর্বজনা খালের পাড়ে নিক্ষেপ করায় আলোচ্য খালের যে অবস্থা তাতে বেঞ্চে বসার মত পরিবেশ নেই। ফলে এ বেঞ্চ নির্মাণ কাজের যে উদ্দেশ্য ছিল তা অর্জিত হচ্ছে না। এছাড়া, জানা গেছে বৃক্ষরোপনের সংস্থান থাকলে কোন বৃক্ষরোপন করা হয়নি। তবে ০৪টি ব্রীজ ও ০২টি বক্স কালভাট নির্মাণ করা হয়েছে(চিত্র-৩)।

চিত্রঃ১-খালের পাড় রক্ষা কাজ, স্যুয়ারেজ লাইন, আবর্জনা, অবৈধভাবে স্থাপিত বাশঁ

চিত্রঃ২-খালের পাড় নির্মিত সিট বেঞ্চ

চিত্রঃ৩-পায়ে চলার পথ, আবর্জনা, নির্মিত কালভার্ট

চিত্রঃ৪-অসমাপ্ত কাজ

৯। **অডিটঃ** পিসিআর অনুসারে প্রকল্পের External অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
শ্যামা সুন্দরী খাল পূনঃখননের মাধ্যমে পরিবেশ দুষণ রোধ করা; খারের চতুরপার্শ্বে ওয়াকওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে শহরবাসীর বিনোদন ও নাগরিক জীবনের উন্নয়ন; পরিবেশ দুষণ রোধ, পানি প্রবাহ সৃষ্টি এবং পরিবেশ দুষণ রোধের মাধ্যমে জনস্বাস্থের উন্নয়ন; শ্যামা সুন্দরী খালসহ আশপাশের খালসমূহের অবৈধ দখল রোধ; শ্যামা সুন্দরী খালের উপর ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	এ বিভাগের নিকট প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে বলা যায় যে, উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের কাংখিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি; যা এ প্রতিবেদনের পরিদর্শন অংশে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে শ্যামা সুন্দরী খাল বেদখল ও হারিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেছে।

১১। **উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারনঃ** অনুমোদিত ডিপিপি'তে বৃক্ষরোপনের সংস্থান থাকলেও কাজটি করা হয়নি এবং শ্যামা সুন্দরী খালের স্লোপ প্রটেকশন ও ফুটপাত নির্মাণ ও শ্যামা সুন্দরী খালের পাড় দিয়ে বেঞ্চ নির্মাণ যথাক্রমে ৭.৯৩ কিঃমিঃ, ৭.৯৩ কিঃমিঃ ও ২০টি'র বিপরীতে যথাক্রমে ৬.৮৭ কিঃমিঃ, ৬.৬৭ কিঃমিঃ ও ১৮টি নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ প্রটেকশন, কাজ, ফুটপাত নির্মাণ ও বৃক্ষরোপন যথাক্রমে ১.৮৬ কিঃমিঃ ১.২৩ ও ০২টির কাজ করা হয়নি। বিধায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

১২। **সমস্যাঃ**

১২.১। **খাল খননঃ** দুই পাশের গৃহস্থালির ময়লা আবর্জনা, সুয়ারেজ লাইন ও নিয়মিত পরিস্কার না করার কারণে খালটি আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। ফলে খাল খননের যে উদ্দেশ্য ছিল তা অর্জিত হচ্ছেনা (অনুচ্ছেদ-৮.১);

১২.২। **স্লোপ প্রটেকশনঃ** ০২টি প্যাকেজের কাজ আংশিক সমাপ্ত হওয়ায় আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছেনা এবং সুয়্যরেজের পাইপ, কমপ্যকশন না করে ব্লক স্থাপন, অবৈধভাবে ব্লক তুলে ফেলার ফলে আলোচ্য খালের প্রটেকশন কাজ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া পুরো কাজটি শেষ না হওয়ায় পায়ে চলার পথটিও যথাযথ ব্যবহার হচ্ছেনা (অনুচ্ছেদ-৮.২);

১২.৩। **বেঞ্চ নির্মাণঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০টি বেঞ্চ নির্মাণ করা হলেও বেঞ্চগুলো ব্যবহারের জন্য খালের পাড়ের পরিবেশ উন্নত করা যায়নি ফলে বেঞ্চগুলো নির্মাণের উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছেনা (অনুচ্ছেদ-৮.২);

১৩। **সুপারিশঃ**

১৩.১। গৃহস্থালির আবর্জনা খালে নিক্ষেপ বন্ধ করার জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ খালটি নিয়মিত পরিষ্কা**রের** ব্যবস্থা করতে হবে(অনুচ্ছেদ-১২.১);

১৩.২। স্লোপ প্রটেকশনের বাকী কাজ দ্রুত অন্য প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্নের ব্যবস্থা নিতে পারে। গৃহস্থালি ও বৃষ্টি পানি নিষ্কাশনের জন্য খালের দুইপাশ দিয়ে নদর্মা নির্মাণ করে নদর্মাগুলো পরিকল্পিত ভাবে খালের সাথে সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১২.২);

১৩.৩। ক্ষতিগ্রস্ত ব্লকগুলো মেরামত করতে হবে এবং অবৈধভাবে যাতে ব্লকগুলো তুলে ফেলতে না পারে সে জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুচ্ছেদ-১২.৩);

১৩.৪। উন্নয়ন প্রকল্পগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-৮.২);

১৩.৫। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বেঞ্চগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১২.৩);

১৩.৬। অনুচ্ছেদ ১৩.১ থেকে ১৩.৬ এ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ০১ মাসের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

----------o----------

"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP)" শীর্ষক প্রকল্পের
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থানঃ : **দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম উপকুলীয় জেলাসমূহ (উপকুলীয় ১৯টি জেলার মধ্যে ১৫টি পৌরসভা)।**

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রামত্ম ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রামত্ম সময় (মূল বাস্তবায়নকালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৪০.০০ (--)	১২৬০.০০ (-)	১১৪৩.০০ (--)	০১.১০.১২ হতে ৩০.০৬.১৩	০১.১০.১২ হতে ৩০.০৪.১৪	০১.১০.১২ হতে ৩০.০৪.১৪	৩০৩.০০ (৩৬.০৭%)	১০ মাস (১২৫%)

৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর এর ভিত্তিতে) :**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	রাজস্বঃ					
১	আমত্মর্জাতিক পরামর্শকের বেতন ও পারডিয়েম (১০ জন)	জনমাস	২৬.৪৬৬	৪০৭.৯৫	২৬ (১০০)	৪০৫.৯৭
২	স্থানীয় পরামর্শকের বেতন ও পারডিয়েম (২২ জন)	জনমাস	১২১	৪৪৪.০০	১২১ (১০০)	৪৩২.৩৮
৩	আমত্মর্জাতিক পরামর্শকদের ভ্রমণ	জনদিন	৪০৪	৯৯.৭৪	৩৩৮ (৮৩.৬৬)	৮০.৫৪ (৮০.৭৫)
৪	স্থানীয় পরামর্শকদের ভ্রমণ	জনদিন	২৫৫০	২৫৫০	১৯৩০ (৭৫.৬৯)	১৩.৩০
৫	প্রতিবেদন ও যোগাযোগ	থোক	-	১৭.৭০	১০০%	১৪.৩২ (৮০.৯০)
৬	কর্মশালা, প্রশিক্ষণ সেমিনার, সম্মেলন	থোক	-	৮৪.৪৫	১০০%	৪৫.৫৭ (৫৩.৯৬)
৭	জরিপ	থোক	-	১৫.১২	১০০%	১৫.১২ (১০০)

৮	গাড়ী ভাড়া	থোক	-	৩৭.০৭	১০০%	৩৫.৯৬ (৯৭.০১)
৯	বিবিধ প্রশাসনিক ব্যয়			১৭.৩৫	১০০%	৪.৫৪ (২৬.১৭)
১০	রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ কন্টার্ট নেগোশিয়েশন	থোক	-	১.৬৮	-	০.০০
১১	কন্টিনজেন্সি	থোক	-	২২.৯৭	-	০.০০
১২	অফিস একোমোডেশন , পরিবহন	থোক	-	৩৯.২০	১০০%	৩৯.২০ (১০০)
১৩	কাউন্টারপার্ট স্টাফদের বেতন ও পারডিয়েম	থোক	-	৩৩.৬০	১০০%	৩৩.৬০ (১০০)
	অন্যান্য					**১১.২০**
	উপ-মোট রাজস্ব			**১২৪৮.৬৬**		
	এলধন					
১৪	কম্পিউটার	সংখ্যা	৫	৫.৭২	৫ (১০০)	৫.৭২ (১০০)
১৫	প্রিন্টার	সংখ্যা	৩	১.৮৪	৩ (১০০)	১.৮৪ (১০০)
১৬	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১	২.৫২	১ (১০০)	২.৫২ (১০০)
				১.২৫		**১.২২ (৯৭.৬০)**
	উপ-মোট মুলধন =			**১১.৩৪**		
			১০০%	**১২৬০.০০**	**১০০%**	**১১৪৩.০০**

৬। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ** সমীক্ষা প্রকল্পটির আওতায় দ ক্ষিণ ও দ ক্ষিণ পশ্চিম উপকুলীয় ১৯টি জেলার ১৫টি পৌরসভা এলাকার জন্য সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবে মাত্র ৪টি পৌরসভা এলাকা বিস্তারিত সমী ক্ষার মাধ্যমে পরবর্তীতে বাকী ৪টি পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৮টি পৌরসভার জন্য অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে একই ধরণের সুপারিশ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনাকালে জানা যায়, উপকুলীয় জেলাসমূহে অবস্থিত পৌরসভা গুলির একই ধরণের আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রবন এলকা হওয়াও এসকল পৌরসভার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয় বিবেচনাপূর্বক অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়নে একই ধরণের প্যারামিটার বিবেচনা করা দরকার বিধায় সকল প্রকল্পের মুল পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫টি পৌরসভাকে সমী ক্ষাভুক্ত না করে মাত্র ৪টি পৌরসভা বিস্তারিত সমী ক্ষা করা হয়েছে, যা অন্যান্য পৌরসভার জন্যও প্রযোজ্য হবে বলে সমীক্ষা প্রতিবেদনটিতে উলেস্নখ আছে।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

পটভুমিঃ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সম্ভাব্য ঝুঁকিপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি দেশ। বিশেষতঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা, যা নিমণ উচ্চতা সম্বলিত, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকি ও ক্ষতির মুখোমুখি হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতোমধ্যেই দেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি পরিল ক্ষিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে নেতিবাচক গুরস্নত্বপূর্ণ প্রভাব হচ্ছে ভৌত অবকাঠামো, রাস্তা, পয়ঃনিষ্কাশন, ড্রেনেজ ইত্যাদির বিপর্যয় অর্থাৎ এগুলো ক্রমেই ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং অবধারিতভাবে এগুলোতে বিনিয়োগ ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। অধিক জনঘনত্ব সীমিত অভিযোজন ক্ষমতা এবং অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার কারণে এই ক্ষতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

বাংলাদেশ উপকুলীয় এলকার ১৯টি জেলায় প্রায় ৮.৫০ মিলিয়ন লোক বসবাস করে। এসকল এলাকার নগর অবকাঠামোগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঁধ কাম রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, বাস/ট্রাক টার্মিনাল, কমিউনিটি সেন্টার, পার্ক/খেলার মাঠ, হাট/বাজার, পানি সরবরাহ/পয়ঃনিষ্কাকশন লাইন, ড্রেন ইত্যাদি যার অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত/অকার্যকর অবস্থায় আছে। উচ্চ দারিদ্র সীমার পাশাপাশি দূর্বল সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাব উপকুলীয় এবং শহরগুলোর জন্য উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপকুলীয় বাংলাদেশের জনজীবনে বিশেষতঃ নারী ও দারিদ্রদের মধ্যে নিমেণাক্ত ক্ষেত্রগুলোতে বৈষম্যমূলক অবস্থা সৃষ্টি করেছে :

(ক) প্রচন্ড বন্যা ও সাইক্লোন, উচ্চ মৃত্যুহার;

(খ) সুপেয় পানি সংগ্রহে অধিক সময় ব্যয়; এবং

(গ) খারাপ/সীমিত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

এছাড়া, ভুগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি, সমুদ্রের পানির লেবেলের উচ্চতা বৃদ্ধি, আর্সেনিক ইত্যাদি সমুদ্র উপকুল শহর এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের জন্য হুমকিস্বরূপ।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপকুলীয় এলাকার শহরগুলোর রাস্তা-ঘাট, ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি অবকাঠামো খাতে দুর্যোগ সহনীয় অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা করতে পারে এমন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ করার নিমিত্ত একটি বিনিয়োগ প্রকল্প তৈরির উদ্দেশ্যে আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

উদ্দেশ্যঃ

১. জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় পৌর অবকাঠামো পরিকল্পনা, ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রকৌশলগত পদ্ধতি প্রণয়ন এবং এ ধরণের সেবা পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রাপ্তির যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও স্থানীয় সুশাসন শক্তিশালীকরণ;

২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নগর ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও ঝুঁকি প্রবণতা এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের অবস্থা পর্যালোচনা;

৩. কারিগরি, অর্থনৈতিক ও আর্থিক সম্ভাব্যতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং ঝুঁকি প্রবণতা পর্যালোচনা;

৪. আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়নীতি, দূর্নীতি দমনের উপায়, নীতি ও আইনগত কাঠামো এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় ও কর্মকৌশল, দারিদ্র দূরীকরণ, লিঙ্গ ও সামাজিক ফলাফল পর্যালোচনা এবং রক্ষাকবচ পর্যালোচনা; এবং

৫. প্রকল্পের যৌক্তিকতা, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, বিস্তারিত ব্যয় প্রাক্কলন ও সুবিধাদি পর্যালোচনা, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ইত্যাদি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার অর্থাৎ সরকার, উন্নয়নসহযোগী, কমিউনিটি এবং এডিবি'র সাথে নিবিড় পরামর্শক্রমে একটি প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়ন করা ইত্যাদি।

৭.২ **<u>প্রকল্পের অনুমোদন</u> :** প্রকল্পটির মূল প্রস্তাব বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (এসপিইসি) সুপারিশের প্রেক্ষিতে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১০/১২/২০১২ তারিখে অনুমোদন করা হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৮৪০.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৮৪.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য (এডিবি) ৭৫৬.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ধরা হয় অক্টোবর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩। পরবর্তীতে পৌরসভাগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে এডিবি কর্তৃক অতিরিক্ত ০.৫০ মিলিয়ন ডলার প্রদান এবং এ কাজের জন্য অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞ সেবা ও সময় প্রয়োজন হওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২৪/০৬/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এসপিইসি সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কারিগরি প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৯/১০/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১২৬০.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৮৪.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য(এডিবি) ১১৭৬.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ধরা হয় অক্টোবর, ২০১২ হতে এপ্রিল, ২০১৪।

৭.৩ বছর ভিত্তিক ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি ও আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০১২-১৩	৭৭৪.৯৮	৭৭৪.৯৮		৭৭৪.৯৮
২০১৩-১৪	৪৮৫.০২	৪৮৫.০২		৩৬৮.০২
মোট =	১২৬০.০০	১২৬০.০০		১১৪৩.০০

৭.৪ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ পৌরসভা সমুহের আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটির আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাচাই বাছাইয়ের জন্য এলজিইডি'র পরিবহনযোগ্য স্টীল ব্রিজ নির্মান প্রকল্প লজিস্টিক সহযোগিতা করেছেন এবং নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে জনাব মোঃ আবুল বাশার শুরু হতে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত আলোচ্য প্রকল্পটির পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৭.৫ **প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান ক্রয় কার্যক্রমঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় Environmental Impact Assessment (EIA), Economic Analysis, এবং Preparation of Premilinary Design, Estimate, Technical specification , Sub project selection criteria , Scheme selection criteria সমীক্ষা কার্যক্রম অমন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৬০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম বাবদ সংস্থান ছিল ৭৫৬.০০। এছাড়া ৮ টি পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৪২০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির আওতায় সমীক্ষা কার্যক্রম সহ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্যাকেজে এডিবি সরাসরি একটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করে।

৭.৬ **প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** এডিবি কর্তৃক সরাসরি নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে সময়ানুপাতিক হারে এডিবি সদর দপ্তর হতে বিল প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে কোন আর্থিক হিসাব বা উক্ত দপ্তর থেকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে কোন অর্থ প্রদান করা হয় নাই।

৭.৭ **পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কাজের সার সংক্ষিপঃ**

৭.৭.১ **Pourasava selection criteria:** আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় নিয়োগ কৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান উপকুলীয় এলাকার ৪ টি পৌরসভায় প্রাথমিক সমিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। একই সাথে প্রকল্পে অর্ন্তভুক্তির জন্য একটি selection criteria তৈরি করে। selection criteria এর আলোকে অবশিষ্ঠ ৪টি পৌরসভা বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্ন্তভুক্তির জন্য চুড়ান্ত করা হয়। বিনোয়োগ প্রকল্পের জন্য সুপারিশকৃত/গৃহীত ৮টি পৌরসভা হচ্ছে আমতলী, গলাচিপা, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর, বরগুনা, কলাপড়া, ভোলা ও দৌলতখান পৌরসভা।

৭.৭.২ **Scheme selection criteriat** Sub project selection criteria এর আলোকে পৌরসভা সমুহ চুড়ান্ত করনের পর প্রতিটি পৌরসভায় কোন কোন অবকাঠামো বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করা হবে তা Scheme selection criteria চুড়ান্ত করনের মাধ্যমে এর তালিকা চুড়ান্ত করা হয়।

৭.৭.৩ **প্রাথমিক ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতঃ** আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় Scheme এর তালিকা চূড়ান্তকরণের পর বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় কি পরিমান অবকাঠামো নির্মান করা সম্ভব হবে তা নির্ধারনের জন্য সব ধরনের অবকাঠামোর একটি করে প্রাথমিক ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তত করা হয়।

৭.৮ **সমীক্ষা কার্যক্রমে প্রাপ্ত ফলাফলঃ**

৭.৮.১ এডিবি উপকুলীয় এলাকার শহরগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা করতে পারে এমন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ করার নিমিত্ত একটি বিনিয়োগ প্রকল্প তৈরির উদ্দেশ্যে আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল । এ বিষয়ে পরামর্শক দল অবকাঠামো নির্মানের জন্য নিমণ লিখিত সুপারিশ করে।

৭.৮.১.১ **সড়ক নির্মানঃ**

(ক) সর্বোচ্চ বন্যা লেভেল বিবেচনাপূর্বক সড়কের উচ্চতা নির্ধারণের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ করতে হবে;

(খ) কার্পেটিং এর পুরুত্ব বৃদ্ধি করা;

(গ) প্রয়োজন মত ক্রস ড্রেন নির্মান করা;

(ঘ) সড়কের সোল্ডারে ঘাস লাগানো ইত্যাদি।

৭.৮.১.২ **সাইক্লোন সেল্টার নির্মানঃ**

(ক) সেল্টারের নিচ তলা ফাকা রাখা;

(খ) সেল্টার ডিজাইনের সময় বাতাসের গতি ২৬০ কি:মি:/ঘন্টা হিসাব করা।

৭.৮.২ **ইকোনমিক সমীক্ষাঃ** যেহেতু আলোচ্য প্রকল্পটি একটি সমীক্ষা প্রকল্প তাই Benefit-Cost Ratio and the IRR হিসাব করা হয় নাই। আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য ইকোনমিক লাইফ ২০৪০ সাল পর্যন্ত হিসাবকরত নিম্নরূপ ফলাফল পাওয়া যায়ঃ

Appraisal	Component	EIRR
Economic	Water Supply	14-17%
	Sanitration	14-30%
	Drainage	18-42%
	Road	20-24%
	Cyclone Shelter	16-35%
	Bridge	21-22%
Financial	Water Supply	4-6%
	Sanitration	2-7%

৭.৯ **সমীক্ষা কার্যক্রমের বাস্তব প্রয়োগঃ** আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত সমীক্ষা কার্যক্রমের সুপারিশের আলোকে উপকুলীয় এলাকায় অবস্থিত ৮টি (আমতলী, গলাচিপা, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর, বরগুনা, কলাপড়া, ভোলা ও দৌলতখান) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন/নির্মাণসহ পৌরসভা সমুহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষমাত্রা ''উপকুলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প'' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। উপকুলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি ৮৭৪৭৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৪ হতে মে, ২০২০ ধরে গত ১২/১১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন দেয়া হয়। বিনিয়োগ প্রকল্পটির অর্থায়নের উৎস জিওবি ১৬৯৬৪.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭০৫১২.০০ লক্ষ টাকা (এডিবি, স্ট্রেটেজিক ক্লাইমেট ফান্ড ও বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন)।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
১. জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় পৌর অবকাঠামো পরিকল্পনা, ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রকৌশলগত পদ্ধতি প্রণয়ন এবং এ ধলণের সেবা পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রাপ্তির যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও স্থানীয় সুশাসন শক্তিশালীকরণ; ২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নগর ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও ঝুঁকি প্রবণতা এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের অবস্থা পর্যালোচনা; ৩. কারিগরি, অর্থনৈতিক ও আর্থিক সম্ভাব্যতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং ঝুঁকি প্রবণতা পর্যালোচনা; ৪. আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়নীতি, দূর্নীতি দমনের উপায়, নীতি ও আইনগত কাঠামো এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় ও কর্মকৌশল, দারিদ্র দূরীকরণ, লিঙ্গ ও সামাজিক ফলাফল পর্যালোচনা এবং রক্ষাকবচ পর্যালোচনা; এবং ৫. প্রকল্পের যৌক্তিকতা, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, বিস্তারিত ব্যয় প্রাক্কলন ও সুবিধাদি পর্যালোচনা, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ইত্যাদি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার অর্থাৎ সরকার, উন্নয়নসহযোগী, কমিউনিটি এবং এডিবি'র সাথে নিবিড় পরামর্শক্রমে একটি প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়ন করা ইত্যাদি।	সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি মোতাবেক সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছিল তার শতভাগ সম্পন্ন করে চুড়ামত্ম প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। উক্ত চূড়ামত্ম প্রতিবেদনের আলোকে ইতোমধ্যে ৮৭৪৭৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

৯.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃঃ** প্রকল্পটির গ্রহণের ফলে মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তবে সমীক্ষাভূক্ত ১৫টি পৌরসভার মধ্যে ৮টি পৌরসভার জন্য বৈদেশিক সাহায্যে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও এখনও ৭টি পৌরসভাকে বিনিয়োগ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

১০। মতামত/সুপারিশঃ

১০.১ পরামর্শক কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে গৃহীত বিনিয়োগ প্রকল্পের অবকাঠামো সমূহের ডিজাইন, ড্রইং ও স্পেশিফিকেশন প্রনয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০.২ সমীক্ষা প্রকল্পটির সুপারিশের আলোকে বিনিয়োগ প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমীক্ষায় প্রতিবেদনটির একটি কপি সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

১০.৩ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুকি মোকাবেলায় আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটির আওতাভুক্ত মোট ১৫টি পৌরসভার মধ্যে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে একই ধরণের ডিজাইন প্যারামিটার বিবেচনাপূর্বক ৮টি পৌরসভার জন্য বৈদেশিক সাহায্যে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও ৭টি পৌরসভাকে প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে অবশিষ্ট ৭টি পৌরসভার জন্য সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের জন্য সমীক্ষা প্রকল্পে সহায়তাকারী দাতা সংস্থার সাথে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যহত রাখবে।

১০.৪ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলার নামে বিনিয়োগ প্রকল্পটির আওতাভুক্ত ৮টি পৌরসভা এলাকার বিদ্যমান ভাল অবকাঠামোসমূহ (Well conditional Infrastructure) পুনঃনির্মাণের কথা বলে সরকারী অর্থের যাতে অপচয় না হয়, বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক দ্বৈততা পরিহারসহ বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে স্কীম নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগকে সতর্ক হতে হবে।

১০.৫ সমীক্ষা প্রকল্পটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে গৃহীত বিনিয়োগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহকে জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় পৌর অবকাঠামো পরিকল্পনা, ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রকৌশলগত পদ্ধতি প্রণয়ন এবং এ ধরণের সেবা পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রাপ্তির যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও স্থানীয় সুশাসন শক্তিশালীকরণ করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে উক্ত পৌরসভাসমূহ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের মাধ্যমে নাগিরিক সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে একটি স্বয়ংসম্পন্ন ও আত্বনির্ভরশীল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌরসভাসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

"মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিপি) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম :** **মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিপি) (১ম সংশোধিত) ।**

২। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয় :** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় / স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ :** **জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) ।**

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৮৫৫৯.৭০ ১৪৩০৯.৭০ ৩৪২৫০.০০	৪৮৫০৪.০০ ১৪২২৫.৫০ ৩৪২৭৮.৫০	৪৬৩২২.৫০ ১৩৫৪৫.৮২ ৩২৭৭৬.৬৮	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪	-	৩৩%

৫। **প্রকল্প এলাকাঃ**

বিভাগ	জেলা	পৌরসভা	বিভাগ	জেলা	পৌরসভা
ঢাকা	মাদারিপুর	মাদারিপুর	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	ব্রাহ্মনবাড়িয়া
	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ		নোয়াখালী	চৌমুহনী
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ		লক্ষীপুর	লক্ষীপুর
	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা	খুলনা	যশোর	যশোর
	নরসিংদী	নরসিংদী		ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ
	শেরপুর	শেরপুর	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ
	বরিশাল	পিরোজপুর	পিরোজপুর	নাটোর	নাটোর
	সিলেট	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

Items of works (As per DPP)		Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress	
			Finacial	Physical	Finacial	Physical
১		২	৩	৪	৫	৬
Revenue Component						
১.	Project Manpower	সংখ্যা	১৪৮.৮	১৬	১৪৬.১৩	১৬
২.	Expatriate Consultant	জনমাস	৭৭১.১	৮০	৭৭০.৯৭	৮০
৩.	Local Consultant	জনমাস	১৯৩৬.৮	১৫৩৩	১৯৩৬.৭৫	১৫৩০
৪.	Training	থোক	৮০	থোক	৭৯.৭৬	থোক
৫.	Awareness campaign for sanitation	থোক	৭৯২.৪	থোক	৭৯০.০০	থোক
৬.	Interest charges	থোক	১১০০.১	থোক	১০৯৪.১৩	থোক
৭.	Supply and services	থোক	৭৫০	থোক	৭৪৮.৩২	থোক
৮.	Repairs, maintenance and rehabilitation	থোক	১০০	থোক	৯৯.৯৫	থোক
৯.	Resettlement	থোক	০	থোক	০	থোক
১০.	Rehabilitation of water mains	কি.মি.	৭৫	১.৫	৭৪.০০	১.৪৮
১১.	Rehabilitation of IRP	সংখ্যা	৪৭.৫	৬	৪৬.৫০	৬
১২.	Rehabilitation of OHT	সংখ্যা	৭০	১৪	৬৮.৬৫	১৪
১৩.	Rehabilitation of SWTP	সংখ্যা	১৭.৫	১	১৭.০০	১
১৪.	Rehabilitation of PTW	সংখ্যা	৫২.৫	৪৮	৪৯.৭০	৪৮
১৫.	Rehabilitation of house connection	সংখ্যা	৪৭৫.০০	১৬৬৬০	৪৭৪.৫০	১৬৬৪২
১৬.	Repair, maintenance and renovation of DPHE`s Dist. level office	সংখ্যা	৫০০	থোক	৪৯৯.৯২	থোক
১৭.	Rehabilitation of existing public toilet	সংখ্যা	২০০	৫০	১৯৫.০০	৫০
১৮.	O&M of WSS	থোক	৫০০	থোক	৪৯৯.২১	থোক
	Sub-total (Revenue component)		**৭৬১৬.৭**		**৭৫৯০.৪৯**	
(B) Capital Component						
১৯.	Computer with laser printer, UPS, Fax, modem etc.	সংখ্যা	৪৭.২	৫২	৪৫.৪৭	৫২
২০.	Photocopier	সংখ্যা	৪৫	১৮	৪৫.০০	১৮
২১.	Telephone	সংখ্যা	১.২০	৬	০.০০	৫
২২.	Fax	সংখ্যা	০.০৫	১	০.১৫	১
২৩.	Air Conditioner	সংখ্যা	৬	৯	৫.১৫	৯
২৪.	Furniture	থোক	৩৫	থোক	৩১.৩০	থোক
২৫.	Water Meter	সংখ্যা	৫৫০০	১১০০০০	৫১০৫.৫০	১০২১১০
২৬.	Jeep-1 No (For PD), Double Cabin PIck-up -2 Nos. (for DPD2), Motorcyele-32 Nos. (For DPHE & PIU)	সংখ্যা	৩৪ ৩৫.৭৫ ৩৩.২৫	১ ২ ৩২	৩৩.৩৪ ৩৫.৭৫ ৩২.৬৮	১ ২ ৩২
২৭.	Garbage carrying truck	সংখ্যা	০	০	০	০
২৮.	Septic tank sludge removal equipment	-	৬৫০	৪৮	৪৫৩.০০	২৬
২৯.	land	থোক	০	০	থোক	০
৩০.	Sludge management (Composting and disposal facilities)	থোক	৪০০	থোক	৩৯৯.৩৮	থোক
৩১.	Installation of production tube-wells including test tube well , pump-motor purchase & installation transformer,	সংখ্যা	৩১৮৭.৫	৮৫	৩১৮০.০০	৮৫

Items of works (As per DPP)		Unit	Target (as per DPP)		Actual Progress	
			Finacial	Physical	Finacial	Physical
১		২	৩	৪	৫	৬
	pump house construction and other necessary accessories.					
৩২.	Construction of AIRP (300 cum/hr)	সংখ্যা	৩৮০০	৮	৩৭৯৫.০০	৮
৩৩.	Construction of surface water treatment plant 300 cum/hr)	সংখ্যা	২৩৭৫	৩	২৩৭০.০০	৩
৩৪.	Construction of surface water treatment plant 600 cum/hr)	-	১২৭৫	১	১২৫০.০০	১
৩৫.	Construction of OHT (680 cum)	সংখ্যা	২৯৬০	১৬	২৯৫৫.০০	১৬
৩৬.	Electric connections from PDB/PGCB/REB in different water supply installation	-	৫০০	থোক	৪৮৫.০০	থোক
৩৭.	Replacement of water mains (100 mm)	কি.মি.	৬৫৬.৩	৭৫	৬৪৭.৩৪	৭৫
৩৮.	Replacement of water mains (150mm)	কি.মি.	১১৬০	৮০	১১৫৫.৮৮	৮০
৩৯.	Replacement of water mains (200mm)	কি.মি.	৮৯২.৬	৩৫	৮৭৫.৫০	৩৪.৫
৪০.	Replacements of water mains (250 mm)	কি.মি.	৪০৯.৬	১৩	৩৯০.০০	১৩
৪১.	Replacements of water mains (300 mm)	কি.মি.	৮৫	২	৭৭.০০	২
৪২.	New distribution mains (100 mm)	কি.মি.	৪৮৪৫	৫৭০	৪৭৫০.৬২	৫৪৬
৪৩.	New distribution mains (150 mm)	কি.মি.	২০২৫	১৫০	১৯১০.০০	১৩২
৪৪.	New distribution mains (200 mm)	কি.মি.	৪৫০	১৮	৪২০.০০	১৯
৪৫.	New distribution mains (250 mm)	কি.মি.	২৪০	৮	১৮৯.৫০	৬
৪৬.	New distribution mains (300 mm)	কি.মি.	১৬০	৪	১৪৫.০০	৫
৪৭.	New transmission mains (250 mm)	কি.মি	১১২৫	৩০	১০৪৫.০০	২৯
৪৮.	New transmission mains (200 mm)	কি.মি.	১৪৭৮.৭	৬৫	১৩৬৫.০০	৫৫.৫
৪৯.	New house connection	সংখ্যা	২১১২.৬৪	৬৫০০০	১৭৮৫.০০	৬৪৯৫৪
৫০.	New stand pipes	সংখ্যা	২৮.৭	৭১৮	১৬.৯৫	৬৯৬
৫১.	Water points (DHTWs)	সংখ্যা	১১৮১.৩	১৫৭৫	১১৪৫.০০	১৬০০
৫২.	Public toilet	সংখ্যা	৮৬২.৫	৭৫	৮৪০.০০	৫৯
৫৩.	community latrine	সংখ্যা	৮৪০	৮৪০	৮৩০.০০	৩১৩
৫৪.	school latrine	সংখ্যা	৫০০	২০০	৪৯০.০০	১৬০
৫৫.	low cost latrine	-	৬০০	৬০০	৫৮৫.০০	৬০০
৫৬.	CD VAT	থোক	০	থোক	০.০০	থোক
৫৭.	Physical Contingency	থোক	১৫০	থোক	০.০০	থোক
৫৮.	price contingency	থোক	২০০	থোক	০.০০	থোক
	Grand Total		**৪৮৫০৪.০০**		**৪৬৪৭৫.০০**	

* সর্বমোট বাস্তব অগ্রগতি কত হয়েছে তা পিসিআরে উল্লেখ করা হয়নি এবং থোক বরাদ্দের আওতায় কি পরিমাণ কাজ করা হয়েছে তারও উল্লেখ নেই।

০৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারনঃ** পিসিআর মোতাবেক প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় TAPP for Secondary Towns Water Supply & Sanitation শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪টি পৌরসভায় (বি-বাড়িয়া, যশোর, পিরোজপুর ও সিরাজগঞ্জ) জরীপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় । উক্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পে প্রণীত সিলেকশন ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে আরো ১২টি পৌরসভাকে নির্বাচিত করা হয় । প্রকল্পটির ধারাবহিকতায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের একটি Fact Finding Mission বাংলাদেশ সফর করে Aide Memoire প্রণয়ন করে, যা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ গত ২০ .০৩.২০০৬ তারিখ অনুমোদন করে । অনুমোদিত Aide Memoire অনুযায়ী নির্বাচিত ১৬টি সেকেন্ডারী টাউন সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত) (জিওবি-এডিবি) শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৮৫৫৯.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ বাস্তবায়ন মেয়াদে গত ২৭ .০৯.২০০৬ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় । উল্লেখ্য, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ADB এবং OPEC-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত ২টি পর্বে বিভক্ত প্রকল্পটির ১ম পর্বের পুনর্বাসন ও সংস্থার কাজ সমাপ্ত হয় এবং ২য় পর্বের সম্প্রসারণ কাজ (Expansion Phase) ইতোমধ্যে শুরু হয় । ADB Term Review Mission বিগত ১০-১৪ এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পটি পরিদর্শন করে। ইতোমধ্যে সমাপ্তকৃত কাজ ও ভবিষ্যতে যে সকল কাজ হবে সে বিষয়ে Mission চলাকালে বিশদ পর্যালোচনা করা হয় । উক্ত মিশন কর্তৃক প্রণীত Aide Memoire-এ মাঠ পর্যায়ের কাজের চাহিদার আলোকে এবং বাস্তবতার নিরীখে প্রকল্পের কোন কোন কর্মকান্ডে পরিবর্তন করার সুপারিশ করা হয় । এ লক্ষ্যে ৪৮৫৪৩.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩ বাস্তাবয়ন মেয়াদে প্রকল্পটি সংশোধিত করার প্রস্তাব করা হয়।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যেঃ

স্বল্প মেয়াদী :

- প্রকল্প এলাকায় (১৬টি পৌরসভায়) প্রায় ২০ লক্ষ জনসংখ্যাকে পানি সরবরাহের আওতায় আনার মাধ্যমে পানি সরবরাহ সেবাসমূহের কাভারেজ ৯০% এ উন্নীতকরণ ;
- "Sanitation for all by 2013" শীর্ষক সরকারের প্রতিশ্রুতির আওতায় স্যানিটেশন কাভারেজ ১০০% এ উন্নীতকরণ ;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের যথাযথ পরিকল্পনা , বাস্তবায়ন, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আর্থিক সক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ;
- স্থানীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন , ডিজাইন, তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ;

দীর্ঘ মেয়াদী :

- প্রকল্পাধীন মাঝারী শহরের অধিবাসীদের জন্য উন্নত জীবন যাপন এবং স্বাস্থ্য মান বৃদ্ধিকরণ ;
- প্রকল্পাধীন মাঝারী শহরের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ;

৮.৩। প্রকল্পের অনুমোদন, অর্থায়ন ও সংশোধনঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) আওতায় বাস্তবায়িত "মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিপি) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি বিগত ২৭.০৯.২০০৬ তারিখে একনেক কর্তৃক মোট ৪৮৫৫৯.৭০ লক্ষ (জিওবি ১৪০৪২.৫০ লক্ষ টাকা , কমিউনিটি অনুদান ২৬৭ .২০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৪২৫০ .০০ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৬ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৪৮৫০৪.০০ লক্ষ (জিওবি ১৪২২৫.৫০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৪২৭৮.৫০ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৬ .১১.২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয় । ই আর ডি ও পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতির প্রেক্ষিতে ১৯.০৫.২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর , ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় । পরবর্তীতে আইএমইডির সম্মতিক্রমে প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৮.৪। **প্রকল্পটির বছর ভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নেরূপঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল / সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি / টিপিপিতে সংস্থান	মূল / সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তকৃত টাকা	আর্থিক ব্যয়
	মোট (টাকা)	মোট (টাকা)	মোট (টাকা)	মোট (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
২০০৬-০৭	৭.১০(৭.১০)	২১৭.০০(৩০.০০)	২২.৩১(২২.৩১)	৭.১০(৭.১০)
২০০৭-০৮	২০৯.১৯(৩৬.৬২)	৫১৪.০০(৩৯.০০)	২০৯.১৯(৩৬.৬২)	২০৯.১৯(৩৬.৬২)
২০০৮-০৯	২০৮৭.১৫(২৬২.৯৪)	২৫০০.০০(৩৫০.০০)	২০৮৭.১৫(২৬২.৯৪)	২০৮৭.১৫(২৬২.৯৪)
২০০৯-১০	৩৮৪৭.৪৯(৬৪৭.৪৯)	৩৮৫০.০০(৬৫০.০০)	৩৮৫০.০০(৬৫০.০০)	৩৮৪৭.৪৯(৬৪৭.৪৯)
২০১০-১১	৪৫০০.০০(১৩০০.০০)	৪৫০০.০০(১৩০০.০০)	৪৫০০.০০(১৩০০.০০)	৪৪৯৬.১৩(১২৯৬.১৩)
২০১১-১২	২২৬৯৭.০৭(৭১৬৬.৮৯)	১১৬৫০.০০(২৫০০.০০)	১১৬৫০.০০(২৫০০.০০)	১১৬৪৯.৬৬(২৪৯৯.৬৬)
২০১২-১৩	১৫১৫৬.০০(৪৮০৪.৪৬)	১৬৯৫০.০০(৪০০০.০০)	১৬৯৫০.০০(৪০০০.০০)	১৬৯৩২.৪৮(৩৯৯৯.৭৩)
	০.০০(০.০০)	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৪২০.০০
মোট	**৪৮৫০৪.০০(১৪২২৫.৫০)**	**৪৬১৮১.০০(১১৬৬৯.০০)**	**৪২০১৮.৬৫(১০২৭১.৮৭)**	**৪১৮৮৩.৪৫(১০১৬৯.৬৭)**

৮.৫। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

আলোচ্য প্রকল্পটিতে ডিপিএইচই'র ২ (দুই) জন কর্মকর্তা প্রকল্পের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নের টেবিলে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন / খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
সৈয়দ শাহবাজ হোসেন, প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)	পূর্ণকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০২.১১.২০০৬	১৩.০১.২০১৪
রবিন রায়হান আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী)	পূর্ণকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৩.০১.২০১৪	৩০.০৬.২০১৪

০৯। প্রকল্প পরিদর্শনঃ গত ০৪-৫-২০১৫ তারিখে মৌলভীবাজার ও ২৯-৫-২০১৫ তারিখে লক্ষীপুর সদর ও নোয়াখালী জেলার চৌমুহনী পৌরসভার কাজ পরিদর্শন করা হয়।

৯.১। **মৌলভী বাজারঃ** মৌলভী বাজার পৌরসভায় নির্মিত ৩০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্যান্টের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণকালে জানা যায় যে, প্রায় ১.৫০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত মনু নদী থেকে পাম্পিং করে পানি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের প্রিসেডিমেন্টেশন চেম্বারে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে তা সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্যা ন্টে নেওয়া হয়। কয়েকটি ধাপে পানি শোধন অর্থাৎ Mixing chamber, Flocculator, Sedimentation Basin, Filter করে বিশুদ্ধ পানি সাম্পে রাখা হয় এবং হাই লিপট পাম্পের মাধ্যমে ওভারহেড ট্যাংকের উত্তোলন করে পানি ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় । মনু

নদীর ধারে প্রাকৃতিকভাবে পানি সংগ্রহের জন্য একটি চেম্বার নির্মাণ করা হলেও তা বর্তমানে কাজে লাগছে না মর্মে জানা যায়। এ বিষয়ে তারা জানান যে, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় এখন আর প্রাকৃতিকভাবে পানি পাওয়া যাচ্ছেনা তবে নির্মিত ইনটেকটি অনেক গভীর এবং তার মুখে কোন ঢাকনা নেই। ফলে শিশুসহ লোকজনের জন্য জায়গাটি অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ (চিত্র-১)।

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মৌলভী বাজার কোর্ট চত্বরে স্থাপিত পাবলিক টয়লেটটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, টয়লেটটিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু মহিলা অংশের দরজা তালাবদ্ধ এবং নারী-পুরুষ সবাই একটি অংশ ব্যবহার করছে (চিত্র-২)

মৌলভী বাজার সদরে একটি ফিকল স্লাজ টিট্রমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় যে, স্লাজ টিট্রমেন্ট প্লান্টটি ব্যবহার হচ্ছেনা এবং সেটি অব্যবহৃত থাকতে থাকতে আগাছায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং উক্ত ফিকল স্লাজ টিট্রমেন্ট প্লান্ট এ যাতায়াতের জন্য নির্মিত এইচবিবি রাস্তাটিও ময়লা আর্বজনায় পরিপূণ হয়ে গেছে। দ্রুত মেরামত না করলে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়বে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র-১:মৌলভীবাজার পৌরসভায় মনু নদীর পাড়ে নির্মিত ইনটেক

চিত্র-২: মৌলভীবাজার পৌরসভা**র কোর্ট চত্বরে নির্মিত পাবলিক টয়লেট**

চিত্র-৩: মৌলভীবাজার পৌরসভায় নির্মিত ফিকল স্লাজ টিট্রমেন্ট প্লান্ট

চিত্র-৪: পিরোজপুর পৌরসভায় **নির্মিত** ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর প্রিসেডিমেন্টেশন পুকুর

চিত্র-৫:পিরোজপুর পৌরসভায় **নির্মিত** ট্রিটমেন্ট পস্নান্ট এর Sedimentation Basin এ সবুজ শেওলা জমে গেছে ।

৯.২। **পিরোজপুর:** পিরোজপুর পৌরসভায় '' মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিপি)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দুইটি ওভারহেড ট্যাংকসহ সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মান করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় যে, বলেশ্বর নদী থেকে পানি প্রথমে ০১টি ছোট পুকুরোখা হয় (চিত্র-৪)। সেই পুকুর থেকে পাশের বড় পুকুরের পানি নেওয়া হয় এবং পাম্প করে পানি সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এ নেওয়া হয়। কয়েকটি ধাপে পVনি শোধন অর্থাৎ Mixing chamber, Flocculator,

Sedimentation Basin, Filter করে বিশুদ্ধ পানি রিজার্ভারে রাখা হয় এবং হাই-লি ফট পাম্পের মাধ্যমে ওভারহেড ট্যাংকের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় যে, পুকুর ২টি নিয়মিত পরিস্কার না করার কারণে কচুরি পানা জমে গেছে। এ ধরনের পানি বিশুদ্ধ করলেও জীবাণু থাকার সম্ভাবনা থেকে যায় (চিত্র-২)।

Sedimentation Basin পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় যে, Basin এ সবুজ শে ওলা জমে গেছে । নিয়মিত পরিষ্কার না করার ফলে এমন হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট যেহেতু পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে তাই বিষয়টি তদারকির দায়িত্ব আলোচ্য পৌরসভার। এ সময় আরো দেখা যায় বেসিনের উপর এসএস পোল দিয়ে একপাশে রেলিং নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে অন্য পাশে রেলিং না থাকায় সার্ফেস ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর উপর চলাচল ঝুকিপূর্ণ মর্মে প্রতীয়মান হয় (চিত্র-৫)। পর্যবেক্ষণকালে আরও জানা যায় যে, ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে পানি শোধনের পর আলোচ্য ট্রিটমেন্ট পম্প্যান্টে নিয়মিত পানি পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। মাঝে মাঝে বাহির থেকে পানি পরীক্ষা করা হয়। ট্রিটমেন্টের পর ও পানিতে কোন জীবাণু আছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করা একান্ত জরুরী ।

৯.৩। **লক্ষীপুর সদর ও নোয়াখালী জেলার চৌমুহনী** পৌরসভা: পরিদর্শনে লক্ষীপুর সদর ও নোয়াখালী জেলার চৌমুহনী পৌরসভার ভূগর্ভস্থ পানিতে আয়রনের পরিমান গ্রহণযোগ্য সীমার অতিরিক্ত থাকায় পানি পরিশোধনের প্রয়োজন হয় বিধায় এই দুই এলাকার দুইটি আয়রন রিমোভাল ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিদর্শন করা হয় । এ সময় পানি পরিশোধনের জন্য উৎপাদক নলকূপ হতে উত্তোলিত পানি সরাসরি পানি শোধনাগারে আনা এবং বিভিন্ন চেম্বারের মাধ্যমে পানি পরিশোধন প্রক্রিয়া দেখা হয় ।

চৌমহনী পৌর এলাকার নতুন বাস টার্মিনাল (কাঁচা বাজার চৌরাস্তা) ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিশোধনের প্লান্টটিতে প্রতি ঘন্টায় ৩০০ ঘন মিটার পানি পরিশোধিত হয়ে থাকে । এ প্লান্টটিতে চেম্বারের চারদিক থেকে খাঁচা তৈরি করা হয়েছে । এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী হতে জানা যায় যে, পাখি ও উড়ন্ত ময়লা যাতে চেম্বারের পানিতে না পড়তে পারে সে জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে এটি ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, এখানে মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ পানির বেশ চাহিদা রয়েছে এবং জনগণ নতুন মিটার সংযোজনের বিষয়ে উৎসাহী। পানির মিটার সংযোজন পরিদর্শনে দেখা যায় যে , শুধু মাত্র তথ্য সফটওয়ারে অন্তর্ভূক্ত না করার কারণে মিটার বসানো হলেও তা এখনও চালু করা হয়নি । এছাড়া উক্ত পৌরসভা র বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকার পাবলিক টয়লেট পরিদর্শন করে দেখা যায় যে , বর্তমানে যারা এটার লিজ নিয়েছেন তাঁরা টয়লেট সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করছে না । টয়লেটটিতে পুরুষ ও মহিলার জন্য পৃথক ভাবে ব্যবস্থা থাকলেও তা সাইন বোর্ডে লিখে পৃথক করা হয় নি । কমোড গুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে না । উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সেগুলো পরিচালনার দায়িত্ব পৌরসভার । তাই, অবকাঠামোগুলো পৌরসভা লিজ অথবা নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে পরিচালনা করে।

লক্ষীপুর পৌরসভার পাবলিক টয়লেট পরিদর্শনে দেখা যায় যে , টয়লেটের ভিতরের একটা অংশে পুরাতন মালামাল ডাম্পিং করা হয়েছে। ফলে টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ কমে গেছে।

১০। **অডিটঃ** পিসিআর অনুসারে প্রকল্পের External অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি অবজেকশন এখন সমাধাধীন রয়েছে।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
- প্রকল্প এলাকায় (১৬টি পৌরসভায়) প্রায় ২০ লক্ষ জনসংখ্যাকে পানি সরবরাহের আওতায় আনার মাধ্যমে পানি সরবরাহ সেবা সহূহের কাভারেজ ৯০ % এ উন্নীতকরণ। - "Sanitation for all by 2013" শীর্ষক সরকারের প্রতিশ্রুতের আওতায় স্যানিটেশন কাভারেজ ১০০ % এ উন্নীতকরণ। - পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের যথাযথ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আর্থিক সক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ। - স্থানীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন, ডিজাইন, তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	এ বিভাগের নিকট প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সার্বিকভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে । তবে এ বিভাগের মতামত এ প্রতিবেদনের পরিদর্শন, সমস্যা ও সুপারিশ অংশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২। **উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারনঃ** সমস্যা ও সুপারিশ অংশের আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৩ । প্রকল্পের আওতায়গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয়কার্যক্রম হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্যাকেজ নং- এমওইউ-ই-এসডব্লিউটিপি-ওএইচটি-০৪ এর ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৮৫৩৮৯১০৩.০৮ টাকা। গত ০৭/১২/২০১০ ও ০৯/১২/২০১০ তারিখে যথাক্রমে দৈনিক মানবজমিন ও The New Age পত্রিকায় উমুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সে মোতাবেক মোট ০৬ জন দরদাতা দরপত্র দাখিল করে এবং ০৩ জনকে রেসপনসিভ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে, মোহাম্মদ ইউনুস এন্ড ব্রাদার্স (প্রাঃ)লিঃ-কে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে ৯৭৬৪৮৭২৪.৬২ টাকা কার্যাদেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ০১ (এক) কোটি টাকা বা তার উপরে ক্রয়কার্যক্রমের জন্য সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিধান রয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

১৪। **সমস্যাঃ**

১৪.১। পিরোজপুর পৌরসভায় নির্মিত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের পানির উৎসের জন্য ব্যবহৃত পুকুর নিয়মিত পরিষ্কার না করায় পুকুর দুইটিতে কুচুরি পানা জমে আছে । এ ছাড়া আলোচ্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটির বেসিন নিয়মিত পরিষ্কার না করায় বেসিনে শেওলা জমে থাকতে দেখা গেছে (অনুঃ ৯.২);

১৪.২। মৌলভীবাজর পৌরসভায় মনু নদীর পাড়ে প্রাকৃতিকভাবে পানি সংগ্রহের জন্য নির্মিত ইনটেকটিতে ঢাকনা না থাকায় যে কোন সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে (অনুঃ ৯.১);

১৪.৩। মৌলভীবাজার শহরে র কোট চত্বরে নির্মি ত ও পরবর্তীতে পৌরসভা কর্তৃক লিজ প্রদানকৃত টয়লেটটি বন্ধ থাকায় জনগণ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে (অনুঃ ৯.১);

১৪.৪। মৌলবীবাজার পৌরসভায় নির্মিত ফিকল প্ল্যান্টটি ব্যবহৃত না হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অ র্জন ব্যহত হচ্ছে (অনুঃ ৯.১);

১৪.৫। পাবলিক টয়লেট এভাবে অবস্থাপনায় চলতে থাকলে তা অচিরেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। ফলে জনগণ যত্র তত্র টয়লেট ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষনসহ বিভিন্ন রোগ ব্যধির সংক্রমন ঘটবে (অনুঃ ৯.৩) ;

১৪.৬। পানির মিটারগুলো সংযোজনের পরও ব্যবহার না করার ফলে মিটারগুলো নষ্ট ও চুরি হবার সম্ভবনা থেকে যাবে (অনুঃ ৯.৩);

১৪.৭। পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ০১ (এক) কোটি টাকা বা তার উপরে ক্রয়কার্যক্রমের জন্য সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি (অনুঃ ১৩);

১৪.৮। প্রকল্প সমাপ্তিতে সর্বমোট বাস্তব অগ্রগতি পিসিআরে উল্লেখ করা হয়নি এবং থোক বরাদ্দের আওতায় কি পরিমাণ কাজ করা হয়েছে তারও উল্লেখ নেই (অনুঃ ৬)।

১৫। সুপারিশঃ

১৫.১। পিরোজপুর পৌরসভায় নির্মিত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের পানির উৎ স-পুকুর দুইটি এবং ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটির বেসিন নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে । ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধকরণের পর বিশুদ্ধকৃত পানি নিয়মিত প রীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে (অনুঃ ১৪.১);

১৫.২। মৌলভীবাজার পৌরসভার মনু নদীর ধারে নির্মিত ইনটেকটিতে দ্রুত ঢাকনার ব্যবস্থা করতে হবে (অনুঃ ১৪.২) ।

১৫.৩। মৌলভীবাজার শহরে অবস্থিত কোট চত্বরে নির্মিতি পাবলিক টয়লেটের যথা যথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ১৪.৩) ;

১৫.৪। মৌলভীবাজার পৌরসভায় নির্মিত ফিকল প্ল্যান্টসহ এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামোর যথা যথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ১৪.৪) ;

১৫.৫। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত লিজকৃত টয়লেটগুলো যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং লিজের শর্ত ভংগ করলে লিজ বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ১৪.৫) ;

১৫.৬। মিটারগুলো থেকে প্রাপ্ত রিডিং অনুযায়ী পানির বিল প্রস্তুতের জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ;

১৫.৭। সার্বিক**ভাবে** ক্রয় কার্যক্রমটি সরকারী বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালার আলোকে করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৫.৮। ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তিতে সর্বমোট বাস্তব অগ্রগতি পিসিআরে উল্লেখ কর তে হবে এবং থোক বরাদ্দের আওতায় কি পরিমাণ কাজ করা হয়েছে তারও উল্লেখ করতে হবে (অনুঃ ১৪.৮);

১৫.৯। সমাপ্ত প্রকল্পটির External Audit দ্রুত সম্পাদন করে অডিট প্রতিবেদনের কপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে (অনুঃ ১০);

১৫.১০। অনুচ্ছেদ ১৫.১ থেকে ১৫.৯ এ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ০১ মাসের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

----------o----------

“কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : গোপালগঞ্জ জেলার **কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভা।**

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪০০.০০	-	১৩৯০.০০	জুলাই, ১০ হতে জুন, ১২	জুলাই, ১০ হতে জুন, ১৪	জুলাই, ১০ হতে জুন, ১৪	-	২ বছর (২০০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(ক)	**রাজস্ব অংগসমূহ (সরবরাহ সেবা)**					
১	সরবরাহ ও সেবা	থোক	-	৪৫.০০	১০০%	৪৫.০০ (১০০)
২	পানির গুনাগুন পরীক্ষা ও মনিটরিং	থোক	-	৬.০০	১০০%	৬.০০(১০০)
৩	হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট/প্রশিক্ষণ	থোক	-	৩.০০	১০০%	৩.০০ (১০০)
৪	পানির ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পুনর্বাসন	থোক	-	১০.০০	-	১০.০০(১০০)
৫	ড্রেন পুনর্বাসন	কিঃমিঃ	২.০	২.০০	২ (১০০)	২.০০(১০০)
৬	ওভার ট্রাংক পুনর্বাসন	সংখ্যা	২	৬.০	২ (১০০)	৬.০০(১০০)
	উপ-মোট			৭২.০০	১০০%	৭২.০০ (১০০)
খ)	**মূলধন অংগসমূহঃ নির্মাণ কাজঃ**					
৭	ওভার ট্রাংক নির্মাণ	সংখ্যা	১	১২০	১(১০০)	১২০(১০০)
৮	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	৬	৪.৮০	৬(১০০)	৪.০০(৯১.৭৮)
৯	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	৩	৭৫.০০	৩(১০০)	৭২.০০ (৯৭.৮১)
১০	বিদ্যুৎ সংযোগসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৪	২৪.০০	৩(৭৫)	২৪.০০(১০০)
১১	ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন	কিঃমিঃ	১	২৫.০০	৪(৪০০)	১০০.০০(৪০০)
১২	২০০ মিঃ মিঃ ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন	কিঃমিঃ	৪.০	৭২.০০	৭.০ (১৭৫)	১৭৪.০০(২৪১.৬৭)
১৩	১৫০ কিঃমিঃ ব্যাসের পাইপ লাইন	কিঃমিঃ	৬.০	৭৮.০০	৬ (১০০)	১০২.০০ (৯৬.৩৯)
১৪	১০০ মিঃমিঃ ব্যাসের পাইপ লাইন	কিঃমিঃ	৩০.০০	২৪০.০০	৩০ (১০০)	২৯৪.০০

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
						(১২২.৫০)
১৫	ড্রেন নির্মাণ	কিঃমিঃ	১৪.০০	২৮০.০০	১৪.০০ (১০০)	২৮০.০০(১০০)
১৬	পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৩	১৮.০০	৩(১০০)	১৮.০০(১০০)
১৭	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	সংখ্যা	৫	৪০.০০	৫ (১০০)	৩৬.৫০(১০০)
১৮	ডাস্টবিন নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	৩.০০	২৫ (১০০)	৩.০০(১০০)
১৯	পানির মিটার সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	৩০০০	৭৫.০০	৩০০০ (১০০)	৭৫.০০(১০০)
২০	ইমপন্ডিং রিসারভর পুনঃখনন	সংখ্যা	১	১৫০.০০	-	-
২১	বাল্ক/ডিস্ট্রিক্ট মিটার সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	১৫	৭.৫০	-	-
২২	ভুমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	৩.৪	৩০.০০	-	-
২৩	মাটি ভরাট ও ভুমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	৪৫০০০	১০.০০	-	১০.০০(১০০)
২৪	পানি সরবরাহের জন্য ও এন্ড এম ইকুইপমেন্ট	সেট	০২	১.০০	১০০%	১.০০(১০০)
২৫	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার, অফিস ইকুইপমেন্ট ও ফার্নিচার ক্রয়	থোক	-	৫.৪০	১০০%	৩.০০(৫৫.৫৬)
২৬	মটরসাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	১	১.৫০	১	১.৫০(১০০)
	উপ-মোট			**১২৬০.২০**		**১৩৯০.০০ (১১০.৩০)**
২৭	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী	-	-	২৬.৭০	-	০.০০
২৮	প্রাইজ কন্টিজেন্সী	-	-	৪১.১৮	-	০.০০
	সর্বমোট			**১৪০০.০০**	**১০০%**	**১৩৯০.০০ (৯০.৬৫)**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির আওতায় ১টি ইমপন্ডিং রিজারভার পুনখনন বাবদ ১৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও বাস্তবতার কারণে প্রয়োজন না হওয়ায় এখাতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি, ১৫টি বাল্ক/ডিস্ট্রিক্ট মিটার সরবরাহ ও স্থাপন বাবদ ৭.৫০ লক্ষ টাকা সংস্থান থাকলেও বাস্তবতার নিরিখে তা বাদ দেয়া হয় এবং ৩.৪০ হেক্টর ভুমি অধিগ্রহণ বাবদ ৩০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান থাকলেও বাস্তবতার নিরিখে এখাতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় শহরের একটি অংশের জন্য প্রাথমিকভাবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। বর্তমানে প্রকল্প এলকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুপেয় পানির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের বৃহত্তর অংশে পানি সরবরাহ করতে হলে বিদ্যমান পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক এর সম্প্রাসারণ প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২০১১ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে স্যানিটেশন কভারেজ ১০০% নিশ্চিত করণের অংশ হিসেবে এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভা হিসেবে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়ায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

টুঙ্গীপাড়া এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় হস্ত চালিত নলকূপ অকার্যকর। শুস্ক মৌসুমে মধুমতি নদীতে লবণাক্ততার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রকল্প এলাকা অত্যন্ত Vulnerable. বিশেষজ্ঞদের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প এলাকায় লবণাক্ত পানি অধিক হারে প্রবেশ করছে, শুস্ক মৌসুমে

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে এবং নদীতে পানি প্রবাহের পরিমাণও হ্রাস পাচ্ছে। একটি Imponding Reservoir নির্মাণের মাধ্যমে Low Salinity Period-এ পানি সংরক্ষণ করে শোধন করে পরবর্তীতে এ পানি পৌরসভা এলাকায় সরবরাহ এবং কোটালীপাড়া পৌরসভায় পানির লবণাক্ত, আর্সেনিক ইত্যাদির জন্য পানির চাহিদা পূরণে আরো উৎপাদাক নলকূপ স্থাপন করা প্রয়োজন। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** (১) প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; (২) নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিবেশ ও স্যানিটেশন সুবিধাদির এবং প্রকল্প এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ**

ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়িত "কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন " শীর্ষক প্রকল্পটি ১৪০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয় এবং জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদকালে গত ০৩/১১/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ২ ৪/১১/২০১০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে আইএমইডি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২৮/১২/২০১১ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে আবার যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় বার প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৪। বছর ভিত্তিক ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি ও আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে) ০ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	মন্তব্য
২০১০-১১	৮৭৮.১০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	
২০১১-১২	৫২১.৯০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	
২০১২-১৩	-	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	
২০১৩-১৪	-	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫৪০.০০	
মোট	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৩৯০.০০	

৭.৬। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ প্রকল্পের শুরু হতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় সহযোগিতার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গোপালগঞ্জের সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মূলত মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তবয়নের দায়িত্বে ছিলেন। প্রকল্পের শুরু হতে হতে সমাপ্তি পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকের তথ্য নিম্নের সারণীতে দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নঃ	কর্মকর্তার নাম, পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	কতটি প্রকল্পর দায়িত্ব পালন করেন	মেয়াদকাল
১	জনাব বিধান চন্দ্র দে প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ।	পূর্ণকালীণ	একক	০৭/১১/২০১০- সমাপ্তিকাল পর্যন্ত।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
(১) প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।	প্রকল্পটি শুরুর পূর্বে প্রকল্প এলাকায় কোন পাইপড ওয়াটার সরবরাহ সিস্টেম ছিল না। প্রকল্পটির আওতায় কোটালীপাড়া পৌরসভায় ৩টি পাম্প হাউজ নির্মাণসহ উৎপাদক টিউবওয়েল স্থাপন, টুঙ্গিপাড়ায় ১টি ওভারহেড ট্রাংক নির্মাণ, ৪ কিঃমিঃ টান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন, ৪৩ কিঃমিঃ পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন ও ৩০০০ টি বাড়ীতে পানির সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরাবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।
(২) নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিবেশ ও স্যানিটেশন সুবিধাদির এবং প্রকল্প এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।	প্রকল্পের আওতায় ৩টি পাম্প হাউজ নির্মাণসহ উৎপাদক টিউবওয়েল স্থাপন, ৪ কিঃমিঃ টান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন, টুঙ্গিপাড়ায় ১টি ওভারহেড ট্রাংক নির্মাণ, ৪৩ কিঃমিঃ পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন ও ৩০০০ টি বাড়ীতে পানির সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে ১৪ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ, ৫টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, ২৫টি ডাস্টবিন নির্মাণের মাধ্যমে সীমিত আকারে হলেও প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ও স্যানিটেশন সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

৯। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ০ঃ**প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পটি সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ০৫ /১২/২০১৫ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পটির আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় প্রধান প্রধান ভৌত কাজ যেমন ২.০ কি:মি: ড্রেন পুনর্বাসন, ২টি ওভার ট্রাংক পুনর্বাসন, ১টি ওভারহেড ট্রাংক নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগসহ ৪টি পাম্প হাউজ নির্মাণ, ১কি:মি: ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন সথাপন , বিভিন্ন ব্যাসের (২০০ মি:মি:, ১৫০ মি:মি:, ১০০ মি:মি:) ৪৩ কি:মি: পাইপ লাইন স্থাপন, ১৪ কি:মি: ড্রেন নির্মাণ, ৩টি পাম্প হাউজ নির্মাণসহ উৎপাদক টিউবওয়েল নির্মাণ, ৫টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ , ২৫টি ডাস্টবিন নির্মাণ, ৩০০০ বাড়ীতে পানির মিটার সরবরাহ ও স্থাপন এবং ১টি মোটরসাইকেল ক্রয় করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।

পরিদর্শনকালে জানা যায় , প্রকল্পের আওতায় এসকল অবকাঠামো নির্মাণের স্কিম ও স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে । পরবর্তীতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এসকল অবকাঠামোর পরিচালনাসহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার মেয়র মহোদয় বরাবর বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এ সকল অবকাঠামো পৌরসভা কর্তৃক পরিচালনাসহ রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে । কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় বিদ্যুৎ সংযোগসহ ৩টি পাম্প হাউজ নির্মাণ , ১টি ওভারহেড পানির ট্রাংক , ড্রেন নির্মাণ কাজ এবং বাসা বাড়িতে পানির পাইপ লাইন সংযোগের কাজ পরিদর্শন করা হয় । পরিদর্শনকালে পাম্প হাউজসমূহ সচল থাকতে দেখা যায় এবং এসকল পাম্প হাউজ দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ২ বার চালু করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট পাম্প অপারেটর জানান । প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্ন বাসা বাড়িতে সংযোগকারী কিছু গ্রাহকের সাথে আলোচনায় জানা যায় , তারা বর্তমানে পৌরসভা হতে তাদেঁর চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ পাচ্ছে।

১১। **প্রকল্পের আওতায় ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ** প্রকল্পটির আওতায় সংঘটিত ক্রয় কার্যক্রমের নথি পর্যালোচনা করে দেখো যায়, PPA-০৬, PPR-০৮ ও এ সংক্রা ন্ত সকল সংশোধনী ও সরকারী বিধি মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১২.০। বাস্তবায়ন সমস্যা:

১২.১ **Time Over Run:** প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২। কিন্তু প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে প্রকৃত সময় ব্যয় হয় জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ২ বছর নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্প সমাপ্ত হতে প্রকৃতপক্ষে সময় ব্যয় হয় ৪ বছর। ফলে প্রকল্পে টাইম ওভাররান হয় ২ বছর, যা মুল অনুমোদনের ২০০%। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল মাত্র ১৪০০.০০ লক্ষ টাকা। এজাতীয় ছোট একটি প্রকল্প ২ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে দূরদর্শিতার অভাব, বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে অস্বাভাবাবিক টাইম ওভার রান (২ বছর) হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১২.২ **প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়া:**

চিত্র: কোটালীপাড়া পৌরসভায় বিদ্যুৎ সংযোগ, পানির পাম্প মেশিনসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণt প্রকল্পটির আওতায় কোটালীপাড়া পৌরসভায় বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ২টি পাম্প হাউজ নির্মাণ কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয় । পরিদর্শনকালে পাম্প পরীক্ষা করে চলমান পাওয়া যায় । বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল পাম্প হাউজ চলমান রয়েছে এবং এসকল পাম্প হাউজ হতে পৌরসভায় বিভিন্ন বাসা বাড়ীতে নিয়মিত পানি সরবরাহ করা হচ্ছে মর্মে জানা যায় । তবে পরিদর্শনকালে পাম্প হাউজের পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভবনের দেয়ালে ছত্রাকের আবরণ পড়তে এবং ভবনের বহি:দেয়ালে কিছু কিছু স্থানে প্লাস্টার উঠে যেতে দেখা গেছে।

১২.৩ **প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেনসমূহ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নাকরাঃ**

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় কোটালীপাড়া পৌরসভায় নির্মিত ড্রেন নির্মাণ কাজ।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণt প্রকল্পটির আওতায় কোটালীপাড়া পৌরসভায় ড্রেন নির্মাণ কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয় । পরিদর্শনকালে ড্রেন ব্যবহারের সচেতনতার অভাবে ড্রেনের আশেপাশে লোকজনকে ড্রেনের মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ফেলতে দেখা গেছে। ফলে ড্রেনের মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ফেলার কারণে ড্রেন বন্ধ হয়ে ভবিষ্যতে ড্রেনের স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয়ে ড্রেন নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যহত হওয়ার আশাংকা পরিলক্ষিত হয়েছে।

১২.৪ **টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় নির্মিত ওভারহেড পানির ট্রাংকের কাজ সমাপ্ত হলেও মাটি ভরাটের ফিনিশিং ওয়ার্ক সম্পন্ন না হওয়া**

চিত্র: টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় ওভারহেড পানির ট্যাংক নির্মাণ।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ: প্রকল্পটির আওতায় টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় ওভারহেড পানির ট্যাংক নির্মাণ কাজটি পরিদর্শনকালে দেখা যায়, এটি পার্শ্ববর্তি ভূমি হতে নীচু এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছে । নির্মিত পানির ট্রাংকটির আশেপাশে অনুমোদিত ডিপিডি মোতাবেক বালি ভরাট কাজ করা হলেও বালি ভরাট কাজটি পর্যাপ্ত কমপ্যাকশন , লেভেল ড্রেসিংসহ ফিনিশিং কাজ এখন অসম্পন্ন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১২.৫ **প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার না হওয়া:** প্রকল্পের আওতায় কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণকে পৌরসভার মাধ্যমে পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১টি ওভারহেড পানির ট্রাংক, ৩টি উৎপাদক নলকুপ, বিদ্যুৎ সংযোগসহ ৪টি পাম্প হাউজ নির্মাণ, ১কি:মি: ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন ও বিভিন্ন ব্যাসের ৪৩ কি:মি: পাইপ লাইন স্থাপন কাজ করার ফলে যে পরিমান গ্রাহককে পানি সরবরাহ সেবা প্রদান করা সম্ভব তার মাত্র ২৫% বর্তমানে সরবরাহ করা হচ্ছে বলে পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্প চলাকালে প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০০০ বাড়ীতে পানি সরবারাহ প্রদান করা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদী ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে পৌরসভা গ্রাহক পর্যায়ে পানি সরবরাহ আরও বৃদ্ধি করতে পারবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মত প্রকাশ করেন।

১৩। আইএমইডি'র মতামত/সুপারিশ:

১৩.১ বাস্তবায়নাধীন এ জাতীয় ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে যাতে অস্বাভাবিক টাইম ওভাররান না হয় এজন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের মনিটরিং বাড়াতে হবে (অনুঃ ১২.১)।

১৩.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহ রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে পৌরসভা এলাকার জনসাধারণের পানি সরবরাহ অব্যাহত রাখাসহ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় সরকার বিভাগ কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনু: ১২.২ ও ১২.৩)।

১৩.৩ টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় নির্মিত ওভারহেড পানির ট্রাংক এলাকায় বালি/মাটি ভরাটের কাজের লেভেল ড্রেসিংসহ ফিনিশিং ওয়ার্ক সম্পন্ন করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অথবা টুঙ্গিপাড় পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশান প্রদান করবে (অনু: ১২.৪)।

১৩.৪ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া পৌরসভাকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনু: ১২.৫)।

১৩.৫ অনুচ্ছেদ ১৩.১-১৩. ৪ পর্যন্ত মতামতের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগেকে অবহিত করবে।

উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভা সমুহে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ,
তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশের ১৪৮টি উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভা সমুহ;

২। উাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডি পিএইচই);

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রনালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রামত্ম ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রামত্ম সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০০১৪.৬০ (--)	১০০১৪.৬০ (-)	৮৭২৩.৬৬ (--)	০১.০৭.০৭ হতে ৩০.০৬.১১	০১.০৭.০৭ হতে ৩০.০৬.১৪	০১.০৭.০৭ হতে ৩০.০৬.১৪	-	৩৬ মাস (৭৫%)

৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর এর ভিত্তিতে) :**

Component-wise Progress (As per latest approved TPP):

(In lakh Taka)

Items of work (as per TPP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	7
Mathematical Modelling for Water Sources for Drinking Water Supply	mm	5050.00	2146 MM	4616.49	2146 MM	
Socio-economic Survey, EIA, Detail Engineering Survey & Investigation and Engineering Design	mm	2910.00	1511 MM	2432.39	1511 MM	
Computer Software	L.S	37.50	L.S	0.00	L.S	
Computer and others Equipment	L.S	23.00	L.S	20.47	L.S	

Truck Mounted High Capacity Drillling Rig with Necessary Equipment and Vehicle	Nos	1.00		0.00		
Geophysical Equipment	L.S	200.00	L.S	194.22	L.S	
Installation of PVC Production well with aquifer test	Nos	1713.10	80 Nos	1387.31	76 Nos	
Supply and Services	L.S	80.00	L.S	72.78	L.S	
Total		10014.60		8723.66		

Note: Due to hydrogeological condition 4(four) nos Production wells could not installed.Reports were prepeared based on the Test tube well & exesting tube well.

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভা সমুহে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের ১৪৮টি পৌরসভার মধ্যে ১৪৬টি পৌরসভার রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে। নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন হয়ে যাওয়ায় তার রিপোর্ট তৈরী করার প্রয়োজন হয় নাই এবং কুমিল্লা জেলার দক্ষিণ কুমিল্লা পৌরসভাটি কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন হয়ে যাওয়ায় তার রপোর্ট তৈরী করার প্রয়োজন হয় নাই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** জাতীয় খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা-১৯৯৮ এর উদ্দেশ্য সমুহকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়ে জাতীয় আর্সেনিক সমস্যা নিরসন কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত Independent Expert কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে দেশের উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের সকল পৌরসভায় আর্সেনিক দূষণমূক্ত নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও পৌরবাসীদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ প্রদান নিশ্চিত করার জন্য এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। দেশের মোট ৩০৮টি পৌরসভার মধ্যে ৯৩টি পৌরসভাকে ইতোমধ্যে পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে এবং ৬৭টি পৌরসভায় পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই ব্যবস্থা কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ১৪৬টি (প্রাথমিক ভাবে ১৪৮) পৌরসভাকে এই প্রকল্পের অর্ন্তভূক্ত করা হয়। সুপেয় পানির উৎস সন্ধানের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির জরীপ, সম্ভাব্যতা যাচাই ও তথ্যানুসন্ধান এর কার্যক্রম পরিচালনা করে সঠিক পানির উৎস চূড়ান্তভাবে নির্ধারনের লক্ষ্যে প্রকল্পের শুরুতেই (১) Mathematical Modelling and Detailed Survey & Investigation for Safe Drinking Water Source Identification এবং (২) Socioeconomic Study EIA and Detail Engineering Survey & Investigation and Engineering Design কাজের জন্য স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে দুইটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের সংস্থান ছিল।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১। আর্সেনিক ও অন্যান্য দূষণমুক্ত নিরাপদ পানির উৎস চিহ্নিত করন;

২। পর্যাপ্ত নিরাপদ ও সকল ঋতুতে প্রাপ্তিযোগ্য (Perinnial) পানির উৎস (ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-পরিস্থ) নিরূপন;

৩। পানির চাহিদা, সেবার স্তর ও নকশায় বিবেচনা যোগ্য বিষয়সমূহ নিরূপন;

৪। পানি সরবরাহ, পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার পূর্নাঙ্গ মাষ্টার পল্যান তৈরীকরন;

৫। প্রকল্পের আর্থিক বিশেলষণ, উপকার ভোগীদের ব্যয় ভার বহন ক্ষমতা ও কর নির্ধারণসহ কর আদায়ের পদ্ধতি/কৌশল প্রণয়ন;

৬। উপকার ভোগীদের অংশ গ্রহনের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন;

৭। পৌরসভাস্থ প্রকল্প সমূহের সামাজিক প্রভাবের (SIA) পরিমাপ করন;

৮। পৌরসভাস্থ প্রকল্প সমূহের পরিবেশগত প্রভাবের (EIA) পরিমাপ করন;

৯। সংশিলষ্ট বিষয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মনোনীত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর;

১০। পৌরসভা মনোনীত কর্মকর্তাদের সংশিনষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ।

৭.৩। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ প্রকল্পটির মূল প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ০৪/১১/২০০৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১০০১৪.৬০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী একই প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৭/১০/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। কিন্তু পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে বিলম্ব এবং টিপিপি অনুযায়ী চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেক প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৭.৪। বছর ভিত্তিক ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি ও আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

৭.৪.১ Original and revised schedule as per TPP :

(In lakh Taka)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি মোতাবেক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা			সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
১	২	৩	৪	৬	৭	৮
২০০৭-০৮	১৭২৬.৮০	১৭২৬.৮০	০.০০	৪.৭৯	৪.৭৯	০.০০
২০০৮-০৯	২৩৬৫.০০	২৩৬৫.০০	০.০০	৭.০৫	৭.০৫	০.০০
২০০৯-১০	২৯৬৫.০০	২৯৬৫.০০	০.০০	৪২৭.৭০	৪২৭.৭০	০.০০
২০১০-১১	২৯৫৭.৮০	২৯৫৭.৮০	০.০০	৯৯৪.৫৮	৯৯৪.৫৮	০.০০
২০১১-১২	০.০০	০.০০	০.০০	১৯০৪.২৭	১৯০৪.২৭	০.০০
২০১২-১৩	০.০০	০.০০	০.০০	২৩৫৬.৮৪	২৩৫৬.৮৪	০.০০
২০১৩-১৪	০.০০	০.০০	০.০০	৪৩১৯.৩৭	৪৩১৯.৩৭	০.০০
	১০০১৪.৬০			১০০১৪.৬০		

৭.৪.২ **বছর ভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯
২০০৭-২০০৮	৫.০০	৫.০০	০	৫.০০	৪.৭৯	৪.৭৯	০
২০০৮-২০০৯	৮৫.০০	৮৫.০০	০	৮৫.০০	৭.০৫	৭.০৫	০
২০০৯-২০১০	৯৮৭.০০	৯৮৭.০০	০	৯৮৭.০০	৪২৭.৭০	৪২৭.৭০	০
২০১০-২০১১	১২০০.০০	১২০০.০০	০	১১৮০.০০	৯৯৪.৫৮	৯৯৪.৫৮	০
২০১১-২০১২	২১০০.০০	২১০০.০০	০	২১০০.০০	১৯০৪.২৭	১৯০৪.২৭	০
২০১২-২০১৩	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	০	২৫০০.০০	২৩৫৬.৮৪	২৩৫৬.৮৪	০
২০১৩-২০১৪	৪৩১৯.০০	৪৩১৯.০০	০	৪২৯৯.৭৬	৩০২৮.৪৩	৩০২৮.৪৩	০
সর্বমোট =				**১১,১৫৬.৭৬**	**৮৭২৩.৬৬**	**৮৭২৩.৬৬**	

৭.৫। **প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ**উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভা সমুহে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটির আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাচাই বাছাইয়ের জন্য নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে জনাব মনোয়ার আলীকে ১ম দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ১৭/১২/০৭-১১/০৪/১২ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের পর ১১/০৪/১২ তারিখ হতে জনাব রবিন রায়হান আহমেদ ৩০/০৬/২০১৪ তারিখ বা সমাপ্তিকাল পর্যন্ত আলোচ্য প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৭.৬। **প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগঃ**

৭.৬.১. আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত ১৪৮টি পৌরসভায় সুপেয় পানির উৎস সন্ধানের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকায় বিস্তারিত জরীপ ও তথ্যানুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সঠিক পানির উৎস চুড়ান্ত ভাবে নির্ধারনের লক্ষ্যে "Mathematical Modelling and Detailed Survey & Investigation for Safe Drinking Water Source Identification" Package এর আওতায় মোট ২১৪৬ জনমাস পরামর্শক ব্যবহার করে ১ম স্থান অধিকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Joint venture of The Institute of Water Modelling (IWM)-Lead Firm, BETS Consulting Services Ltd, SARM Associates Ltd (SARM) '' এর অনুকুলে বিগত ১০-১২-২০০৯ তারিখে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক ক্রয় প্রস্তাবটি (Purchase Proposal) *অনুমোদিত হয়।* *অনুমোদিত ক্রয় প্রস্তাব* (Purchase Proposal) *অনুযায়ী বিগত ০৫-০১-২০১০* তারিখে বর্নিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে সর্বমোট ৪৫,৮৯,৮৬,৭১৪/- (পঁয়তালিশ কোটি উননববই লক্ষ ছিয়াশি হাজার সাতশত চৌদ্দ মাত্র) টাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।

৭.৬.২. "Socioeconomic Study EIA and Detail Engineering Survey & Investigation and Engineering Design" Package এর আওতায় মোট ১৫১১ জনমাস পরামর্শক ব্যবহার করে ১ম স্থান অধিকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান '' Farhat Consulting Engineers & Architects Ltd. as a Lead firm of Joint venture with 1. Dev Consultants Limited 2. Desh Upodesh Limited 3. Sodev Consult 4. JPZ Consulting (Bangladesh) Ltd (JCL)'' এর অনুকুলে বিগত ১০-১২-২০০৯ তারিখে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক ক্রয় প্রস্তাবটি (Purchase Proposal) *অনুমোদিত হয়।* *অনুমোদিত ক্রয় প্রস্তাব* (Purchase Proposal) *অনুযায়ী বিগত ০৬-০১-২০১০* তারিখে বর্ণিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে সর্বমোট ২৬,৫২,২৭,৮০০/- (ছাবিবশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ সাতাশ হাজার আটশত মাত্র) টাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

ক্রঃনং	পরিকল্পিত	অর্জন
১	উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভা সমুহে ভূ- গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ,তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্পে নিম্নোক্ত ১৪৮টি পৌরসভা অন্তর্ভুক্ত ছিল। লক্ষ্যমাত্রায় পর্যায়ভুক্ত পৌরসভার সংখ্যা প্রদত্ত হলো- ১ম পর্যায়- ১২ টি ২য় পর্যায়- ৩৬ টি ৩য় পর্যায়- ৫০ টি ৪র্থ পর্যায়- ৫০ টি মোট ১৪৮ টি	২টি পৌরসভা-কুমিলস্না জেলার দক্ষিন কুমিলস্না সদর ও নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ পৌরসভাদ্বয়ের আওতাভুক্ত এলাকা সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় ২টি পৌরসভার রিপোর্ট তৈরী করার প্রয়োজন হয় নাই। লক্ষ্যার্জনে পর্যায়ভুক্ত পৌরসভার সংখ্যা প্রদত্ত হলো- ১ম পর্যায়- ১২ টি ২য় পর্যায়- ৩৭ টি ৩য় পর্যায়- ৪৯ টি ৪র্থ-পর্যায়-৪৮টি মোট ১৪৬ টি
২	১৪৮টি পৌরসভার জরীপ ও মানচিত্রায়ন কার্যক্রমের ভিত্তিতে পরামর্শক দলের জি.আই.এস ইউনিট কর্তৃক নিমেনাক্ত ৪ প্রকারের মানচিত্র তৈরীকরন । (১) ভৌতকাঠামো মানচিত্র তৈরীকরন (Phy/Feature) (২) জমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরীকরন (Landuse)	১৪৮টি পৌরসভার জরীপ ও মানচিত্রায়ন কার্যক্রমের ভিত্তিতে পরামর্শক দলের জি.আই.এস ইউনিট কর্তৃক নিমেনাক্ত ৪ প্রকারের মানচিত্র তৈরী করা হয়। (১) ভৌতকাঠামো মানচিত্র তৈরীকরন (Physical Feature)

ক্রঃনং	পরিকল্পিত	অর্জন
	(৩) ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (DEM) (৪) ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র তৈরীকরন (Contour)।	(২) জমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরীকরন (Landuse) (৩) ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (DEM) (৪) ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র তৈরীকরন (Contour)।
৩	১৪৮ টি পৌরসভার আওতাভুক্ত এলাকা নির্ধারন।	মোট ১৪৬ টি পৌরসভার আওতাভুক্ত এলাকা নির্ধারিত।
৪	১৪৮ টি পৌরসভার বেঞ্চমার্কের (BM Value) মান ও জিও-রেফারেমস্ড অবস্থান প্রদান।	মোট ১৪৬ টি পৌরসভারবেঞ্চমার্কের (BM Value) মান ও জিও-রেফারেমস্ড অবস্থান প্রদান করা হয়।
৫	২৬ টি পৌরসভার নদীর পানির নমুনা সংগ্রহ করে BOD_5, COD ও টারবিডিটি (Turbidity) এর পরীক্ষাকরন।	২৬ টি পৌরসভার নদীর পানির নমুনা সংগ্রহ করে BOD_5, COD ও টারবিডিটি (Turbidity) এর পরীক্ষা করা হয়।
৬	১৪৮ টি পৌরসভার ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নির্ণয়	১৪৬ টি পৌরসভার ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নির্ণয় করা হয়।
৭	১৪৮ টি পৌরসভার বিশদ প্রকৌশল জরীপ, অনুসন্ধান ও ডিজাইন, তৎসহ আর্থ- সামাজিক গবেষনা ও পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয়।	১৪৮ টি পৌরসভার বিশদ প্রকৌশল জরীপ, অনুসন্ধান ও ডিজাইন, তৎসহ আর্থ- সামাজিক গবেষনা ও পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয় করা হয়।
৮	১৪৮ টি পৌরসভার ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা পরীক্ষামেত্ম পানিতে লৌহ, ক্লোরাইড ও আর্সেনিক এর পরিমান বাংলাদেশের জন্য অনুমতি যোগ্য মানদন্ডের সাথে তুলনা করে ব্যাবস্থা নেয়া।	১৪৬ টি পৌরসভার ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা পরীক্ষামেত্ম পানিতে লৌহ, ক্লোরাইড ও আর্সেনিক এর পরিমান বাংলাদেশের জন্য অনুমতি যোগ্য মানদন্ডের সাথে তুলনা করে ব্যাবস্থা নেয়া হয়।
৯	১৪৮ টি পৌরসভার ২০১৬, ২০২০, ২০২৫, ২০৩০, ২০৩৫ এবং ২০৪০ সনের জনসংখ্যা নিরূপণঅন্তে পাইপ লাইন নেট-ওয়ার্ক তৈরীকরন।	১৪৬ টি পৌরসভার ২০১৬, ২০২০, ২০২৫, ২০৩০, ২০৩৫ এবং ২০৪০ সনের জনসংখ্যা নিরূপণঅন্তে পাইপ লাইন নেট-ওয়ার্ক করা হয়।
১০	১৪৮ টি পৌরসভায় গানিতিক মডেলের ব্যবহার ও তথ্য বিশেলষনের মাধ্যমে ড্রেনেজ নেট-ওয়ার্ক নির্ধারণ করা এবং ২০৪০ সনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ড্রেনেজ নেট-ওয়ার্কের বিস্তারিত বিবরন (ব্যাসভিত্তিক দৈর্ঘ্য উলেলখসহ) তৈরীকরন।	১৪৮ টি পৌরসভায় গানিতিক মডেলের ব্যবহার ও তথ্য বিশেলষনের মাধ্যমে ড্রেনেজ নেট-ওয়ার্ক নির্ধারণ করা হয় এবং ২০৪০ সনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ড্রেনেজ নেট-ওয়ার্কের বিস্তারিত বিবরন (ব্যাসভিত্তিক দৈর্ঘ্য উলেলখসহ) তৈরী করা হয়।
১১	১৪৮ টি পৌরসভায় পয়:নিষ্কাশন পদ্ধতি প্রস্তাব করা।	১৪৬ টি পৌরসভায় পয়:নিষ্কাশন পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়।
১২	১৪৮ টি পৌরসভায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রস্তাব তৈরীকরন।	১৪৬ টি পৌরসভায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়।
১৩	১৪৮ টি পৌরসভায় স্থানীয় জন-সাধারনের মতামত নিয়ে এবং সামাজিক, পরিবেশগত ও প্রকৌশল জরীপ, পানি-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান সহ কমপোনেন্ট-১ এর নিকট হতে প্রাপ্ত গানিতিক মডেলের উপর ভিত্তি করে পৌরসভার জন্য একটি মানসম্মত মাষ্টার পলান তৈরীকরন।	১৪৬ টি পৌরসভায় স্থানীয় জন-সাধারনের মতামত নিয়ে এবং সামাজিক, পরিবেশগত ও প্রকৌশল জরীপ, পানি-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান সহ কমপোনেন্ট-১ এর নিকট হতে প্রাপ্ত গানিতিক মডেলের উপর ভিত্তি করে পৌরসভার জন্য একটি মানসম্মত মাষ্টার পলান তৈরী করা হয়।
১৪	১৪৮ পৌরসভার মনোনীত কর্মকর্তাদের ও তৎসহ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মনোনীত কর্মকর্তাদের ১৩টি মড্যুলে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান ও সংশিনষ্ট প্রযুক্তি হসত্মামত্মরকরন।	১৪৬ পৌরসভার মনোনীত কর্মকর্তাদের ও তৎসহ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মনোনীত কর্মকর্তাদের ১৩টি মড্যুলে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান ও সংশিনষ্ট প্রযুক্তি হসত্মামত্মর করা হয়।
১৫	৬টি পৌরসভায় এম,আই,এস (MIS) সহাপনকরন।	৬টি পৌরসভায় এম,আই,এস (MIS) সহাপন করা হয়।
১৬	৩টি কর্মশালা (Worshop) অনুষ্ঠান করন।	৩টি কর্মশালা (Worshop) অনুষ্ঠান করা হয়।

৯। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ**প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১০.১ Training of Project Personnel (Foreign/Local):

Field of Training /Study tour/workshop/ Seminer etc.	Provision as per TPP		Actual		Remarks
	Number of person	Man -months	Number of person	Man -months	
1	2	3	4	5	6
a. Foreign					
• Advance Training on GW Modeling at DHI Denmark	7	21 man days	7	21 man days	-
b. Local					
Training on • Topographic Survey	34	204 man days	34	204 man days	
• Hydrometric & Hydrometeorological Data Collection	34	170 man days	34	170 man days	
• Ground Water Modeling	10	220 man days	10	220 man days	
• Geographic Information System & Remote Sensing. • Management Information System & Database.	32	448 man days	32	448 man days	
• Distribution Network Model	13	338 man days	13	338 man days	
• Water Quality Sampling	38	1102 man days	38	1102 man days	
• Surface Water Modeling	06	90 man days	06	90 man days	
• Drainage Modeling	05	45 man days	05	45 man days	
• Water Quality Modeling	05	45 man days	05	45 man days	
• Salinity Modeling	04	44 man days	04	44 man days	
TOT Course/ On Job Training					
(a) Water Distribution Network Model	03	33 man days	03	33 man days	
(b) Drainage Model	02	22 man days	02	22 man days	
(c) Ground Water Model	03	10 man days	03	10 man days	
(d) Surface Water Model	03	15 man days	03	15 man days	

১০.২ Procurement of Consultancy Services:

(lakh)

Description of procurement (goods/works / consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of completion of works/services and supply of goods	
	As per TPP	Contract value	Invitation date	Contract signing/ L.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Services:						
Mathematical Modelling for Safe Drinking Water Source Identification.	50.50	50.32	23-06-2008	05-01-2010	30-06-2014	30-06-2014
Socio-economic Survey, EIA, Detail Engineering Survey & Investigation and Engineering Design	29.10	28.9550	23-06-2008	06-01-2010	30-06-2014	30-06-2014

Original contract amount was Tk. 4589.86 lakh for Math modeling & Tk. 2652.27 lakh for Socio-economic study. Later the contract amount was revised owing to enhancement of VAT.

১০.৩ Use of Project Consultant (s) (Foreign/Local):

Name of the Field	Approved man month		Actual man month utilised	Remarks
	As per PP	As per contract		
1	2	3	4	5
(a) Foreign:	No foreign consultants were engaged under the project.			
(b) Local:	3657 MM	3657 MM	3657 MM	

১০.৪. Construction/Erection/Installation Tools & Equipment:

Description of items	Quantity (as per TPP)	Quantity procured with date	Transferred to O & M with date	Disposed off as per rule with date	Balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Computer with Printer $ UPS	20	20	-	-	0	Utilizing by DPHE Training Division
Photocopier	1	1	-	-	0	Utilizing by DPHE Training Division
Terrameter Logging Equipment	2	2	-	-	0	Utilizing by DPHE GWD Division
Terrameter Surface Sounding Equipment	2	2	-	-	0	Utilizing by DPHE GWD Division
Borehole Camera with Recording System	1	1	-	-	0	Utilizing by DPHE GWD Division

EC meter	10	10	-	-	0	Utilizing by DPHE GWD Division
Water Level Measuring Device (Hydrometer)	10	10	-	-	0	Utilizing by DPHE GWD Division
Electrical Sieve Analyser with Sieve Set	2	2	-	-	0	Utilizing by DPHE GWD Division

১১। আলোচ্য কারিগরি প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনাঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিম্নলিখিত ৩টি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছেঃ

- ১ম পর্যায় সংক্ষিপ্ত কার্যকাল - ২০১৫ সন পর্যন্ত
- ২য় পর্যায় মধ্যবর্তী কার্যকাল - ২০২৫ সন পর্যন্ত
- ৩য় পর্যায় দীর্ঘমেয়াদী কার্যকাল - ২০৪০ সন পর্যন্ত

১২। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কাজের সারসংক্ষেপঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রকল্পটিকে দুইটি কমপোনেন্টে ভাগ করে ২টি বিশেষজ্ঞ গ্রুপকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

কমপোনেন্ট ১: গানিতিক মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ পানির উৎস নির্ধারণ।
কমপোনেন্ট ২: বিশদ প্রকৌশল জরীপ, অনুসন্ধান ও ডিজাইন (প্রত্যেক পৌরসভার জন্য), তৎসহ আর্থ-সামাজিক গবেষনা ও পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয়। কমপোনেন্ট-২ এর পরামর্শকবৃন্দ স্থানীয় জন-সাধারনের মতামত নিয়ে সামাজিক, পরিবেশগত ও প্রকৌশল জরীপ, পানি-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান সহ কমপোনেন্ট-১ এর নিকট হতে প্রাপ্ত গানিতিক মডেলের উপর ভিত্তি করে পৌরসভার জন্য একটি মানসম্মত মাষ্টার পলান তৈরীকরন।

ক) কমপোনেন্ট ১ :

১২.১ জরীপ

১২.১.১ প্রাথমিক জরীপ

কমপোনেন্ট ১ এর পরামর্শক দল প্রতিটি পৌরসভায় প্রাথমিক জরীপ কাজ সম্পন্ন করেন। ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির উৎস নির্ণয়, স্যানিটেশন, পানি ও পয়:নিষ্কাশন ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক প্রাথমিক ধারণা নেওয়াই ছিল বর্ণিত প্রাথমিক জরীপ কাজের মূল উদ্দেশ্য। প্রাথমিক জরীপে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর একটি আলাদা প্রতিবেদন তৈরী করে দাখিল করা হয়।

১২.১.২ ভৌগোলিক জরীপ

প্রতিটি পৌরসভার গানিতিক মডেল প্রণয়ন ও উন্নয়নের জন্য ভৌগোলিক জরীপ একামত্ম প্রয়োজন। পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, পানি ও পয়:নিষ্কাশনের পূর্নাঙ্গ মাষ্টার পল্যান প্রণয়ন সহ, সংশিলষ্ট অবকাঠামো সমুহের বিশদ নকশা তৈরীতে এই জরীপ অপরিহার্য। জরীপ কাজ শুরুর পূর্বেই উহার বেঞ্চমার্ক (BM) নির্ধারণের লক্ষ্যে সার্ভে অব বাংলাদেশ নির্ধারিত বেঞ্চমার্ক এর বি,এম পিলার নং ও ইহার লেভেল মান (মিঃ পি,ডবিলউ,ডি) সংগ্রহ করা হয়। এই বি,এম পিলারের মানের সহিত সামঞ্জস্য রেখে জরীপের সুবিধার্থে প্রতিটি পৌর এলাকায় অস্থায়ী বি,এম এর একটি নেট-ওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। অস্থায়ী বেঞ্চমার্কসমূহ পৌরসভার বিভিন্ন অবকাঠামো যথা ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদির উপর স্থাপন করা হয়। জরীপ কাজ নিখুঁত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১২.১.৩ অন্যান্য জরীপ সমূহ

অধিকতর তথ্য সংগ্রহের জন্য ভূ-তাত্ত্বিক জরীপ ছাড়াও আরও কতিপয় জরীপ কাজ করা হয়। যথা:-

১. দিক নির্দেশক জরীপ (Alignment Survey)

২. ভৌতকাঠামো জরীপ (Physical Feature Survey)

৩. জমি সমতা জরীপ (Land Level Survey)

৪. জমি ব্যবহার জরীপ (Land Use Survey)

৫. প্রস্থচ্ছেদ জরীপ (Cross Section Survey)

৬. পানির গুনাগুন জরীপ(Water quality)

৭. পানি সমতল নির্ধারণ (Water Level)

৮. পানির প্রবাহ পরিমাপ (Discharge)।

১২.২ মানচিত্রায়ন

১২.২.১ জি,আই,এস মানচিত্রায়ন

সুন্দর ও নির্ভুল মানচিত্র তৈরীতে জি,আই,এস হল সর্বাধুনিক পদ্ধতি। অত্র প্রকল্পের বিভিন্ন মানচিত্র তৈরীতে ইহা ব্যবহার করা হয়েছে। জমির উচ্চতার বিস্তারিত দৃশ্যমান তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং Arc GIS 9.2 এ উহা রূপামত্মর পূর্বক বিভিন্ন স্তরের কার্যপ্রনালীর মাধ্যমে ডিজিটাল এলিভেশন মডেল তৈরী করা হয়েছে। এর সাহায্যে পৌরসভার বিভিন্ন অবকাঠামো সমূহ, জমির উচ্চতা, জলাবদ্ধ এলাকা, বন্যাকবলিত এলাকা এবং পানি-বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য যেকোন দৃষ্টিকোন হতে পরিমাপ করা যায়। এছাড়া Arc GIS 9.2 এর মাধ্যমে অন্যান্য বিশ্লেষন সমূহও করা হয়েছে। মানচিত্র তৈরীতে Bangladesh Transverse Mercator (BTM) এর প্রক্ষিপ্ত পদ্ধতি অনুসরন করা হয়।

১২.২.২ মানচিত্র প্রস্তুতকরন :

জরীপ ও মানচিত্রায়ন কার্যক্রমের ভিত্তিতে পরামর্শক দলের জি.আই.এস ইউনিট কর্তৃক নিমেনাক্ত ৪ প্রকারের মানচিত্র তৈরী করা হয়। প্রস্তুতকৃত মানচিত্র সমূহ নিম্নরূপ:

১। ভৌতকাঠামো মানচিত্র তৈরীকরন (Physical Feature)

২। জমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরীকরন (Landuse)

৩। ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (DEM)

৪। ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র তৈরীকরন (Contour)।

উলেলখ্য, চুড়ান্ত ৪ প্রকারের মানচিত্রের প্রতিটিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদন নেয়া হয় এবং মানচিত্রের এক প্রস্থ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক সহ, মাঠ পর্যায়ের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীকে এবং পৌরসভায় প্রদান করা হয়।

১২.৩ পানি সম্পদের মজুদ নিরূপন:

১২.৩.১ মডেলিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির পরিমান নিরূপন:

প্রতিটি পৌরসভায় ভূ-পরিস্থ পানি সরবরাহের জন্য নিকটবর্তী নদীর পানি নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা, জরীপ ও সাইট পরিদর্শনে দেখা যায় যে, পদ্মা নদীতে সারা বছর পানি পাওয়া যায়। প্রত্যেক বৎসর গবেষনা ও মডেল আপ-ডেট করার জন্য আই,ডবিলউ,এম কর্তৃক নিয়মিতভাবে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে উহা ব্যবহৃত হয়। অত্র পানি সরবরাহ প্রকল্পের কাজেও বর্ণিত মডেল ব্যবহার করা হয়।

১২.৩.২ মডেলিং এর মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিমান নিরূপন

বর্ণিত কাজের তিনটি অংশ নিম্নরূপ :

ক) পানি ও আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

খ) ভূ-পানিতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও সমীক্ষা

গ) ভূ-গর্ভস্থ পানির বিষয়ে মডেলিং

ক) পানি ও আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস নির্ণয়ে পানি-বিজ্ঞান ও আবহাওয়া বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রচুর তথ্য ও উপাত্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি পৌরসভার গ্রাউন্ড ওয়াটার মডেলিং এবং পানি-তাত্ত্বিক সমীক্ষার জন্য ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত সমূহ আই. ডবিলউ.এম এর নিজস্ব তথ্য ভান্ডার ছাড়াও সংশিলষ্ট ক্ষেত্রের জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে নেয়া হয়।

খ) ভূ-পানিতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও সমীক্ষা

আঞ্চলিক ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা, স্থানীয় পানি-তাত্ত্বিক অবস্থা, পানির স্তর বিন্যাস, ভূ-গর্ভস্থ আভ্যমত্মরীন স্তর (Aquifer) গতি প্রকৃতি, ভূ-গর্ভস্থ পানির সমতল নিরূপন, ভূ-গর্ভস্থ পানির গুনাগুন ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক অবগত হওয়ার জন্য পানি-তাত্ত্বিক সমীক্ষা করা হয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির বর্তমান ও ভবিষ্যত উৎস নির্ণয়ে, ভূ-গর্ভস্থ পানির মডেল প্রণয়ন করা হয়।

গ) ভূ-গর্ভস্থ পানির মডেলিং পদ্ধতি

ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস নির্ণয়ে যে গানিতিক মডেল ব্যবহৃত হবে উহাতে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির অবস্থা, বৃষ্টিপাতের পরিমান, নদীর পানির প্রবাহ, মাটির শুষ্ক ও আদ্রতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকা প্রয়োজন। নদী অথবা উপকূলবর্তী এলাকার প্রবাহ নির্ধারনে MIKE 11 হাইড্রোডায়নামিক মডিউল একটি উপযোগী পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে নদীর পানির প্রবাহ, পানির গতি, পানির সমতল, ইত্যাদি বিষয় অতি সহজেই নির্ধারণ করা যায়। MIKE SHE সুবিন্যস্ত এবং পরীক্ষিত এমন একটি গানিতিক মডেল যাহা ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রবাহের বিস্তারিত বিবেচনায় নিয়ে ভূমি ভিত্তি ভূ-পরিস্থ পানি চক্রের (Hydrogeological Cycle) সঠিক বিশেলষন করতে সক্ষম। ভূ-গর্ভস্থ পানির মডেলের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রবাহ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঠিক মজুদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।

১২.৩.৩ পানির উৎস সনাক্তকরন

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পানীয় জলের উৎস দুই প্রকারের যথা ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ। প্রবাহমান নদী, দীঘি, হ্রদ ও পুকুর সমূহের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ আভ্য ন্তরীন স্তর (GWAquifer) থেকে সাধারনত: ভূ-গর্ভস্থ পানি সংগ্রহ করা হয়। তবে উভয় উৎসেরই সীমাবদ্ধতা আছে, যেমন পানির প্রাপ্যতা, গুনাগুন, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান, পানির লবনাক্ততা, ইত্যাদি। নিরাপদ পানির উৎস নির্ধারনে বহুবিধ বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়। বর্ণিত জটিল সমস্যা সমাধানে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ উভয় প্রকার উৎস নির্ধারনে প্রত্যেক পৌরসভার জন্য গানিতিক মডেল ব্যবহার করা হয়।

১২.৪ পানির গুনগত মান

ভূ-পরিস্থ পানির গুনগত মান

২৬টি পৌরসভার জন্য নদীর পানির নমুনা সংগ্রহ করে BOD_5, COD ও টারবিডিটি (Turbidity) এর পরীক্ষা করা হয়। পানিতে BOD_5, COD ও টারবিডিটি (Turbidity) এর পরিমান বেশী থাকিলে নদীর পানি পৌরসভায় সরবরাহ করার পূর্বে যথাযথ পরিশোধনের প্রয়োজন।

ভূ-উপরিস্থ পানির গুনগত মান

কোন কোন পৌরসভায় উৎপাদক নলকূপ বসানো হয়। ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা পরীক্ষামেত্ম পানিতে লৌহ, ক্লোরাইড ও আর্সেনিক এর পরিমান বাংলাদেশের জন্য অনুমতি যোগ্য মানদন্ডের সাথে তুলনা করে ব্যাবস্থা লওয়া হয়।

১২.৫ পানি বন্টনের নেট-ওয়ার্ক মডেলিং

১২.৫.১ পানি সরবরাহ পদ্ধতি ডিজাইন

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভার যে সকল কর্মকর্তা ও প্রকৌশলী পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত, তাদের কর্ম পরিকল্পনাকে সহায়তা করার লক্ষ্যে মূলতঃ নেটওয়ার্ক মডেলিং করা হয়। প্রতিটি প্রতিবেদনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, প্রক্ষিপ্ত জনসংখ্যা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, ২০১১ ভিত্তি বছরে এবং ২০৪০ সন পর্যন্ত পানির চাহিদা দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক সংযোগস্থলের (ঘড়ফব) আওতাভুক্ত এলাকা, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং পানির চাহিদা বিবেচনা করে ২০৪০ সনের জন্য প্রত্যেক সংযোগস্থলে (ঘড়ফব) মোট কত পরিমান পানির প্রয়োজন হবে বর্ণিত প্রতিটি প্রতিবেদনে তাহা দেখানো হয়। পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ডিজাইন প্রনয়নে সর্বাধুনিক ও জন-বান্ধব সফটওয়্যার হিসাবে বিবেচিত "Bentley Water Gems" ব্যবহার করা হয়।

১২.৬ পৌরসভার প্রবৃদ্ধি বিশেলষন

নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কোন ভূ-তাত্ত্বিক এলাকার জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি হার মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত উপায়ে নির্ণয় করা হয়:

- বর্তমান জনসংখ্যা
- স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির হার (জন্ম ও মৃত্যুর ভারসাম্য) এবং
- প্রকৃত অভিপ্রয়ানের হার (লোকজন এলাকার বাইরে যাওয়া ও আসা)

আদমশুমারি মোতাবেক প্রত্যেক ওয়ার্ডের আয়তন ও বর্তমানে নতুন বসতি স্থাপন সহ, মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষন ও জরীপের উপর ভিত্তি করে সমানুপাতিক ভাবে বর্তমান জনসংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। পৌরসভা সমূহে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির তথ্য এবং প্রকৃত অভিপ্রয়ানের হার সংরক্ষিত না রাখার কারনে অত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১২.৬.১ প্রক্ষিপ্ত জনসংখ্যা

জনসংখ্যার পরিমান নির্ধারণে অভ্যমত্মরীন অভিপ্রায়ন বিবেচনা করে উহা নিরূপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের উপর অধিক গুরম্নত্ব দেওয়ার কারনে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার কম ধরে প্রতিটি প্রতিবেদন তৈরী করা হয়।

১২.৬.২ পানির চাহিদা

বিভিন্ন প্রতিবেদন ও নাগরিকদের পানি ব্যবহারের পরিমানের বিশেলষনের উপর ভিত্তি করে গৃহস্থালী কাজের চাহিদা নিরূপন করা হয়।

পানির চাহিদা নিরূপনে ২০৪০ সন পর্যন্ত পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ পদ্ধতি, পানি ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ধরনের সংযোগ, সেবা গ্রহণকারী জনসংখ্যা এবং গৃহস্থালীর চাহিদা বহির্ভূত অন্যান্য চাহিদা সমূহ বিবেচনা করা হয়।

১২.৬.৩ প্রস্তাবিত পাইপ লাইন নেট-ওয়ার্ক

প্রতিটি প্রতিবেদনে পৌরসভার পানি বন্টনের নেট-ওয়ার্কের জন্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির মডেল তৈরী করা হয়। ভূ-পরিস্থ মডেলের প্রস্তাবিত পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য প্রতিবেদনের খন্ড-৩ এর ৪র্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়।

সকল ব্যবহারকারীর নিকট কমপক্ষে ৫ মিটার উচ্চতায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা মডেলিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। বহুতল ভবনে সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের প্রয়োজন হবে। তবে একতলা ভবনের জন্য ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের প্রয়োজন হবে না।

১২.৭ পানি নিষ্কাশন উন্নয়ন সমীক্ষা

১২.৭.১ নিষ্কাশন সমীক্ষা

প্রতিটি পৌরসভার বিভিন্ন সমস্যাবলীর মধ্যে পানি নিষ্কাশন সমস্যা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম। পৌরসভা সমূহের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে এটা অত্যমত্ম জরম্নরী ও গু রুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের অধিকাংশ পৌরসভাই বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার শিকার। ফলে পৌরসভা এলাকায় অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশের সৃষ্টিসহ পৌরবাসীগনের মধ্যে বিভিন্ন পানি বাহিত রোগের সংক্রমন হয়। এছাড়া জলবদ্ধতার কারনে ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষতিসহ বিভিন্ন অবকাঠামো সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পৌরসভাসমূহে পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদ্যমান নর্দমা/নালাগুলি সংকুচিত, ঢালের মাত্রার ঘাটতি ও নির্গমন পথ পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। অধিক বৃষ্টিপাতের সময় এ সকল নর্দমা/নালা গুলি পানি নিষ্কাশনে অক্ষম। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে সরকার পৌরসভাগুলিতে সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রণয়নসহ অন্যান্য সমস্যাবলী নিরসনকল্পে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দ্যেগ গ্রহন করেছে।

প্রতিটি পৌরসভা এলাকায় ভবিষ্যতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হতে পারে এবং পৌরএলাকায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখাই নিষ্কাশনের উপর প্রণীত সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। নতুনভাবে নর্দমা/নালা নির্মান, বিদ্যমান নর্দমা/নালা গুলির যথাযথ সংরক্ষন ও মেরামত, নর্দমা/নালা গুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা, বিদ্যমান খালগুলি পুন:খনন, নতুন ক্রস-ড্রেন নির্মান, ইত্যাদি কার্যাবলীর মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উননতি করা যায়।

গানিতিক মডেলের ব্যবহার ও তথ্য বিশেলষনের মাধ্যমে প্রতিটি পৌরসভার ড্রেনেজ নেট-ওয়ার্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। উলেলখ্য যে, গানিতিক মডেলের মাধ্যমে শুধুমাত্র ২০৪০ সনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ড্রেনেজ নেট-ওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে। ভবিষ্যৎএ পৌরসভার তত্বাবধায়নে ড্রেনেজ নেট-ওয়ার্কের বিস্তারিত নকশা (শাখা নর্দমাসহ) প্রণয়ন করা হবে।

নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি পৌরসভার বিদ্যমান খাল ও নালা সমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। মোটামুটি ভাবে আরও প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক নর্দমা/নালার প্রস্তাব করা হয়। প্রতিটি প্রতিবেদনে টেবিলে ড্রেনেজ নেট-ওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ও অন্যান্য তথ্যাবলী প্রস্তাবিত হয়।

১২.৮ স্যানিটেশন ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন

১২.৮.১ বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা সমূহ

প্রতিটি পৌরসভায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যকর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনে বিশদ নকশা প্রণয়নের জন্য মাঠ-পর্যায়ে পর্যাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। মাঠ-পর্যায়ে জরীপের সময় লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রতিটি পৌরসভার স্যানিটেশন ব্যবস্থা সমেত্মাষজনক নয়। তবে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে এর উন্নতি সাধন করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

১২.৮.২ ল্যাট্রিন কভারেজ

অধিকাংশ বাড়িতে পিট স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহৃত হয়ে আসছে। স্বল্প পরিমান বসত-বাড়ীতে সেপটিক-ট্যাংকযুক্ত স্যানিটারী ল্যাট্রিন আছে। কিন্তু প্রায়শঃই ল্যাট্রিনগুলি সোক ওয়েলের সাথে সঠিকভাবে সংযুক্ত না থাকায় এবং নিয়মিত পরিষ্কার না করায় ময়লা উপচিয়ে আশে পাশের এলাকা অস্বাস্থ্যকর করে তোলে।

১২.৮.৩ পৌরসভার নর্দমা

পৌর এলাকায় কিছু কাঁচা এবং খোলা নর্দমা রয়েছে। এতদ্বব্যতীত স্বল্প দৈর্ঘের কিছু পাকা নর্দমা অপরিকল্পিতভাবে তৈরী করা হয়েছে। এ সকল নর্দমা বৃষ্টির পানির জন্য সৃষ্ট জলাবদ্বতা দূর করতে সাহায্য করে। বর্তমানে অধিকাংশ নর্দমাই কঠিন বর্জ্য ফেলার জন্য কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলস্বরূপ মশার প্রজননক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে, এগুলি পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

১২.৮.৪ প্রস্তাবিত পয়:নিষ্কাশন পদ্ধতি

প্রতিটি প্রতিবেদনের ৪র্থ খন্ডের নির্দিষ্ট অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরন প্রদান করা হয়। স্যানিটেশন উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা প্রতিটি প্রতিবেদনের অধ্যায় ৮ এ বর্নিত আছে। সংগৃহীত উপাত্ত সমূহের সহায়তায় পৌরসভার সার্বিক অবস্থা বিশেলষনপূর্বক প্রাথমিক নকশার ভিত্তি পাওয়া যাবে। কমপোনেন্ট-২ এর পরামর্শক দল কর্তৃক সম্পন্নকৃত সামাজিক প্রভাব (SIA) ও পরিবেশগত প্রভাব (EIA) জরীপের ফলাফল বিশদ নকশা প্রণয়নে ব্যবহার করা হয় ।

১২.৯ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১২.৯.১ বাংলাদেশের পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য সমূহ:

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছোট আকারের পৌরসভার নিয়মিত উৎপাদিত কঠিন বর্জ্য সমূহ সাধারনত: নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়:

১। গৃহস্থালী, রান্নাঘর এবং বাগান সমূহের বর্জ্য

২। বাজার অথবা হাট এলাকার বর্জ্য

৩। পলাষ্টিক ও ধাতব দ্রব্যাদির বর্জ্য

৪। নির্মান সামগ্রীর বর্জ্য

৫। হাসপাতালের বর্জ্য

বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতি মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ:

১। অঞ্চল ভিত্তিক সংগ্রহ
২। বলক ভিত্তিক সংগ্রহ
৩। রাস্তার পার্শ্ব হতে সংগ্রহ
৪। বাসা-বাড়ি হতে সংগ্রহ

প্রতিটি গৃহের সংগ্রহবর্জ্য অপসারন পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১। স্বাস্থ্য সম্মতভাবে নির্দিষ্ট স্থানে অপসরন
২। জৈব-সার তৈরী
৩। ভস্মীভূত করা (হাসপাতাল বর্জ্য)

ক) কম্পোনেন্ট ২ এর কাজের সংক্ষিপত্ম বিবরনি:

১। প্রত্যেক পৌরসভার সামাজিক প্রভাব (SIA) জরীপ

২। প্রত্যেক পৌরসভার পরিবেশগত প্রভাব (EIA) জরীপ

৩। প্রত্যেক পৌরসভার নকনা প্রনয়ন

৪। প্রত্যেক পৌরসভার পানির কর নির্ণয়

৫। প্রত্যেক পৌরসভার প্রাক্কলন প্রনয়ন

৬। প্রত্যেক পৌরসভার মাষ্টারপল্যান কর্মশালা (Worshop) অনুষ্ঠান করন

৭। প্রত্যেক পৌরসভার মাষ্টারপল্যান কর্মশালার সুপারিশ অনুসরনে চূড়ানত্ম মাষ্টারপল্যান প্রনয়ন।

১৩। <u>মতামত/সুপারিশঃ</u>

১৩.১ সমীক্ষা প্রকল্পটির সুপারিশ মোতাবেক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক পৌরসভার জন্য অথবা কয়েকটি পৌরসভার সমন্বয়ে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে জিওবি অর্থায়নের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহকে এ সকল প্রকল্পে সহায়তার জন্য অনুরোধ জানানো যেতে পারে।

১৩.২ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্য্যালয়ের তথ্য ব্যাংক (তথ্য ভান্ডার) ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (MIS) উন্নয়ন সাধন করতে হবে, যাতে অত্র প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত তথ্য সমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

১৩.৩ বর্ণিত প্রকল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৃষ্ট দক্ষ জনবলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানসমূহ মাঠপর্যায়ে কাজে লাগে।

১৩.৪ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত সমীক্ষা কার্যক্রমে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ-পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের আধুনিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

১৩.৫ পৌরসভা গুলিতে এই সকল তথ্য ও উপাত্ত সমূহ যথাযথ সংরক্ষনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পৌরসভার লোকবলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। তথ্য-উপাত্ত সমূহ যথাসময়ে হালনাগাদ করার বিষয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে পৌরসভাগুলি সহায়তা প্রদান করবে, যাতে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়।

১৩.৬ বিনিয়োগ প্রকল্প প্রনয়ন কালে বর্নিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাসমূহ এর প্রাপ্ত কারিগরি তথ্যাদি পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করে এর ডিজাইন ও নক্সা চূড়ান্ত করা বিষয়ক কার্যক্রমের সংস্থান বিনিয়োগ প্রকল্পে রাখা যেতে পারে।

----------o----------

‘‘মিরপুর সার্কেল ১০ থেকেকচুক্ষেত রোড প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : মিরপুর ১০ নং গোলচত্বর হতে কচুক্ষেত পর্যন্ত।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২১৮৭.১৫	২৩০০.১৩	২২৬৩.৫২	০১.১২.১২-৩১.১২.১৩	০১.১২.১২-৩০.০৬.১৪	০১.১২.১২-৩০.০৬.১৪	৭৬.৩৭ (৩.৪৯%)	৬ মাস (৫০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.০	**সড়ক উন্নয়ন**					
১.১	বালি ভরাট	ঘঃমিঃ	৭৭৫৪.৬১	৮৯.১২	৭৪৯০.০৮ (৯৬.৫৯)	৮১.৩০ (৯১.২৩)
১.২	Water Bond Macadam (WBM)	ঘঃমিঃ	১১১৩০.৯৬	৩৭৯.১২	১১০৭৬.৬৭ (৯৯.৫১)	৩৮৭.২২ (১০২.১৪)
১.৩	Aggregate Base Type-1	ঘঃমিঃ	৫০২৮.৫৪	১৯১.৬৭	৫০২১.০১ (৯৯.৮৫)	১৯৮.১৭ (১০৩.৩৯)
১.৪	Levelling Course	ঘঃমিঃ	২৪৫৫.৯৫	৩০৩.৫৬	২৪২২.৭২ (৯৮.৬৫)	৩১৩.৫০ (১০৩.২৭)
১.৫	Bituminous Concrete	বঃমিঃ	৬২৬৪৭.৯২	৬৪৯.৫৬	৬১১৬৩.৫৮ (৯৭.৬৩)	৬৫৯.৮৪ (১০১.৫৮)
২.০	**ফুটপাত ও ড্রেন উন্নয়ন**					
২.১	বালি ভরাট	ঘঃমিঃ	২১০৬.৭৫	৯৩.৮২	১৫২৫.৬২ (৭২.৪২)	৮৫.৭৬ (৯১.৪১)
২.২	Rammed C.C (1:3:6)	ঘঃমিঃ	৪৭৩.৫৩	৬৪.০৯	৪২৯.০৮ (৯০.৬১)	৫৮.৫৮ (৯১.৪০)
২.৩	RCC (1:2:4) bottom and side wall	ঘঃমিঃ	১৯২১.১৫	৪১১.৩২	১৯৩০.৬৮ (১০০.৫০)	৩৮৫.৯৪ (৯৩.৮৩)
২.৪	Ready mix concrete for footpath (22 Mpa)	ঘঃমিঃ	৭০০.৩১	১১৭.৮৭	৮৬১.০১ (১২২.৯৫)	৯৩.২১ (৭৯.০৮)
	সর্বমোট	**-**		**২৩০০.১৩**		**২২৬৩.৫২ (৯৮.৪১)**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ** মিরপুর ১০ থেকে কচুক্ষেত রাস্তা যা মিরপুরের সাথে বিমানবন্দর সড়ক এবং গুলশান, বনানী, উত্তরার সাথে সংযোগ করেছে। এ সড়কে ট্রাফিক জ্যাম থাকে অনেক বেশী, রাস্তার প্রশস্ততা কম ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভীষণযানজটের সৃষ্টি হয়। এছাড়া ফুটপাতে কয়েক হাজার লোক চলাচল করে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ক্রমবর্ধমান নগরায়ন প্রক্রিয়ায় নাগরিক চাহিদা অনুযায়ী সড়ক, ফুটপাথ নির্মাণের মাধ্যমে টেকসই জন-বান্ধব জীবন যাপন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যকর সেবাসমূহ, যেমন- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ড্রেনেজ, সুপেয় পানি সরবরাহের কার্যকর ও টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মিরপুর এলাকার পরিবেশগত জীবন ব্যবস্থার ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন।

৭.২। **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ** মূল প্রকল্পটি ২২/০১/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ২১৮৭.১৫ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৭৫০.১৫ লক্ষ টাকা ও সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ৪৩৭.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, প্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিকৃত মূল্য মোতাবেক প্রকল্পটির বিপরীতে সামান্য ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন হয়। এ প্রেক্ষিতে বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটির(ডিপিইসি) সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ২৩০০.১৩ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৮৪০.১০ লক্ষ টাকা এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ৪৬০.০৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত।

৭.৩ ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা		সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয় (সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব)
	মূল	সংশোধিত			
২০১২-১৩	১৫৩০.৯৭	৮২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০১৩-১৪	৬৫৬.১৮	১৪৭৫.১৩	১৮৪০.১০	১৮৪০.১০	১৮১০.৮২ (৪৫২.৭০)
সর্বমোট =	**২১৮৭.১৫**	**২৩০০.১৩**	**১৮৪০.১০**	**১৮৪০.০০**	**২২৬৩.৫২ (৪৫২.৭০)**

৭.৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ২৩০০.১৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে সমাপ্তিকাল (জুন, ২০১ ৪) পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২২৬৩.৫২ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮.৪১%। এ ব্যয়ের মধ্যে সড়ক উন্নয়ন খাতে ৭৪৯০.০৮ ঘনমিটার বালি ভরাট বাবদ ৮১.৩০ লক্ষ টাকা, ১১০৭৬.৬৭ ঘনমিটার WBM বাবদ ৩৮৭.২২ লক্ষ টাকা, ৫০২১.০১ ঘনমিটার এগ্রিগেট বেইস টাইপ-১ বাবদ ১৯৮.১৭ লক্ষ টাকা, ২৪২২.৭২ ঘনমিটার লেভেলিং কোর্স বাবদ ৩১৩.৫০ লক্ষ টাকা, ৬১১১৬৩.৫৮ বঃমিঃ বিটুমিনারস কনক্রিট বাবদ ৬৫৯.৮৪ লক্ষ টাকা। অপরদিকে ফুটপাথ ও ড্রেন উন্নয়ন খাতে ১৫২৫.৬২ ঘনমিটার বালি ভরাট বাবদ ৮৫.৭৬ লক্ষ টাকা, ৪২৯.০৮ ঘনমিটার সিসি'র কাজ বাবদ ৫৮.৫৮ লক্ষ টাকা, ১৯৩০.৬৮ ঘনমিটার আরসিসি Bottom and side wall বাবদ ৩৮৫.৯৪ লক্ষ টাকা এবং ফুটপাথে রেডী মিক্স কনক্রিট ওয়ার্কে ৮৬১.০১ ঘনমিটার কাজের জন্য ৯৩.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৭.৫ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ প্রকল্পের শূরু হতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব আহম্মেদ আলী শাহ তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত অর্থাৎ গত ০১/১২/২০১২ তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তবে তাঁকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণ মূলত মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
ক্রমবর্ধমান নগরায়ন প্রক্রিয়ায় নাগরিক চাহিদা অনুযায়ী সড়ক, ফুটপাথ নির্মাণের মাধ্যমে টেকসই জন-বান্ধব জীবন যাপন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যকর সেবাসমূহ, যেমন- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ড্রেনেজ, সুপেয় পানি সরবরাহের কার্যকর ও টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মিরপুর -১০ হতে ১৪ পর্যন্ত এলাকার পরিবেশগত জীবন ব্যবস্থার ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন এবং সড়কটির যানজট নিরসন।	পকল্পের আওতায় ২১৬০ মিটার সড়ক প্রশস্তকরণসহ উন্নয়ন ও একই দৈর্ঘ্যে সড়কের উভয় পার্শ্বে নর্দমা-কাম ফুটপাথ নির্মাণ করা হয়েছে।ফলে সড়কটিতে যানজট সমস্যার সমাধান হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেন-কাম ফুটপাথ নির্মাণ করা হলেও আশে পাশের অবৈধভাবে ফুটপাথ ব্যবহারকারী কর্তৃক ড্রেনের মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ফেলার কারণে কিছু কিছু জায়গায় তা অকার্যকর হয়ে সড়কটিতে পানি জমে থাকতে দেখা যায়। এছাড়াও প্রকল্পটির আওতায় ড্রেন-কাম ফুটপাথ নির্মাণকালে কারিগরি দিক বিবেচনাপূর্বক যথাযথ স্লোপ, গ্রেড, ক্যামবার ইত্যাদি বিবেচনা না করে সড়কসহ ড্রেন-কাম ফুটপাথ নির্মাণ করা এবং নির্মাণ কাজের গুনগতমান যথাযথভাবে মেইনটেইন না করায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মিরপুর-১০ হতে ১৪ নং পর্যন্ত নগরবাসীর সাময়িক সমস্যার সমাধান হলেও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়নি।

৯। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২১৬০ মিটার সড়ক প্রশস্তকরণসহ উন্নয়ন ও একই দৈর্ঘ্যে সড়কের উভয় পার্শ্বে নর্দমা-কাম ফুটপাথ নির্মা ণের মাধ্যমে মিরপুর-১০ হতে ১৪ পর্যন্ত সড়কটিতে যানজট সমস্যার সমাধানসহ ড্রেনেজ সমস্যার সাময়িক সমস্যার সমাধান হলেও নির্মাণ কাজের গুনগতমান নিশ্চিত না করা, সড়কের আশে পাশে অবৈধভাবে ফুটপাথ ব্যবহারকারী কর্তৃক ড্রেনের মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ফেলা এবং ড্রেন-কাম ফুটপাথ নির্মাণকালে কারিগরি দিক বিবেচনাপূর্বক যথাযথ স্লোপ, গ্রেড, ক্যামবার ইত্যাদি বিবেচনা না করায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়নি।

১০। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ঃ** প্রকল্পটি সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

১০.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেন-কাম ফুটপাথের উপর অবৈধ দখলকারী কর্তৃক ড্রেনে **Solid waste management dumping**:

চিত্র-১ঃ প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত সড়কের মেইন ক্যারেজওয়েসহ ফুটপাথ স্থায়ীভাবে অবৈধ দখলে রয়েছে।

চিত্র-২ ঃ প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত ড্রেন-কাম ফুটপাথে অবৈধ দখলকারী কর্তৃক ড্রেনের মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ফেলা এবং ড্রেন-কাম ফুটপাথ নির্মাণকালে কারিগরি দিক বিবেচনাপূর্বক যথাযথ স্লোপ, গ্রেড, ক্যামবার ইত্যাদি বিবেচনা না করে ড্রেন নির্মাণ করায় বৃষ্টি সময় সড়কটিতে পানি জমে থাকতে দেকা যায়।

প্রকল্পটির মিরপুর আইডিয়াল স্কুল এবং কলেজ সংলগ্ন এলাকা পরির্দশনকালে দেখা যায় সড়কটির বেশ কিছু অংশে র ফুটপাথ অবৈধ দখলকারী কর্তৃক স্থায়ীভাবে দোকানঘর নির্মাণের মাধ্যমে দখল করে রেখেছে। ফলে প্রকল্পটির মাধ্যমে নির্মিত ফুটপাথটি জনগণ স্বাচ্ছন্দের সাথে ব্যবহার করতে পারছে না। অধিকন্তু এসকল অবৈধ দখলকারী কর্তৃক ড্রেনের মধ্যে তাদের ব্যবসায়িক ময়লা-আবর্জনা ফেলায় ড্রেনের অনেক জায়গায় মূখ বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া ড্রেন-কাম ফুটপাথ নির্মাণকালে কারিগরি দিক বিবেচনাপূর্বক সঠিক স্লোপ, গ্রেড, ক্যামবার ইত্যাদি মেইনটেইন না করার কারণে ও সড়কটি তে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেখা যায়। ফলে সড়কটি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হবে না এবং খুব সহসাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে যাবে মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে।

১০.২ নির্মান কাজের গুনগতমান নিশ্চিত না করাঃ

টিত্রঃ সড়কটি বিভিন্ন স্তরের পুরত্ব এবং খোয়া, বালির মিশ্রণ পরীক্ষা করা হচ্ছে।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় মিরপুর ইংলিশ ভার্সন স্কুল এন্ড কলেজ সংলগ্ন এলাকায় নির্মিত ড্রেন-কাম ফুটপাথের ফুটপাথের স্লাব ভেংগে ও দেবে যেতে দেখা যায়।

পরিদর্শনকালে সড়কটির একটি পয়েন্টে বিভিন্ন স্তরের পুরত্ব পরীক্ষাসহ সড়কটির বিভিন্ন স্তরে ব্যবহত খোয়া, বালির মিশ্রণ পরীক্ষাকালে দেখা যায় লেভিলিং কোর্সসহ বিটুমিনাস কার্পেটিং লেয়ার ৯০মিঃমিঃ এর স্থলে পাওয়া যায় ৭০ মিঃমিঃ। Aggregate Base Type-1 এর পুরত্ব ১৫০ মিঃমিঃ স্থলে ১৬০ মিঃমিঃ পাওয়া গেলেও Water Bond Macadam(WBM) এর পুরুত্ব ৩৮০ মিঃমিঃ এর স্থলে পাওয়া যায় মাত্র ২১০ মিঃমিঃ। এছাড়া Aggregate Base Type-1-এর মিশ্রণে খোয়ার তুলনায় অপেক্ষাকৃত বালির পরিমান বেশী দেখা যায়। অপরদিকে সড়কটি পুরুত্ব পরীক্ষাকালে দেখা যায় সড়কের বিভিন্ন স্তরে যথাযথ কমপ্যাকশন করা হয়নি। ফলে সড়ক উপরের বিটুমিনাস স্তরসহ অন্যান্য স্তর খুব সহজেই উঠে যেতে দেখা যায়। পরপর্তীতে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন সড়কটির বিভিন্ন স্তরের পুরুত্ব সঠিক থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আরও কয়েকটি স্থানে গর্ত করে দেখানো চেষ্টা করে, কিন্তু কোথায় অনুমোদিত ডিপিপি/স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সড়কটি বিভন্নি লেয়ারের পুরুত্ব দেখাতে সক্ষম হননি।

১০.৩ অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান হতে ব্যয়ের তারতম্যঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির অনুমোদিত সর্বশেষ ডিপিপি হতে অনেক অংগে বাস্তব কাজ কম করা হলেও আর্থিক ব্যয় অনেক বেশী করা হয়েছে। যেমন প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক ১১১৩০.৯৬ ঘনমিটার Water Bond Macadam(WBM) বাবদ ৩৭৯.১২ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও এখাতে ১১০৭৬.৬৭ ঘনমিটার কাজের বিপরীতে ৩৮৭.২২ লক্ষ টাকা , Aggregate Base Type-1 অংগে ৫০২৮.৫৪ ঘনমিটার বাবদ ১৯১.৬৭ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও ৫০২১.০১ ঘনমিটার কাজের বিপরীতে ১৯৮.১৭ লক্ষ টাকা, Leveling Course-এ ২৪৫৫.৯৫ বঃমিঃ বাবদ ৩০৩.৫৬ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও এখাতে ২৪২২.৭২ বঃমিঃ কাজের বিপরীতে ৩১৩.৫০ লক্ষ টাকা, Bituminous Concrete খাতে ৬২৬৪৭.৯২ বঃমিঃ বাবদ ৬৪৯.৫৬ টাকার সংস্থান থাকলেও ৬১১৬৩.৫৮ বঃমিঃ কাজের বিপরীতে ৬৫৯.৮৪ লক্ষ টাকা এবং বালি ভরাট খাতে ২১০৬.৭৫ ঘঃমিঃ বাবদ ৯৩.৮২ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও ১৫২৫.৬২ ঘনমিটার কাজের বিপরীতে ৮৫.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, অর্থাৎ এ খাতে বাস্তব কাজ ৭২.৪২% হলেও আর্থিক ব্যয় হয়েছে ৯১.৪১%। এভাবে অনুমোদিত সংস্থান হতে বাস্তব কাজ কম করা হলেও আর্থিক ব্যয় বেশী করা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থি। উল্লেখ্য মূল অনুমোদন মোতাবেক মাত্র ১বছর মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পটি ১বার সংশোধন করে ৬মাস মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ব্যয় বৃদ্ধি করা হলেও অনুমোদিত সংস্থান হতে অংগভিত্তিক এ জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি কাম্য নয়।

১১। <u>সুপারিশঃ</u>

১১.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেন-কাম ফুটপাথ স্বাচ্ছন্দের সাথে ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফুটপাথ হতে অবৈধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদের উদ্যোগ গ্রহণ করাসহ ড্রেনের মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ফেলার কারণে যাতে তা বন্ধ হয়ে না যায় এজন্য জনসাধারণের সচেতনাতা বৃদ্ধির বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে (অনুঃ১০.১)।

১১.২ প্রকল্পের আওতায় সড়কসহ ড্রেন-কাম ফুটপাথ নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজের গুনগত মান নিশ্চিত না করাসহ ডিপিপি/স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সড়কটি বিভিন্ন লেয়ারের পুরুত্ব না থাকার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখতে পারে (অনুঃ১০.২)।

১১.৩ অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান হতে বাস্তব কাজ কম করা হলেও আর্থিক ব্যয় বেশী করার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখতে পারে (অনুঃ১০.৩)।

১১.৪ অনুচ্ছেদ ১১.১ -১১.৩ পর্যন্ত মতামতের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।

----------0----------

‘‘ধানমন্ডি লেকের ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ(১ম সংশোধিত)’’
শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

‘‘ধানমন্ডি লেকের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগের অধিনস্থ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এপ্রিল, ২০১১ – জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে বর্ণিত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক (স্থানীয় সরকার সাব-সেক্টর) কর্তৃক ২৪ আগষ্ট, ২০১৫ তারিখে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংক্রান্ত কাগজ-পত্রাদি পর্যালোচনা, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা এবং সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

১। প্রকল্পের মৌলিক বিষয়াদিঃ

১.		প্রকল্পের নাম	ঃ	‘‘ধানমন্ডি লেকের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্প।
২.		**বাস্ত**বায়নকারী সংস্থা	ঃ	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
৩.		উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪.	৪.১	মূল প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	২৩৬৩.৭৮ (জিওবি - ২১২৭.৪০, ডিএসসিসি - ২৩৬.৩৮)
	৪.২	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত	ঃ	২৪৫৩.৭৮ (জিওবি- ২২০৮.৪০, ডিএসসিসি - ২৪৫.৩৮)
	৪.৩	**প্রকৃত ব্যয় (জুন, ২০১৪ পযন্ত)**	ঃ	২৪৩২.৭৭
৫.	৫.১	মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ঃ	এপ্রিল, ২০১১ হতে – ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত।
	৫.২	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত মেয়াদ	ঃ	এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত।
৬.		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ঃ	আর্থিকঃ ৯৯.১৪ %, **বাস্তবঃ ১০০%।**

২। পটভূমিঃ

ঢাকা শহর এক সময় অসংখ্য নদী -নালা খাল-বিল, পুকুর-জলাশয় ইত্যাদি দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে নগরীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অবৈধ দখল ও মাটি ভরাটের ফলে জলাশয়সমূহ ধ্বংস হতে থাকে এবং ঢাকা শহর মারাত্নক পরিবেশগত ঝুঁকিতে পড়ে। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড অবৈধ স্থাপনা /দখল ইত্যাদি বহুবিধ কারণে ঢাকা শহরে চিত্ত বিনোদনের সুযোগও ক্রমে সংকুচিত হয়ে পড়ে। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ষাটের দশকে ঢাকা শহরের ধানমন্ডি এলাকায় ৪৭২ একর জায়গায় জুড়ে প্রথম পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয় ; যেখানে ১০০০ টি বড় বড় প্লট থাকে। পরবর্তীতে জনসংখ্যার ক্রমাগত চাপে বড় বড় প্লটগুলো বিভক্ত ও বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের ফলে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার বৈশিষ্ট বিঘ্নিত হয়। লেকের অবৈধ দখল এবং পরিবেশের অবনতি (degradation) রোধকল্পে প্রথমত: অবৈধ দখলদারের নিকট থেকে অবৈধ দখল পুনরুদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে (community involvement) ধানমন্ডি লেক এলাকায় ৮৫ .৬ একর এলাকাব্যাপী (৩১ একর ভূমি এবং ৫৪.৬ একর জলাশয়) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য চুড়ান্তভাবে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা , জলাশয়সমূহ পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও ধানমন্ডি লেক এলাকায় ঢাকা শহরবাসীর জন্য বিনোদন সুবিধা সৃষ্টির নিমিত্ত **‘‘ধানমন্ডি লেকের ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ** শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ**

১. ধানমন্ডি লেক এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর উন্নয়ন।

২. লেকের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং

৩. শিশু পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিশুদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

৪। প্রকল্পের অর্থায়ন, অনুমোদন ও সংশোধন

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত "ধানমন্ডি লেকের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ২৩৬৩.৭৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি ২১২৭.৪০ লক্ষ টাকা এবং ডিএসসিসি এর নিজস্ব তহবিল ২৩৬.৩৮ লক্ষ টাকা) এপ্রিল, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কতৃক ৩১/০৫/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। কিন্তু নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের সকল কম্পোনেন্টের বাস্তবায়ন সমাপ্ত না হওয়ায় পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ প্রথমবার এক বছর অর্থাৎ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে আবারও প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২৭.০১.২০১৪ তারিখে এক বছর বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত করা হয়

৫। প্রকল্পটি ২০১১ হতে ২০১৪ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক সংস্হান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি সংস্হান		সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্হান		সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ/ অবমুক্ত	আর্থিক ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি
	মোট	ডিএসসিসি	মোট	ডিএসসিসি	মোট টাকা (জিওবি)	মোট	জিওবি	ডিএসসিসি	
২০১০-২০১১	১৯.২২								
২০১১-২০১২	১৬৯২.৮৩	**১৭৬.৩৮**	**৭৭৭.০০**	৭৭.০০	**৭০০.০০**	**৭৭৬.৩৮**	**৭০০.০০**	**৭৬.৩৮**	৩১.৬৬%
২০১২-২০১৩	৬৫১.৭৩	৬০.০০	১৬৭৬.৭৮	১৬৭.৬৮	**১৩৫০.০০**	**১৪৫০.০০**	**১৩৫০.০০**	**১০০.০০**	৬১.১৩%
২০১৩-২০১৪					**১৫৫.০০**	**২০৬.৩৯**	**১৫৫.০০**	**৫১.৩৯**	৭.২১%
মোটঃ	২৩৬২.৭৮	২৩৬.৩৮	**২৪৫৪.৭৮**	২৪৫.৩৮	**২২০৫.০০**	**২৪৩২.৭৭**	**২২০৫.০০**	**২২৭.৭৭**	১০০.০০%

উপরের সারণী থেকে দেখ যায় যে , প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে ২০১০ -২০১১ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ১৯ .২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও সংশোধিত ডিপিপিতে প্রথম অর্থ বছরে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি । ২০১১-২০১২ এবং ২০১২ -২০১৩ অর্থবছরে সংস্থান ছিল যথাক্রমে ৭৭৭.০০ এবং ১৬৭৬.৭৮ লক্ষ টাকা ; যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৭৭৬ .৩৮ এবং ১৪৫০ .০০ লক্ষ টাকা । প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৩ -২০১৪ অর্থ বছরে ব্যয় হয়েছে ২০৬ .০০ লক্ষ টাকা । প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০ %। তবে জিওবি এবং ডিএসসিসি'র অব্যয়িত অর্থের পরিমান যথাক্রমে ৩.০০ ও ১৭.৬১ লক্ষ টাকা।

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

প্রকল্পের বিভিন্ন অংগওয়ারী বরাদ্দ ও প্রকৃত বাস্তবায়ন অবস্থান নিম্নে সারণীতে সংক্ষেপে দেখানো হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্ত্মবায়ন অগ্রগতি (জুন, ২০১৪ পর্যন্ত)		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্ত্মব	আর্থিক (%)	বাস্ত্মব(%)	
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)	(৭)	১০
A.	Revenue Components	L.S	30.00	100%	30.00	100%	
1.	Consultancy Service	L.S	51.11	100%	76.83	100%	
2.	Project allowance for Bangladesh Army		81.11	-	106.83	-	
	Sub-Total (A)						
B.	Capital Component (Civil works)						
1.	Improvement of existing open Drainage system and Construction of New Drain.						
	(a) New Open Drain.	Rm.	25.76	2420 Rm.	36.81	1911 rm	
	(b) Repair & Reconstruction of existing Drainage system.	Rm.	49.92	2575 Rm.	22.29	1257 rm.	
2.	New Construction of Water Oxygenation system through Fountain/Water Riser including Electrification works.	nos.	50.00	4 nos.	50.00	4 nos.	
3.	Construction of new & Improvement of Walking Track of Walkways.						
	(a) Existing Walkway	Rm.	119.28	2230 Rm.	137.06	2593 rm.	
	(b) New Walkway with precast concrete paver on soling & ¾ thick cement mortar in 1:4 and walk way both side 600 wide filling the stone gravel in/c. guide wall with concrete block.	Rm.	219.87	1330 Rm.	65.37	1229 rm.	
4.	Re-development of landscaping with						
	a. Park furniture						
	i. Garbage bins	Nos.	7.00	70 nos.	7.00	70 nos.	
	ii. Bench sitting , etc.	Nos.	10.00	1 nos.	12.06	1 nos.	
	iii. Free and Exercise equipments	Nos.	15.00	1 nos.	1.26	7 nos.	
	b. Signage and Information Billboard etc.	Nos.	4.00	10 nos.	2.15	10 nos.	
	c. Plantation, trees, hedges, sof surfacing, flower bed, grass etc.	L,S	176.26	1	147.39	1	
	d. Drinking water Fountain	nos.	8.00	14 nos.	5.42	10 nos.	
	e. Tent ,canopy`s for Rain protection 3for visitors						
	i. Big size	nos.	60.00	1 nos.	114.00	10 nos.	
	ii. Small size						
5.	New Construction of Orchid Plaza	nos.	25.00	1 nos.	69.90	1 nos.	
6.	Construction of Installation of						
	a. Urinal Cubicles in/c. water tank, sanitary equipment, paving on approaches	pair	48.00	5 pair	18.96	3 pair	

	b. Renovation existing viewing deck.	nos.	00.00	-	2.50	5 nos.	
	c. New View Deck with R.C.C Beam. Column, M.S. frame on top of Roof & Roof tiles as envelope in/c. approach, walkways etc.	nos.	57.97	6 nos.	50.08	3 nos.	
	d. Deep Tube Well.	no.	101.47	1 no.	82.24	1 no.	
7.	Construction of 3 nos. Foot Bridges and Repair & existing of existing 6 nos. foot Bridges.						
	i. Repair of existing bridge	sqm.	42.74	300 sqm.	27.27	272.71 sqm.	
	ii. New foot bridge	LS.	249.42	68 rm.	354.53	2 nos.	
8.	Construction and development of Children`s park adjacent to Kalabagan Field.	item.	160.00	1 item.	138.37	1 itam	
9.	Excavation of Lake Bed Sludge Removal in appropriate distance.	cum.	71.50	21500 cum.	193.10	21551 cum	
10.	Lake Bank protection work with Retaining Wall, adjacent to Bridges, palasiding, Boulder blocks in Mesh frame etc.						
	a. With edge development by Staging, Earth cutting , Filling, plantation work,	sqm.	18.77	1340.76 sqm.	1.92	47.40 sqm.	
	b. Construction of R.C.C Retaining Wall.	Km.	18.18	225 rm	40.09	61.60 rm	
	c. Concrete Blocks in Galvanized 13,020.00 Cage Stacked as Wall.	L.S	86.61	L.S	12.13	৭৮.৮৭ rm	
	d. 350 Palisading work by 6″ ″ x 6″ ″ R.C.C pillar & 3`` thick R.C.C plate.	rm.	8.85	240 rm	7.16	52.40 rm	
11.	Construction of Boundary security Fencing & Gate ways	rm.	139.95	1915 rm	295.96	2536 rm	
12.	Electrification & Illumination works including pope, cable, connection & controlling system works.	nos.	136.00	170 nos.	89.52	248 nos.	
13.	Re-development & Re-Construction of Road 32 in/c. Bangabandhu Smrity Angan						
	a. Repair & Re-construction of parking area. Footbridge approach & sitting plaza.	item.	24.97	1 item.	16.28	1095 sqm.	
	b. (i) Re-design & Re-Construction of Footpath in/c. Saucer Drainage system & replacement of tiles in/c. Slab casting & soft coverage etc. at the South side.	rm.	69.23	384.46 rm	96.34	359.78 rm	
	ii) Re-Construction of the Drainage system including Surface & service duct at the North side, new construction of top slab with new floor finish, plantation etc.	rm.	12.10	454 rm	3.66	221.04 rm	
	c. Re-Construction of Bangabandhu smrity Angan in/c. Ghat, Floor finish, Wall finish, Lighting & other Landscape component.	sqm.	201.78	568 sqm.	80.06	568 sqm.	
	d. Design development of Bollard system and landscape construction in/c. park furniture & plants etc in remaining western part beyond Bangabondhu smrity Angan.	nos.	17.60	80 nos.	18.53	80 nos.	
	e. Illumination system, light post and	nos.	79.14	90 nos.	63.05	122 nos.	

	electrification works.						
14.	Land development works by imported earth.	cum	32.30	5500 cum	63.48	17978.95 cum	
15.	Wifi Kiosk with networking.	item.	26.00	1 item.	-	-	
	Sub- Total		**2372.67**	**-**	**2325.94**	**-**	
	Grand Total (A+B)		**2453.78**	**-**	**2432.77**	**-**	

৭। কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ আছে কিনাঃ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন বাকি নেই । তবে পরিদর্শনকালে ছোট ছোট কিছু অংশের বাস্তবায়ন অসমাপ্ত রয়েছে মর্মে দেখা যায়; যা পরবর্তী অনুচ্ছেদ ৮.২ এ আলোচনা করা হয়েছে।

৮। প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লিখিত প্রভিশন অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সকল কার্যদি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর Special work organization (SWO) পশ্চিম কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে । সুতরাং বাংলাদেশ সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত PPA-2006 এবং PPR-2008 এর নীতিমালা সমূহ এখানে অনুসৃত হয় নাই। সংশোধিত ডিপিপি'র লক্ষমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকুলে ২৪৫৩ .৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সেনাবাহিনী SWO -এর মাধ্যমে ২৪৩২.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৯। বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক (স্থানীয় সরকার সাব-সেক্টর) কর্তৃক ২৪ আগষ্ট, ২০১৫ তারিখে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ আর্মির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকৃত বিভিন্ন স্কীমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

৯.১। ওয়াকওয়েঃ

ক) ধানমন্ডি লেক এলাকায় বিদ্যমান পায়ে হাটার রাস্তার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে ১১৯ .২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তার বিপরীতে ১৩৭ .০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিরামিক ইট দ্বারা ২ .৫৯৩ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে পুনঃ নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পুরাতন ওয়াক ওয়ে এবং এর পাশে নতুনভাবে বর্ধিত ওয়াকওয়ের মধ্যে ফাটল ধরে গেছে **(চিত্র- ১)।** এ ছাড়া অনেক স্থানে ওয়াক ওয়ে থেকে ইট সরে গেছে মর্মে দেখা যায় **(চিত্র- ২)।**

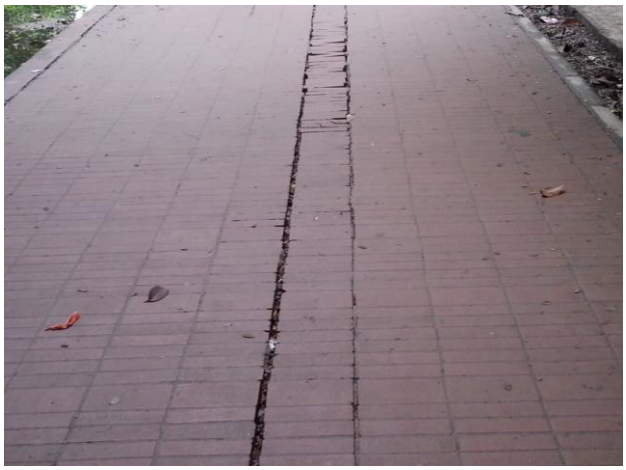

চিত্র- ১: পুরাতন ওয়াক ওয়ে এবং বর্ধিত ওয়াক ওয়ের মধ্যে সৃষ্ট ফাটল

চিত্র- ২: পুরাতন ওয়াক ওয়ে এবং বর্ধিত ওয়াক ওয়ের মধ্যে সৃষ্ট ফাটল এবং ওয়াক ওয়ের মধ্য থেকে উপড়ে পড়া ইট

খ) প্রকল্পের ডিপিপিতে ১.৩৩ কিলোমিটার আরসিসি ওয়াকওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে ২১৯ .৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৫ .৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ধানমন্ডি ৩২ নং ব্রীজ সংলগ্ন তাকওয়া মসজিদ থেকে ৮ নং রাস্তার ব্রীজ সংলগ্ন ডিঙ্গি পর্যন্ত ১ .২২৯ কিলোমিটার আরসিসি জগিং ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে । জগিং ওয়াকওয়ের এক পাশে ২৫০ মিঃ মিঃ প্রশস্ত সিরামিক ইটের গাইড ওয়াল এবং অন্য পাশে সসার ড্রেন বিদ্যমান। পরিদর্শনকালে সসার ড্রেন পার্শ্ববর্তী এলাকার মাটি দ্বারা ভরাট হয়ে গেছে ; জগিং ওয়াকওয়ের উপরিভাগের ষ্টোন চিপসগুলো রেরিয়ে পড়েছে এবং ওয়াক ওয়ের মাঝে মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে মর্মে দেখা যায় **(চিত্র- ৩, ৪)**। ওয়াকওয়েটি ২০১২-১৪ সময়কালে নির্মিত হয়েছে। অথচ অতি অল্প সময়ের মধ্য আরসিসি রাস্তার ষ্টোন চিপস রেরিয়ে পড়া বা ওয়াক ওয়ের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ক্ষতিগ্রস্ততা নয় । বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ক্ষতিয়ে দেখে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে পারে।

চিত্র-৩: আরসিসি ওয়াক ওয়ের উপর থেকে বেরিয়ে পড়া স্টোন চিপস

চিত্র-৪: আরসিসি ওয়াক ওয়ের মধ্যে সৃষ্ট ফাটল

৯.২। ড্রেন নির্মাণঃ

প্রকল্পে আওতায় ২ .৪২ কিঃ মিঃ উন্মুক্ত নতুন ড্রেন এবং ২.৫৭৫ কিঃ মিটার পুরাতন ড্রেন সংস্কারের জন্য যথাক্রমে ২৫৭৬ লক্ষ এবং ৪৯ .৯২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ এর বিপরীতে যথাক্রমে ৩৬.৮১ এবং ২২.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় ১ .৯১১ কিঃ মিঃ এবং ১ .২৫৭ কি : মিঃ ড্রেন সংস্কার করা হয়েছে । পরিদর্শনকালে দেখা যায় পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে মাটি এসে কিংবা গাছের লতাপাতা পড়ে অধিকাংশ উন্মুক্ত ড্রেন ভরাট হয়ে গেছে এবং ড্রেনগুলির নিয়মিত পানি নিস্কাষনের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে **(চিত্র-৫)।**

চিত্র- ৫: **পার্শ্ববর্তী এলাকার মাটি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়া ওয়াক ওয়ের পাশের সসার ড্রেন** ওয়াক ওয়ের ড্রেন ভরাট হয়ে যাওয়া ড্রেনের অংশ বিশেষ

৯.৩। ফুট অভার ব্রীজ

ধানমন্ডি লেক এলাকায় বিদ্যমান ৬টি ফুট ওভার ব্রীজ (৩০০ বর্গ মিটার) সংস্কার এবং ৩টি নতুন ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে যথাক্রমে ৪২ .৭৪ এবং ২৪৯.৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে যথাক্রমে ২৭ .২৭ এবং ৩৫৪.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্যয়ে ২৭২.৭১ বর্গ মিটার পুরাতন ওভার ব্রীজ সংস্কার এবং ২টি নতুন ওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে । পরিদর্শনকালে ১১ নং (পূরাতন ৩২) রাস্তার পূর্ব এবং বর্জরা রেষ্টুরেন্টের মধ্যবর্তী লেকে নির্মিত ফুট ওভার ব্রীজটির সিড়ির এক সারি ইট খুলে গেছে, সিড়ি এবং ব্রীজের আরসিসি স্লাবের সংযোগস্থল এবড়ো-থেবড় রয়েছে এবং ব্রীজটির মধ্যভাগ একটু নিচের দিকে বেঁকে গেছে মর্মে দেখা যায় **(চিত্র-৭, ৮)।** ৮ নং রাস্তার ব্রীজ সংলগ্ন রবীন্দ্র সরোবর থেকে ডিঙ্গি পর্যন্ত নির্মিত ফুট ওভার ব্রীজের রেলিং উপরে স্থাপিত কাঠের রুলার মাঝে মাঝে খুলে গেছে মর্মে দেখা যায় **(চিত্র-৯)।** কলাবাগান মাঠ সংলগ্ন আইল্যান্ড থেকে লেকের উপর নির্মিত ফুট ওভার ব্রীজ -এর এ্যাবাটমেন্টে

বড় ধরণের ফাটল দেখা যায় **(চিত্র-১০)।** এ্যাবাটমেন্টটি যে কোন মূহূর্তে ভেংগে পড়া /ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ প্রসংগে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে , প্রকল্পের আওতায় পুরাতন ব্রীজসমূহের শুধুমাত্র রেলিং ও স্লাব পরিবর্তন করা হয়েছে। কোন পাইল/পিলার বা এবাটমেন্ট নির্মাণ করা হয়নি। এ রকম ঝুঁকিপূর্ণ এ্যাবাটমেন্টটি মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

চিত্র- ৭: ব্রীজের সিড়ির থেকে খুলে যাওয়া এবং খুলে যাওয়া ইট এবং স্লাবের মধ্যে সৃষ্ট ফাকা অংশ

চিত্র- ৮: ব্রীজের মধ্যভাগে নিচের দিকে ঝুলে যাওয়া।

চিত্র - ৯: ফুট ওভার ব্রীজের রেলিং উপরে থেকে খুলে যাওয়া কাঠের রুলার

চিত্র- ১০: কলাবাগান মাঠ সংলগ্ন ফুট ওভার ব্রীজের এ্যাবটমেন্টে সৃষ্ট ফাটল

৯.৪। লেকের শোভাবর্ধনঃ

লেকের শোভা বর্ধন এবং থেকে ভ্রমনকারীদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৭ .০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭০টি গার্বেজ বিন স্থাপন ; ১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১ .২৬ লক্ষ টাক ব্যয়ে ৭ প্রকার ফ্রি -হ্যান্ড এক্সারসাইজ যন্ত্রপাতি স্থাপন ; ৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২.১৫ লক্ষ টাক ব্যয়ে সৌন্দ্ররয ও লেকের তথ্য সংবলিত ১০ টি বিলবোর্ড ; ১৭৬.২৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৪৭.৩৯ লক্ষ টাকা বিভিন্ন ধরণের ঘাস , বৃক্ষ ও ফুলগাছ লাগানো এবং ফ্লাওয়ার বেড ইত্যাদি স্থাপন ; ৮.০০ লক্ষ টাকা ১৪টি খাবার পানির কল স্থাপনের বিপরীতে ৫.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০টি খাবার পানির কল ; ৬০.০০ লক্ষ টাকায় ১টি টেন্ট ক্যানপি নির্মাণের বিপরীতে ১১৪ .০০ লক্ষ টাকা ব্যয় ১০টি টেন্ট ক্যানপি নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে পিসিআর -এ উল্লেখ রয়েছে।

পরিদর্শনকালে দেখা যায় ময়লার বিন এবং ফ্রি -হ্যান্ড এক্সারসাইজ যন্ত্র-পাতিগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। লেকের পানিতে অক্সিজেন প্রবাহ বৃদ্ধির স্থাপিত ঝরনাগুলি ভালো রয়েছে। তবে, খাবার পানির জন্য স্থাপিত ঝরনাগুলির অধিকাংশই (শুধুমাত্র ১টি তে পানি পাওয়া যায়) নষ্ট হয়ে গেছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র-১১)। তাছাড়া, নতুনভাবে লাগানো কিছু কিছু গাছ থাকলেও নতুন লাগানো কোন ঘাস বা ফ্লাওয়ার বেডে লাগানো কোন ফুলের গাছ দেখা যায়নি (চিত্র-১২)। প্রকল্পের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী কোথাও কোন বিলবোর্ডও দেখা যায়নি।

চিত্র - ১১: পথচারিদের জন্য স্থাপিত পানি বিহীন কল

চিত্র - ১২: লেকের ধারে স্থাপিত গাছ বিহীন ফুলের টব এবং নতুনভাবে স্থাপিত মাটির উপর কোন আবরন না থাকায় মাটিতে সৃষ্ট ফাটল

পার্ক উন্নয়ন ও ল্যান্ডস্কেপিং খাতে বরাদ্দ , ব্যয় এবং বিভিন্ন সরঞ্জামাদি স্থাপনের প্রকৃত অবস্থা তুলনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন অংগের অনুকূলে বরাদ্দের হ্রাস -বৃদ্ধি করে বিভিন্ন আইটেম অনুমোদিত আইটেমের তুলনায় কম বা বেশী স্থাপন করাহয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে , বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নিরিখেই নির্মাণ করা হয়েছে । বাস্তবতা যাই হোক না কেন, ডিপিপি সংশোধন ব্যতীত বিভিন্ন অঙ্গের অনুকূলে বরাদ্দ এবং পরিমানের হ্রাস -বৃদ্ধি কিংবা কম্পোনেন্টের স্থান পরিবর্তন ডিপিপি'র সুস্পষ্ট লংঘন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বিষয়গুলি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ক্ষতিয়ে দেখে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৯.৫। পাবলিক টয়লেটঃ

অনুমোদিত ডিপিপিতে ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫টি জোড়া টয়লেট নির্মাণের বিপরীতে ১৮ .৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ জোড়া (একটি পুরুষ এবং ১ মহিলাদের জন্য) পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে । বাস্তবে পরিদর্শনকালে দেখা যায় ১১ নং (পুরাতন ৩২) রোড় সংলগ্ন পুলিশ বক্সের নিকট এবং ১২ নং রোড বরাবর লেকে স্থাপিত টয়লেটগুলো ব্যবহার উপযোগী রয়েছে। তবে, সীমান্ত স্কয়ারের নিকট সাত মসজিদ রোড সংলগ্ন এলাকায় নির্মিত টয়লেটটি পাশ্ববর্তী এলাকায় চলমান একটি রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন উপকরণ রাখা হয়েছে মর্মে দেখা যায় **(চিত্র -১৩)।** জনসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত টয়লেট অন্য কাজে ব্যবহার প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে ব্যহত করছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংস্থা /মন্ত্রণালয়ের খতিয়ে দেখে প্রয়োজঈয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

চিত্র -১৩: রেষ্টুরেন্টের স্টোর রুম হিসাবে ব্যবহৃত পাবলিক টয়লেট।

৯.৬। পর্যবেক্ষণ ডেকঃ

প্রকল্পের ডিপিপিতে ৫৭ .০৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি পর্যবেক্ষণ ডেক নির্মাণের বিপরীতে ৫০ .০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরসিসি বিম ও কলাম এবং মেঝে বা উপরিভাগ এম .এস. ফ্রেম দ্বারা ৩টি পর্যবেক্ষণ ডেক নির্মাণ করা হয়েছে । তিনটি পর্যবেক্ষণ ডেকের মধ্যে কলাবাগান শিশুপার্ক সংলগ্ন এবং ৮ নং ব্রীজের পশ্চিমে ১০ নং রোড সংলগ্ন লেকের ওয়াকওয়ের সাথে নির্মিত ডেক দু 'টি যথাস্থানে রয়েছে মর্মে দেখা যায়। তবে, ৬ নং রোড (উত্তর) সংলগ্ন ওয়াকওয়ের সাথে নির্মিত ডেকটির সিড়ি যথাস্থানে থাকলেও ডেকটি লেকের মধ্যবর্তী আইল্যান্ডের নিকট রয়েছে মর্মে দেখা যায় । এ প্রসংগে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে , ডেকের স্থানান্তর/সরানো বিষয়ে তাঁরা অবহিত নন মর্মে জানান । সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যথাযথভাবে মনিটরিং না করার ফলে এমনটি হতে পারে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং প্রকল্পের আওতায় নির্মিত /স্থাপিত বিভিন্ন কম্পোনেন্টসমূহ যেন যথাস্থানে থাকে এবং যে উদ্দেশ্যে নির্মিত সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯.৭। অর্কিড প্লাজাঃ

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ২৫ .০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬নং রোডে অর্কিড প্লাজা স্থাপনের প্রভিসন থাকলেও বর্তমানে মিরপুর রোড সংলগ্ন কলাবাগান ক্রিকেট মাঠের উত্তরে স্থাপিত শিশুপার্কের সাথে (দক্ষিণে) ৬৯.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে । পরিদর্শনকালে অর্কিড প্লাজায় অর্কিড জাতীয় কোন গাছ -পালা দেখা যায়নি। বরং বিভিন্ন ধরণের আগাছায় অর্কিড প্লাজা ভরপুর রয়েছে মর্মে দেখা যায়। এ ছাড়া অর্কিড প্লাজার প্রবেশপথের দরজার গ্লাস , নেট ইত্যাদি ভাংগা ও নষ্ট রয়েছে মর্মে দেখা যায় । ওর্কিড প্লাজার স্থান পরিবর্তন প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে , ৬ নং রোডের নির্ধারিত স্থানে পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যায়নি বিধায় বর্তমান স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে । ডিপিপি সংশোধন ব্যতীত এ খাতের ব্যয় ২ .৬ গুন বৃদ্ধি এবং নির্মাণের স্থান পরিবর্তন পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থি। সুতরাং বিষয়টি খতিয়ে দেখে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

৯.৮। শিশু পার্কঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৬০ .০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি শিশু পার্ক স্থাপনের বিপরীতে ১৩৮ .৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিরপুর রোডের ধারে কলাবাগান মাঠের দক্ষিণে পার্কটি নির্মাণ করা হয়েছে । অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৫ টি জি আই পোল , ২৫ টি লাইট পোস্ট, ৬০ টি কাষ্টল বৃক্ষ, ১০০০ টি ফুলের গাছ, ২টি ক্লাইম্বিং স্ট্রাকচার, ১ টি সুইং, ২ টি সি-সো, ২ টি স্লাইড, ৫ টি বসার আসন, ২ টি স্পাইডার ওয়েব, ১ টি পিকনিক টেবিল , ১ টি মানকি বার , ১টি ভিলেজ হাট , ১ টি রেস্ট রুম , ১ টি জলাশয় , ১ টি কাঠের ব্রীজ , ২ টি ট্রি হাউজ নির্মাণসহ ৩২৮ বর্গ মিটার মেঝে টাইলস করণ , ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের সংস্থান ছিল । পার্কের জন্য নির্ধারিত আইটেমগুলোর সংখ্যাগত কিছুটা পার্থক্য থাকেলেও অধিকাংশ আইটেম স্থাপন করা হয়েছে মর্মে দেখা যায় । তবে, সুষ্ট ব্যবস্থাপনার অভাবে অধিকাংশ উপকরণই বাবহৃত হচ্ছে না বা ব্যবহার উপযোগী নেই মর্মে পরিদর্শনকালে দেখা যায়।

পরিদর্শনকালে দেখা যায় পার্কের প্রবেশ পথে গাছের পুরাতন ভাংগা ডাল -পালা স্তুপ করে রাখা হয়েছে **(চিত্র-১৪)**। শিশুদের জন্য স্থাপিত ৪টি দোলনার মধ্যে ২টি দোলনার ১ টি করে সিট **(চিত্র-১৫)** এবং ব্যালান্স বার ৩ টির মধ্যে ২ টিই ভাংগা রয়েছে [**চিত্র-১৬ (ক), (খ)]**। তাছাড়া, পার্কে নতুনভাবে কিছু কিছু ফুলগাছ থাকলেও সেগুলি আগাছায় চাপা পড়ে রয়েছে । পার্কের প্রবেশ পথে স্থাপিত টিকেট কাউন্টার, ২টি টয়লেট, বেসিন ইত্যাদির নির্মাণ কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল বলে প্রতীয়মান হলেও স্থাপনাগুলি নির্মাণের পর থেকে ব্যবহৃত না হওয়ায় খুবই নোংরা রয়েছে । টিকিট কাউন্টারের জানালার ১ টি গ্লাস ভাঙ্গা , টয়লেট ও বেসিনের পানির কলগুলো বিচ্ছিন্ন থাকায় টয়লেটগুলো অত্যন্ত নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত রয়েছে।

চিত্র- ১৪: পার্কের প্রবেশ পথে স্তুপ করে রাখা গাছের ডালপালা

চিত্র –১৫ : একাংশ ভাংগা দোলনা

চিত্র –১৬ (ক): ভেঙ্গে পড়া ও আগাছায় ভরপুর ব্যালান্স বার

চিত্র –১৬ (খ): ভেঙ্গে পড়া ও আগাছায় ভরপুর ব্যালান্স বার

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যথাযথ মনিটরিং ও মেইন্টেন্যান্স এর অভাবে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পার্কটি অব্যহৃত রয়েছে এবং পার্কের বিভিন্ন উপকরণসমূহ ক্রমান্বয়ে ব্যবহার উপযোগিতা হারাচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয় । এর ফলে একদিকে যেমন এলাকার শিশুরা বিনোদন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে সরকারও তেমনি রাজস্ব হারাচ্ছে। এ ধরণের আর্থিক বিনিয়োগের পরেও কাংখিত সুবিধা/ফলাফল অর্জিত না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে পার্কটি ডিএসসিসি 'র প্রত্যক্ষ ব্যবস্থানায় এনে একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ প্রদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৯.৯। সীমানা প্রাচীর ও প্রবেশ গেট নির্মাণঃ

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ১৩৯ .৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ .৯১৫ কিলোমিটার কাটা তারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের বিপরীতে ২৯৫ .০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ .৫৩৬ কিঃ মিঃ প্রাচীর এবং ৩০টি গেট নির্মাণ করা হয়েছে । পরিদর্শনকালে প্রাচীর ও প্রবেশ পথের অবস্থান ভাল পাওয়া যায়। তবে, ডিপিপি সংশোধন ব্যতীত এ খাতের ব্যয় ২ .১১ গুন এবং মাটির পরিমান ১ .৩২ গুন বৃদ্ধি করা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থি। সুতরাং বিষয়টি খতিয়ে দেখে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনিয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৯.১০। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর সংলগ্ন এলাকার উন্নয়নঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর এলাকায় ২৪ .৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বিপরীতে ১৬ .২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০৯৫ বর্গমিটার পার্কিং এলাকার উন্নয়ন, ৬৯.২৯ লক্ষ টাক বরাদ্দের বিপরীতে ৯৬ .৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৫৯.৭৮ মিটার ফুটপাথ, সসার ড্রেন, স্লাব ও সফট সোল্ডার নির্মাণ , ১২.১০ লক্ষ টাকা বিপরীতে ৩ .৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্মৃতি অঙ্গানের উত্তর পাশের ২২১ .০৪ মিটার ফুটপাথের উন্নয়ন, ২০১.৭৮ লক্ষ টাক বরাদ্দের বিপরীতে ৮০ .০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লেকের ঘাটসহ স্মৃতি অঙ্গানের মেঝের উন্নয়ন এবং ১৭.৬০ লক্ষ টাক বরাদ্দের বিপরীতে ১৮ .৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্মৃতি অঙ্গানের পশ্চিম পাশের পার্কের উন্নয়ন , বৃক্ষ রোপন এবং ৭৯ .১৪ লক্ষ টাকা বিপরীতে ৬৩ .০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯০ টি লাইট সংস্থানের বিপরীতে ১২২ টি লাইটি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর -এ উল্লেখ রয়েছে।

পরিদর্শনকালে রাসেল স্কোয়ারের সামনের পার্কিং এলাকা, ফুটপাথ, সসার ড্রেন ও বঙ্গবন্ধু স্মৃতি অঙ্গানের মেঝে, লেকের ঘাট ইত্যাদির অবস্থা ভাল রয়েছে মর্মে দেখা যায় । তবে স্মৃতি অঙ্গানের পূর্ব ও পশ্চিম পাশের ল্যান্ডস্কেপের উন্নয়ন পূর্বক স্থাপিত পার্কে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৃক্ষ/গাছ-পালা দেখা যায়নি । বিশেষতঃ স্মৃতি অঙ্গানের পশ্চিম পাশের পার্কে নতুনভাবে লাগানো কিছু ফুলের ও ঝাউ জাতীয় গাছ **(চিত্র -১৭)।** থাকলেও পূর্ব পাশের পার্কের বেড গুলোতে পুরাতন বড় বড় বৃক্ষ ব্যতীত নতুনভাবে লাগানো শোভাবর্ধণকারী উল্লেখ্যযোগ্য কোন ফুল গাছ দেখা যায়নি **(চিত্র -১৮)।**

চিত্র -১৭: বঙ্গবন্ধু স্মৃতি অঙ্গানের পশ্চিম পাশের পার্কে বিদ্যমান গাছপালা

চিত্র -১৮: বঙ্গবন্ধু স্মৃতি অঙ্গানের পূর্ব পাশের ফুলগাছ বিহীন পার্ক

৯.১১। লেক এলাকার ভূমি উন্নয়নঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লিখিত ৫৫০০ ঘনমিটার মাটি দ্বারা লেকের ভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩২ .৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৩.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭৯৭৮ .৯৫ ঘনমিটার মাটি ভরাট করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্থানে ইট দ্বারা বেষ্টিত পার্ক এলাকায় মাটি থাকলেও উন্মুক্ত স্থান এবং ফুটপাথের পাশের ভরাটকৃত মাটি অধিকাংশ স্থান থেকেই সরে গেছে মর্মে দেখা যায় **(চিত্র-৫)।** উল্লেখ্য, অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লিখিত বরাদ্দের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন (১.৯৫) ব্যয়ে ৩.২৭ গুন বেশী মাটি ভরাট পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থি মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের খতিয়ে দেখা আবশ্যক।

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্ত পর্যন্ত **বাংলাদেশ আর্মি ঢাকা এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন** নিম্নবর্ণিত ৯ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	মেয়াদকাল
বাংলাদেশ আর্মি			
১.	লেঃ কর্নেল আনোয়ারউদ্দিন, ১৬ ইসিবি, সোনারগাঁও আর্মি ক্যাম্প, এসডব্লিউএম	শুরু থেকে	
২.	লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ নুরুল হোসেন, ১৬ ইসিবি, মিরপুর আর্মি ক্যাম্প, এসডব্লিউএম	মার্চ, ২০১৩	
৩.	লেঃ কর্নেল এস. এম. আনোয়ার হোসেন, ১৭ ইসিবি, মিরপুর আর্মি ক্যাম্প, এসডব্লিউএম	এপ্রিল, ২০১৪	
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন			
৪.	মোঃ সরিফউদ্দিন, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিঃ	শুরু (৩১.০৫.২০১১) -১৬.০১.২০১২	৭ মাস ১৬ দিন
৫.	ডাঃ তারেক বিন ইউসুফ , নির্বাহী প্রকৌশলী, ১ নং অঞ্চল, ডিএসসিসি।	১৮.০১.২০১২ – ২০.০১.২০১২	৩ দিন
৬.	মোঃ আসাদ্দুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ১ নং অঞ্চল, ডিএসসিসি।	৩০.০১.২০১২ – ২১.১০.২০১২	৮ মাস ২১ দিন
৭.	মোঃ খাইরুল বাকের, নির্বাহী প্রকৌশলী, ১ নং অঞ্চল, ডিএসসিসি।	২১.১০.২০১২ – ২৫.০৮.২০১৩	১০ মাস ৪ দিন
৮.	আবুল কালাম মোহাম্মদ আজাদ , নির্বাহী প্রকৌশলী, ১ নং অঞ্চল, ডিএসসিসি।	২৫.০৮.২০১৩ – ০৬.০১.২০১৫	৪ মাস ১১ দিন
৯.	মোহাম্মদ তৌহিদ সিরাজ , নির্বাহী প্রকৌশলী, ১ নং অঞ্চল, ডিএসসিসি।	৩০.০২.২০১৫ - অদ্যাবধি	

উপর্যুক্ত তালিকা থেকে দেখা যায় যে , প্রকল্পের ৩ বছর ৩ মাস মেয়াদে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৬ জন এবং একই সময়ে বাংলাদেশ আর্মির ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন । ডিএসসিসির ১ জন প্রকল্প পরিচালক সর্বনিম্ন মাত্র ৩ দিন এবং সর্বোচ্চ ১০ মাস ৪ দিন দায়িত্ব পালন করেছেন । অপরপক্ষের বাংলাদেশ আর্মির ১ জন প্রকল্প পরিচালক সর্বোচ্চ ১ বছর ৯ মাস দায়িত্বে ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি ডিএসসিসি'র সার্বিক তত্ত্বধানে বাংলাদেশ আর্মির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে । ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তন প্রকল্পের সাবলিল অগ্রগতিকে ব্যহত করে । সুতরাং প্রকল্পের বাস্তবায়ন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকের নিয়োগের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

১১. উদ্দেশ্য অর্জন:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ধানমন্ডি লেক এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং শিশু পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিশুদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা । পিসিআর অনুযায়ী এ লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের লক্ষ্য মাত্রা এবং অর্জিত সাফল্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

উদ্দেশ্য	অর্জিত সাফল্য
(১) পুরাতন ড্রেন সংস্কার ও নতুন ড্রেন নির্মাণ ৪৯৯৫ মিটার ড্রেন নির্মাণ;	(১) ৩১৬৮ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে;
(২) লেকের পানিতে ৪টি অক্সিজেনেশন ঝরনা স্থাপন;	(২) ৪টি অক্সিজেনেশন ঝরনা স্থাপন করা হয়েছে;
(৩) নতুন ও পুরাতন ওয়াকওয়ে সংস্কার মিলে ৩৫৬০ মিটার ওয়াকওয়ে উন্নয়ন;	(৩) ৩৮২২ মিটার ওয়াকওয়ে উন্নয়ন করা হয়েছে;
(৪) ১টি অর্কিড প্লাজা , ১টি গভীর নলকূপ ও ১টি শিশুপার্ক স্থাপন;	(৪) ১টি অর্কিড প্লাজা, ১টি গভীর নলকূপ ও ১টি শিশুপার্ক স্থাপন করা হয়েছে;
(৫) পুরাতন ফুট ওভার ব্রীজের সংস্কার ও ৩টি নতুন ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ;	(৫) পুরাতন ব্রীজের সংস্কার ও ৩টি নতুন ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে;
(৬) ১৯১৫ মিটার নিরাপত্তা সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;	(৬) ২৫৩৬ মিটার প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে;
(৭) বিদ্যুতায়নের জন্য ১৭০ টি কন্ট্রোলিং সিস্টেম নির্মাণ;	(৭) ২৪৮ টি কন্ট্রোলিং সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
(৮) বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘর সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন;	(৮) বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘর সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন করা হয়েছে;
(৯) ৫৫০০ ঘনফুট মাটি দ্বারা লেক এলাকার উন্নয়ন;	(৯) ১৭৯৭৮ ঘনফুট মাটি দ্বারা লেকের উন্নয়ন করা হয়েছে;
(১০) wifi স্থাপনা ও সংযোগ সুবিধা প্রদান।	(১০) wifi স্থাপিত নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়নি।

উপর্যুক্ত তালিকা থেকে দেখা যায় যে , ধানমন্ডি লেক এলাকায় বিভিন্ন কম্পোনেন্টের বাস্তবায়নের মাধ্যমে লেকের উন্নয়ন ও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে । তবে শুধুমাত্র wifi ব্যতীত কিছু কিছু কম্পোনেন্টের বাস্তবায়ন ডিপিপিতে উল্লিখিত সংখ্যার চেয়ে কম বা বেশী করা হয়েছে। আবার কিছু কিছু কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হলেও ইতোমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের পরেও ব্যবহৃত হচ্ছে না মর্মে দেখা যায়; যা বিস্তারিতভাবে অনুচ্ছেদ ৯ -এ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য আংশিক অর্জিত হয়েছে বলা যায়।

১২। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃঅনুচ্ছেদ ৯ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩। অডিটঃ

পিসিআর অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকালের (এপ্রিল, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৪) প্রকল্পের এক্সটারনাল বা ইন্টারনাল কোন অডিট সম্পন্ন হয়েছে কি না বিষয়টি পিসিআর –এ উল্লেখ নেই। এ প্রসংগে প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে , কোন অর্থই ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নিজে ব্যয় করে নাই । বাংলাদেশ আর্মির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

১৪। আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ (Findings)/বিদ্যমান সমস্যাবলীঃ

১৪.১। প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ছিল এপ্রিল, ২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত এবং প্রকল্প ব্যয় ২৩৬৩ .৭৮ টাকা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি ২৪৫৩.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে জুন , ২০১৪ এ। অর্থাৎ প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২১ .০১ লক্ষ টকা বা ৮ .৫৫% এবং বাস্তবায়নে ১ বছর ৯ মাসের পরিবর্তে সময় ব্যয় হয়েছে ৩ বছর ৩ মাস ; যা মূল অনুমোদিত সময়ের চেয়ে ৮৫.৭১% বেশী। সামগ্রীক অর্থে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিলম্বের ফলে ঢাকা নগরবাসী বিশেষত ধানমন্ডি এলাকাবাসী কাংখিত মানের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় **(অনুচ্ছেদ ৪, ৫)।**

১৪.২। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ

প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত **ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ আর্মির** ৯ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বনিম্ন ৩ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১ বছর ৯ মাস পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন । ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তন প্রকল্পের অগ্রগতিকে ব্যহত করে; যার প্রমাণ পাওযা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নে ১৮৫.৭১% সময় বৃদ্ধি এবং ৪৭.৯৪% মূল্য বৃদ্ধিতে। সুতরাং বিষয়টি বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তীতে যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিশনের সর্বশেষ নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয় **(অনুচ্ছেদ -৫, ১০)**।

১৪.৩। অডিটঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদের এপ্রিল , ২০১১ থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সময়কালে প্রকল্পের এক্সটারনাল বা ইন্টারনাল কোন অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিনা পিসিআর -এ উল্লেখ নেই। তবে, যেহেতু বাংলাদেশ আর্মির মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে , সেহেতু বাংলাদেশ আর্মির নিকট থেকে ব্যয়ের তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক প্রকল্পের এক্সটারনাল এবং ইন্টারনাল অডিট দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয় **(অনুচ্ছেদ -১৩)।**

১৪.৪। ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাজঃ

লেক এলাকায় নির্মিত ওয়াক ওয়ের অনেক স্থানের সিরামিক ইট সরে গেছে , আরসিসি দ্বারা নির্মিত ওয়াক ওয়ের স্টোন চীপস গুলো খুলে গেছে এবং ওয়াক ওয়েতে ফাটল ধরেছে , ওয়াকওয়ের গাইড ওয়ালের পাশ থেকে মাটি সরে গেছে , ফুট ওভার ব্রীজের সিড়ির ইট খুলে গেছে, ১১ নং রাস্তার পূর্ব প্রান্ত এবং বজরা রেস্টুরেন্টের মধ্যে লেকের উপর নির্মিত ফুট ওভার ব্রীজ নিচের দিকে বেঁকে গেছে ; খাবার পানির কলগুলি ভাংগা রয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে । প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এ সমস্ত কম্পোনেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক কম্পোনেন্টগুলি মেরামত /সংস্কার/প্রতিস্থাপন করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয় **(অনুচ্ছেদ- ৯.১, ৯.২, ৯.৩, ৯.৪, ৯.৭, ৯.৮)।**

১৪.৫। ডিপিপি-র সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কাজঃ

পিসিআর-এ উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ২৪৫৩.৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৪৩২.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে । তবে, পরিদর্শনকালে দেখা যায় অনেক অনেক কম্পোনেন্টের বাস্তবায়ন ডিপিপি সংশোধন ছাড়াই পরিবর্তন করা হয়েছে । যেমন- ডিপিপিতে ধানমন্ডি ৬নং রোডে ২৫ .০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অর্কিড প্লাজা স্থাপনের স্থাপনের বিপরীতে ৬৯.৯০ টাকা ব্যয়ে কলা বাগান ক্রিকেট গ্রাউন্ডের উত্তরে মিরপুর রোড সংলগ্ন শিশু পার্কের সাথে নির্মাণ ; ১৯১৫ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের লক্ষ্যে ১৪১ .৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৯৫ .৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫৩৬ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ; ৫৫০০ ঘনমিটার মাটি দ্বারা লেকের ভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩২.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৩.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭৯৭৮.৯৫ ঘনমিটার মাটি ভরাট করা হয়েছে। এছাড়া লেক এলাকায় ওয়াই ফাই সুবিধা প্রদানের জন্য ২৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও লেক এলাকায় কোন ওয়াই ফাই স্থাপন করা হয়নি (বিভিন্ন অংগ ওয়ারী বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় অনুচ্ছেদ -৬ এ উল্লেখ রয়েছে এবং অনুচ্ছেদ- ৯ এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে)। অর্থাৎ প্রকল্প সংশোধন ব্যতীতই এ ধরণের আন্তঃঅংগ সমন্বয় , ব্যয় বা কম্পোনেন্টের হ্রাস -বৃদ্ধি বা স্থান পরিবর্তন পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থি । বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় /সংস্থা খতিয়ে দেখতে পারে **(অনুচ্ছেদ-৬, ৯.৪, ৯.৬, ৯.৭, ৯.৯, ৯.৯, ৯.১০, ৯.১১)।**

১৪.৬। প্রকল্পের বাস্তবায়িত কম্পোনেন্ট অব্যবহৃত থাকাঃ

প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত অর্কিড প্লাজা এবং শিশু পার্ক অব্যবহৃত থাকার ফলে অর্কিড প্লাজা এবং পার্কের অনেক আইটেম নষ্ট হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে পার্কটির চালু না হলেও পার্কে বিভিন্ন ধরণের বহিরাগত লোকজনের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা গেছে । যার ফলে অর্কিড প্লাজার দরজা ভাংগা , নেট ছেঁড়া; শিশু পার্কের দোলনা ও ব্যালান্স বার ভাংগা , পার্কের টয়লেটের পানি সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং পার্কের টিকেট কাউন্টারের দরজাও ভাংগা রয়েছে মর্মে দেখা যায় । এ ছাড়া সীমান্ত স্কায়ারের নিকটবর্তী লেক সংলগ্ন এলাকায় নির্মিত পাবলিক টয়লেটটি পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলমান রেষ্টুরেন্টের স্টোর রুম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ৬ নং রোড সংলগ্ন

লেকের পাশে স্থাপিত পর্যবেক্ষণ ডেকটি লেকের আইল্যান্ডের সাথে সংযুক্ত রয়েছে মর্মে দেখা যায় । ফলে বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয়ে নির্মিত এ সমস্ত অবকাঠামো থেকে জনগণ কোন সুবিধা পাচ্ছে না। অপরপক্ষে সরকারও রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এ সমস্ত অবকাঠামো অবৈধ দখল /অবৈধ ব্যবহার বা ব্যবহৃত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক এ সমস্ত স্থাপনাগুলির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক **(অনুচ্ছেদ- ৯.৭, ৯.৮)**।

১৫। আইএমইডি'র মতামতঃ

''ধানমন্ডি লেকের ক্ষতিগ্রস্ত **অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ(১ম সংশোধিত)''** শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের বিষয়ে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মতামত নিম্নরূপঃ

১৫.১। লেকের ধারে নির্মিত ক্ষতিগ্রস্ত ওয়াকওয়ে, খাবার পানির কল, ড্রেন, শিশু পার্কের দোলনা, টয়লেট, টিকেট কাউন্টার ও অর্কিড প্লাজার দরজা, ফুট ওভার ব্রীজের সিড়ি, এবাটমেন্ট ইত্যাদির মেরামত/সংস্কার/প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **(অনুচ্ছেদ ৯.১, ৯.২, ৯.৩, ৯.৪, ৯.৭, ৯.৮, ১৪.৪)।**

১৫.২। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত শিশু পার্ক , অর্কিড প্লাজা, পাবলিক টয়লেট ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **(অনুচ্ছেদ-৯.৫, ৯.৭, ৯.৮, ১৪.৪)**।

১৫.৩। প্রকল্প সংশোধন বা আন্তঃঅংগ সমন্বয় ব্যতীত বিভিন্ন অংগের ব্যয় ও পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি , কম্পোনেন্টের স্থান পরিবর্তন, কোন কম্পানেন্ট বাস্তবায়ন না করা প্রভৃতি পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থি । সুতরাং বর্ণিত প্রকল্পের এ ধরণের এ পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থি বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় /সংস্থা খতিয়ে দেখবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে **(অনুচ্ছেদ-৬, ৯.৪, ৯.৬, ৯.৭, ৯.৯, ৯.১০, ৯.১১, ১৪.৫)**।

১৫.৪। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি অংগনসহ সম্পূর্ণ লেকের ব্যবস্থাপনা ডিএসসিসি 'র নিয়মিত মেইনটেইন্যান্স এর আওতায় আনতে হবে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/স্থাপিত বিভিন্ন স্থাপনাগুলি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **(অনুচ্ছেদ ৯.১ - ৯.১১)।**

১৫.৫। বাংলাদেশ আর্মির নিকট থেকে ব্যয়ের তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদের ২০১১ -২০১৪ সময়কালে এক্সাটারনাল এবং ইন্টারনাল অডিট সম্পন্নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **(অনুচ্ছেদ -১৩, ১৪.৩)।**

১৫.৬। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিশনের সর্বশেষ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে **(অনুচ্ছেদ -১০, ১৪.২)**।

১৫.৭। অনুচ্ছেদ ১৫.১ -১৫.৬ - এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী এক মাসের ম ধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ বহুতল বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন ও মহিলা হোস্টেল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন, ২০১৪)

"ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ বহুতল বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন ও মহিলা হোস্টেল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক কর্তৃক ১৪.১০.২০১৫ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় । পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজের প্রিন্সিপ্যালসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । পরিদর্শনের নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রকল্পের ডিপিপি , পিসিআর, ক্রয় সংক্রান্ত নথি -পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তীতে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন /পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি, পিসিআর ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজ-পত্রাদি পর্যালোচনা ও প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হল। প্রকল্প পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

১. প্রকল্পের মৌলিক বিষয়াদি

	প্রকল্পের নাম	ঃ	"ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ বহুতল বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন ও মহিলা হোস্টেল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)"		
১।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।		
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন		
৩।	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	মূল প্রাক্কলিত ব্যয়	১ম সংশাধিত ব্যয়	সর্বশেষ সংশোধিত ব্যয়
	৩.১ মোট	ঃ	**২৪৬০.০০**	**৩৩৯৪.৭৪**	**৩৬৩৯.৫১**
	৩.২ জিওবি	ঃ	**১১৬০.০০.০০**	**২০৯৪.৭৪**	**২০৯৪.৭৪**
	৩.৩ জেডিসিএফ	ঃ	**৫০০.০০**	**৫০০.০০**	**৫০০.০০**
	৩.৪ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	ঃ	**৮০০.০০**	**৮০০.০০**	**১০৪৪.৭৭**
	৩.৫ অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল ব্যয়ের %)	ঃ	**৪৭.৯৫%**		
৪।	৪.১ প্রকল্পের মূল মেয়াদকাল	ঃ	জুলাই, ২০০৬ - জুন ২০০৯ (অনুমোদন - ২০.০৬.২০০৬)		
	৪.২ **প্রথম** সংশোধিত মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১২ (আদেশ - ১১.০৪.২০১১)		
	৪.২ **সর্বশেষ** সংশোধিত মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১৪ (আদেশ - ১৪.০৮.২০১৩)		
	৪.৩ প্রকৃত মেয়াদ	ঃ	মার্চ, ২০০৭ - জুন, ২০১৪		
	৪.৪ অতিক্রান্ত সময় (মূল মেয়াদের %)	ঃ	১৬৬.৬৬%		

২। প্রকল্পের পটভূমি ঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ১৯৯৭ সালে ঢাকা শহরের লক্ষীবাজার এলাকায় নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী হতে আসা মেয়েদের স্বল্প খরচে উচ্চ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠদান ছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় বিএ, বিবিএ, বিএসএস, বিএসসি (পাস) কোর্স, **বিএসসি (সম্মান)** এবং মাস্টার্স চালু রয়েছে। **কলেজে** ১৬টি বিষয়ে অনার্স কোর্স **এবং ৪টি বিষয়ে মাষ্টার্স কোর্স** চালু রয়েছে এবং ৫টি **বিষয়ে** নতুন অনার্স কোর্স চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাশ), স্নাতক (সম্মান) এবং মাষ্টার্স কোর্সে প্রতি বছরে উক্ত কলেজে প্রায় ৩০০০ ছাত্রী ভর্তি হয়। এ বিপুল পরিমান

ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, কমনরুম ও হোষ্টেল এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমের অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের মূল নকশায় ১০ তলা পর্যন্ত এ্যাকাডেমিক কার্যক্রম এবং ১১ তলা থেকে ২০ তলা পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল সুবিধা রাখা হয়েছে । তবে, বর্তমান প্রকল্পের আওতায় ৮ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে, যেখানে কোন হোস্টেল সুবিধা থাকবে না; শুধুমাত্র এ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

৩। **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ** ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজের ছাত্রীদের জন্য আবাসিক ও একাডেমিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি।

৪। **প্রকল্পের অর্থায়ন, অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ**

ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত "Construction of Multistoried Women Hostel & Academic Complex For Dhaka Mohanagar Mohila College" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই **২০০৬ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে ২৪৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে** ২০.০৬.২০০৬ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় । পবর্তীতে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পিডব্লিউডি 'র রেট অনুযায়ী ব্যয় নির্ধারণপুর্বক প্রকল্পটির প্রথম সংশোধন গত ২২.০৩.২০১১ তারিখে একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয় এবং ১১ .০৪.২০১১ তারিখে আদেশ জারি হয় । প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৯৪.৭৪ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়। কিন্তু যথাসময়ে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ আরম্ভ না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে এবং পুনরায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন , ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় ১৪.০৮.২০১৩ তারিখে। সর্বশেষ সংশোধন মোতাবেক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারিত হয় ৩৬৩৯ .৫১ লক্ষ টাকা; যা মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় ১৬৭ % বেশী। অনুরুপভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৮%।

৫। **ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত সার্বিক অগ্রগতি**

ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ বহুতল বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন ও মহিলা হোস্টেল নির্মাণ (১ম সংশোধিত) **শীর্ষক** প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি **অনুযায়ী ২০০৬ - ০৭ হতে ২০১৩ - ১৪ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক** বিন্যাসকৃত অর্থ সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও **আর্থিক** ব্যয়ের চিত্র নিচের সারণীতে প্রদর্শন করা হ'লঃ

অর্থ বছর	মূল বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		অবমুক্তি	প্রকৃত ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	বাস্তব %	মোট	বাস্তব %		মোট	টাকা	প্রকল্প সহায়তা	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৬-২০০৭	১৩২০.০০	৫৩.৬৫%	৮৯০.০০	২৪.৪৫%	২৫০.০০	৮৯.৯২	৮৯.৯২	-	২.৪৭%
২০০৭-২০০৮	৬৬০.০০	২৬.৮২%	৪১০.০০	১১.২৭%	৪১০.০০	৪০৯.৯৯	৪০৯.৯৯	-	১১.২৬%
২০০৮-২০০৯	৪৮০.০০	১৯.৫৩%	২০৭.৫৫	৫.৭০%	৩০০.০০	২০৭.৫৫	২০৭.৫৫	-	৫.৭০%
২০০৯-২০১০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২০১০-২০১১	-	-	২০০.০০	৫.৫০%	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	-	৫.৪৯%
২০১১-২০১২	-	-	১৮৭.৯৯	৫.১৬%	৩৪৪.০০	১৮৭.৯৯	১৮৭.৯৯	-	৫.১৬%
২০১২-২০১৩	-	-	৩০০.০০	৮.২৪%	৩০০.০০	১৫১.৮২	১৫১.৮২	-	৪.১৭%
২০১৩-২০১৪	-	-	১৪৪৩.৯৭	৩৯.৬৮%	১৩৪৭.০০	১৩৪৭.০০	১৩৪৭.০০	-	৩৭.০১%
মোট	**২৪৬০.০০**	**১০০%**	**৩৬৩৯.৫১**	**১০০%**	৩১৫১.০০	২৫৯৪.২৭*	২৫৯৪.২৭*	-	**৭১.২৬%**

* ঢাকা দক্ষিণ সিট কর্পোরেশনের ম্যাচিং ফান্ড ২৪৩.৫৭ লক্ষ টাকা জমির মূল্য বাবদ ৮০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যতীত শুধুমাত্র জিওবি (জেডিসিএফ) অংশের ২৫৯৪.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে।

উপরের সারণী **থেকে** দেখা যায় **যে**, প্রকল্পের মূল ও সংশোধিত ডিপিপি**তে** পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০০৬-০৭ থেকে ২০০৮-০৯ মেয়াদে বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে প্রাক্কলিত বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ২৪২৬.০০ এবং ১০৫৭.৫৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু উল্লিখিত সময়কালে প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্ত এবং প্রকৃত ব্যয় করা হয়েছে যথক্রমে ৯৬০.০০ লক্ষ এবং ৭০৭.৪৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট সংশোধিত ব্যয়ের মাত্র ১৯.৪৪%। প্রকল্পের অবশিষ্ট ১৮৮৬.৮১ লক্ষ টাকা (৫১.৮৪%) প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদে (২০০৯ - ১০ থেকে ২০১৩ - ১৪) ব্যয় হয়েছে। তবে, পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৬৩৯.৫১ লক্ষ টাকার মধ্যে জিওবি ও জেডিসিএফ ২৫৯৪.৭৪ এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১০৪৪.৭৭ (জমির মূল্য বাবদ ইন কাইন্ড ৮০০.০০ এবং ম্যাচিং ফান্ড ২৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা)। তন্মধ্যে জিওবি অংশের ব্যয় হয়েছে ২৫৯৪.২৭ এবং অব্যয়িত রয়েছে ৪৭০০০.০০ টাকা। অপরপক্ষে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ব্যয় দেখানো হয়েছে ১০৪৩.৫৭ লক্ষ টাকা (ম্যাচিং ফান্ড ২৪৩ .৫৭ লক্ষ টাকা এবং জমির মূল্য বাবদ ইন কাইন্ড ৮০০.০০ লক্ষ টাকা)।

৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন ঃ

(লক্ষ টাকায়)

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০১৪ পযন্ত)		**মন্তব্য/পার্থক্য**	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১. পরামর্শক ফি (ড্রইং ও ডিজাইন)	**ফার্ম**	**২৫.৭০**	**১.০০**	**২৫.৬৯**	**১**	**-০০.০১**	**--**
২. বিদ্যমান কলেজ ক্যাম্পাসের জমির মূল্য (০.৮ একর)	**একর**	**৮০০.০০**	**০.৮**	**৮০০.০০**	**০.৮ একর**	**৮০০.০০ লক্ষ টাকা ইন কাইন্ড**	
৩. পুরাতন ভবন ভাঙ্গা (১০০০০ ঘঃমিঃ)	**ঘন মিটার**	**২১.৭০**	**১০০০০.০০**	**১৯.৯৪**	**৮১৭৯.২৮**	**- ১.৭৬**	**- ১৮২০.৭২**
৪. র‍্যাফ্ট/পাইল ফাউন্ডেশন (১৭০০ বঃ)	**বর্গ মিটার**	**৫৫৬.৩০**	**১৭০০.০০**	**৫৫৫.৯৬**	**১৬৭৮.৩৫**	**-০.৩৪**	**-২১.৬৫**
৫. ভবন নির্মাণ (১৩২০০ বঃমিঃ)	**বর্গ মিটার**	**১৮৩৫.৫০**	**১৩২০০.০০**	**১৮৩৭.৪১**	**১৩২৭৮.৩৫**	**+১.৯১**	**+ ৭৮.৩৫**
৬. সেনিটারী ও পানি সরবরাহ (১৩২০০ বঃ মিঃ)	**বর্গ মিটার**	**৩৯.৮৮**	**১৩২০০.০০**	**৩৯.১৫**	**১৩২৭৮.৩৫**	**-০.৭৩**	**+৭৮.৩৫**
৭. গ্যাস সংযোগ ও অন্যান্য কাজ	**বর্গ মিটার**	**৩.৫০**	**১৩২০০.০০**	**৩.২৪**	**১৩২৭৮.৩৫**	**-০.২৬**	**+৭৮.৩৫**
৮. বৈদ্যুতিক কাজ (১৩২০০ বঃ মিঃ)	**বর্গ মিটার**	**৩৫৬.৯৩**	**১৩২০০.০০**	**৩৫৬.৪৫**	**১৩২৭৮.৩৫**	**-০.৪৮**	**+৭৮.৩৫**
মোট =		**২৮১৩.৮১**		**২৮১২.১৫**		**-১.৬৫**	

সর্বমোটঃ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ীঃ

মোট বরাদ্দ= ৩৬৩৯.৫১ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে জিওবি + জেডিসিএফ -২৫৯৪.৭৪ এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ১০৪৪ .৭৭ (জমির মূল্য বাবদ ইন কাইন্ড ৮০০.০০ এবং ম্যাচিং ফান্ড ২৪৪.৭৭ লক্ষ টাকা);

প্রকৃত ব্যয় = ৩৬৩৭.৮৪ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে জিওবি + জেডিসিএফ -২৫৯৪.২৭ এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ১০৪৩.৫৭ (জমির মূল্য বাবদ ইন কাইন্ড ৮০০.০০ এবং ম্যাচিং ফান্ড ২৪৩.৫৭ লক্ষ টাকা)।

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, পরামর্শক ফি, পুরাতন ভবন অপসারন, নতুন ভবনের ফাউন্ডেশন, স্যানিটারি ও পানি সরবরাহ, গ্যাস সংযোগ, বিদ্যুত সংযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত বরাদ্দের চেয়ে যথাক্রমে ০ .০১, ১.৭৬, ০.৩৪, ০.৭৩, ০.২৬, ০.৪৮ লক্ষ টাকা কম খরচ হয়েছে। অপরপক্ষে ভবনের আয়তন ৭৮.৩৫ বঃমিঃ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ খাতে নির্মাণ বায় ১ .৯১ লক্ষ টাকা বেশী হয়েছে এবং বিভিন্ন অঙ্গের অনুকূলে প্ররাক্কলিত ব্যয় ২৮১৩ .৮১ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৮১২ .১৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট বরাদ্দের মধ্য ১.৬৫ লক্ষ অব্যয়িত রয়েছে । উল্লেখ্য যে, জিওবি এবং জেডিসিএফ এর সমূদয় অর্থই ব্যয় হয়েছে অব্যয়িত অর্থ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ব্যয়ের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।

৭। **কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ আছে কিনাঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন বাকি নেই । তবে পরিদর্শনকালে ছোট ছোট কিছু অংশের বাস্তবায়ন অসমাপ্ত রয়েছে মর্মে দেখা যায় ; যা পরবর্তী অনুচ্ছেদ - ৮.২ আলোচনা করা হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শনঃ** প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শনকালে ভবন নির্নাণের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হয় এবং বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় । নিম্নে এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল।

৮.১। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

মহানগর মহিলা কলেজের হোস্টেল কাম এ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৩৬৩৯ .৫১ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি এবং জেডিসিএফ এর অংশ ২৫৯৪ .৭৪ এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অংশ ১০৪৪ .৭৭ লক্ষ টাকা (জমির মূল্য বাবদ ইন কাইন্ড ৮০০ .০০ এবং ম্যাচিং ফান্ড ২৪৪ .৭৭ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে নিম্নরূপ ২টি প্যাকেজে প্রভিশন রয়েছঃ

1. Construction of Multistoried Women Hostel & Academic Complex for Dhak Mohanagar Mohila College (Up to 1st Floor, 6355.94 sqm, est. cost 1090.45 Lakh Taka)
2. Construction of Multistoried Women Hostel & Academic Complex for Dhak Mohanagar Mohila College (form 2nd to 7th Floor 8543.55 sqm, est. cost 1478.95 Lakh Taka)

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে রক্ষিত প্রকল্পের নথি পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে , উপর্যুক্ত ২টি প্যাকেজের জন্য নির্মাণ কাজ নিম্নরূপ ২টি প্যাকেজে সম্পন্ন হয়েছেঃ

৮.১.১। ১ম প্যাকেজঃ ২০ তলা ভবনের ফাউন্ডেশনসহ ১৭০০ .০০ বঃমিঃ আয়তনের বেজমেন্ট এবং ৪৬৫৫ .৯৪ বর্গ মিটার আয়তন বিশিষ্ট ৩টি ফ্লোর নির্মাণ

এ প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১০,৭৮,১৯,৬২৪.০০ টাকা। এ প্যাকেজের দরপত্রের জন্য যথাক্রমে দৈনিক ভোরের ডাক, তারিখ- ১১.১২.২০০৬; দৈনিক খবরপত্র, তারিখ- ১৬.১২.২০০৬; দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ-১৮.১২.২০০ এবং The New Age, তারিখ -১৫.১২.২০০৬ এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় । বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দরপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ -১০.০১.২০০৭। ৪ টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দরপত্র ক্রয় ও দাখিল করে । ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ২ নং অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আসাদুজ্জামানকে আহবায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বাইরের সদস্য দিলেন (জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ আধিদপ্তর এবং জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন , সহকারী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর)। উক্ত কমিটির মূল্যায়নে ৪টি প্রতিষ্ঠানই বৈধ (Responsive) বলে বিবেচিত হয়। সকল দরদাতার টেন্ডার মূল্যই প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে (১০,৭৮,১৯,৬২৪.০০) বেশী হলেও সর্ব নিম্ন দরদাতা (প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১ .১৩% বেশী) হিসাবে মেসার্স এম আর ট্রেডিং কোং কে নির্বাচিত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংগে ১০ ,৯০,৪৪,৬৩৯.০০ টাকা (দশ কোটি নব্বই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছয় শত উনচল্লিশ) চুক্তি মূল্যে ০৫.০৩.২০০৭ তারিখে কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ০৬.০৩.২০০৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় । চুক্তি মোতাবেক ১১ .০৯.২০০৮ তারিখে কাজ সমাপ্ত হবার কথা ছিল । কিন্তু বাস্তবে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ৩০.০৬.২০১০ তারিখ। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১ বছর ৯ মাসেরও অধিক সময় ব্যয় হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১ বছর ৯ মাস অতিরিক্ত সময় ব্যয় ভবন নির্মাণের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, (১) পুরাতন ঢাকার ব্যস্ততম এলাকায় কলেজটি অবিস্থত বিধায় কলেজের পুরাতন ভবন অপসারণ করতে অধিক সময় ব্যয়; (২) পুরাতন ভবনে অবস্থিত সরকারী ২টি ব্যাংক অন্যত্র স্থানান্তর; (৩) মাটি খনন কাজ কাজ চলাকালীন প্রকল্প এলাকায় সার্ভিস পাইলের স্ট্যাটিক লোড টেষ্টের ফলাফলের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশনের পূনরায় ডিজাইন করণ; (৪) অতি বৃষ্টির কারণে বর্ষাকালে কাজ বন্ধ থাকা ইত্যাদি কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

৮.১.২। ২য় প্যাকেজঃ ৮৫৪৩.৫৬ বঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট ৩য় তলা হতে ৮ম তলা পর্যন্ত ৬ টি ফ্লোর নির্মাণ

দ্বিতীয় প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১৪ ,৭৮,৫৭,৫৫৩.০০ টাকা। এ প্যাকেজের জন্য দরপত্র আহবান করা ৩১.০৭.২০১১ তারিখে। এখানে ১টি মাত্র দরপত্র পাওয়া যায় ; যার টেন্ডার মূল্য ছিল ১৪ ,২৯,৫৬,৮০৮.৪৩ টাকা। অর্থাৎ প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৩.৩১% কম। দরদাতা NRM & MJC কোং প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ১৬ .১১.২০১১ তারিখে উক্ত কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । ঐ তারিখেই তার অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় । কিন্তু কার্যাদেশ প্রদানের পর ৭ মাস অতিক্রান্ত হলেও ঠিকাদার কাজ আরম্ভ না করায় , ঠিকাদারের পারফরম্যান্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করে তার কার্যাদেশ বাতিল করা হয় এবং যথযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে পুনরায় দরপত্র আহবান করা হয়।

দ্বিতীয় বার দরপত্র আহবান করে যথাক্রমে দৈনিক ভোরের কাগজ , তারিখ- ২৪.০৭.২০১২; দৈনিক খবর, তারিখ- ২৫.০৭.২০১২; এবং The New Nation, তারিখ -২৪.০৭.২০১২ এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দরপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ - ৩০.০৮.২০১২। ৫ টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দরপত্র ক্রয় করে । কিন্তু দরপত্র দাখিল করে ৪টি প্রতিষ্ঠান । ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ সুলতান উল ইসলাম -কে আহবায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বাইরের সদস্য দিলেন (জনাব নন্দিতা রানী সাহা , নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং জনাব মাহমুদুল হাসান, স্থপতি, ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন অথরিটি)। উক্ত কমিটির মূল্যায়নে মাত্র ১টি প্রতিষ্ঠান বৈধ (Responsive) বলে বিবেচিত হয়। উক্ত দরদাতার টেন্ডার মূল্য ছিল ১৭,৩৭,২৪,০৫৯.৮৬ টাকা; যা প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১৭.৪৯% বেশী। মেসার্স হৃদী কনস্ট্রাকশন এন্ড সাপ্লায়ার্স-কে নির্বাচিত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংগে ১৭ ,৩৭,২৪,০৫৯.৮৬ টাকা (সতের কোটি সাইত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার উনষাট) চুক্তি মূল্যে ১২ .০৩.২০১৩ তারিখে কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং একই তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় । চুক্তি মোতাবেক ১৮ .১২.২০১৩ তারিখে কাজ সমাপ্ত হবার কথা ছিল । কিন্তু বাস্তবে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ২৮.০৬.২০১৪ তারিখ। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৬ মাসেরও অধিক সময় ব্যয় হয়েছে।

৮.২। বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যবেক্ষণঃ

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে , “ঢাকা মহানগর মহিলা হোস্টেল এবং একাডেমিক কমপ্লেক্স নির্মাণ ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর লক্ষীবাজার এলাকায় রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের মূল নকশায় ২০ তলা ভবনের ১ থেকে ১০ তলা পর্যন্ত এ্যাকাডেমিক কার্যক্রম এবং ১১ তলা থেকে ২০ তলা পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল সুবিধা রাখা হয়েছে (চিত্র- ১)। তবে, বর্তমান প্রকল্পের আওতায় ১৩২৭৮ .৩৫ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৮ তলা ভবনটি শুধুমাত্র এ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে (চিত্র- ২)।

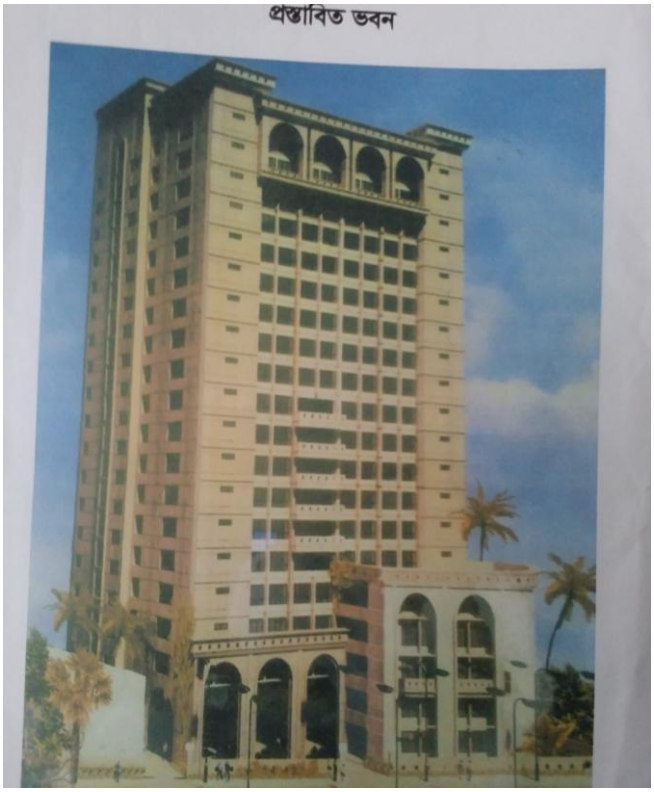

চিত্র -১: প্রস্তাবিত ২০ তলা ভবন

চিত্র ২: প্রকল্পের আওতায় ১৬৭৮.৩৫ বর্গ মিটার বেজমেন্ট এবং ১৩২৭৮.৩৫ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৮ তলা একাডেমিক কমপ্লেক্স। বেজমেন্টে ২৩ টি গাড়ী রাখার সুবিধা রয়েছে এবং অন্যান্য ফ্লোরগুলি এ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৮.২.১। পরিদর্শনকালে বেজমেন্টে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ্য যথাক্রমে ৪৫ .৭২ মি: ও ৪২.৬৭২ মিটার এবং আয়তন ১৬৭৮ .৩৫ বর্গমিটার পাওয়া যায়। বেজমেন্টের উপরে বর্তমান ১৩২৭৮.৩৫ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৮ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ৬ষ্ঠ তলার পর্যন্ত প্রতি তলার আয়তন ১৬৭৮ .৩৫ বঃ মিঃ এবং পরবর্তী ৩ টি তলার প্রতিটির আয়তন ১০৭০ ব : মি: করে ।প্রকল্পের নথিতে রক্ষিত ভবনের ড্রইং এবং ডিজাইন পর্যালোচনা করে জানা যায় যে , নবনির্মিত ভবনের চারপাশ দিয়ে ১০ .৬৭ মিটার দীর্ঘ ১৬ ” বা ৪০.৬৪ সেন্টিমিটার ডায়া বিশিষ্ট ৩৪১টি সোর পাইল দেয়া হয়েছে । ভবনটিতে বিভিন্ন ডায়ামিটার এবং বিভিন্ন দৈর্ঘের ৩৯টি কলাম রয়েছে । সর্বোচ্চ কলামের ডায়ামিটার ২০ ”X ৪৮” বা ২০০ সেঃমিঃ X ২৪৮০ সে: মি: এবং সর্বনিম্ন ২০০ সেঃ মিঃ X ২০০ সে: মি:। প্রকল্প এলাকায় রক্ষিত প্রকল্পের বিভিন্ন পত্র পর্যালোচনার দেখা যায় যে, ভবন নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত ইট, রড, সিমেন্ট এবং সিলিন্ডার ইত্যাদি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক পরীক্ষা করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়।

৮.২.২। পরিদর্শনকালে নির্মিত কক্ষগুলির অবস্থা ভালপাওয়া যায় । সিড়ি ও করিডোরের মেঝেতে টাইলস এবং রুমের মেঝে মোজাইক করা হয়েছে। মোজাইককৃত রুমের মেঝের অবস্থা ভাল দেখ যায় । সিড়ি এবং করিডোরে ব্যবহৃত টাইলসের অনেক স্থানে ভাংগা দেখ যায় (চিত্র ৩, ৪)। অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে , টাইলসের নীচের উপকরণ ঠিকমত কমপ্যাকশন না করেই টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে, তলদেশের উপকরণ অসমান থাকায় টাইলস গুলো ভেংগে গেছে । এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, কলেজ চালু অবস্থাতে সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে । মেঝেতে টাইলস বসানোর পর যথাযথভাবে সেট হবার পূর্বেই কলেজের মেয়েরা টাইলসের উপর হাটাহাটি করেছে এবং ক্লাশ চলাকালীন একসাথে অনেক মেয়ের পদচারণার কারণেই টাইলস গুলো ভেংগে গেছে।

৮.২.৩। প্রকল্পের মেয়াদ অনুযায়ী ভবনের নির্মাণকাজ , জুনে, ২০১৪ এর মধ্যেই সমাপ্ত হবার কথা । কিন্তু পরিদর্শনকালে দেখা যায় , কাঠের দরজা গুলি ঠিকমত পালিস করা হয়নি । দরজা ও চৌকাঠগুলোতে রুমের ওয়াল ফিনিশিং এ ব্যবহৃত রং , চুন ইত্যাদি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লেগে আছে। এছাড়া, কিছু কিছু কক্ষের দরজায় নীচে মোজাইক বা টাইলস কিছুই ব্যবহার করা হয়নি এবং দরজা ও ওয়ালের সংযোগ স্থান গুলো যথাযথ ভাবে প্লাস্টার করা হয়নি (চিত্র- ৫, ৬) মর্মে দেখা যায়।

চিত্র -৩: সিড়িতে ব্যবহৃত ভাঙ্গা টাইলস

চিত্র -৪: করিডোরে ব্যবহৃত ভাঙ্গা টাইলস

ছিত্র -৫: ফিনিসিং বিহীন রুমের দরজা

চিত্র -৬: দরজার নীচে মোজাইক বা টাইলস বিহীন অংশবিশেষ

এছাড়া সিডির কয়েকটি স্থানে (সিড়ি ও ওয়ালের সংযোগ স্থানে) এক সারি করে টাইলস ব্যবহার না করায় ওয়ালের ইট , সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি এবড়ো থেবড়ো অবস্থায় বেরিয়া রয়েছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র-৭, ৮)।

৮.২.৪। ৭ম ও ৮ম তলার কয়েকটি রুমে ভবনের পিছন দিকের সিড়িতে ঠিকাদারের রং , চুন, বালতি, কাঠ, রশি, শ্রমিকদের কাপড়-চোপড় ইত্যাদি এখানে, সেখানে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় দেখা যায় (চিত্র-৯)। অর্থাৎ অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে , অনুমোদিত সময়, জুন, ২০১৪ হলেও প্রকল্প পরিদর্শনকালীন পর্যন্ত কাজ চলমান রয়েছে এবং যথযথভাবে সম্পন্ন করতে আরো সময়ের প্রয়োজন রয়েছে । অথচ, প্রকল্পের পিসিআর এ সমস্ত কাজ সমাপ্ত এবং সব বিল পরিশোধিত দেখানো হয়েছে ; যা প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

চিত্র -৭: টাইলস বিহীন সিড়ি ও ওয়ালের সংযোগস্থল

চিত্র -৮: টাইলস বিহীন সিড়ি ও ওয়ালের সংযোগস্থল

চিত্র ৯: ৮ম তলার কয়েকটি রুমে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় ঠিকাদারের জিনিস-পত্র

নবনির্মিত ভবনের সিড়ি এবং করিডোরের অনেক স্থানে সিমেন্ট ও বালি মিশ্রিত মর্টার পড়ে থাকতে দেখা গেছে । এ মর্টারগুলো ভবন প্লাস্টারিং করার সময় সিড়ি এবং করিডোরের টাইলসের উপর পড়েছে এবং যথাসময়ে পরিস্কার না করার কারণে বর্তমানে টাইলসের উপরে শক্ত হয়ে গেছে (চিত্র ১০, ১১)।

৮.২.৫। পরিদর্শনকালে ৮ম তলার একটি রুমে পানি জমে থাকতে দেখা যায় । পানিগুলো যথাসময়ে পরিস্কার না করার কারণে পানির মধ্যে শেওলা পড়ে কেছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র – ১২)। পানি জমে থাকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে , রুমের মেঝে ঠিকমত সমতল করা হয়নি এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ পরিস্কার -পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে মোটেই সচেতন নয় । এছাড়া দ্বিতীয় তলায় প্রিন্সিপ্যালের রুমের বাথরুমের দরজা বরাবর উপরের দেয়ালে একটা ফাটল দেখা যায় (চিত্র ১৩)। এ প্রসংগে জানতে পাওয়া হলে তাঁরা জানান যে , এটা বড় ধরণের কোন সমস্যা নয়। প্রকৃতপক্ষে ভবনে ফাটল বা মেঝেতে পানি জমে থাকার পিছনে কোন কারিগরি ত্রুটি রয়েছে কিনা তা খাতিয়ে দেখা আবশ্যক মর্মে আইএমইডি মনে করে।

৮.২.৬। কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ২টি লিফট বসানো হয়েছে । তবে পরিদর্শনকালে দেখা যায় লিফট ২টি বন্ধ রয়েছে এবং ছাত্রী -শিক্ষক সকলে সিড়ি দিয়েই উঠা -নামা করছে। লিফট অপারেশনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে লিফট চালু করা যাচ্ছে না । এ প্রসঙ্গে প্রকল্পের বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, বর্তমানে কলেজে LT (Low Transmission) লাইনের সংযোগ রয়েছে ; যা লিফট চালানোর জন্য যথেষ্ট নয় । লিফট চালু করার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় HT (High Transmission) লাইনের সংযোগ নেয়ার জন্য অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অনাপত্তি গ্রহণ করতে হয় । বর্তমানে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে । প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এলটি লাইন সংযোগের জন্য অত্যান্ত তৎপর রয়েছে মর্মে জানান। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে জরুরীভিত্তিতে ১টি লিফট চালু করা সম্ভব হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

চিত্র -১০ : সিড়ির টাইলসের উপর পড়ে থাকা সিমেন্ট বালি মিশ্রিত মর্টার

চিত্র -১১ : রুমের মেঝেতে পড়ে থাকা সিমেন্ট বালি মিশ্রিত মর্টার

চিত্র ১২: ৮ম তলার একটি কক্ষের মেঝেতে জমে থাকা পানি

চিত্র -১৩: ২য় তলায় প্রিন্সিপ্যালের রুমের বাথরুমের দরজার সামনের উপরের ওয়ালে ফাটল।

৯। অডিটঃ

পিসিআর অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকালের ২০০৬ -২০০৭ থেকে ২০১৩ -২০১৪ পর্যন্ত সময়কালে ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ইন্টারনাল অডিটে কোন আপত্তি উপস্থাপিত হয়নি মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে । ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত সময় কালের এক্সটারনাল অডিটেও কোন আপত্তি উপস্থাপন হয়নি । তবে ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০০৮ -২০০৯ সময়কালের এক্সটারনাল অডিটে বিভিন্ন ধরণের ৬টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে । তন্মধ্যে ৩টি আপত্তি এখনও অনিষ্পন্ন রয়েছে । আপত্তি গুলো হলঃ (১) পুরাতন ভবন বিনষ্টকরণ বরাদ্দ ৭৩ ,১২,৫০৩.০০ টাকা কম মূল্যায়ন ; (২) কাজ সম্পাদনে বিলম্বের জন্য ঠিকাদারের নিকট থেকে ১,০৯,০৪,৪৬৩.০০ টাকা ক্ষতিপূরণ অনাদায় এবং (৩) ঠিকাদারের নিকট থেকে ৬,১৩,০৫৯.০০ টাকা ট্যাক্স ও ভ্যাট অনাদায় । অনিষ্পন্ন ৩টি আপত্তির বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ জানান যে , অডিটের আপত্তিসমূহ যৌক্তিক নয় । এ বিষয়ে অডিট বিভাগের সংগে আলাপ-আলোচনা চলছে। খুব শীঘ্রই নিষ্পত্তি করা হবে মর্মে জানান । তবে অদ্যাবধি সকল আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি মর্মে জানা গেছে।

১০। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে , প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্ত পর্যন্ত **ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের** নিম্নবর্ণিত ১১ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে (সর্বনিম্ন ৯ দিন থেকে সর্বোচ্চ ২ বছর ২ মাস) প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

নাম ও পদবী	**কর্মকাল**	মেয়াদ কাল
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান,নির্বাহী প্রকৌশলী, জোন- ২, ঢাকা সিটি।	০১/০৭/২০০৬ - ১২/১২/২০০৬	৫ মাস ১২ দিন
জনাব মোঃ আব্দুর রহমান,প্রিন্সিপাল, ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ	১৩/১২/২০০৬ - ৩০/০৯/২০০৭	৯ মাস ১৭দিন
জনাব মোঃ ইকবাল কবির, নির্বাহী প্রকৌশলী, জোন- ২, ঢাকা সিটি।	০১/১০/২০০৭ - ০৯/১০/২০০৭	৯ দিন
জনাব মোঃ আবুল হাসনাত, নির্বাহী প্রকৌশলী, জোন- ২,ঢাকা সিটি।	১৪/১১/২০০৭ - ১৭/০৫/২০০৮	৬ মাস ৩দিন
জনাব মোঃ মশিউর রহমান, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, জোন- ২, ঢাকা সিটি।	১৮/০৫/২০০৮ - ০/০৬/২০০৮	১ মাস ২ দিন
জনাব মুন্সি মোঃ আবুল হাসনাত, নির্বাহী প্রকৌশলী, জোন- ২, ঢাকা সিটি।	২১/০৬/২০০৮ - ১০/০৮/২০০৮	১ মাস ২০ দিন
জনাব মোঃ আশিকুর রহমান,নির্বাহী প্রকৌশলী, জোন- ২,ঢাকা সিটি।	১০/০৮/২০০৮ - ০৭/১০/২০০৮	১ মাস ২৮ দিন
মুন্সী মোঃ আবুল হাসেম,নির্বাহী প্রকৌশলী, জোন- ২,ঢাকা সিটি।	০৮/১০/২০০৯ - ২৬/১২/২০১১	২ বছর ২ মাস ১৭ দিন
জনাব খাইরুল বাকের,নির্বাহী প্রকৌশলী, জোন- ২, ঢাকা সিটি।	২৬/১২/২০১১ - ১০/০১/২০১৩	১ বছর ১৫ দিন
জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, জোন- ২, ঢাকা সিটি।	১০/০১/২০১৩ - ২৬/০৮/২০১৩	৭ মাস ১৬ দিন
জনাব তানভির আহমেদ,নির্বাহী প্রকৌশলী, জোন- ২, ঢাকা সিটি।	২৬/০৮/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৪	১০ মাস ৫ দিন

উপর্যুক্ত তালিকা থেকে দেখা যায় যে , ১ জন প্রকল্প পরিচালক সর্বনিম্ন মাত্র ৯ দিন এবং ৩ জন প্রকল্প পরিচালক ২ মাসেরও কম সময় ধরে প্রকল্প পরিচালক ছিলেন । সর্বাধিক সময় ২ বছর ২ মাস দায়িত্বে ছিলেন মাত্র একজন এবং অপরজন প্রকল্প পরিচালক ছিলেন ১ বছর ১৫ দিন। অবশিষ্ট ৫ জন প্রকল্প পরিচালকের কার্যকাল ছিল ১ বছরেরও কম।

অবস্থা দৃষ্টে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে , ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তন প্রকল্পের সাবলিল অগ্রগতিকে ব্যহত করেছে । যারফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অনাকাংখিত ৫ বছর বিলম্বিত হয়েছে। এ প্রসংগে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে , ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২নং অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন বিধায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২নং অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলীর বদলী বা অবসরজনিত কারণে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তিত হয়েছেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকের নিয়োগের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজনমর্মে আইএমইডি মনে করে । বিষয়টি বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে পারে।

১১। উদ্দেশ্য অর্জনঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজের ছাত্রীদের জন্য আবাসিক ও একাডেমিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হলেও বর্তমান প্রকল্পের আওতায় ৮ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে । বর্তমান নির্মিত অংশে ২৩টি গাড়ী পাকিং সুবিধাসহ ১৬৭৮ .৩৫ বর্গ মিটার আয়তন বিশিষ্ট বেজমেন্ট, শ্রেণীকক্ষ, সেমিনার রুম, কম্পিউটারল্যাব, লাইব্রেরীর সুবিধা সহ ১৩২৭৮ .৩৫ বর্গমিটারের আয়তন বিশিষ্ট ৮ তলা ভবনটি এ্যাকাডেমিক ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে (অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী পরবর্তীতে প্রস্তাবিত ভবনের ১১ তলা থেকে ২০ তলা পর্যন্ত নির্মিত হলে ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হবে)। সুতরাং প্রকল্পের সমাপ্তি কার্যক্রমে ছোট -খাট কিছুটা ত্রুটি থাকলেও প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলা যায়।

১২। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃপ্রযোজ্য নয়।

১৩। আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ (Findings)/বিদ্যমান সমস্যাবলীঃ

১৩.১। প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ছিল জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০০৯ পর্যন্ত। কিন্তু প্রকৃত সময় ব্যয় হয়েছে ২০০৬ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত এবং প্রকল্প ব্যয় ২৪৬০ লক্ষ টাকা থেকে ৩৬৩৯ .৫১ লক্ষ টাকার বৃদ্ধির পেয়েছে । প্রকল্প বাস্তবায়নে ৩ বছরের পরিবর্তে ৮ বছর সময় ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল অনুমোদিত সময়ের চেয়ে ১৬৬ .৬৬% বেশী সময় ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প ব্যয়ও মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৪৭ .৯৪% বেশী হয়েছে। সামগ্রীক অর্থে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা কাংখিত মানের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্বের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানায় যে , নিম্নবর্ণিত কারণে প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন কাজ বিলম্বিত হয়েছে এবং বিলম্বের কারণে প্রকল্প ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছেঃ

১. কলেজের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম খোলা রেখেই নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা;
২. পুরাতন ঢাকার ব্যস্ততম এলাকা থেকে কলেজের পুরাতন ভবন বিনষ্ট করণ ও অপসরণ;
৩. পুরাতন কলেজ ভবণে অবস্থিত ২টি ব্যাংক অন্যত্র স্থানান্তর;
৪. মাটি খনন কাজ কাজ চলাকালীন প্রকল্প এলাকায় সার্ভিস পাইলের স্ট্যাটিক লোড টেষ্টের ফলাফলের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশনের পূনরায় ডিজাইন কর;
৫. **প্রকল্পের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পে ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হতে ২ বছরের অধিক(২৫ মাস) সময় ব্যয়;**
৬. **২য় প্যাকেজের জন্য চুক্তি সম্পাদনের পরেও ৭ মাস ঠিকাদার কর্তৃক কাজ শুরু না করায় চুক্তি বাতিল**
৭. **২য় প্যাকেজের জন্য পুনঃ দরপত্র আহবান এবং প্রাক্কলিত মূল্যের চাইতে চুক্তি মূল্য ১৭ .৪৯% অধিক হওয়ায় পুনরায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্পে ২য় সুংশোধনী অনুমোদনে প্রায় ৭ মাস সময় ব্যয়**

উপর্যুক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে , প্রকল্পের দুইবার সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদনেই ২ বছর ৮ মাস সময় অতিক্রান্ত হয়েছে । সুতরাং প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের আরো তৎপর হওয়া প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয় **(অনুচ্ছেদ ৪, ৮.১.১)।**

১৩.২। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ

প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত **ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের** ১১ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন । সর্বনিম্ন ৯ দিন থেকে ১ বছরের কম সময় করে দায়িত্ব পালন করেছেন ৯ জন প্রকল্প পরিচালক এবং মাত্র ২ জন কর্মকর্তা ১ বছরের অধিক সময় প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন । ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তন প্রকল্পের অগ্রগতিকে ব্যহত করে ; যার প্রমাণ পাওযা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নে ১৬৬ .৬৬% সময় বৃদ্ধি এবং ৪৭ .৯৪% মূল্য বৃদ্ধিতে। সুতরাং বিষয়টি বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তীতে যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিশনের সর্বশেষ নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন মর্মে আইএমইডি মনে করে **(অনুচ্ছেদ -১০)।**

১৩.৩। অডিটঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদের ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০০৮-২০০৯ সময়কালে অডিটে বিভিন্ন ধরনের ৬টি আপত্তি উপস্থাপিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি আপত্তি এখনও অনিষ্পন্ন রয়েছে । আপত্তি গুলো হল পুরাতন ভবন ভাংগা বরাদ্দ ৭৩ ,১২,৫০৩.০০ টাকা কম মূল্যায়ন কাজ সম্পাদনের বিলম্বের জন্য ঠিকাদারকে ১,০৯,০৪,৪৬৩.০০ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং ঠিকাদারের নিকট থেকে ৬ ,১৩,০৫৯.০০ টাকা ট্যাক্স ও ভ্যাট অনাদায় ইত্যাদি ৩টি আপত্তি এখনও অনিষ্পন্ন রয়েছে । অডিট আপত্তির সময় থেকে ইতোমধ্যে ৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পরেও প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । অথচ, অডিট ৩টি এখন ও অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে । সুতরাং অডিটসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে আইএমইডি মনে করে **(অনুচ্ছেদ -৯)।**

১৩.৪। অসম্পূর্ণ নির্মাণ কাজঃ

প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী সকল সম্পন্ন হয়েছে । পরিদর্শনকালে দেখা যায় বড় ধরণের সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেও অনেক ছোট খাট কাজ পরিদর্শনকালীনও অসম্পন্ন রয়েছে । যেমন- ৭ম ও ৮ম তলার কয়েকটি রুমে পরিদর্শনকালীন রঙ , পালিশের কাজ বাকি রয়েছে। ঠিকাদারের নির্মাণ সামগ্রী এখানে সেখানে এলোমেলো ভাবে পরে থাকতে দেখা গেছে । সিড়ি এবং করিডোরের অনেক স্থানে টাইলসের উপর রুমের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সিমেন্ট বালির মর্টার পড়ে থাকতে দেখা গেছে । ৬ষ্ঠ তলার কয়েকটি রুমের দরজার নীচে টাইলস বা মোজাইক কিছুই করা হয়নি । ফলে স্থান গুলো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাছাড়া, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে লিফট অপারেট করেতে পারছে না। ফলে ৭ম, ৮ম তলার ওনেক রুম অব্যবহৃত রয়ে গেছে।

প্রকল্পটি জুন, ২০১৫ সমাপ্ত হয়েছে। পরিদর্শনকালীনও (১৪ অক্টোব, ২০১৫) প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত লিফট অপারেশনসহ কিছু কিছু ফিনিশিং কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে । অথচ, প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন কাজ অসম্পূর্ন নেই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে; যা কাম্য নয়। প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ৪ মাস পরেও প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হবার প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে , কলেজটিতে একাদশ থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রায় ৭৫০০ ছাত্রী রয়েছে এবং সারা বছরই কলেজটিতে কোন না কোন শ্রেণীর ক্লাশ ও পরীক্ষা থাকে । কলেজ চলমান রেখেই সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হয় । তাছাড়া, মেয়েদের কলেজ বলে মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়টিও বিবেচনায় নিয়ে নির্মাণ শ্রমিকদের কাজ করতে হয়েছে । ফলে নির্মাণ শ্রমিকেরা সব সময় কাজ করতে পারে নাই । যার জন্য প্রকল্পের ফিনিসিং কার্যক্রম একটু বিলম্বিত হয়েছে । তবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করবে বলে তারা জানান । প্রকৃতপক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় /বিভগ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যথাযথভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ /মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করলে ছোট -খাট অসম্পূর্ন কাজগুলি প্রকল্পের বাস্তবায়নমেয়াদেই সম্পন্ন করা সম্ভব হত মর্মে প্রতীয়মান হয় **(অনুচ্ছেদ ৮.২)।**

১৩.৫। ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কাজঃ

সিড়ি, করিডোর ও লিফটের সামনে অনেক স্থানের টাইলস ভাংগা পাওয়া গেছে যা মেঝে ঠিকমত কম্প্যাকসান না করেই টাইলস স্থাপন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় । এছাড়া কয়েকটি ফ্লোরে সিড়ি এবং ওয়ালের সংযোগ স্থানে কোন টাইলস স্থাপন করা হয়নি । ফলে সিড়ির সংযোগ স্থলটি আলগা হয়ে রয়েছে মর্মে দেখা যায় । তাছাড়া সিড়ি এবং করিডোরে ব্যবহৃত টাইলসের মান নিম্ন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ৮ম তলার একটি রুমে পানি জমে থাকতে দেখা গেছে ; যা রুমের মেঝে অসমানভাবে নির্মাণ নির্দেশ করে । প্রকল্পটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনভূক্ত এলাকাতেই বাস্তবায়িত হয়েছে । অথচ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার যথাযথভাবে মনিটরিং না করার কারণেই ভবনটিতে ছোট-খাট ত্রুটি রয়ে গেছে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পরেও কিছু কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে । এসমস্ত ত্রুটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীনতাই নির্দেশ করে; যা কখনো কাম্য নয় **(অনুচ্ছেদ ৮.২)।**

১৪। আইএমইডি'র মতামতঃ

"ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ বহুতল বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন ও মহিলা হোস্টেল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের বিষয়ে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মতামত নিম্নরুপঃ

১৪.১। নবনির্মিত কলেজ ভবনের সিড়ি , করিডোর এবং লিফটের সামনের মেঝের ভাংগা টাইলসসমূহ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **(অনুচ্ছেদ ৮.২.২, ১৩.৫)।**

১৪.২। নবনির্মিত কলেজ ভনের দরজা বার্নিস , রুমের রং পালিশসহ যে সমস্ত স্থানে টাইলস বা মোজাইক করা হয়নি এবং প্লাষ্টারিং বাকি আছে সেগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **(অনুচ্ছেদ-৮.২.৩, ১৩.৪)।**

১৪.৩। অষ্টম তলার কয়েকটি রুমে পানি জমে থাকা এবং দ্বিতীয় তলায় প্রিন্সিপ্যালের রুমের বাথরুমের উপরের ওয়ালের ফাটলের কারণ খতিয়ে দেখে তা নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **(অনুচ্ছেদ ৮.২.৫, ১৩.৫)।**

১৪.৪। কলেজ ভবনের সকল তলার কাংখিত ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত লিফট ২টি চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **(অনুচ্ছেদ-৮.২.৬, ১৩.৪)**;

১৪.৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদের ২০০৮ -২০০৯ সময়কালে External অডিটে উত্থাপিত ৬টি আপত্তির মধ্যে ৩টি অনিষ্পন্ন আপত্তি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **(অনুচ্ছেদ -৯, ১৩.৩)।**

১৪.৬। প্রকল্পের মনিটরিং ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন না করে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিশনের সর্বশেষ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে **(অনুচ্ছেদ -১০, ১৩.২)।**

১৪.৭। বিবেচ্য প্রকল্পের মূল অনুমোদিত সময়কাল ৩ বছরের পরিবর্তে প্রকল্পটি ৮ বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে । তন্মধ্যে দুইবার সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদনে সময় ব্যয় হয়েছে ২ বছর ৮ মাস । সুতরাং প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসুত্রিতার বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে এবং পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নে যেন অনুরুপ সময় ক্ষেপন না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে **(অনুচ্ছেদ -৪, ৮.১.১, ৮.১.২, ১৩.১)।**

১৪.৮। প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং করা হলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হ্রাস করা এবং প্রকল্পের কার্যক্রম গুনগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হতো না । সুতরাং পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুরুপ বিলম্ব পরিহার করতে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমের গুনগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় /বিভাগের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে **(অনুচ্ছেদ-৮.২, ১০,১৩.৪)।**

১৪.৯। অনুচ্ছেদ ১৪.১ -১৪.৮-এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী এক মাসের ম ধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

‘‘বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অবকাহ, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ’’
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন’ ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : **বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ।**

২। নির্বাহী সংস্থা : **স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।**

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : **স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।**

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩৩৬২.১২	-	১২৪৪০.৪২	এপ্রিল, ২০০৮ থেকে জুন, ২০১৩	-	এপ্রিল, ২০০৮ থেকে জুন, ২০১৪	-	২৫%

৫। <u>অংগ ভিত্তিক অগ্রগতিঃ</u> সংস্থা হতে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	Improvement of roads by bituminous carpeting.	কিঃমিঃ	৭৩৪৮.৯৬	১১৮.৫৭	৭১২০.৪২২	১১৪.৮৮
২।	Construction of RCC drain.	কিঃমিঃ	৩০৬৪.৫৮	**৩৫.৫২**	৩০৪২.৬৫৮	৩৫.২৬
৩।	Box culvert	সংখ্যা	৮৭৭.৩৬	৫৯	৮৭৬.১৪	৫৯
৪।	Bridge	মিটার	৫০৮.০০	৭৮	৫০৮	৭৮
৫।	Office furniture	থোক	৮.০০	-	-	-
৬।	Jeep	সংখ্যা	৩৫.০০	১.০০	৪১.৯৯	১
৭।	Double Cabin Pick-up	সংখ্যা	৪৫.০০	২	৩৬.৮	২
৮।	Motor Cycle	সংখ্যা	৭.৫০	৫	৭.৩৬৫	৫
৯।	Road Rollar	সংখ্যা	৫০.০০	২	৩৯.৫	২
১০।	Aspalt Mixing Plant	সংখ্যা	১০০.০০	১	৯৯.৭৬	১
১১।	Bituminous Distributor	সংখ্যা	২০.০০	১	৩০.৮	১
১২।	Dump Truck	সংখ্যা	১০০.০০	৩	৮৮.৪০	৩
১৩।	Excavator	সংখ্যা	৬০.০০	১	৭৫.০০	১
১৪।	Power Rammer	সংখ্যা	১০.০০	২	৯.০০	২
১৫।	Rubber Tier Rollar	সংখ্যা	৪০.০০	১	৩৮.৮	১

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬।	Installation of 150 mm dia production Tube well for a depth of 300 m including construction of pump house, panel board etc.	সংখ্যা	৪০০.০০	১০	৩৯৩.৬৭৩	১০.০০
১৭।	Installation of pipeline forconnecting production system with existing distribution network.	কিঃমিঃ	৪০.০০	১০	২৭.৬৪১	৭
১৮।	Price escalation 5%		৬৩৫.৭২	-	-	-
১৯।	Contingency		১২.০০	-	৪.৪৭	-
	মোটঃ		**১৩৩৬২.১২**		**১২৪৪০.৪২**	

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। অডিটঃ পিসিআর অনুসারে প্রকল্পটির অডিট সম্পন্ন হয়েছে। অডিট কমিটি কর্তৃক ৮টি অবজেকশন দেয়া হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে।

৮। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৯। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৯.১। প্রকল্পের প্রেক্ষাপটঃ

বরিশাল বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী জনপদ। সাম্প্রতিক সময়ে এটিকে বিভাগীয় শহরে উত্তীর্ণ করার পর এখানকার পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করা হয়। নবগঠিত বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মোট এলাকা ৪৫ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে বর্ধিত ২০ বর্গকিলোমিটার অনুন্নত এলাকাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করায় আধুনিক নাগরিক সুবিধার চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কতিপয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কিছু উন্নয়ন মূলক কাজ করা হলেও তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ফলশ্রুতিতে, নগরবাসীকে আশানুরূপ সেবা প্রদান করা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অথচ নাগরিক সনদ অনুযায়ী বরিশাল সিটি কর্পোরেশন আধুনিক নাগরিক সুবিধা প্রদানে নগরবাসীর নিকট দায়বদ্ধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ধারাবাহিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন এবং ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন ;

(খ) বর্তমানে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা এবং বর্ধিত সুপেয় পানির চাহিদা মিটানের জন্য নিরাপদ পানযোগ্য পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং

(গ) বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের স ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা।

৯.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন ঃ

৯.৩.১। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **''বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন, পানি সরবরাহ, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ''** শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ০২/০৭/২০০৯ল তারিখে একনেক কর্তৃক মোট ১৩৩৬২.১২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে বিভাগের সুপারিশের প্রে ক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

১০। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শুরু থেকে জুন, ২০১ ৪ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১২৪৪০.৪২ লক্ষ টাকা (৯৩%) এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯৯%।

১১। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
					মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০০৯-১০	২৩১৪.৮১	২৩১৪.৮১	-	২০০০.০০	২০৭৮.৪৭	২০৭৮.৪৭	-	
২০১০-১১	৫২৮১.৩৬	৫২৮১.৩৬	-	৩০০০.০০	৩১১৭.৭১	৩১১৭.৭১	-	
২০১১-১২	৩৬৯৮.৬৪	৩৬৯৮.৬৪	-	২০০০.০০	২০৭৮.৪৭	২০৭৮.৪৭	-	
২০১২-১৩	১৩৫৬.৫৯	১৩৫৬.৫৯	-	১৬২৫.০০	১৬৮৮.৭৬	১৬৮৮.৭৬	-	
২০১৩-১৪	৭১০.৭২	৭১০.৭২	-	৩৪০০.০০	৩৪৭৭.০১	৩৪৭৭.০১	-	
সর্বমোট	১৩১৩৬.২১	১৩১৩৬.২১	-	১২০২৫.০০	১২৪৪০.৪২	১২৪৪০.৪২	-	

১২। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ তথা বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত ক্রয় সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায় সামগ্রীক কাজটি ২৩৩টি প্যাকেজের আওতায় সম্পাদন করা হয়েছে। ২৩৩টি প্যাকেজের মধ্যে হতে ডবিস্নউ-৬ ("Reconstruction of BC Road start from Motashar Gazi Bari upto Billo Bari Register Primary School via Hasem Howlader Bari" শীর্ষক ১৫০০ মিঃ দৈর্ঘ্য **ও ৩ .০০ মি প্রস্থ বিশিষ্ট সড়ক)** প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া এ বিভাগ কর্তৃক পরিবী ক্ষণ করা হয়। পরিবীক্ষণকালে প্রাপ্ত ক্রয় সম্পর্কিত তথ্য হতে দেখা যায় যে, ১১১০৬০০০.০০ টাকায় ব্যয় প্রাক্কলন করে পিপিআর-২০০৮ অনুসারে উম্মুক্ত পদ্ধতিতে গত ১৪/১১/২০০৯ তারিখে নিউজ লাইন এবং ১৩/১১/২০০৯ তারিখে দৈনিক খবর পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ০৩ জন দরদাতার মধ্যে কার্যবিবরণী অনুসারে সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স বিজলী কনস্ট্রাকশনকে ১,১০,৯৭,৭১৩ টাকায় কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

১৩। পরিদর্শনে বাস্তব অবস্থাঃ

১৩.১। **এসফল্ট প্ল্যান্ট স্থাপনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৯৯.৭৬ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে গত ২৭/০২/২০১০ তারিখে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ০১টি এসফল্ট প্ল্যান্ট স্থাপন স্থাপন করা হয়েছে (চিত্রঃ১-২)। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, এসফল্ট প্ল্যান্টটি অব্যবহৃত ভাবে খোলা আকাশের নীচে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। এসফল্ট প্ল্যান্টটির উপরে প্রয়োজনীয় ছাউনি নেই। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এসফল্ট প্ল্যান্টটি স্থাপনের সময় Pever Machine ক্রয় না করায় প্ল্যান্টটি ব্যবহার করা যাচ্ছেনা মর্মে জানা গেছে।

চিত্রঃ১ **এসফল্ট প্ল্যান্ট স্থাপন**

চিত্র-২ **এসফল্ট প্ল্যান্ট স্থাপন**

১৩.২। সড়ক ও নর্দমা নির্মাণঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭১২০.৪২২ ল ক্ষ টাকা ও ৩০৪২.৬৫৮ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে যথাক্রমে ১১৪.৮৮ কিঃমিঃ রাস্তা উন্নয়ন ও ৩৫.২৬ কিঃমিঃ নর্দমা নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে ০১টি সড়ক উন্নয়ন ও ০১টি নর্দমা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। "Reconstruction of BC Road start from Motashar Gazi Bari upto Billo Bari Register Primary School via Hasem Howlader Bari" শীর্ষক ১৫০০ মিঃ দৈর্ঘ্য ও ৩ .০০ মি প্রস্থ বিশিষ্ট সড়ক নির্মাণ কাজটি পরিদশনে দেখা যায় যে, সড়কের দুই পাশে ডিপিপি'তে উল্লিখিত ডিজাইন টাইপ অনুসারে সোল্ডার (১০০ মিঃমিঃ) নেই। উক্ত সড়কের এজিং থেকে দেবে গেছে ও রেইনকাট এর সৃষ্টি হয়েছে দেখা গেছে। এছাড়া উক্ত সড়কে নির্মিত x-drain থেকে নির্মিত রাস্তা দেবে গেছে (চিত্র-৩)। ১০০০ ×১.১ মিঃ বিশিষ্ট "Construction od RCC Darin at Bisic Road Side under No. 1 ward" এবং "Construction of a RCC drain start from Circuit House upto Kirtonkhola River" শীর্ষক ড্রেন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে (চিত্র -৫) দেখা গেছে উভয় ড্রেনের ক্ষেত্রে সড়কের উপরি অংশ থেকে ড্রেনের spout উচুঁ; ফলে বৃষ্টির পানি সড়কে জমে থাকবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র-৩ **সড়ক নির্মাণ**

চিত্র-৪ **সড়ক নির্মাণ**

চিত্র-৫ **সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ**

১৩.৩। **ব্রীজ নির্মাণঃ**

আমানতগঞ্জ খালের উপর নির্মিত ৩০মিঃ X ৬.০০ মিঃ বিশিষ্ট ব্রীজটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে জানা যায় যে, উক্ত ব্রীজের এবাটমেন্ট ২টি, স্প্যান -৩টি, পিয়ার-২টি, পাইল-৪৬টি, ১ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট **হইল** গার্ডার ৪টি এবং দুই পাশের **হইল** গার্ডারের উপর ১.৫ ফুট উঁচু ও ০.৮৩ ফুট (১০ ইঞ্চি) চওড়া গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। কোন রেলিং নির্মাণ করা হয়নি (চিত্র-৬)। ব্রীজের উপর দিয়ে চলাচল ঝুকিপূর্ণ মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

চিত্র-৬ **ব্রীজ নির্মাণ**

১৩.৪। **যানবাহন ও নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহঃ**

প্রকল্পের আওতায় ০১টি জীপ, ২টি ডাবল-কেবিন পিকআপ ০৫টি মোটর সাইকেল, ২টি রোড রোলার ১টি বিটুমিনাস ডিস্টিবিউটর, ০৩টি ডাম্প ট্রাক, ১টি এক্সাভেটর, ০২টি পাওয়ার র্যামার ও ০১টি রাবার টায়ার রোলার সংগ্রহ করা হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের চাদমারীতে অবস্থিত গ্যারেজে খোলা আকাশের নিচে সংগৃহীত যানবাহনগুলো দীর্ঘদিন অব্যবহৃত ও অযত্নে পড়ে থাকতে দেখা গে ছে। তাছাড়া অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে রাবার ট্যায়ার রোলারের টায়ার ও রিং রসে গেছে। অন্যান্য নির্মাণ সমাগ্রীতে মরিচা ধরে গেছে।

চিত্র- ৭ **যানবাহন ও নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ**

চিত্র-৮ **যানবাহন ও নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ**

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন সময়ে (জুলাই'২০০৯ থেকে জুন '২০১৩) --মাস সময় পর্যমত খন্ডকালীন দায়িত্বে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য দেয়া হ'লঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	খান মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম	তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	খন্ডকলীন	জুলাই'২০০৯ থেকে জুন'২০১৩	প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যমত

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক) বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেন এবং ব্রীজ/কালভার্ট **উন্নয়ন** ; **(খ)** বর্তমানে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা এবং বর্ধিত সুপেয় পানির চাহিদা মিটানের জন্য নিরাপদ পানযোগ্য পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং (গ) বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে উলেস্নখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। তবে এ বিভা গের মতামত প্রতিবেদনের পরিদর্শন, সমস্যা ও সুপারিশ অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬। উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ প্রযোজ্য নয়।

১৭। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৭.১। স্থাপিত এসফল্ট পস্ন্যান্টে ছাউনি না থাকায় ক্রয়কৃত যন্ত্রাংশ দ্রুত অকেজো হয়ে পড়বে। তাছাড়া, Pever machine ক্রয় না করায় এসফল্ট পস্ন্যানটির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে না। ফলে, রাস্তা উন্নয়নের যে লক্ষমাত্রা এসফল্ট পস্ন্যান্টটি স্থাপন করা হয়েছে তা অর্জিত হচ্ছে না (অনুচ্ছেদ-১৩.১);

১৭.২। ডিপিপি'তে উল্লিখিত Desingn অনুসারে সোল্ডার ও স্লোপ না রাখায় সড়ক দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে (অনুচ্ছেদ-১৩.২);

১৭.৩। নির্মিত Cross-drain থেকে সড়ক দেবে যাওয়ায় চলা চলে অসুবিধা হচ্ছে এবং ঐ অংশের সড়ক দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ-১৩.২);

১৭.৪। ড্রেনের Spout সড়ক থেকে উচুঁতে থাকায় পানি নিষ্কাশন বাধা সৃষ্টি হবে এবং সড়কে পানি জমে থাকবে। ফলে, সড়ক দ্রুত নষ্ট হবে (অনুচ্ছেদ-১৩.২);

১৭.৫। আমানতগঞ্জ খালের উপর নির্মিত ব্রীজের রেলিং না থাকায় ব্রীজের উপর দিয়ে চলাচল ঝুকিপূর্ণ(অনুচ্ছেদ-১৩. ৩);

১৭.৬ । সংগৃহীত যানবাহনগুলো দীর্ঘদিন অব্যবহৃত ও অযত্নে খোলা আকাশের নীচে পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে (১৩.৪)।

১৮। <u>সুপারিশ/মতামতঃ</u>

১৮.১। নির্মিত এসফল্ট পম্ন্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ও দ্রুত Pever machine ক্রয় করে এসফল্ট পম্ন্যাল্টটি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

১৮.২। টেকসই সড়ক নির্মাণের জন্য ভবিষ্যতে রাস্তা নির্মাণকালে সফট সোল্ডার ও স্লোপ নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৮.৩। নির্মিত Cross-drain থেকে সড়ক দেবে যাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৪। যে সকল ড্রেনের Spout সড়ক থেকে উচুঁতে সে সকল ড্রেন দ্রুত মেরামত করে পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

১৮.৫। দুঘটনা এড়ানোর জন্য আমানতগঞ্জ খালের উপর প্রয়োজন অনুসারে রেলিং নির্মাণ করতে হবে;

১৮.৬। সংগৃহীত যানবাহন ও নির্মাণ সামগ্রী খোলা আকাশের নিচের পড়ে থাকার কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৭। External Audit সম্পন্ন করে প্রতিবেদন IME বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

১৮.৮। অনুচ্ছেদ ১৮.১ থেকে ১৮. ৭ এ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

‘‘খুলনা মহানগরীর রাস্তা, ফুটপাত সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)’’
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন,২০১৪)

১। **প্রকল্পের অবস্থান :** খুলনা সিটি কর্পোরেশন ।

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা :** স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ :** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ ।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৭৪২০.০০	৭৪২০.০০	৭৪১৪.৪৩	জুলাই,২০০৯ হতে জুন, ২০১২	জুলাই,২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জুলাই,২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	-	৪০%

৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১৪ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
1	Repairing & extension of roads (Width upto 5m)	km	1339.71	19.341	1339.44	19.341
2	Repairing & extension of roads (Width 5.1m to 0.9m)	km	678.20	8.825	660.47	8.830
3	Repairing & extension of roads (Width 5.1m to 9m)	km	690.87	6.854	693.79	6.854
4	Repairing & extension of roads including footpath partially (Width 5.1m to 6.9m)	km	131.96	0.95	131.96	0.95
5	Repairing & extension of roads including footpath partially (Width 7m to 9m)	km	407.28	3.00	409.54	3.00
6	Repairing & extension of roads including footpath partially (Width 10m)	km	542.27	3.50	541.34	3.50
7	Repairing & extension of roads 3.00m including road divider & footpath (Width 15.245m)	km	1586.44	5.90	1586.19	5.90

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১৪ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
8	Repairing & extension of roads 7.93m including road divider & footpath (Width 15.245m)	km	637.66	1.80	632.27	1.80
9	Repairing & extension of roads 8.54m including road divider & footpath (Width 15.245m)	km	771.30	1.90	766.60	1.90
10	Katcha road to be improved by brick flat soling	km	229.00	7.421	228.21	7.38
11	Katcha road to be improved by brick flat soling & H.B.B with side protective work	km	59.52	0.573	59.52	.573
12	Katcha road to be improved by brick flat soling & H.B.B	km	293.82	6.309	293.47	6.308
13	Improvement of bus stoppage, passenger shed & parking	nos	46.00	5.00	45.66	5.00
14	Contingency	L.S	5.75	-	5.75	-
	Total =		**7420.00**		**7414.43**	
	Grand Total =		**7420.00**		**7414.43**	

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রযোজ্য নয়।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৭.১। **প্রকল্পের পটভূমি:**

খুলনা বাংলাদেশের ৩য় বৃহত্তম শিল্প ও বন্দর নগরী, এ নগরীতে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের বাস অর্থাৎ এ নগরীর জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক। খুলনা নগরীতে যানবাহন চলাচলের সংখ্যা ও অধিক । গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো অত্য ন্ত পুরাতন এবং সড়কগুলোর অবস্থা শোচনীয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী। এছাড়া কিছু কিছু সড়ক সরু অধিকাংশ সড়কে পথচারীদের চলাচলের জন্য ফুটপাত নেই এবং যানবাহন পার্কিং এরও জায়গা নেই । এজন্য যানবাহনগুলো ট্রাফিক আইনকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারে না বিধায় বিভিন্ন ট্রাফিক ক্রসিং এ যানজটের সৃষ্টি হয় । ট্রাফিক যানজট খুলনা নগরীর নিয়মিত সমস্যা যা জনসাধারণের চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি করে। ঝুঁকিপূর্ণভাবে নগরীর জনসাধারণ সর্বদাই সড়ক অতিক্রম করে থাকে। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২. **প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যাবলী**: ৯ কিঃমিঃ সড়ক মেরামত ও প্রশ স্তকরণ, ১০ কিঃমিঃ কাঁচা সড়ককে পাকা করা, ১৫.৪০ কিঃমিঃ ফুটপাত নির্মাণ ইত্যাদি।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন** : মূল প্রকল্পটি মোট ৭৪২০.০০ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ জিওবি ব্যয়ে এবং জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১২ মেয়াদে বা স্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয় । পরবর্তীতে আইএমইডির সুপারিশক্রমে প্রকল্পটির ১ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর ২০১৩ করা হয়। পরবর্তীতে মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটি বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কর্তৃক জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধন করা হয়।

৮। **প্রকল্প পরিদর্শন**: আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প ১২ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয় । পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সং শ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন । প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প সং শ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.১। **মুজগুন্নি মহাসড়ক মেরামত, প্রশস্তকরণ, বর্ধিতকরণ, (ডিভাইডার, আংশিক ফুটপাথ নির্মাণসহ) (নতুন রাস্তা থেকে সোনাডাঙা বাস টার্মিনাল পর্যন্ত):** পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত মুজগুন্নি মহাসড়ক মেরামত, প্রশস্তকরণ ও বর্ধিতকরণ (ডিভাইডার ও আংশিক ফুটপাথ নির্মাণসহ) অংশের কাজ সরেজমিনে দেখা হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ কাজের জন্য মোট ১৫৮৬.৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্পের আওতায় এ অংগে মাটি কাটা, বালু ফিলিং, সলিং সিসি গাঁথুনি, পলেস্তরা, আরসিসি, বক্স কাটিং, এজিং, খোয়া নোটালিং, কার্পেটিং, মাটি ভরাট ইত্যাদি কাজ সম্পাদিত হয়েছে। পরিদর্শনের সময় সোনাডাঙা বাস টার্মিনাল সংলগ্ন সড়কের উভয় পাশে পরিমাপ করে ৩ মিটার করে প্রশস্ততা পাওয়া গিয়েছে। সড়কটি বাহ্যিকভাবে চলাচলের উপযোগী পাওয়া গিয়েছে।

মুজগুন্নি মহাসড়ক

মুজগুন্নি মহাসড়কের ডিভাইডার ও ফুটপাথ

সড়কের প্রশস্ততা পরিমাপ

৮.২। **মহেশ্বরপাশা মেইন রোড মেরামত ও প্রশস্তকরণ, যশোর রোড থেকে কালিবাড়ি বাজার মোড় পর্যন্ত:** প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপিতে এ অংশের জন্য মোট ২৩৫.৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্পের আওতায় এ অংশের মোট ৩.৪ কি:মি: সড়কে মাটি কাটা, বালু ফিলিং, সলিং, সিসি গাঁথুনি, পলেস্তারা, আরসিসি, বক্স কাটিং, এজিং, খোয়া, মেটালিং, কার্পেটিং, মাটি ভরাট ইত্যাদি কাজ সম্পাদিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে কালিবাড়ি বাজার মোড়ে সড়ক খুঁড়ে ডিপিপির স্পেসিফিকেশন ৫০.০০ মি:মি: পুরুত্বের কার্পেটিং, ০.৪৫ মি:মি: ইটের খোয়া এবং ০.৩০ মি: বালু ফিলিং দেখতে পাওয়া যায়। খোয়া ও বালু বাহ্যিকভাবে মানসম্পন্ন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন কালে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহারের প্রেক্ষিতে উক্ত নিম্নমানের খোয়া ও ইট অপসারণের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন না করার জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন। বাস্তবায়নকালে প্রকল্পটি যথাযথ মনিটরিং করায় প্রকল্পের সার্বিক কাজ গুণগতমান বজায় রেখে করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

যশোর রোডের বর্তমান অবস্থা

মহেশ্বরপাশা মেইন রোড

পুরুত্ব পরিমাপ

৮.৩। **৪টি যাত্রী ছাউনি নির্মাণ:** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বাস স্টপেজ, যাত্রী ছাউনি ও পার্কিং অঙ্গে ৪৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন ২০১৪ পর্যন্ত এ খাতে ৪৫.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত টুটপাড়া সেট্রাল রোড ও খান জানান আলী রোডের সংযোগস্থলের যাত্রী ছাউনিটি সরেজমিনে দেখা হয়। যাত্রী ছাউনিটি যাত্রী সাধারণের ব্যবহারোপযোগী রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। পরিদর্শনের সময় ছাউনিতে অপেক্ষমান যাত্রীগণ জানান যে, বৃষ্টির সময় ছাউনির ভিতরে বৃষ্টির ছাঁট/পানি এসে পড়ে বিধায় যাত্রীদের ভিজতে হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত যাত্রী ছাউনির ভেতরে বৃষ্টির পানি আসার বিষয়ে কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা, সেটি সেটি খুলনা সিটি কর্পোরেশন বিবেচনা করতে পারে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত যাত্রী ছাউনি

৯। **ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট ৮৮টি ওয়ার্ক প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত ছিল । এর মধ্যে থেকে দৈবচরিতভাবে W-40: (Repair of Moweserpasa Main Road Group-A চেইনেজ 0 to 1.20 km প্যাকেজটির দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করা হয়। এ প্যাকেজের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, প্যাকেজটির মোট প্রাক্কলিত মূল্য ৭৯.৩২ লক্ষ টাকা । PPR-(সংশোধনী) অনুযায়ী OTM এর আওতায় ০৯/০৮/২০১০ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়। দৈনিক নিউজ লাইন এবং দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি দরপত্রদাতা/তাদের প্রতিনিধিদের সম্মুখে ০২/০৯/২০১০ তারিখে সকল দরপত্র উন্মুক্ত করেন। এ প্যাকেজের জন্য মোট ৪৫টি দরপত্র পাওয়া যায়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বর্হিসদস্য (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কেডিএ এবং প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা ০৬/০৯/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সকল দরপত্রদাতা এস্টিমেট মূল্য ৭৯৩২০০০/- টাকা এর ৫% নিম্নে দর দাখিল করায় লটারীর মাধ্যমে মেসার্স আবদুল খালেক-কে এ প্যাকেজের ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান-এর অনুকূলে ২২/১১/২০১০ তারিখে NoA জারী করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ১০/০৩/১১ তারিখ কার্য সম্পাদনের কথা থাকলেও ২২/০৩/২০১২ তারিখে প্রকৃত কাজ সম্পাদিত হয়। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে নির্মাণ কাজসমূহ যথাযথ সময়ে সম্পন্ন করার জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ৪ বার তাগাদা দেওয়া হয়। এ ছাড়া রাজনৈতিক কারণে কাজ সম্পাদনে দেরী হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক আইএমইডিকে অবহিত করেন।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি**: প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৭৪১৪.৪৩লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৯২% । পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ				সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০০৯-১০	১০৪৮.২৫	১০৪৮.২৫	-	১৪.১৩%	৭০০.০০	৭০০.০০	-	৯.৪৩%
২০১০-১১	২২৪৩.২৫	২২৪৩.২৫	-	৩০.২৩%	২২৫০.০০	২২৫০.০০	-	৩০.২৩%
২০১১-২০১২	৪১২৮.৫০	৪১২৮.৫০	-	৫৫.৬৪%	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	২০.২২%
২০১২-২০১৩	-	-	-	-	১৩৫০.০০	১৩৫০.০০	-	১৮.১৯%
২০১৩-২০১৪	-	-	-	-	১৬২০.০০	১৬২০.০০	-	২১.৮৪%
সর্বমোটঃ	**৭৪২০.০০**	**৭৪২০.০০**	-	**১০০%**	**৭৪২০.০০**	**৭৪২০.০০**		**১০০%**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ				অবমুক্তি	ব্যয়			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৯-১০	৭০০.০০	৭০০.০০	-	৯.৪৩%	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	-	৯.৪৩%
২০১০-১১	২২৫০.০০	২২৫০.০০	-	৩০.৩২%	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	-	৩০.৩২%
২০১১-১২	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	২০.২২%	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	-	২০.২২%
২০১২-১৩	১৩৫০.০০	১৩৫০.০০	-	১৮.১৯%	১৩৫০.০০	১৩৫০.০০	১৩৫০.০০	-	১৮.১৯%
২০১৩-১৪	১৬২০.০০	১৬২০.০০	-	২১.৮৪%	১৬২০.০০	১৬১৪.৪৩	১৬১৪.৪৩	-	২১.৮৪%
মোট=	**৭৪২০.০০**	**৭৪২০.০০**	**-**	**১০০%**	**৭৪২০.০০**	**৭৪১৪.৪৩**	**৭৪১৪.৪৩**	**-**	**৯৯.৯২%**

১১। **উপকারভোগীদের মতামত:**

প্রকল্প পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মত বিনিময়কালে জানা গিয়েছে যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে খুলনা মহানগরীর রাস্তা ও ফুটপাতের সম্প্রসারণের ফলে নগরবাসীদের চলাচলের পথ সুগম হয়েছে।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

প্রকল্পটিতে ১ (এক) জন প্রকল্প পরিচালক খন্ডকালীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন । নিচে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
১।	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী খান নির্বাহী প্রকৌশলী-২, প্রকল্প পরিচালক	-	হ্যাঁ	জুলাই, ২০০৯	জুন, ২০১৪

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
খুলনা সিটি কর্পোরেশনের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যমান সড়কসমূহ মেরামত ও প্রশস্তকরণ এবং ফুটপাত এবং ডিভাইডার সুবিধাদির উন্নয়ন।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যমান সড়কসমূহ চলাচলের উপযোগী হওয়াতে যানজট অনেকাংশে নিরসন হয়েছে।

১৪। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ:** প্রযোজ্য নয়।

১৫। **অডিট সংক্রান্ত:** প্রকল্পটির এক্সটারনাল ও ইন্টারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। এতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।

১৬। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা:

১৬.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল বৃদ্ধি: প্রকল্পটি মোট ৭৪২০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) ব্যয়ে এবং জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১২ মেয়াদে বা স্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয় । পরবর্তীতে আইএমইডির সুপারিশক্রমে প্রকল্পটির ১ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর ২০১৩ করা হয়। এরপর মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কর্তৃক জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটির মেয়াদ ৪০% বৃদ্ধি পায় । প্রকল্পের সুফল যথাসময়ে সুবিধাভোগীদের নিকটে পৌঁছে দেয়া এবং দেশজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এ ধরণের প্রবণতা পরিহার করা আবশ্যক।

১৭। <u>মতামত:</u>

১৭.১। যাত্রী ছাউনির ভেতরে বৃষ্টির পানি আসার বিষয়ে কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা, সেটি সেটি খুলনা সিটি কর্পোরেশন বিবেচনা করতে পারে (অনুচ্ছেদ-৮.৩); এবং

১৭.২। আলোচ্য প্রকল্পটির টাইম ওভার রান ৪০%। ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নে এ প্রবণতা নিরুৎসাহিত করতে হবে) অনুঃ ১৬.১(।

‘‘খুলনা মহানগরীর ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)’’
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন,২০১৪)

১। **প্রকল্পের অবসহান :** খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

২। **বাস্তবায়নকারী সংসহা :** খুলনা সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ :** সহানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৯২০.৫০ ১৯২০.৫০ -	২২৮৪.৪৪ ২২৮৪.৪৪ -	২২২৪.৮৪ ২২২৪.৮৪ -	জুলাই,২০০৮ হতে জুন, ২০১২	জুলাই,২০০৮ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই,২০০৮ হতে জুন, ২০১৪	১৮.৯৫%	৩৪%

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর

৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	Land acquisition	acre	১৫২৫.০০	১৪.০১৭	১৫২৫.০০	১৪.০১৭
২	land development	cun	১৩৭.০৪	৬০৭২৫	১৩৭.০০	৬০৭২৫
৩	Construction of Entry Plaza-cycle shed	sqm	৪৩.১৮	২২৫০	৪৩.১৮	২২৫০.০০
৪	Construction of Approach road,- Internal Path ways, Cycling ways Parking	m m sqm	৯৬.২৯	২১৮৮ ৬০০ ৭৫০	৯৬.১৮	২১৮৮ ৭৫০
৫	Construction of office shed, Security shed & Ticket counter, Public toilet	Nos	৩৮.৩৮	১ ১ ২	৩৮.৩৪	১ ১ ২

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬	Construction of General shop	Nos	৫.০০	৫	৫.৫০	৫
৭	**Plantation, beautification:** Flower beds, Replica Sculpture, Tilla, Fountain	Nos	৩৪.৫০	৩০০০ ২০ ৩ ২ ১ ১	৩৪.৪৫	৩০০০ ২০ ৩ ২ ১ ১
৮	Construction of RCC ghat	Unit	১৯.৫২	২	০	০
৯	Construction of observation tower	No	৩৫.০০	১	৩৯.৬৯	১
১০	**Construction of :** Umbrella shed, Bench, Picnic Shed, Restaurant, Boundary wall, Barbed wire, fencing, Decorative well	Nos	১৮৮.০০	১০ ৩০ ২ ১ ২৫০ ১৫৯৮ ১৩০	১৮৮.০০	১০ ৩০ ২ ১ ২৫০ ১৫৯৮ ১৩০
১১	Electrification	L.S	৪০.০০		৪০.০০	
১২	Consultancy	L.S	১০.০০		১০.০০	
১৩	Contingency/ Miscelleneous	L.S	১০.০০		১০.০০	
১৪	Physical Contingeney		২২.৩৯			
১৫	Price Contingeney		২২.৩৯			
১৬	Construction of over canal path way	no	১০.০০	১	১০.০০	১
১৭	**Children zone:** See saw, See saucer Pendulum, Climbing Pole Marry go round, Jumping pad, Sliper, Construction of Artificial tunnel	nos	৪৭.৭৫	৪ ১ ৪ ৪ ২ ১ ২ ১	৪৭.৫০	৪ ১ ৪ ৪ ২ ১ ২ ১
	মোট		২২৮৩.৪৪		২২২৪.৮৪	

তথ্য সূত্রঃ পিসিআর

ডিপিপি অনুসারে পার্কের ভিতরে ৭৫০ বর্গমিটার Cycling ways পার্কিং নির্মাণের সংস্থান রয়েছে কিন্তু পিসিআরে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রদানে ডিপিপি'তে উল্লিখিত ক্রম অনুসরণ করা হয়নি।

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারনঃ** সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে ০২টি আরসিসি ঘাট নির্মাণের সংস্থান থাকলেও কোন ঘাট নির্মাণ করা হয়নি। **জানা গেছে, অন্য একটি প্রকল্প থেকে** আরসিসি ঘাট ০২টি **নির্মাণ করা হবে।**

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

খুলনা দেশের ৩য় বৃহত্তম শহ র। এই শহর ৬০ বর্গ মিঃ এলাকা নিয়ে গঠিত। শহরে বর্তমানে ১৫ ল ক্ষ লোক বসবাস করে। কিন্তু জনগণের চিত্তবিনোদনের জন্য কোন পার্ক/উদ্যান নেই। এ প্রে ক্ষিতে ময়ূর নদী ও রূপসা নদীর পাড়ে ২টি লিনিয়ার পার্ক নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ময়ূর নদীর পাড়ে গোল্লামারী ব্রীজের উত্তর থেকে টার্মিনালের পেছন পর্যন্ত ৩০০ মিঃ প্রশস্ত ও ১.৫০ কিঃমিঃ দীর্ঘ পার্ক নির্মাণ করা হবে। ফলে উভয় নদীর পাড় অবৈধ দখল থেকে মুক্ত হবে এবং খুলনা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূর হবে। অপরদিকে, খান জাহান আলী ব্রীজের দ ক্ষিণ দিক থেকে ১ কিঃমিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ও ০.০৯১ কিঃমিঃ প্রশস্ত পার্ক রূপসা নদীর তীরে নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

খুলনাবাসী তথা শিশুদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা; অবৈধ দখল থেকে ময়ূর নদীকে রক্ষা করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং নদীর তীর ও পার্কে বৃক্ষ রোপনসহ পরিবেশের উন্নয়ন করা।

৭.৩। প্রকল্পের অনুমোদন, অর্থায়ন ও সংশোধন :

খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ''খুলনা মহানগরীর ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ১০/০৭/২০০৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক মোট ১৯২০.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০০৮ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে মোট ২২৮৪.৪৪ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর, ২০০৮ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১০/০৪/২০১২ তারিখে অনুমোদন লাভ করে এবং এ বিভাগের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৪। পিসিআর মোতাবেক প্রকল্পটির বছর ভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নেরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান মোট (টাকা)	সর্বশেষ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ মোট (টাকা)	অবমুক্তকৃত টাকা	আর্থিক ব্যয়
১	২	৩	৪	৫
২০০৮-২০০৯	২২৮৪.৪৪	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
২০০৯-২০১০		১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০
২০১০-২০১১		২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
২০১১-২০১২		৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
২০১২-২০১৩		২২৫.০০	২২৫.০০	২২৫.০০
২০১৩-২০১৪		৩০৮.০০	৩০৮.০০	২৪৯.৮৪
সর্বমোট=	২২৮৪.৪৪	২২৮৩.০০	২২৮৩.০০	২২২৪.৮৪

৭.৫। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

প্রকল্পটিতে ১ (এক) জন প্রকল্প পরিচালক খন্ডকালীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিচে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	দায়িত্বের ধরণ (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন)
১।	জনাব মোঃ লেয়াকত আলী খান নির্বাহী প্রকৌশল, খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও প্রকল্প পরিচালক	জুলাই,২০০৯	**অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে** পূর্ণকালীন

৮। **সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ** গত ৩০/০৫/২০১৫ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ, সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৮.১। অভ্যন্তরীণ পায়ে চলার পথ, cycling ways parking নির্মাণঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় খুলনা মহানগরীর ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্ক এর ভিতরে ২ ফুট x ২ ফুট বিশিষ্ট সিসি ব্লক দ্বারা নির্মিত internal path ways নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় যে, ব্লকগুলো উচুঁ নিচুভাবে স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত কিছু ব্লকের কোণা ভেঙ্গে গেছে এবং পথটি ব্যবহার না করায় কিছু ব্লক ঘাসে ছেয়ে গেছে (চিত্র-১)। এমনকি প্রকল্পটি জুন,২০১৪ তে সমাপ্ত ঘোষণা করা হলেও পরিদর্শনকালে ব্লক স্থাপন কাজ চলমান আছে দেখা গেছে (চিত্র-২)। এছাড়া, আলোচ্য অংগের আওতায় ৭৫০ মিটার বিশিষ্ট cycling ways parking নির্মাণের সংস্থান থাকলেও তা নির্মাণ করা হয়নি। কিন্তু পিসিআরে এপ্রোচ সড়ক, অভ্যন্তরীণ পায়ে চলার পথ, cycling ways parking নির্মাণের উদ্দেশ্যে ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত ৯৬.২৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯৬.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে; যা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিভাগের বাস্তবায়িত কাজ বাস্তবায়ন ও সুভারভিশনে চরম অবেহেলা করা হয়েছে এবং সরকারী অর্থ ব্যয়ে এ ধরণের অবহেলা অগ্রহণযোগ্য (সংযুক্তি-ক);

চিত্র-১: নির্মিত অভ্যন্তরীণ পথে চলার পথ

চিত্র-২: নির্মানাধীণ অভ্যন্তরীণ পথে চলার পথ

চিত্র-৩: পার্কের সামনে নির্মিত ফাউন্টেন

চিত্র-৪: নির্মিত কিন্তু অব্যবহৃত General Stores ও তার সামনে parking

৮.২। **সাইকেল শেড ও এন্ট্রি প্লাজা নির্মাণঃ** লিনিয়ার পার্কের জন্য ০১টি ২২৫০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট এন্ট্রি প্লাজা ও ৫৯.৪৮ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট সাইকেল শেড নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। পার্কটিতে বাস্তবায়িত কাজ পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় এন্ট্রি প্লাজা আংশিকভাবে নির্মিত (চিত্র-৫) হলেও সাইকেল শেড নির্মাণ করা হয়নি। সরজমিন পরিদর্শন ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে জানা গেছে, এন্ট্রি প্লাজার জন্য এসএস পোল সরবরাহ ও গেইট নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করে কার্যাদেশ দেয়া হলেও এন্ট্রি প্লাজার জন্য এসএস পোল সরবরাহ ও গেইট নির্মাণ কাজটি এখনও সম্পন্ন হয়নি এবং বিল প্রদান করাও হয়নি। কিন্তু পিসিআর মোতাবেক ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৪৩.১৮ লক্ষ টাকার পুরো টাকা এন্ট্রি প্লাজা নির্মাণের জন্য ব্যয় দেখানো হয়েছে যা অসাঞ্জস্যপুর্ণ। প্রকল্প সমাপ্তির ১ (এক) বছর পরেও প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়াটা সত্যিই দুঃখ জনক (সংযুক্তি-ক);

চিত্র-৫: গেইট বিহীন এন্ট্রি প্লাজা

চিত্র-৬: নির্মিত অফিস শেডের সিড়ির ভাংগা টাইলস্

৮.৩। **অফিস শেড, সিকিউরিটি শেড ও টিকিট কাউন্টার নির্মাণঃ** আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'তে ০১টি অফিসকাম সিকিউরিটি শেড ও ০১টি টিকিট কাউন্টার নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। পর্যবেক্ষণকালে দেখা গেছে, ০১টি অফিস কাম সিকিউরিটি শেড ও টিকেট কাউন্টার নির্মাণ (চিত্র-৫) করা হয়েছে। কিন্তু ভবনটি তালাবদ্ধ। তালাবদ্ধ ভবনটির তালা খুলে দেখা গেছে গেইটের উপর থেকে আস্তরণ খসে পড়েছে (চিত্র-৭) । আরও প্রতীয়মান হয়েছে, ভবনটিতে খুবই নিম্নমানের ইলেকফিট্রক ও ওয়াটার ফিটিংস ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া, ভবনটির বীমে ফাটল দেখা গেছে ও ব্যবহৃত টাইলস ভেঙ্গে উঠে গেছে (চিত্র-৬ , ৭,৮,৯)। যেহেতু, ভবনটি নির্মাণ সম্পন্নের পর এখনও ব্যবহার শুরু হয়নি, তাই , সে ভবনের আস্তরণ খুলে পড়া, ইলেকফিট্রক ও ওয়াটার ফিটিংস নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং বীমে ফাঁটল প্রকল্প গ্রহণের পুরো উদ্দেশ্যকে ব্যহত করেছে এবং সরকারী অর্থের ব্যবহার যথাযথ হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

চিত্র- ৭: নির্মিত অফিস শেডের পলেস্তরা খসে পড়ার দৃশ্য

চিত্র-৮: নির্মিত অফিস শেডের নিম্নমানের ইলেকট্রিক কাজ

চিত্র-৯: নির্মিত অফিস শেডের বীমে ফাটল

চিত্র-১০: পাবলিক টয়লেট ১: সিড়িবিহীন নির্মিত পাবলিক টয়লেট

৮.৪। **পাবলিক টয়লেট নির্মাণঃ** আলোচ্য পার্কে **দর্শনার্থীদের** জন্য ০২টি টয়লেট নির্মাণের সংস্থান অনুমোদিত ডিপিপি'তে রয়েছে। ০২টি টয়লেটই নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে ০২টি টয়লেটের মধ্যে **০১টি টয়লেট আংশিক নির্মিত হয়েছে দেখা যায়।** আংশিক নির্মিত টয়লেটের সিড়ি নির্মাণ কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি এবং ২য় টয়লেটটির সিড়ি নির্মাণ করা হলেও সিড়িটির তিনটি ধাপের দুইটির ফিনিসিং কাজ করে টাইলস্ ব্যবহার করা হলেও ৩য় ধাপ ফিনিসিং কাজ ও টাইলস্ ব্যবহার করা হয়নি (চিত্র-১ **১)।** ফলে এ বিভাগের প্রতিনিধির নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ ধরণে স্থাপনা চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সীমিত করবে। তাছাড়া, ০২টি টয়লেটই অব্যবহৃত ও অব্যবস্থাপনায় থাকায় দিনে দিনে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে (চিত্র-১১, ১২)। অন্যদিকে, নির্মিত টয়লেটের সেপটিক ট্যাংকটি উন্মুক্ত রয়েছে। ফলে যে কোন সময় যে কেউ বিশেষ করে শিশুরা দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। গত জুন,২০১৪তে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষিত হলেও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পার্কে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কাজ শেষ করতে না পারা দায়ি **ত্বে** চরম অবহেলা এবং কাজ শেষ না হওয়া সত্বেও বিল প্রদান (**পিসিআর অনুযায়ী)** করা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী (সংযুক্তি-ক);

চিত্র-১১: পাবলিক টয়লেট ২: অর্ধেক নির্মিত সিড়িসহ পাবলিক টয়লেট

চিত্র-১২: নির্মিত পাবলিক টয়লেটের উন্মুক্ত সেফটি ট্যাংক

৮.৫। **বৃক্ষরোপণ ও সৌন্দর্য্যবর্ধণ কাজঃ ডিপিপি'তে বৃক্ষরোপণ** ও সৌন্দর্য্যবর্ধন অংগের আওতায় ৩০০০টি বৃক্ষরোপণ, ২০টি ফ্লাওয়ার বেড, ০৩টি রেপিস্নকা, ০২টি Sculpture, ০১টি টিলা ও ০১টি ফাউন্টেট নির্মাণের সংস্থান রয়েছে; তার মধ্য হতে কোন বৃক্ষরোপন করা হয়নি এবং টিলা স্থাপন করা হয়নি । এছাড়া, ২০টি ফ্লাওয়ার বেড ও ০৩টি রেপিস্নকার মধ্য হতে ০২টি রেপিস্নকা ও ০৬টি ফ্লাওয়ার বেড নির্মাণ করা হয়নি মর্মে পরিদর্শন ও প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। আরও দেখা গেছে , ০৬টি ফ্লাওয়ার বেড নির্মাণ করা হলেও ০৬টি ফ্লাওয়ার বেডের কোনটিতে ফুল নেই। কিন্তু পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডিপিপি মোতাবেক সকল কাজ শেষ হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত ৩৪.৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৪.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৫,ক্রমিক নং-৭, সংযুক্তি-ক))।

৮.৬। **আমব্রেলা শেড, বেঞ্চ, পিকনিক শেড ও রেস্টুরেন্ট নির্মাণঃ** পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, আলোচ্য অংগের আওতায় আমব্রেলা শেড নির্মাণ করা হলেও শেডের ফিনিশিং কাজ এখন সম্পন্ন হয়নি (চিত্র-১৩)। ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী ৩০টি বেঞ্চের মধ্যে কোন বেঞ্চ নির্মাণ করা হয়নি কিন্তু পিসিআরে সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সম্পূর্ন ব্যয় দেখানো হয়েছে; যা গ্রহনযোগ্য নয়। এছাড়া পিকনিক শেড ও রেস্টুরেন্ট নির্মান করা হয়েছে কিন্তু পার্কটি চালু না হওয়ায় পিকনিক শেড ও রেস্টুরেন্টও অব্যবহৃত রয়েছে (সংযুক্তি-ক);

চিত্র-১৩: নির্মিত আমব্রেলা

চিত্র-১৪: নির্মিত তাঁর কাঁটা বেঁড়া

৮.৭। **বিদ্যুতায়ন, এন্ট্রি প্রাজায় ফ্লেক্সিবল এসএস গেইট ও তার কাটা বেড়া নির্মাণঃ** পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় যে, এন্ট্রি পয়াজোয় কোন এসএস গেইট নির্মাণ করা হয়নি। তাছাড়া, নির্মিত কাটা তারের বেড়া স্থাপিত পোল থেকে মাঝে মাঝে খুলে যাওয়ায় পার্কের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। আরসিসি পোলের সাথে তারগুলো যুক্ত করা হয়েছে কাটা দিয়ে যা টেকসই নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। পর্যবেক্ষণকালে আরও দেখা যায় যে, বিদ্যুতায়নের জন্য কিছু SPC Pole স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুতায়ন কাজটি সম্পন্ন হয়নি। জানা গেছে, এই প্যাকেজের টাকাও ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়নি কিন্তু পিসিআরে পুরো অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে (সংযুক্তি-ক);

৮.৮। **ভূমি উন্নয়নঃ** সিটি কর্পোরেশন ও পিসিআর সূত্রে জানা গেছে পার্কটি নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করতঃ উন্নয়ন করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা গেছে পার্কের মধ্যে ছোট ছোট গর্ত ও পার্কের মধ্যে এবং নদীর ধার দিয়ে আবর্জনার স্তুপ রয়েছে। ইহা থেকে প্রতীয়মান হয় ভূমি উন্নয়নের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি।

৮.৯। **চিলড্রেন জোন নির্মাণঃ** চিলড্রেন জোন নির্মাণের জন্য পার্কটিতে ০২টি মেরি গো রাউন্ড, ০৪টি see saw, ০১টি see saucer, ০৪টি পেন্ডুলাম, ০৪টি ক্লাইমবিং পোল, ০১টি জাম্পিং প্যাড, ০২টি স্লিপার এবং ০১টি আর্টিফিসিশাল টানেল নির্মাণের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট ৪৭.৭৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ বিভাগে প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তবে পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, পার্কটিতে কোন জাম্পিং প্যাড স্থাপন করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জাম্পিং প্যাড ক্রয় করা হয়েছে এবং পার্কটি যেহেতু চালু হয়নি; তাই জাম্পিং প্যাডগুলো স্টোরে রাখা হয়েছে। পার্কটি **য**খন চালু করা হবে; তখন এটি পার্কে স্থাপন করা হবে।

৮.১০। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ও প্যাকেজ ভিত্তিক কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণঃ** ডিপিপি অনুসারে মোট ৩৫টি প্যাকেজে প্রকল্পভূক্ত কাজগুলো সম্পাদনের সংস্থান রয়েছে কিন্তু খুলনা সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের দেখা যায় যে, মোট ২৫টি দরপত্র আহবান ও চুক্তি সম্পাদন করেছে। যার মধ্যে ৫টির বিল প্রদান করা হয়নি (সংযুক্তি-ক)। কিন্তু পিসিআর এ সকল কাজ সম্পাদিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৭.৮৭ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ২৫টি প্যাকেজের মধ্য থেকে দৈব্যক্রমে ''ময়ূর নদীর পশ্চিম তীরে লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ প্রকল্পে তারকাটা বেড়া নির্মাণ স্থাপন'' প্যাকেজের কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। নথিপত্র হতে দেখা যায় যে, গত ০২/১০/২০১০ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব ও প্রবাহ পত্রিকায় উম্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পরিক্ষান্তে দেখা যায় যে,

পিপিআর-২০০৮ এর উপ-বিধি ৯০(১) অনুসরণ করা হয়নি। উক্ত উপ-বিধি অনুযায়ী বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য পিপিআর-২০০৮ এর তফসিল-১০ এ উম্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের জন্য নির্ধারিত ফরমেট রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য প্যাকেজের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ না করে নিজেদের মতো করে উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে উক্ত কাজের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে; যা পিপিআর-২০০৮ এর লংঘন। এছাড়া, আনেস্টমানির পরিমাণ, এ্যানুয়াল টার্নওভার এভারেজ ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে পিপিআর (দ্বিতীয় সংশোধনী) ২০০৯ অনুযায়ী পরিচালিত হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে; যা সঠিক নয়। অন্যদিকে আনেস্টমানির পরিমান সংখ্যায় ও শতাংশ উভয় ফরমেটে উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণে আরও দেখা যায় যে, মোট ২৮ জন দরদাত্রা দরপত্র দাখিল করেন। পরবর্তীতে টেন্ডার ওপেনিং শিট ও মূল্যায়ন কমিটির কার্যবিবরণী পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, মোট ২৮টির মধ্যে ২৬টি রেসপনসিভ দরপত্রের প্রত্যেকেই ৫% কমে দরপত্র করায় লটারির মাধ্যমে এক জনকে ৪১,৫৫৩৯৮.৮০ টাকায় নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কিন্তু দরপত্র মূল্যায়ন কার্যবিবরণীতে কাকে নির্বাচন করা হ'ল তাঁর উল্লেখ নেই। উক্ত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ক) জনাব লিয়াকত আলী খান, প্রকল্প পরিচালক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন খ) কাজী মোঃ সাবিরুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কেডিএ গ) মোঃ আজহারুল ইসলাম, বিএও, কেসিসি ঘ) মোঃ নজিমুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী (ভারপাপ্ত), কেসিসি ঙ) আজমল আহমদ (তপন), প্যানেল মেয়র-১, কাউন্সিলর ২৮নং ওয়াড, চ) তপন কুমার ঘোষ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সভাপতি সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং জনাব এবিএম মামুনুর রশিদ, ভারপাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুয়েট কমিটির সদস্য হলেও ঐ সময় হজ্জে গমন করায় অনুপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে নোটিফিকেশন অব এ্যায়ার্ড অনুসারে দেখা যায় যে, মেসার্স কামাল এন্টারপ্রাইজকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৪৯ অনুযায়ী সীমিত পদ্ধতি ব্যতিরেকে লটারীর মাধ্যমে কোন দরপত্র দাতা যেন নির্বাচিত না হন তার নিশ্চয়তা প্রদানের উল্লেখ রয়েছে এবং পিপিএ-২০০৬ এর ৬৪ ধারা অনুযায়ী এ আইন ভংগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

৮.১১। **অডিটঃ** পিসিআরে প্রদও তথ্য মোতাবেক প্রকল্পের External অডিট সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু পকোন Inteenal Audit সম্পন্ন হয়নি External Audit এ কোন Objection দেওয়া হয়নি কিন্তু সরেজমিন পরিদর্শন ও তথা উপাত্তে দেখা যায় এ প্রকল্পের কিছু কাজ সম্পন্ন হয়নি এবং কাজ না করে পিসিআরে অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে। তাই বিষয়টি এ বিভাগের নিকট অসামঞ্জস্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৮.১২। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজ না করা এবং যথা সময়ে কাজ শেষ না হওয়াঃ ডিপিপি অনুযায়ী Cycling ways parking, বৃক্ষরোপন **ও** টিলা **স্থাপন করা হয়নি এবং** বিদ্যুতায়ন, **টয়লেট** নির্মাণ**, সাইকেল শেড** নির্মাণ**,** এন্ট্রি প্লাজার গেইট নির্মাণ **কাজগুলো আংশিক সম্পন্ন করা হয়েছে**; **কিন্তু** পিসিআর পযর্বেক্ষণে দেখা যায় যে , ডিপিপি মোতাবেক কাজ সম্পন্ন হয়েছে উল্লেখ করে পিসিআরে আর্থিক ব্যয় দেখানো হয়েছে । অর্থাৎ ডিপিপি মোতাবেক কাজ সম্পন্ন না করে বিল প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কোন সদুত্তর দিতে পারেননি । তবে, প্রকল্প পরিচালক জানান যে , মামলার কারণে ভূমি অধিগ্রহনে বিলম্ব হয়েছে এবং কাজগুলো যথাসময়ে সমাপ্ত করা যায়নি (অনুচ্ছেদ-৫, সংযুক্তি-ক);

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
খুলনাবাসী তথা শিশুদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা; অবৈধ দখল থেকে নদীকে রক্ষা করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং নদীর তীর ও পার্কে গাছ রোপনসহ পরিবেশের উন্নয়ন করা।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে উলেস্নখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। তবে এ বিভাগের নিকট প্রতিয়মান হয়েছে যে, পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। এ বিষয়ে মতামত প্রতিবেদনের পরিদর্শন, সমস্যা ও সুপারিশ অংশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০। **উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারনঃ** সমস্যা ও সুপারিশ অংশের আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। বিস্তারিত সমস্যা ও সুপারিশ অংশের আলোচনা করা হয়েছে।

১১। **সমস্যাঃ**

১১.১। **এপ্রোচ সড়ক, অভ্যন্তরীণ পায়ে চলার পথ, cycling ways parking:** পার্ক **অভ্যন্তরে পায়ে চলার পথ নির্মাণের জন্য স্থাপিত** ব্লকগুলো উচুঁ নিচু, কোণা ভেঙ্গে যাওয়া, প্রকল্পটি জুন,২০১৪ তে সমাপ্ত ঘোষণা করা হলেও ব্লক স্থাপন কাজ চলমান থাকায় সার্বিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কে ব্যহত করেছে । তাছাড়া, ৭৫০ মিটার বিশিষ্ট cycling ways parking নিমাণের

সংস্থান থাকলেও তা নির্মাণ না করে পিসিআরে এপ্রোচ সড়ক, অভ্যন্তরীণ পায়ে চলার পথ, Cycling ways parking নির্মাণের জন্য সংস্থানকৃত ৯৬.২৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯৬.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী (৮.০, সংযুক্তি-ক);

১১.২। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজ না করা এবং যথা সময়ে কাজ শেষ না হওয়াঃ** ডিপিপি মোতাবেক কাজ সম্প ন্ন না করে পিসিআর অনুযায়ী বিল প্রদান এবং পিসিআরে আর্থিক হিসাবগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপন না করা আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, কোন একটি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রস্তুত করা হয় এবং সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে আইএমই বিভাগে প্রেরণ করা হয়; তাই এতগুলো ধাপ পার হয়েও আসলেও খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্থাপিত পার্কটিতে কাজ না করে এবং কাজ চলমান রেখে এ বিভাগে পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে (**৮.১৩**, সংযুক্তি-ক);

১১.২। **এন্ট্রি প্লাজা ও সাইকেল শেড নির্মাণঃ** পিসিআরে ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ৪৩.১৮ লক্ষ টাকার পুরো টাকা এন্ট্রি প্লাজা ও সাইকেল শেড নির্মাণের জন্য ব্যয় দেখানো হয়েছে কিন্তু পরিদর্শনে দেখা গেছে, সাইকেল শেড নির্মাণ করা হয়নি এবং এন্ট্রি প্লাজায় ফ্লেজিবল এসএস গেইট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্প সমাপ্তির ০১ বছর পরেও ক্রয়কৃত কাজ সম্পন্ন না হওয়া এবং বিল প্রদান আর্থিক অপচয় ও শৃংখলা পরিপন্থী (৮.২);

১১.৩। **অফিস শেড, সিকিউরিটি শেড ও টিকিট কাউন্টার নির্মাণঃ** প্রকল্প সমাপ্তির ০১ বছর পরেও নির্মিত পার্কটি চালু না করা য় পার্ক চত্বরে নির্মিত অফিস-কাম সিকিউরিটি শেড টি তালাবদ্ধ রয়েছে; অর্থাৎ পার্কটি নিমার্ণে র উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়নি। তাছাড়া, ভবনটির আস্তরণ খসে পড়া, নিম্নমানের ইলেককিট্রক ও ওয়াটার ফিটিংস, বীমে ফাটল, টাইলস ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে নির্মিত অফিস-কাম সিকিউরিটি শেডটির মান কাংখিত মানের অর্জিত হয়নি এবং সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে (৮.৩);

১১.৪। **পাবলিক টয়লেট নির্মাণঃ** পার্কটিতে ০২টি পাবলিক টয়লেট আংশিকভাবে নির্মাণ এবং পিসিআর অনুসারে বিল প্রদান করা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী (অনুচ্ছেদ-**৮**.৪);

১১.৫। **বৃক্ষরোপন ও সৌন্দয্যবর্ধনঃ** ৩০০০টি গাছ রোপন, ০২টি **রে**পিস্নকা ও ০৬টি ফ্লাওয়ার স্থাপন না করায় পার্কটি পরিপূর্ণতা পাইনি। অন্যদিকে পরিকল্পিত কাজ না করে অর্থ পরিশোধ আথিক শৃংখলা পরিপন্থী (অনুচ্ছেদ-**৮**.৫, সংযোজনী-ক এর ক্রমিক নং-৭);

১১.৬। **আরসিসি ঘাটঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে মোট ০৬ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হলে ও এবং পুরো অর্থ প্রাপ্ত হলেও পরিকল্পনা অনুযায়ী পার্কের **এক পাশে অবস্থিত** ময়ূর নদীর তীরে আরসিসি ঘাট নির্মাণ করতে না পারা চরম অদক্ষতা মর্মে এ বিভাগের নিকট প্রতীয়মান হয়। ময়ূর নদীর তীরে স্থাপিত লিনিয়ার পার্কটিতে সংস্থানকৃত আরসিসি ঘাট নির্মাণ করা হলে নাগরিক সুবিধা ও পার্কের সৌন্দয্য বৃদ্ধি পেত এবং সংস্থানকৃত সরকারী অর্থের **যথাযথ** ব্যবহার হ'ত (অনুচ্ছেদ-**৮**.৬);

১১.৭। **আমব্রেলা শেড, বেঞ্চ, পিকনিক শেড ও রেস্টুরেনটঃ** এ অংগের আওতায় আমব্রেলা শেড নির্মাণ করা হলেও শেডের ফিনিশিং কাজ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০টি বেঞ্চ স্থাপন না করে বিল প্রদান আথিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী। এ সকল কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সার্বিকভাবে পার্ক স্থাপন করে জনগণের চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি এবং সরকারির অর্থের সঠিক ব্যবহার হয়নি (অনুচ্ছেদ-**৮**.৭);

১১.৮। **বিদ্যুতায়ন ও কাটা তারের বেড়া নির্মাণঃ** প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর পরও সংস্থানকৃত অর্থ ব্যয়ের বিদ্যুতায়ন সমাপ্ত না হওয়ায় পার্ক স্থাপন কাজ ব্যর্থ হয়েছে মর্মে এ বিভাগের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া, **নির্মিত** কাটা তা রের বেড়া **স্থাপিত পোল থেকে মাঝে মাঝে** খুলে যাওয়া**য়** পার্কের নিরাপত্তা **বিঘ্নিত হচ্ছে** মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। স্পেসিফিকেশন অনুসারে কাটা তা রের বেড়া **স্থাপন** কাজটি করা হলে প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ১ (এক) বছরের মধ্যে তা ক্ষতিগ্রস্ত হতো না **মর্মে প্রতীয়মান হয়** (অনুচ্ছেদ-**৮**.৮);

১১.৯। **টাইম ও কস্ট ওভাররান, প্রকল্পের আওতায় সকল কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত না হওয়াএবং পার্কটি চালু না হওয়াঃ** জুলাই ২০০৮ - জুন ২০১১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ০১ বার সংশোধনসহ মেয়াদবৃদ্ধি, ও ০১ বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ও প্রকল্প সমাপ্তির ০১ বছর পর সরেজমিন পরিদর্শনকা**ল** পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন না করতে পারা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাছাড়া, প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়ন না করায় একদিকে খুলনার জনগণ চিত্র বিনোদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো অন্যদিকে, সরকারের অর্থের সঠিক ব্যবহার হয়নি। যা কাম্য নয়। তাছাড়া পার্কটি ব্যবহৃত না হলে নির্মিত স্থাপনাগুলো অকেজো হ য়ে যাবে এবং সার্বিক কাংখিত লক্ষ্য অর্জিত হবে না (অনুচ্ছেদ- **৭.০৩**);

১১.৯। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ও প্যাকেজ ভিত্তিক কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণঃ** ডিপিপি অনুসারে মোট ৩৫টি প্যাকেজে প্রকল্পভূক্ত কাজগুলো সম্পাদনের সংস্থান খুলনা সিটি কর্পোরেশন মোট ২৫টি দরপত্র আহবান ও চুক্তি সম্পাদন করেছে। পিসিআর এ সকল কাজ সম্পাদন করে ২০০৭.৮৭ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনকাল পর্যন্ত ২৫টি মধ্যে ৫টির বিল প্রদান না করে মোট ২০০৬ .৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে। বিষয়টি পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী। অন্যদিকে, পিপিআর-২০০৮ এর উপ-বিধি ৯০(১) এর তফসিল-১০ অনুযায়ী উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের জন্য নির্ধারিত ফরমেট রয়েছে। উপ-বিধি ৯০(১) পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৪৯ অনুযায়ী সীমিত পদ্ধতি ব্যতিরেকে লটারীর মাধ্যমে কোন দরপত্র দাতা যেন নির্বাচিত না হন তার নিশ্চয়তা প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করে লটারীর মাধ্যমে দরদাতা নিবার্চন করা হয়েছে। ফলে সার্বিক ক্রয় কার্যক্রমটি আইনানুগ হয়নি। পিপিএ-২০০৬ এর ৬৪ ধারা অনুযায়ী এ আইন ভংগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বিষয় উল্লেখ রয়েছে (অনুচ্ছেদ-৫, সংযুক্তি-ক);

১১.১০। অডিট ঃ পিসিআরে প্রদও তথ্য মোতাবেক প্রকল্পের কোন Internal Audit সম্পন্ন হয়নি কিন্তু External অডিট সম্পন্ন হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শন ও তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায় এ প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন না করে পিসিআরে অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে। এমতাবস্থায়, External Audit এ কোন Objection না দেওয়াটা এ বিভাগের নিকট অসা মঞ্জস্য প্রতীয়মান হয়েছে (অনুচ্ছেদ- ৮.১২)।

১২। **সুপারিশঃ**

১২.১। অসম্পন্ন ও অর্ধ সম্পন্ন কাজঃ অভ্যন্তরীণ পায়ে চলার পথ, Cyeling ways parking, সাইকেল শেড, এন্ট্রিপ্লাজার এসএস গেইট, আরসিসি ঘাট, আমব্রেলা শেড, টয়লেট, বৃক্ষরোপণ, রেপ্লিকা, ফ্লাওয়ার বেডসহ যে সকল স্থাপনা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি বা নির্মাণ করা হয়নি; তার কারণ খুজে বের করতে হবে। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে প্রকৃত পক্ষে কতটুকু কাজ করার জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হয়েছে, সে অনুসারে কতটুকু কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ও কত বিল প্রদান করা হয়েছে এবং যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা যথাযথ Specification অনুসারে করা হয়েছে কিনা তা আরও খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১১.১, ১১.২, ১১.৪, ১১.৫, ১১.৭, সংযুক্তি-ক);

১২.২। **নিম্নমানের কাজঃ** প্রকল্প সমাপ্তির ০১ বছর মধ্যে নির্মিত অভ্যন্তরীণ পায়ে চলার পথ , পার্ক চত্বরে নির্মির্ত অফিস-কাম সিকিউরিটি ভবনটির আস্তরণ খসে পড়া, দূর্বল ইলেককিট্রক ও ওয়াটার ফিটিংস, বীমে ফাটল , টাইলস ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ১১.৩, ১১.৮);

১২.৩। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ও প্যাকেজ ভিত্তিক কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণঃ** ডিপিপি অনুসারে মোট ৩৫টি প্যাকেজের কাজ মোট ২৫টি প্যাকেজে সম্পন্ন করা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী (সংযুক্তি-ক)। তাছাড়া পিসিআর অনুসারে ২০০৭.৮৭ লক্ষ টাকা আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলো পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক দেখা যায় যে, ২৫টি প্যাকেজের মধ্যে ৫টির বিল প্রদান করা হয়নি ফলে মোট ২০০৬ .৮৭ লক্ষ টাকা আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে। পিসিআরে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভা বে এরুপ ভুল তথ্য উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সার্বিক তথ্যাদি পরিক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে ফেরত নিশ্চিত করবে **এবং** সার্বিক **ভাবে** ক্রয় কার্যক্রমটি **সরকারী বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালার আলোকে খতিয়ে দেখা যেতে পারে**(অনুচ্ছেদ- ৯.১১);

১২.৪। টাইম ও কস্ট ওভাররান, **প্রকল্পের আওতায় সকল কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত না হওয়া** এবং **পার্কটি চালু না হওয়াঃ** প্রকল্পটি নির্ধারিত মেয়াদ ও ব্যয় অপে ক্ষা যথাক্রমে ০৩ (তিন) বছর ও ৩৬৩.৯৪ ল ক্ষ টাকা অধিক প্রয়োজন হয়েছে। তারপরেও প্রকল্প সমাপ্তির ০১ বছর পর সরেজমিন পরিদর্শনকা**ল** সকল কাজ সম্পন্ন না করতে পারা ও পার্কটি চালু করতে না পারার কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং অতিদ্রুত পার্কটি চালু করা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ- ৭.৩);

১২.৫। **অডিটঃ** আলোচ্য প্রকল্পের কোন Internal Audit না করার কারণ ও ঠিকাদারকে ০৫টি বিল প্রদান বাকী ও কিছু কাজ অসমাপ্তের পরও পিসিআর অনুসারে External অডিটে কোন Objection না থাকার বিষয়টি যাচাই করা আবশ্যক (অনুচ্ছেদ- ৮.১২);

১২.৬। অনুচ্ছেদ ১২.১ থেকে ১২.৫ এ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ **প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ০১** মাসের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ ভিত্তিক কাজের বিবরণঃ

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ ভিত্তিক পরিকল্পিত কাজ			পিসিআর, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে ও সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্যাকেজ ভিত্তিক বাস্তবায়িত কাজ	প্রদত্ত বিলের পরিমান	মতামত
		কাজ	একক	পরিমান			
১.	WD1	Land acquisition	একর	১৪.০১৭	জমি অধিগ্রহণ	**১৫০০.২৫**	-
২.	WD2 WD3 WD4 WD5	land development	কিউবি-ক মি.	৬০৭২৫	ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্ক প্রকল্পের অধীনে ভূমি উন্নয়ন	২০.১৮	০৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্নের পরিকল্পনা থাকলেও মাত্র ০৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী।
					ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে মাটি ভরাট	**৮৮.৬৮**	
৩.	WD4 WD6 WD7 WD8	Construction of Internal Path ways (walk ways) -cycling ways -Parking	মি. মি. বর্গ মি.	২১৮৮ ৬০০ ৭৫০	ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে ওয়াকওয়ে নির্মাণ (১ম অংশ)	১৬.১৬	০৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্নের পরিকল্পনা থাকলেও মাত্র ০২টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী। এমনকি এ অংগের cycling ways নির্মাণ করা হয়নি।
					ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে ওয়াকওয়ে নির্মাণ(২য় অংশ)	২৭.৩৩ (চুড়ান্ত বিল দেওয়া হয়নি)	
৪.	WD9 WD10	-Construction of Entry Plaza -cycle shed	বর্গ মি.	২২৫০	ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কের এন্টিপ্লাজা নির্মাণ (পেভমেন্ট+ফ্লাওয়ার বেড)	১৪.২২	০২টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্নের পরিকল্পনা থাকলেও ০৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী। এমনকি এ অংগের cycle shed নির্মাণ করা হয়নি এবং এন্টিপ্লাজার ফ্লেক্সিবল এসএস গেট নির্মাণ করা হয়নি।
					Supply of SPC ploe for Lnear Park	-	
					ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে এন্টিপ্লাজার ফ্লেক্সিবল এসএস গেট নির্মাণ	-	
					ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে এন্টিপ্লাজা ও টিকিট কাউন্টার নির্মাণ	১৯.৫৯	
৫.	WD11 WD12	Construction of office shed & Ticket counter, Public toilet	সংখ্যা	১ ১ ২	ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে অফিস কাম সিকিউরিটি সেড ও ২টি	৩২.১২	০২টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্নের পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ ভিত্তিক পরিকল্পিত কাজ			পিসিআর, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে ও সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্যাকেজ ভিত্তিক বাস্তবায়িত কাজ	প্রদত্ত বিলের পরিমান	মতামত
		কাজ	একক	পরিমান			
					পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণ		থাকলেও ০১টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী।
৬.	WD13	Construction of RCC Ghat	সংখ্যা	২			নির্মাণ করা হয়নি
৭.	WD14 WD15 WD16 WD17 WD18	Plantation beautification: Flower beds, Replica Sculpture, Tilla, Fountain	সংখ্যা	৩০০০ ২০ ৩ ২ ১ ১	ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে ফোয়ারা নির্মাণ নির্মাণ;	৭.১৮	০৫টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্নের পরিকল্পনা থাকলেও ০২টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী। এমনকি এ অংগের ৩০০০টি বৃক্ষরোপণ, ০২টি রেপ্লিকা ও ০৬টি ফ্লাওয়ার বেড নির্মাণ করা হয়নি ।
					ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে ভাস্কর্য ও রেপ্লিকা স্থাপন	৪.৬৯	
৮.	WD19 WD20 WD21 WD22 WD23 WD24 WD25	Construction of Umbrella shed, Bench, Picnic Shed, Restaurant, Boundary wall, Barbed wire fencing Decorative well	সংখ্যা	১০ ৩০ ২ ১ ২৫০ ১৫৯৮ ১৩০	ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ প্রকল্পে তারকাটা বেড়া নির্মাণ;	৩৭.১০	০৭টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্নের পরিকল্পনা থাকলেও ০ ৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী। এমনকি এ অংগের ৩০টি Bench এর একটিও নির্মাণ করা হয়নি ।
					ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ;	৩১.৩৪	
					ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে একটি রেষ্টুরেন্ট নির্মাণ;	৩৪.৯৬	
					ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে পিকনিক সেড নির্মাণ ২টি বৈদ্যুতিক করণসহ;	৪৬.৯৫	
					ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে বেঞ্চ নির্মাণ;	-	
					ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে আমব্রেলা সেড নির্মাণ;	-	
৯.	WD26	Construction of observation tower	সংখ্যা	১	ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে অবজারভেশন টাওয়ার নির্মাণ	৩৮.৬২	-
১০.	WD27	Construction of	সংখ্যা	৫	ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার	১৫.১০	-

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ ভিত্তিক পরিকল্পিত কাজ			পিসিআর, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে ও সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্যাকেজ ভিত্তিক বাস্তবায়িত কাজ	প্রদত্ত বিলের পরিমান	মতামত
		কাজ	একক	পরিমান			
		General shop			পার্কে পশ্চিম পার্শ্বে ৫টি দোকান ঘর নির্মাণ ও পাকিং চত্বর নির্মাণ		
১১.	WD28	Construction of over canal path way	সংখ্যা	১	ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে একটি পাডেষ্ট্রিয়ান ব্রীজ নির্মাণ	৬.৬৯	-
১২.	WD29	Children zone: See saw, See saucer Pendulum, Climbing Pole, Marry go round, Jumping pad, Sliper, Construction of Artificial tunnel	সংখ্যা	৪ ১ ৪ ৪ ২ ১ ২ ১	ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে চিলট্রেন জোনে খেলনা কাঠামো নির্মাণ(চিলড্রেন রাইডস)	৪৭.০১	-
১৩.	WD30	Electrification		থোক	ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে পোলসহ এনার্জি সেভার ল্যাম্প স্থাপন	৯.৪০	০১টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্নের পরিকল্পনা থাকলেও ০২টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী।
					ময়ূর নদীর তীরে লিনিয়ার পার্কে এনার্জি সেভার ল্যাম্প স্থাপন	-	
১৪.	WD31 WD32 WD34	Miscelleneous		থোক		-	-
১৫.	WD35	Consultancy		থোক	কনসালটেন্ট নিয়োগ	৯.৩০	-
১৬.					**২৫টি প্যাকেজ**	**২০০৬.৮৭**	

"খুলনার ঐতিহ্যবাহী শহীদ মিনার, হাদিস পার্ক ও তৎসংলগ্ন পুকুরের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৪)

০১। **প্রকল্পের অবস্থান:** খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

০২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** স্থানীয় সরকার বিভাগ

০৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ:** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ।

০৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৮৪১.২৬ ৮৪১.২৬ -	৮৪০.০০ ৮৪০.০০ -	৮৩৮.৯৭ ৮৩৮.৯৭ -	জুলাই,২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১৪	-	১০০%

০৫। **<u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</u>** প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	Construction of Shahid Minar plaza with ree work, eolumn, beam, brick work/ceramnic, brick e.e work, wall tiles etc.	Sft	৭৪.৪০	৭৭.৫০	৭৪.৪০	৭৭.৫০
২	Construction of r.c.c boundary with (as per design) with ceramic bricks, kahadem wall tiles, ss pipe, MS gate mural work on boundry wall.	rft	৯৩.৭০	১৬৩০	৯৩.৬৮	১৬৩০
৩	R.C.C retaining wall around the Hadis park.	rft	৪৯৫.২৭	১৩৪২	৪৯৫.০	১৩৪৮
৪	Construction of work way ober the pond	rft	৫৫.৭৮	৩০০০	৫৫.৫০	৩০০
৫	Construction of Public toilet & police box in shahid meenar compound	rft	৫.৭০	৪০৯.২৬	৬.৬৮	৪০৯২৬

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬	Land Development by cutting earth from pond	Sft	৯.৯৩	১৩৫৩০৯	৯.৯২	১৫৫৩০৯
৭	Construction of fountain in the pond	no	১৫.০০	১	১৪.৯৪	১
৮	Electrification of hadis park GI pole 11 no LED fled light 32 no globe Bolard light-15 set MDB box-1 nov BUSBER-1 set, MCB-75f bik water oriif KED 120 n & eartgubg 1 set.	L.S	২৪.৫০	থোক	২৪.৪৭	থোক
৯	Plantation & beautification (Flower bed, bed, bench, etc)	L.S	১০.২২	থোক	৯.৯০	থোক
	Total		৮৪০.০০		৮৩৮.৯৭	

* সর্বমোট বাস্তব অগ্রগতি কত হয়েছে তা পিসিআরে উল্লেখ করা হয়নি এবং থোক বরাদ্দের আওতায় কি পরিমাণ কাজ করা হয়েছে তারও উল্লেখ নেই।

০৬। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারনঃ</u> পিসিআর মোতাবেক প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৭। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৭.১। <u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u> খুলনা বাংলাদেশের ৩য় বৃহত্তম বন্দর নগরী। ১৫ লক্ষ লোক খুলনা শহরে বসবাস করেন। এই ১৫ লক্ষ লোকের সেবা খুলনা সিটি কর্পোরেশন দিয়ে থাকে। খুলনা শহরে উল্লেখযোগ্য কোন পার্ক নেই। খুলনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শহীদ হাদিস পার্কটি বিট্রিশ-পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে পরিচিত ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় উক্ত স্থানে খুলনা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অবস্থিত। উক্ত শহীদ মিনারকে ঘিরে গড়ে উঠেছে পার্ক । যে কোন জাতীয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচী ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো এখানে পরিচালিত হয়। এই ঐতিয্যবাহী পার্কটি সংরক্ষণের অভাবে জনসাধারণের ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে যা মেরামত ও সংরক্ষণে প্রয়োজনের লক্ষমাত্রা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u> (১) খুলনা মহানগরীর কেন্দী্রয় শহীদ মিনার, হাদিস পার্ক ও তৎসংলগ্ন পুকুর সংরক্ষণ; (২) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের জন্য পার্কটির উন্নয়ন করা; (৩) নগরবাসীর চিত্ত বিনোদনের ব্যবসহা করা।

৭.৩। <u>প্রকল্পের অনুমোদন, অর্থায়নও সংশোধনঃ</u>

খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘‘খুলনার ঐতিয্যবাহী শহীদ মিনার, হাদিস পার্ক ও তৎসংলগ্ন পুকুরের উন্নয়ন ” শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ১৯/১০/২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ৮৪১.২৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে অনুমোদন লাভ করে এবং ২৩-০৩-২০১৫ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোট ৮৪০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে এ বিভাগের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৪। **প্রকল্পটির বছর ভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নেরূপঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১১-২০১২	১০০.০০	১০০.০০	-	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	-	
২০১২-২০১৩	**৫২০.০০**	**৫২০.০০**	**-**	**৫২০.০০**	**৫২০.০০**	**৫২০.০০**	**-**	
২০১৩-২০১৪	২২০.০০	২২০.০০	-	২২০.০০	২১৮.০৭	২১৮.০৭	-	
সবর্মোটঃ	৮৪০.০০	৮৪০.০০		৮৪০.০০	৮৩৮.৯৭	৮৩৮.৯৭		

৭.৫। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

প্রকল্পটিতে ১ (এক) জন প্রকল্প পরিচালক খন্ডকালীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিচে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	দায়িত্বের ধরণ (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন)
১।	জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	জুলাই, ২০১১	পূর্ণকালীন

৮। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ২৮/০৫/২০১৫ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শহীদ হাদিস পার্কের উন্নয়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ, সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৮.১। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে কাজ সমাপ্ত না করাঃ** খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ঐতিহ্যবাহী শহীদ মিনার, হাদিস পার্ক ও তৎসংলগ্ন পুকুর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হাদিস পার্কের চারিদিকে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ ও বাউন্ডারি ওয়ালে মূরাল স্থাপনের জন্য ডিপিপিতে মোট ৯৩.৭০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। পরিদর্শন, প্রাপ্ত তথ্য ও বাস্তবায়িত কাজ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, আলোচ্য অংগের আওতায় বাউন্ডারি ওয়ালে মূরাল স্থাপন করা হয়নি; অথচ খুলনা সিটি কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত পিসিআরে কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে এবং মোট ৯৩.৭০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯৩.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে মর্মে পিসিআরে তথ্য প্রদান করা হয়েছে; যা অগ্রহণযোগ্য।

এছাড়াও, বৃক্ষরোপণ এবং সৌন্দর্য্যবর্ধণ (ফুলের বেড, বেঞ্চ নির্মাণ ইত্যাদি) অংগের আওতায় বৃক্ষরোপণের সংস্থান রয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শকালে দেখা যায় যে, চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে অস্থায়ী ফুলের বেড নির্মাণ করা হয়েছে। তবে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন যে, ব্লক ব্যবহার করে ফুলের বেড নির্মাণ করা হবে। ব্লক প্রস্তুত করা হয়েছে শুধুমাত্র স্থাপনের কাজ বাকী রয়েছে (চিত্র-১)। অন্যদিকে, এ অংগের আওতায় মোট ১০০টির মত বৃক্ষরোপন করা হয়েছে (চিত্র-২)।

৮.২। **শহীদ মিনার নির্মাণঃ** খুলনা শহরের হাদিস পার্কের পুকুরের মধ্যে পাইলিং করে আরসিসি কলাম নির্মান করে তার উপরে আরসিসি ঢালাইপূর্বক সিরামিক ইট ও ওয়াল টাইলস্ ব্যবহার করে শহীদ মিনার প্লাজা নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে দেখা গেছে। শহীদ মিনার প্লাজার উপর মূল শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে (চিত্র-৩)। অর্থাৎ শহীদ মিনারটি হাদিস পার্কের পুকুরের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণকালে দেখা গেছে, শহীদ মিনার প্লাজার ডান প্রান্তের ওয়ালে ও প্লাজার ফ্লোরের স্থাপিত পেস্টিং ব্রীকে এবং মূল মিনারে ফাঁটল ধরেছে। শহীদ মিনার প্লস্নাজার ডান প্রান্তের ওয়ালে ও প্লাজার ফ্লোরে স্থাপিত পেস্টিং ব্রীকের ফাটল কংক্রিটে সম্প্রসারিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি (চিত্র-৪,৫)।

৮.৩। **<u>পাবলিক টয়লেট ও পুলিশ বক্স নির্মাণঃ</u>** খুলনা শহরের হাদিস পার্কে পাবলিক টয়লেট ও পুলিশ বক্স নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৫.৭০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, পার্ক চত্বরে একটি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু পার্কটি চালু হলেও টয়লেটটি অব্যবহৃত অবস্থায় তালাবদ্ধ রয়েছে। অন্যদিকে, ডিপিপিতে সংস্থান থাকলেও পুলিশ বক্স নির্মাণ করা হয়নি; অথচ ডিপিপিতে সংস্থাকৃত মোট ৫.৭০ লক্ষ টাকার বিপরীতে পিসিআর অনুযায়ী মোট ৫.৬৮ লক্ষ টাকার বিল প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-১ নির্মিত ফুলের বেড

চিত্র-২ হাদিস পার্ক চত্বরে বৃক্ষরোপণ

চিত্র-৩ হাদিস পার্ক চত্বরে পুকুরের উপরে নির্মিত শহীদ মিনার

চিত্র-৪ শহীদ মিনার ও প্লাজায় ফাঁটল

চিত্র-৫ শহীদ মিনার প্লাজার ফ্লোরে ফাঁটল

চিত্র-৬ হাদিস পার্ক চত্বরে নির্মিত নির্মিত ঝরণাকে ঘিরে আলোকসজ্জার কাজ

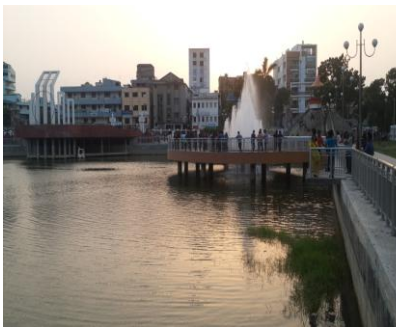

চিত্র-৭ পুকুরের উপর নির্মিত ঝরণা

৮.৪। **<u>পুকুরের উপর ঝরণা এবং ওয়ার্কওয়ে নির্মাণ, আলোকসজ্জা ও পার্কে বিদ্যুতায়নঃ</u>** হাদিস পার্কের পুকুরের উওর পাশের কোণায় আরসিসি কলাম নির্মাণপূর্বক পেভিং ব্লক ও সিরামক টাইলস ব্যবহার করে গোলাকৃতির ডেক নির্মাণ করা হয়েছে। যার মধ্যে খানে ঝরণা ও চারিপাশে পায়ে চলার পথ নির্মাণ করা হয়েছে। ঝরণার চারিদিকে আলোক সজ্জার কাজ পরিদর্শনে দেখা যায় যে, আলোকসজ্জার জন্য ব্যবহৃত এলইডি লাইটগুলো পায়ে চলার পথের ধারে খাদ না কেটে বা টেকসইকরণের ব্যবস্থা না করে উন্মুক্তভাবে লাগানো হয়েছে; যা ইতোমধ্যে খুলে গেছে দেখা গেছে (চিত্র- ৬,৭) এছাড়া পুরো পার্কের জন্য ১১টি পোল, ১৫ সেট বোলার লাইট, ৩৪ সেট গেম্লাব এবং একটি কন্ট্রল বক্স স্থাপনের মাধ্যমে পার্কের বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে।

৮.৫। **হাদিস পার্কের মধ্যে ও পুকুরের চারিদিকে পায়ে চলার পথ নির্মাণঃ** হাদিস পার্কের মধ্যে বালু ভরাট করে তার উপর ব্রীক সলিং করে আরসিসি এর উপর পেভমেন্ট টাইলস্ ব্যবহার করে পায়ে চলার পথ নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে খুলনা সিটি কর্পোরেশন থেকে জানা গেছে। পরির্দশনের সময় লক্ষ্য করা গেছে পুকুরের দক্ষিণ ও পূর্ব পাশে পায়ে চলার পথের পাশে ময়লা আবর্জনার সত্মুপ রয়েছে এবং অনেকই দক্ষিণ দিকের খোলা জায়গায় প্রসাব করছে।

৮.৬। **হাদিস পার্কের চারিদিকে বাউন্ডারী ওয়াল ও গেট নির্মাণঃ** পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, হাদিস পার্কের চারিপাশে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। বাউন্ডারী নির্মাণের জন্য বালু ভরাট, ব্রীক সলিং ও আরসিসি ফুটিং এর উপর আরসিসি কলাম ও এসএস পাইপ ব্যবহার করে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া, উক্ত পার্কের গমনাগমনের জন্য ০৩টি দিয়ে গেট নির্মাণ করা হয়েছে।

৯। **অডিট :** পিসিআর অনুসারে প্রকল্পের External অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ** অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে মোট ১৩টি প্যাকেজে সমুদয় কাজ সম্পাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও আলোচনায় জানা যায় যে, ১১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবানের মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্পের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি'তে উল্লিখিত ৩ ও ৪ প্যাকে জকে এক প্যাকেজে এবং ৬ ও ৭ প্যাকে জকে এক প্যাকেজে দরপত্র আহবান ও কাজ সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা গেছে। ১১টি প্যাকেজর আওতায় প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ৮৩৮ল৯৭ ল ক্ষ টাকা কিন্তু খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নথিপত্র ও প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক মোট ব্যয় হয়েছে ৮৩৪.৩০ লক্ষ টাকা। ৪.৬৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় দেখানো হয়েছে; যা আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী ।

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ১১টি প্যাকেজের মধ্য থেকে দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত "হাদিস পার্কের ২ নং গেট সংলগ্ন টয়লেট ও গার্ড সেড নির্মান " প্যাকেজের কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। নথিপত্র হতে দেখা যায় যে, গত ০৯/০৪/২০১৩ তারিখে দৈনিক পূর্বাঞ্চল পত্রিকায় উম্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পরিক্ষান্তে দেখা যায় যে, পিপিআর-২০০৮ এর উপ-বিধি ৯০(১) অনুসরণ করা হয়নি। উক্ত উপ-বিধি অনুযায়ী বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য পিপিআর-২০০৮ এর তফসিল-১০ এ উম্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের জন্য নির্ধারিত ফরমেট রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য প্যাকেজের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ না করে নিজেদের মতো করে উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে উক্ত কাজের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে; যা পিপিআর-২০০৮ এর লংঘন। পর্যবেক্ষণে আরও দেখা যায় যে, মোট **১৪** জন দরদা**তা** দরপত্র দাখিল করেন। পরবর্তীতে টেন্ডার ওপেনিং শিট ও মূল্যায়ন কমিটির কার্যবিবরণী পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, মোট ১৪টির মধ্যে ০৭টি রেসপনসিভ দরপত্রের প্রত্যেকেই ৫% কমে দরপত্র দাখিল করায় লটারির মাধ্যমে এক জনকে ৬৬৫০০০.০০ টাকায় নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কিন্তু দরপত্র মূল্যায়ন কার্যবিবরণীতে কাকে নির্বাচন করা হ'ল তাঁর উল্লেখ নেই। উক্ত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ক) জনাব লিয়াকত আলী শরীফ, প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন খ) কাজী মোঃ সাবিরুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কেডিএ গ) মোঃ আজহারুল ইসলাম, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার , কেসিসি ঘ) এ.বি.এম মামুনুর রশীদ, প্রধান প্রকৌশলী, কুয়েট ঙ) মোঃ নাজমুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন চ) আজমল আহমদ (তপন), প্যানেল মেয়র-১, কাউন্সিলর, ২৮নং ওয়াড, ছ) তপন কুমার ঘোষ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সভাপতি সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে নোটিফিকেশন অব এ্যায়ার্ড অনুসারে দেখা যায় যে, মেসার্স সুফিয়ান ট্রেডার্সকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৪৯ অনুযায়ী সীমিত পদ্ধতি ব্যতিরেকে লটারীর মাধ্যমে কোন দরপত্র দাতা যেন নির্বাচিত না হন তার নিশ্চয়তা প্রদানের উল্লেখ রয়েছে এবং পিপিএ-২০০৬ এর ৬৪ ধারা অনুযায়ী এ আইন ভংগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

১১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
(১) খুলনা মহানগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, হাদিস পার্ক ও তৎসংলগ্ন পুকুর সংরক্ষণ; (২) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের জন্য পার্কটির উন্নয়ন করা ; (৩) নগরবাসীর চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা।	এ বিভাগের নিকট প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে বলা যায় যে, খুলনা মহানগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, হাদিস পার্ক ও তৎসংলগ্ন পুকুর সংরক্ষণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের জন্য পার্কটির উন্নয়ন, নগরবাসীর চিত্ত বিনোদনের ব্যবসহা করা সম্ভব হয়েছে। এ বিভাগের মতামত প্রতিবেদনের পরিদর্শন, সমস্যা ও সুপারিশ অংশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২। **উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারনঃ** সমস্যা ও সুপারিশ অংশের আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৩। **সমস্যাঃ**

১৩.১। **অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে কাজ সমাপ্ত না করা** ও কাজ না করা খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ঐতিহ্যবাহী শহীদ হাদিস পার্কের চারিদিকে বাউন্ডারি ওয়ালে মূরাল স্থাপনের সংস্থান থাকলেও পরিদর্শন, প্রাপ্ত তথ্য ও বাস্তবায়িত কাজ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, উক্ত বাউন্ডারি ওয়ালে মূরাল স্থাপন করা হয়নি। তাই, কাজ না করে আর্থিক ব্যয় দেখানো অর্থাৎ বিল প্রদান করা আর্থিক শৃংখলা ও প্রকল্পের উদ্দশ্যের পরিপন্থী (অনুঃ ৮.১)।

এছাড়াও, বৃক্ষরোপণ এবং সৌন্দর্য্যবর্ধণ (ফুলের বেড, বেঞ্চ নির্মাণ ইত্যাদি) অংগের আওতায় চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে অস্থায়ী ফুলের বেড নির্মাণ করা হয়েছে। এখনও ব্লক স্থাপনের কাজ বাকী রয়েছে অথচ পিসিআরে দেখানো হয়েছে সকল কাজ সম্পন্ন করে বিল প্রদান করা অর্থাৎ আর্থিক ব্যয় দেখানো হয়েছে; যা আর্থিক শৃংখলা ও প্রকল্পের উদ্দশ্যের পরিপন্থী (অনুঃ ৮.১)।

১৩.২। **শহীদ মিনার নির্মাণঃ** খুলনা শহরের হাদিস পার্কের পুকুরের উপর নির্মিত শহীদ মিনার প্লাজার ডান প্রান্তের ওয়ালে ও প্লাজার ফ্লোরের উপরে ব্রীকে যে ফাটঁল দেখা গেছে তা কংক্রিটে সম্প্রসারিত হলে বিষয়টি নির্মিত শহীদ মিনার স্থায়িত্বের জন্য হুমকি মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুঃ ৮.২)।

১৩.৩। **পাবলিক টয়লেট ও পুলিশ বক্স নির্মাণঃ** খুলনা শহরের হাদিস পার্কে পুলিশ বক্স নির্মাণ না করে পিসিআরে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিপিপিতে সংস্থাকৃত মোট ৫.৭০ লক্ষ টাকার বিপরীতে পিসিআর অনুযায়ী মোট ৫.৬৮ ল ক্ষ টাকার বিল প্রদান করার বিষয়টি গ্রহনযোগ্য নয় (অনুঃ ৮.৩) ।

১৩.৪। **পুকুরের উপর ঝরণা এবং ওয়ার্কওয়ে নির্মাণ, আলোকসজ্জা ও পার্কে বিদ্যুতায়নঃ** হাদিস পার্কের পুকুরের উ ত্তর পাশের কোণায় নির্মিত ঝরণার চারিদিকে আলোকসজ্জার জন্য ব্যবহৃত এলইডি লাইটগুলো পায়ে চলার পথের ধারে খাদ না কেটে বা টেকসইকরণের ব্যবস্থা না করে উন্মুক্তভাবে স্থাপনের কারণে প্রকল্প সমাপ্তির ০১ বছরে মধ্যে খুলে গেছে। এর ফলে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যহত হবে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুঃ ৮.৪)

১৩.৫। **হাদিস পার্কের মধ্যে ও পুকুরের চারিদিকে পায়ে চলার পথ নির্মাণঃ** হাদিস পার্কের পুকুরের দক্ষিণ ও পূর্ব পাশে পায়ে চলার পথের পাশে ময়লা আবর্জনার সত্মুপ এবং দক্ষিণ দিকের খোলা জায়গায় প্রস্রাব ক রার ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যহত হচ্ছে (অনুঃ ৮.৫)

১৩.৬। <u>প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রমঃ</u> ডিপিপি অনুসারে মোট ১৩টি প্যাকেজে প্রকল্পভূক্ত কাজগুলো সম্পাদনের সংস্থান খুলনা সিটি কর্পোরেশন মোট ১১টি দরপত্র আহবান ও চুক্তি সম্পাদন করেছে। পিসিআর এ সকল কাজ সম্পাদন করে ৮৩৮.৯৭ লক্ষ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনকাল প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় মোট ৮৩৪.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বিষয়টি আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী। অন্যদিকে, পিপিআর-২০০৮ এর উপ-বিধি ৯০(১) এর তফসিল-১০ অনুযায়ী উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের জন্য নির্ধারিত ফরমেট রয়েছে। উপ-বিধি ৯০(১) পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৪৯ অনুযায়ী সীমিত পদ্ধতি ব্যতিরেকে লটারীর মাধ্যমে কোন দরপত্র দাতা যেন নির্বাচিত না হন তার নিশ্চয়তা প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করে লটারীর মাধ্যমে দরদাতা নিবার্চন করা হয়েছে । ফলে, সার্বিকভাবে ক্রয় কার্যক্রমটি সরকারী বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালার আলোকে হয়নি। তাছাড়া , পিপিএ-২০০৬ এর ৬৪ ধারা অনুযায়ী এ আইন ভংগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বিষয় উল্লেখ রয়েছে (অনুঃ ১০)

১৩.৭। সর্বমোট বাস্তব অগ্রগতি কত হয়েছে তা পিসিআরে উল্লেখ করা হয়নি এবং থোক বরাদ্দের আওতায় কি পরিমাণ কাজ করা হয়েছে তারও উল্লেখ নেই ফলে বাস্তবায়িত কাজের সার্বিক চিত্র পিসিআর থেকে পাওয়া সম্ভব নয় (অনুঃ ৫.৮ ও ৫.৯)।

১৪। **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৪.১। <u>অসম্পন্ন ও অর্ধ সম্পন্ন কাজঃ</u> শহীদ হাদিস পার্কের চারিদিকে বাউন্ডারি ওয়ালে মূরাল, পার্কে পুলিশ বক্স ও ফুলের বেড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়া বা নির্মাণ না করার কারণ খুজে বের করতে হবে। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে প্রকৃত পক্ষে কতটুকু কাজ করার জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হয়েছে, সে অনুসারে কতটুকু কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ও কত বিল প্রদান করা হয়েছে এবং যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা যথাযথ Specification অনুসারে করা হয়েছে কিনা তা আরও খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (**১৩.১,১৩.৩**);

১৪.২। **<u>শহীদ মিনার নির্মাণঃ</u>** খুলনা শহরের হাদিস পার্কের পুকুরের উপর নির্মিত শহীদ মিনার প্লাজার ডান প্রান্তের ওয়ালে ও প্লাজার ফ্লোরে স্থাপিত পেস্টিং ব্রীকে এবং মূল মিনারে ফাঁটল ধরার কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং শহীদ মিনার প্লাজার ডান প্রান্তের ওয়ালে ও প্লাজার ফ্লোরে স্থাপিত পেস্টিং ব্রীকের ফাটল কংক্রিটে সম্প্রসারিত হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (অনুঃ **১৩**.২);

১৪.৪। <u>পুকুরের উপর ঝরণা এবং ওয়ার্কওয়ে নির্মাণ, আলোকসজ্জা ও পার্কে বিদ্যুতায়নঃ</u> হাদিস পার্কের পুকুরের উ ত্তর পাশের কোণায় নির্মিত ঝরণার চারিদিকে আলোকসজ্জার জন্য ব্যবহৃত এলইডি লাইটগুলো দ্রুত মেরামত করতে হবে (অনুঃ ১৩.৪) ;

১৪.৫। <u>হাদিস পার্কের মধ্যে ও পুকুরের চারিদিকে পায়ে চলার পথ নির্মাণঃ</u> হাদিস পার্কের পুকুরের দক্ষিণ ও পূর্ব পাশে পায়ে চলার পথের পাশে ময়লা আবর্জনার স্তুপ পরিস্কার করতে হবে ও পার্কটি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে এবং দক্ষিণ দিকের খোলা জায়গায় যাতে প্রস্রাব না করে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ১৩.৫);

১৪.৬। <u>ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ও প্যাকেজ ভিত্তিক কাজের অগ্রগতি পর্যবে ক্ষণঃ</u> পিসিআর অনুসারে ৮৩৮.৯৭ লক্ষ টাকা আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হলেও পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক দেখা গেছে মোট ৮৩৪.৩০ লক্ষ টাকা আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে। পিসিআরে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এরুপ ভুল তথ্য উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সার্বিক তথ্যাদি পরিক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে ফেরত নিশ্চিত করবে এবং সার্বিকভাবে ক্রয় কার্যক্রমটি সরকারী বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালার আলোকে খতিয়ে দেখা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ- ১৩.৬);

১৪.৭। ভবিষ্যতে পিসিআরে সর্বমোট বাস্তব অগ্রগতি কত হয়েছে এবং থোক বরাদ্দের আওতায় কি পরিমাণ কাজ করা হয়েছে তা পিসিআরে উল্লেখ করতে হবে এবং আর্থিক অগ্রগতির বিষয়গুলো সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে (অনুঃ ১৩.৭);

১৪.৮। অনুচ্ছেদ ১৩.১ থেকে ১৩.৬ এ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ০১ মাসের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

----------o----------

"ইমারজেন্সী রিহেবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অফ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম-২''
প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন/২০১৪ইং)

১। **প্রকল্পের অবস্থানঃ** ঢাকা মহানগর।

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ** ঢাকা ওয়াসা।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগঃ** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। **প্রকল্পের মেয়াদকাল:** জুলাই/২০১১ই- জুন/২০১৪ ইং।

৫। **প্রকল্পের ব্যয় :** ২২৪৪৭.০০ লক্ষ টাকা (মূল)
২২৪৪৫.৩৮ লক্ষ টাকা (সর্বশেষ সংশোধিত)
২২৪২২.০০ লক্ষ টাকা (প্রকৃত ব্যয়)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন/ ২০১৪ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২৪৪৭.০০	২২৪৪৫.৩৮	২২৪২২.০০	জুলাই/২০১১ ইং হতে জুন/ ২০১৪ ইং	জুলাই/২০১১ ইং হতে জুন/ ২০১৪	জুলাই,২০১১ ইং হতে জুন, ২০১৪	০.০০%	০.০০%

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন :** প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন/২০১৪ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক	ভৌত নির্মান					
১	গভীর নলকূপ					
১.১	নতুন	সংখ্যা	৬০	২৮২৩.০০	৬০	২৮২৩.০০
১.২	প্রতিস্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	৫০৩৯.৫৫	১৩৫	৫০৩৯.৫৫
১.৩	ডীপ একুইফার নতুন	সংখ্যা	৫	২৭৯.৭৫	৫	২৭৯.৭৫
১.৪	ডীপ একুইফার প্রতিস্থাপন	সংখ্যা	২০	৮৬৬.০০	২০	৮৬৬.০০
১.৫	রি-জেনারেশন	সংখ্যা	২০	২৩৮.৪০	২০	২৩৮.৪০
২	পানির লাইন					
২.১	নতুন	কিঃমিঃ	৬৫	১০৩৩.১৫	৬৫	১০৩৩.১৫
২.২	পূনর্বাসন	কিঃমিঃ	২৫	৩৯৭.৫০	২৫	৩৯৭.৫০

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন/২০১৪ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
খ	মালামাল					
৩	গভীর নলকূপ					
৩.১	নতুন	সংখ্যা	৬০	৩৩০৬.০০	৬০	৩৩০৬.০০
৩.২	প্রতিস্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	৫২৫০.১৫	১৩৫	৫২৫০.১৫
৩.৩	ডীপ একুইফারে নতুন	সংখ্যা	৫	৩১৫.৫০	৫	৩১৫.৫০
৩.৪	ডীপ একুইফারে প্রতিস্থাপন	সংখ্যা	২০	৮২০.০০	২০	৮২০.০০
৪	পানির লাইন					
৪.১	নতুন	কিঃমিঃ	৬৫	৭৪৭.৫০	৬৫	৭৪৭.৫০
৪.২	পুনর্বাসন	কিঃমিঃ	২৫	২৮৭.৫০	২৫	২৮৭.৫০
গ	ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ					
৫.১	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	১৬০০০	৫৬.৪৬	১৬০০০	৫৬.৪৬
৫.২	ভূমি সংরক্ষণ	বঃমিঃ	৪৮২০	৩৩.৫৪	৪৮২০	৩৩.৫৪
ঘ	যানবাহন					
৬.১	পিক-আপ (জ্বালানী সহ ভাড়া)	সংখ্যা	১	৮.০০	১	৮.০০
ঙ	রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণ	কিঃমিঃ	৯০	৯২২.৩০	৯০	৮৯৮.৯২
চ	কন্টিনজেন্সী (জরুরী মেরামত কাজ সহ)	%	১০০%	২১.০৮	১০০%	২১.০৮
	সর্বমোট =		১০০%	২২৪৪৫.৩৮	**৯৯.৯০%**	২২৪২২.০০

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির কোন কাজ অসমাপ্ত নেই ।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৮.১ **পটভূমি :** ঢাকা শহরের ৭৫% এলাকায় ঢাকা ওয়াসা পানি সরবরাহ করে থাকে। যার ৮৭% ভূ-গর্ভস্থ থেকে এবং বাকি ১৩% ভূ-উপরিস্থ থেকে সরবরাহ করে থাকে। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে প্রতিদিন পানির চাহি দা ২২০ কোটি লিটার ; যার মধ্যে ঢাকা ওয়াসা সরবরাহ করছে ২০০ কোটি লিটার যা চাহিদার ৯১%। গ্রীষ্মকালে এ চা হিদা বেড়ে দাড়ায় ২২৫ কোটি লিটার। ২০১১ সালে ঢাকা মহানগরীর ১.৩২ কোটি জনসংখ্যার জ ন্য অতিরিক্ত আরো ৪৪ কোটি লিটার পানির প্রয়োজন। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিদিন ৩০ কোটি লিটার পানির চাহিদা পূরন করা যাবে।

৮.২ **উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকা শহরবাসীকে প্রতিদিন অতিরিক্ত ২৭৬ মিলিয়ন লিটার নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।

৮.৩ **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন:** প্রকল্পটি ২৩/০৮/২০১১ তারিখে ২২৪৪৭.০০ লক্ষ (জিওবি ২১৩২৫.০০ লক্ষ এবং ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব তহবিল ১১২২.০০ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ,২০১১ হতে জুন,২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতঃপর নির্মান সামগ্রী , শ্রমিক মজুরি, জ্বালানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, রোড কাটিং ইত্যাদির ব্যয় বৃদ্ধির কারনে প্রকল্পটি ১৮/০৬/২০১৪ তারিখে সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত ডিপিপিতে ২৫০ টি নলকূপ স্থাপনের পরিবর্তে ২২০ টি নলকূপ স্থাপনের প্রভিশনটি আনা হয় ।

৯। **প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল মূল অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষন** : প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল মূল অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(ক) **গভীর নলকূপ (নতুন/প্রতিস্থাপন)** : অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৬০টি নতুন ও ১৩৫টি প্রতিস্থাপন গভীর নলকূপ করার প্রভিশন ছিল এবং ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৭৮৬২.৫৫ লক্ষ টাকা ।সেমতে ৬০ টি নতুন ও ১৩৫টি প্রতিস্থাপন গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে এবং এজন্য ব্যয় হয়েছে ৭৮৬২.৫৫ লক্ষ টাকা ।

(খ) **ডিপ একুইফার (নতুন ও প্রতিস্থাপন) :** অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৫টি (নতুন) ও ২০টি (প্রতিস্থাপন) ডিপ একুইফারে নলকূপ এর প্রভিশন ছিল এবং এ জন্য ব্যয় ধরা ছিল ১১৪৫.৭৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী, ৫টি নতুন ডীপ একুইফারে নলকূপ এবং ২০টি প্রতিস্থাপন ডীপ একুইফারে নলকূপ স্থাপনের কাজ করা হয়। এ জন্য ব্যয় হয়েছে ১১৪৫.৭৫ লক্ষ টাকা।

(গ) **পানির লাইন (নতুন ও পুনর্বাসন) :** অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৬৫ কি: মি: পানির লাইন (নতুন) ও ২৫ কি: মি: পানির লাইন (পুনবার্সন) করার প্রভিশন ছিল এবং এ কাজে ব্যয় প্রাক্কলন ছিল ১৪৩০.৬৫ লক্ষ টাকা। প্রভিশন মতে, ৬৫ কি: মি: পানির লাইন (নতুন) ও ২৫ কি: মি: পানির লাইনের (পুনবার্সন) কাজ করা হয় এবং এজন্য ব্যয় হয়েছে ১৪৩০.৬৫ লক্ষ টাকা।

(ঘ) **ভুমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ :** অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ভূমি উন্নয়নের জন্য ১৬০০০ ঘ: মি: ও ভূমি সংরক্ষণের জন্য ৪৮২০ ব: মি: এর প্রভিশন ছিল এবং এজন্য ব্যয় ধরা ছিল ৯০.০০ লক্ষ টাকা। প্রভিশন মতে, ১৬০০০ ঘ: মি: ভূমি উন্নয়নের ও ৪৮২০ ব:মি: ভূমি সংরক্ষণের কাজ করা হয় এবং এ কাজে ব্যয় হয় ৯০.০০ লক্ষ টাকা।

(ঙ) **রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরন :** অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৯০ কি: মি: রাস্তা কাটার জন্য ক্ষতিপূরনের প্রভিশন ছিল এবং এর জন্য ব্যয় ধরা ছিল ৯২২.৩০ লক্ষ টাকা। প্রকৃতপক্ষে ৯০ কি: মি: রাস্তা কাটার জন্য ব্যয় হয়েছে ৮৯৮.৯২ লক্ষ টাকা।

১০। **সমাপ্ত কাজ পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্ত কাজ ২২/১০/২০১৪ তারিখে পরিদর্শন করা হয় যার পর্যবেক্ষণ সমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) আইএমইডি কর্তৃক মডস জোন ৩ এর আওতায় , সোহরাওয়ার্দী কলেজ হাসপাতাল ,বিজরী মহল্লা (মোহাম্মদপুর এলাকা) এবং মডস জোন ৪ এর আওতায় আগারগাও -১ গভীর নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। সোহরাওয়ার্দী কলেজ হাসপাতাল ও বিজরী মহল্লা (মোহাম্মদপুর এলাকা) পাম্প হাউজে দেখা যায় যে , সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকার পাম্পটি ১৯/০৫/২০১৩ তারিখে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং বিজরী মহল্লা (মোহাম্মদপুর এলাকা) পাম্পটি ০৬/০২/২০১৩ তারিখে স্থাপন করা হয়।পাম্প দুটির fixture depth হলো যথাক্রমে ২৫৪.১১ মিটার এবং ২৫১.৫২ মিটার। নলকূপ দুটি হতে যথাক্রমে সোহরাওয়ার্দী কলেজ হাসপাতাল ,রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ,গনভবন এলাকা এবং বিজরী মহল্লা , মোহাম্মদপুর এলাকা ও তৎসংল গ্ন এলাকায় পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্প হাউজ দুটিতে পানির ফ্লো মিটার পরিদর্শন করে দেখা যায় যে , প্রতি মিনিটে ২২০০ লিটার পানি উত্তোলন করা হয়।প্রেসার মিটারে পানির প্রেসার ১০ PSI (pound per square inch) নিচে আছে। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, পানির প্রেসার যদি ২০ PSI (pound per square inch) এর বেশি হয় তবে পাম্প নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

পরিদর্শনকালে ক্লোরিন গ্যাসের পাইপ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে , প্রতিদিন উত্তোলিত পানির সাথে নির্দিষ্ট পরিমান ক্লোরিন গ্যাস মিশিয়ে দেয়া হয়। যাতে করে উক্ত পাম্প হাউজের পানি জীবানু মুক্ত ও নিরাপদ অবস্থায় ব্যবহারকারীরা পেতে পারে। পানির মান সম্পর্কে তিনি আরও জানান যে, প্রতিদিন কোন না কোন এলাকা হতে পানির নমুন সংগ্রহ করে নিজস্ব ল্যাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। নলকূপ প্রতিস্থাপনের বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে , প্রতি বছর পানির স্তর/একুইফার নীচে নেমে যাচ্ছে এবং স্ট্রেইনার এর ছিদ্র ব্লক হচ্ছে ফলে নলকূপ প্রতিস্থাপন করতে হচ্ছে । বিজরী মহল্লা (মোহাম্মদপুর এলাকা) ও সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল এলাকাতে গভীর নলকূপ (প্রতিস্থাপন) দু`টির ছবি নিম্নে দেয়া হলোঃ

ছবিঃ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল এলাকা

ছবিঃ বিজরী মহল্লা (মোহাম্মাদপুর এলাকা)

(খ) আগারগাও-১ প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে , পাম্পের ফ্লো মি টারটি ১ মাসের বেশী সময় ধরে নষ্ট । এ ব্যাপারে পাম্প অপারেটর হতে জানা যায় যে, মিটারটির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট জানান হয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়া গেল যে , ফ্লো মিটার (Flow Meter) পানি উত্তোলক যন্ত্র। পাম্প হতে প্রতিদিন কি পরিমান পানি উত্তোলিত হচ্ছে , সেটি ফ্লো মিটার (Flow Meter) দেখে হিসাব রাখা হয়। ফ্লো মিটার (Flow Meter) নষ্ট থাকলে যে বিষয়টি ঘটবে সেটি হলো -উক্ত পাম্পের পানি ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী পানি পাচ্ছে কি না -তা নিশ্চিত হওয়া যাবে না। পাশা পাশি অনুমান ভিত্তিতে পাম্প চালানোর ফলস্ব রুপ পাম্পের আয়ুষ্কাল দ্রুত শেষ হতে পারে। এ ছাড়া পাম্পের পানি উপচে পড়ে পানি অপচয় হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

সর্বশেষ ০৪/০৪/২০১২ তারিখে পাম্পটি প্রতিস্থাপন করা হয় । উক্ত পাম্প স্টেশনটিতে এর পূর্বে একাধিকবার প্রতিস্থাপনের বিষয়টি দৃশ্যমান হয়েছে।এ পাম্প হতে বর্তমানে আগারগাঁও সরকারি কোয়ার্টার এবং তালতলা এলাকাতে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পাম্পটির fixture depth ২৪০.৫২ মিটার ।

নলকূপগুলো পরিদর্শনে দেখা গেছে যে , পাম্প হাউজগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই নাজুক। বিদ্যুতের তারগুলো এলোমেলোভাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং পাম্প অপারেটরও সেখানেই বসবাস করছেন। সাব -স্টেশন লতাপাতা দিয়ে জড়ানো অবস্থায় রয়েছে।

(গ) প্রকল্পের আওতায় ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে স্থাপিত /প্রতিস্থাপিত ডীপ একুইফার এবং স্থাপিত/প্রতিস্থাপিত গভীর নলকূপের হিসাব নিম্নরূপ :

অর্থ বৎসর	গভীর নলকূপ স্থাপন	গভীর নলকূপ প্রতিস্থাপন	ডীপ একুইফার স্থাপন	ডীপ একুইফার প্রতিস্থাপন
২০১১-১২	১৮	৪২	২	৭
২০১২-১৩	১৯	৪৫	২	৭
২০১৩-১৪	২৩	৪৮	১	৬
মোট =	**৬০**	**১৩৫**	**৫**	**২০**

উপরের তথ্য হতে দেখা যায় যে, গভীর নলকূপ ও ডীপ একুইফার প্রতিস্থাপনের সংখ্যা (১৩৫+২০)= ১৫৫ অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে ৫২টি করে পুরাতন নলকূপ নতুন করে বসাতে হয়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে , প্রতি বছর গড়ে ৬০/৬৫টি করে গভীর নলকূপ প্রতিস্থাপন করতে হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন রক্ষ ণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি ভূ-গর্ভস্থ পানির লেবেল নীচে নেমে যাচ্ছে । এ কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবস্থাপনার দিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে।

১১। সমাপ্ত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনকালে কিছু প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্য বেক্ষন করা হয়; যার মধ্যে "Procurement of 1.5 cusec 75m & 90m head and 2 cusec 75m & 90m head submersible pump-motor set under EREWSSP-2,Dhaka WASA." এর প্যাকেজের পিপিআর অনুসরনের প্রক্রিয়া নিম্নরুপ :

(ক) ডিপিপি প্রাক্কলন ২৩৫.০০ লক্ষ টাকা।

(খ) OTM পদ্ধতি অনুসরন করা হয় ।

(গ ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট গঠিত TEC কমিটিতে বাইরের ০১ জন সদস্য (BBS একজন সদস্য) ছিলেন। TOC কমিটিতে TEC কমিটির একজন সদস্য ছিলেন ।

(ঘ) দরপত্র আহবান-২৩ ও ২৪ মে, ২০১৩ (ভোরের কাগজ ২৩/০৫/২০১৩; আজকালের খবর ২৩/০৫/২০১৩; The Independent 24/05/2013) তারিখে । সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটেও বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।

(ঙ) দরপত্র খোলা (TOC)-১৬/০৯/২০১৩

(চ) TEC এর মূল্যায়ন ২২/১০/২০১৩ তারিখে; ০৬ টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহন করে; M/S Titas Banijjik protisthan সর্বনিম্ন হওয়ায় ১৩৫.০০ লক্ষ টাকায় কাজ পায় ।

(ছ) NOA জারি হয় ১৮/১১/২০১৩ তারিখে;

(জ) ব্যাংক গ্যারান্টি -জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ফার্মগেট কর্পোরেট শাখা হতে লিখিত ভ্যারিফিকেশন করা হয়।

১১.১। দরপত্রের Technial Specification অনুযায়ী "মালামাল যৌথ পরিদর্শন ও পরীক্ষা কমিটি" বুঝে নেয় । এই কমিটিতে ০৯ (নয়) জন সদস্য ছিলেন ।

১১.২। মালামালের গুনগতমানের পরীক্ষা বুয়েট কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত; যার রিপোর্ট পরিদর্শনকালে দেখানো হয়েছে ।

১২। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০১৪ ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২২৪২২.০০ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৯০%এবং বা স্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১১-১২	৪২০০.০০	৪২০০.০০		৪২০০.০০	৪২০০.০০	৪২০০.০০		-
২০১২-১৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০		৯০০০.০০	৯০০০.০০	৯০০০.০০		-
২০১৩-১৪	৮১২৩.৩৮	৮১২৩.৩৮		৮১০০.০০	৮১০০.০০	৮১০০.০০		২৩.৩৮
ঢাকা ওয়াসা ২০১৩-১৪	১১২২.০০	১১২২.০০		১১২২.০০	১১২২.০০	১১২২.০০		-
সর্বমোট	২২৪৪৫.৩৮	২২৪৪৫.৩৮		২২৪২২.০০	২২৪২২.০০	২২৪২২.০০		-

এ প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ২২৪৪৫.৩৮ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২২৪২২.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ ২২৪২২.০০ লক্ষ টাকা। এতে দেখা যায় প্রকল্প সমাপ্ত শেষে অব্যয়িত অর্থ ২৩.৩৮ লক্ষ টাকা (২২৪৪৫.৩৮ লক্ষ টাকা - ২২৪২২.০০ লক্ষ টাকা= ২৩.৩৮)। এ টাকা ছাড় করা হয়নি বলে পিসিআর সূত্র এবং প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায় ।

১৩। **উপকারভোগীদের মতামতঃ** পরিদর্শনকালে সরাসরি উপকারভোগীদের মতামত জানতে চাইলে জানাল যে , তারা চাহিদা মোতাবেক নিয়মিত পানি পাচ্ছেন ।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঢাকা ওয়াসার তিনজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
মোঃ বজলুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	√		০১/০৭/২০১১	১২/০২/২০১২
মোঃ ওয়ালী উল্লাহ সিকদার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	√		১২/০২/২০১২	০৭/০২/২০১৪
মোঃ আখতারুজ্জামান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক	√		১১/০২/২০১৪	৩০/০৬/২০১৪

উপরের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মাত্র ৩ বছরে বা স্তবায়িত এ প্রকল্পে মোট তিনজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যা সমীচীন নয় । ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন প্রকল্পের গতি ব্যাহত করে ।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
ঢাকা গভীর নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৈনিক ২৭৬ মিলিয়ন লিটার পানি সরবরাহ করা এবং নতুন পানির লাইন নির্মান ও পুরাতন পানির লাইন পুনর্বাসনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	২২০টি গভীর নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৈনিক ২৭৬ মিলিয়ন লিটার পানি সরবরাহ করা এবং ৯০ কিঃমিঃ নতুন পানির লাইন নির্মান ও পুরাতন পানির লাইন পুনর্বাসনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ঢাকা শহরের অনেক পানি সংকটপূর্ণ এলাকায় উক্ত প্রকল্পের পানি সরবরাহ করে নগরবাসীর চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে।

১৬। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ**: প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৭। **প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা** : কোন সমস্যা ছিল না।

১৮। **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব** : প্রযোজ্য নহে ।

১৯। **চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্ব** : প্রযোজ্য নহে ।

২০। **সুপারিশ** :

২০.১। প্রকল্পে অব্যয়িত ২৩.৩৮ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে কি না -তা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো ।

২০.২। প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন না করার জন্য ঢাকা ওয়াসা ও স্থানীয় সরকার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো ।

২০.৩। প্রতি বছর গড়ে ৬০/৬৫টি করে গভীর নলকূপ প্রতিস্থাপন করতে হচ্ছে। অব্যাহতভাবে পানি উত্তোলনের ফলে ঢাকা শহরের পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে বিধায় দ্রুত সার্ফেস ওয়াটার ব্যবহারের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ বিবেচনা করতে পারে ।

২০.৪। পাম্প হাউজগুলির নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে।

২০.৫। ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পানির চা হিদা ও সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহের বিষয়টি বিবেচনায় নিবে।

২০.৬। সমাপ্ত প্রকল্পটির অতি দ্রুত External Audit সম্পাদন করতে হবে।

২০.৭। ২০.১ হতে ২০.৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা/পদক্ষেপ অত্র বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

‘‘ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত)’’
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা মহানগর এলাকা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্য য় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৮০৭৩.০০	১৯৮৩১.০০	১৬৯২৮.১৯	জুলাই, ২০১০ হতে জুন ২০১২	জুলাই, ২০১০ হতে জুন ২০১৪	জুলাই, ২০১০ হতে জুন ২০১৪	৯.৭৩%	১০০%

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
৬৮০০-যন্ত্রপাতি ও ইকুইপমেন্ট						
১	পাইপ ক্রয় (১৮৩০-৭৫০ মি.মি. ব্যস)	কি.মি.	৫৬.০০	৪০০৭.০০	৫১.০০ (৯১.০৭)	৩৫৯৮.০০ (৮৯.৭৯)
২	সি. আই/এফ জি কভার	সংখ্যা	৩০০০.০০	৫০০.০০	৩০০০.০০ (১০০)	৫০০.০০ (১০০)
৩	অফ রোড ভেহিক্যাল	সংখ্যা	১.০০	৫০.০০	১.০০ (১০০)	৫০.০০ (১০০)
উপ - মোট				**৪৫৫৭.০০**		**৪১৪৮.০০**
৬৯০০-একুইজিশন অব এ্যাসেট						
৪	ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	১.০০	১১০০.০০	০.৩৪ (৩৪)	২৬১.১৬ (২৩.৭৪)
উপ - মোট				**১১০০.০০**		**২৬১.১৬**
৭০০০ - পূর্ত নির্মাণ						
৫	পাইপ ড্রেন নির্মাণ (১৮৩০-৭৫০ মি.মি. ব্যস)	কি.মি.	৫৪.০০	৬৯২৮.০০	৪৮.০০ (৮৮.৮৯)	৫৯১৫.০০ (৮৫.৩৮)
৬	ব্রিক স্যুয়ার (১৮৩০ মি.মি. ব্যসের উপরে)	কি.মি.	১.৮৫	৮১১.৫০	১.৮৫ (১০০)	৮১১.৫০ (১০০)
৭	ষ্টর্ম সিউয়ার পূনঃর্বাসন	কি.মি.	১.৫০	২৩০.০০	১.৫০	২৩০.০০

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
					(১০০)	(১০০)
৮	খাল পূনঃখনন ও লাইনিং	কি.মি.	৪.০০	২০০০.০০	৪.০০ (১০০)	২০০০.০০ (১০০)
৯	রিটেইনিং ওয়াল	কি.মি.	০.২৫	১২৫.৫০	০.২৫ (১০০)	১২৫.৫০ (১০০)
১০	বক্স কালভার্ট	কি.মি.	০.২৫	৬৭২.০০	০.২৫০ (১০০)	৬৭২.০০ (১০০)
১২	সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ	কি.মি.	৫৭.২৮	৩৩৩৫.০০	৫১.০০ (৮৯.০৪)	২৬৯৩.৬৭ (৮০.৭৭)
উপ - মোট				১৪১০২.০০		১২৪৪৭.৬৭
১৩	বিবিধ	মাস	-	৭২.০০	১০০%	৭১.৩৬ (৯৯.১১)
উপ - মোট				৭২.০০		৭১.৩৬
সর্বমোট				১৯৮৩১.০০		১৬৯২৮.১৯ (৮৫.৩৬)

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির আওতায় সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক ৭৫০ মিঃমিঃ হতে ১৮৩০ মিঃমিঃ ব্যসের মোট ৫৬ কিঃমিঃ পাইপ ক্রয় বাবদ ৪০০৭.০০ ল ক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও ৩৫৯৮.০০ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫১.০০ কি:মিঃ পাইপ ক্রয় করা হয়েছে। আবার একই ব্যসের পাইপ ড্রেন স্থাপনের জন্য ৫৪.০০ কিঃমিঃ বাবদ ৬৯২৮.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও ৫৯১৫.০০ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৮.০০ কিঃমিঃ পাইপ ড্রেন স্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ অনুমোদিত সংস্থান হতে ৫.০ কিঃমিঃ পাইপ ক্রয় ও স্থাপন কম করা হয়েছে। আবার ১.০ হেক্টর ভুমি অধিগ্রহণ বাবদ ১১০০.০০ ল ক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও ২৬১.১৬ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে মাত্র ০.৩৪ হেক্টর ভুমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ল ক্ষমাত্রা মোতাবেক ভুমি অধিগ্রহণ না করতে না পারায় পাইপ ক্রয় ও পাইপ ড্রেন স্থাপন করা সম্ভব হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভুমিঃ**

রাজধানী ঢাকা বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন ও শিল্পায়নের প্রাণকেন্দ্র। স্বাধীনতার পর হতেই ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১.৫ কোটি যা বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ। পৃথিবীর অনেক দেশের তূলনায় রাজধানীর ঢাকা'র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট হল, মহানগরীর চার পাশ নদী দ্বারা বেষ্টিত। ঢাকা মহানগরীর উত্তরে তুরাগ নদী ও টঙ্গী খাল, দ ক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, পূর্বে বালু এবং পশ্চিমে তুরাগ ও বালু নদীর অবস্থান। এছাড়া কিছুদিন পূর্বেও প্রায় ৬৩টি খালের মাধ্যমে মহানগরীর বৃষ্টির পানি নদীতে নিষ্কাশিত হত। উপর ন্ত মহানগরীর অসংখ্য পুকুর ও জলাশয়ে ডিটেনশান বেসিন হিসেবে বৃষ্টির পানি সংর ক্ষিত হত। বর্তমানে কালের বিবর্তনে ক্রমান্বয়ে নগরায়নের ফলে অপরিকল্পিত ভাবে পুকুর ও জলাশয় ভরাট এবং খাল নদী নালা দখল হওয়ার ফলে নগরীতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে।

বর্ণিত অবস্থার প্রে ক্ষিতে মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নগরীতে বসবাসকারীদের জন্য পরিবেশ বান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই বসবাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করার ল ক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, মিরপুরের রোকেয়া স্মরণী, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আহম্মদ নগর, পাইকপাড়া, মৌচাক, হোটেল শেরাটন, উত্তরা ও বাড্ডাসহ নগরীর আরও কিছু এলাকা জলাবদ্ধতা নিরসন নিশ্চিত করার ল ক্ষ্যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের ল ক্ষ ষ্ট্রর্ম সিউয়ার ও সড়ক ক্রসিং বক্স কালভার্ট নির্মাণ এবং খাল উন্নয়নের মাধ্যমে নগরবাসীর জন্য পরিবেশ বান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই আবাসন নিশ্চিত করা।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ**

প্রকল্পটি ০২/০২/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তীতে ০৯/১০/২০১০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ বিষয়ে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১৮০৭৩.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২। পরবর্তীতে পরিবর্তিত নকশা অনুযায়ী বৃহত্তর পাইপের পরিবর্তে অপে ক্ষাকৃত কম ব্যাসের অধিক পাইপের নির্ধারণ, পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজের পরিমান বৃদ্ধি এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সড়ক পুনঃনির্মাণে ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে ডিপিইসি সভার সুপারিশের প্রে ক্ষিতে স্থানীয় সরকার, প ল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩/০৫/২০১২ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। উক্ত সংশোধিত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১৯৮৩১.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪।

৭.৩ বছর ভিত্তিক ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি ও আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা		এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	মন্তব্য
	মূল	সংশোধিত (১ম)				
২০১০-১১	৫৯৭৫.০০	৫১০০.০০	৫১০০.০০	৫১০০.০০	৫১০০.০০	
২০১১-১২	১২০৯৮.০০	৫১০০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	
২০১২-১৩	-	৯৭৩১.০০	৩১০২.৫০	৩১০২.৫০	৩১০২.৫০	
২০১৩-১৪	-	-	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪৯৭৫.৬৯	
মোট	১৮০৭৩.০০	১৯৮৩১.০০	১৬৯৫২.৫০	১৬৯৫২.৫০	১৬৯২৮.১৯	

৭.৪ **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ১৯৮৩১.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে সমাপ্তিকাল (জুন, ২০১৪) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৬৯২৮.১৯ লক্ষ টাকা, যা সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের ৮৫.৩৬%। এ ব্যয়ের মধ্যে ৩৫৯৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৫০ মিঃমিঃ হতে ১৮৩০ মিঃমিঃ ব্যাসের ৫১ কিঃমিঃ পাইপ ক্রয়, ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ম্যানহোল কাভার, ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অফ রোড ভেহিকেল, ২৬১.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০.৩৪ হেক্টর ভুমি অধিগ্রহণ, ৫৯১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৮ কিঃমিঃ (৭৫০ মিঃমিঃ হতে ১৮৩০ মিঃমিঃ ব্যাসের) পাইপ ড্রেন স্থাপন, ৮১১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.৮৫ কিঃমিঃ ব্রীক স্যুয়ার লাইন নির্মাণ, ২৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.৫০ কিঃমিঃ স্ট্রর্ম স্যুয়ার লাইন পুনর্বাসন, ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪.০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন এবং লাইনিং, ৬৭২.০০ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫০.০০ মিটার আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ এবং ওয়াসার পাইপ ড্রেন স্থাপনের কারণে সিটি কর্পোরেশনের ৫১.০০ কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনঃনির্মাণ বাবদ ২৬৯৩.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

৭.৫ **প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ** প্রকল্পের শুরু হতে ঢাকা ওয়াসার তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় সহযোগিতার জন্য ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী মূলত মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন। প্রকল্পের শুরু হতে হতে সমাপ্তি পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকের তথ্য নিম্নের সারণীতে দেয়া হলোঃ

ক্রঃনঃ	কর্মকর্তার নাম, পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	কতটি প্রকল্পর দায়িত্ব পালন করেন	মেয়াদকাল
১	জনাব মোঃ ওয়ালিউলস্নাহ সিকদার তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা	পূর্ণকালীণ	-	১২/০২/০৯-২৪/০২/১১
২	জনাব এ,কে,এম সহিদ উদ্দিন তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা	পূর্ণকালীণ	-	০২/০৩/১১-১৬/০২/১৪
৩	জনাব ক্য সা চিং তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা	পূর্ণকালীণ	-	১৬/০২/১৪ হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষে ষ্টর্ম সিউয়ার ও সড়ক ক্রসিং বক্স কালভার্ট নির্মাণ এবং খাল উন্নয়নের মাধ্যমে নগরবাসীর জন্য পরিবেশ বান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই আবাসন নিশ্চিত করা।	প্রকল্পের আওতায় ষ্টর্ম স্যুয়ার লাইন ও সড়ক ক্রসিং বক্স কালভার্ট নির্মাণ এবং খাল উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে নগরবাসীর জন্য আপাতত পরিবেশ বান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন নিশ্চিত করা গেলেও প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেন ও উন্নয়ন/পুনঃখননকৃত খালের পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলি আবার ব্যবহার অনুপযোগী হতে দেখা যায়। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সাময়িক সমস্যার সমাধান হলেও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়নি।

৯.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় ষ্টর্ম স্যুয়ার লাইন ও সড়ক ক্রসিং বক্স কালভার্ট নির্মাণ এবং খাল উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে নগরবাসীর জন্য আপাতত পরিবেশ বান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন নিশ্চিত করা গেলেও প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেন ও উন্নয়ন/পুনঃখননকৃত খালের পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলি আবার ব্যবহার অনুপযোগী হতে দেখা যায়। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সাময়িক সমস্যার সমাধান হলেও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়নি।

১০। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পটি সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটির আগারগাঁও, মিরপুর, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর কল্যাণপুর, হাজারীবাগ ও উত্তরা এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব ক্য সা চিং, ওয়াসার সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

১০.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেন ও পুনঃখননকৃত খালেSolid waste management dumping:

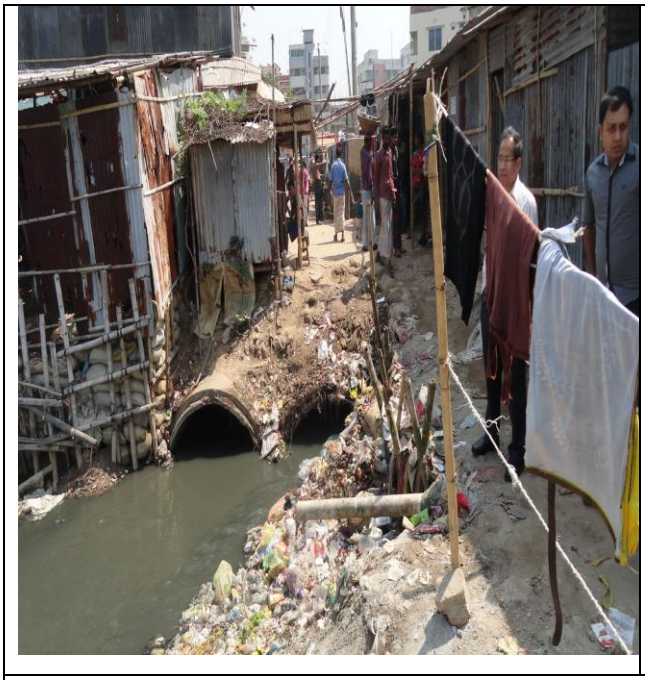

চিত্র-১০ঃ প্রকল্পটির আওতায় আগারগাঁও এলাকায় নির্মিত ড্রেইন ও পুনঃখনন/উদ্ধারকৃত খালে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।

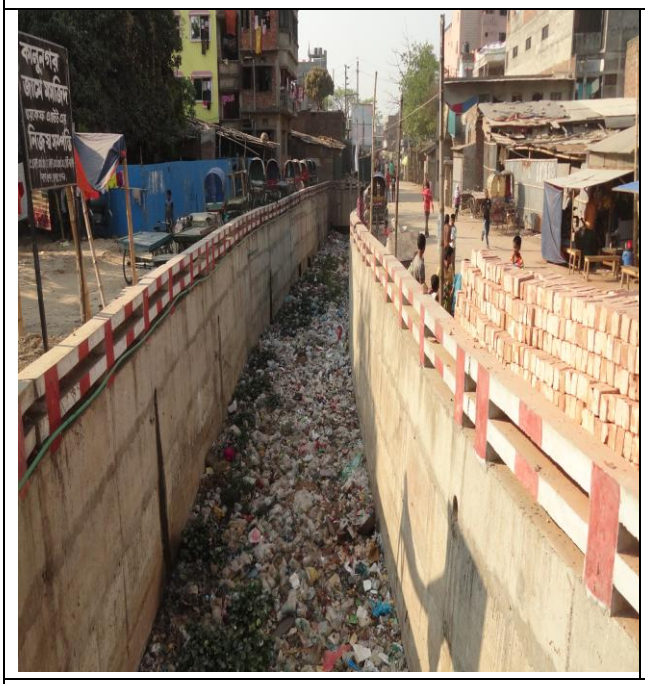

চিত্র-২০ঃ প্রকল্পটির আওতায় হাজারীবাগ কালুনগর এলাকায় পুনঃখনন/উদ্ধারকৃত খালে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।

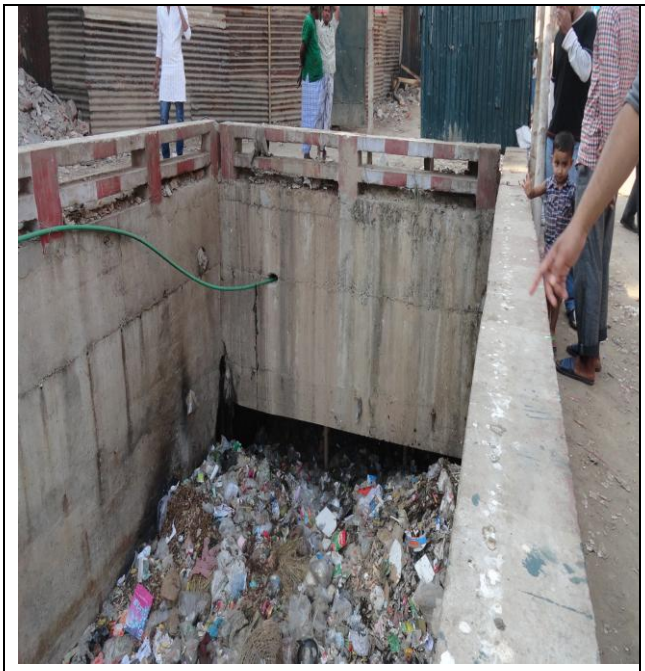	
চিত্র-৩: প্রকল্পটির আওতায় হাজারীবাগ কালুনগর এলাকায় নির্মিত আরসিসি বক্স কালভার্টে নিচে ময়লা আবর্জনা ফেলায় পানি নিষ্কাষন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।	চিত্র-৪: প্রকল্পটির আওতায় মিরপুর পলস্নবী আবাসিক এলাকায় নির্মিত আরসিসি বক্স কালভার্টে নিচে ময়লা আবর্জনা ফেলায় পানি নিষ্কাষন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্ট্রর্ম স্যুয়ার লাইন ও পুনঃখনন/উদ্ধারকৃত খালের দুই পাশে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করার মাধ্যমে খালের সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে খাল খনন ও স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নগরীর জলবদ্ধতা নিরসন করা। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বেশীরভাগ ড্রেন ও খালে Solid waste dupming এর ফলে তা আবার ব্যবহার অনুপোযোগী হওয়ার উপক্রম হয়েছে এবং পানি নিষ্কাষন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আগারগাঁও খালের পাশে বসতি থাকায় বসতির মানুষ তার গৃহস্থালীর ব্যবহার্য সকল ময়লা-আবর্জনা খালে ফেলছে। অন্যদিকে এ এলাকায় বেশ কিছু সরকারী হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল বর্জ্যও ড্রেন ও খালে ফেলতে দেখা যায়। ফলে প্রকল্পটির আওতায় সদ্য নির্মিত ড্রেন এবং পুনঃখননকৃত খালটি খুব শিঘ্রই আবার ব্যবহার অনুপোযোগী হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

১২। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১২.১ ছোট ছোট প্যাকেজে কার্যাদেশ প্রদানঃ প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি ও ডিপিপ'র ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক মালামাল/পণ্য সংগ্রহ বাবদ ৪টি প্যাকেজের আওতায় সংস্থান ছিল ৪৫৫৭.০০ লক্ষ টাকা এবং পূর্ত কাজের জন্য ৭টি প্যাকেজের আওতায় সংস্থান ছিল ১০৭৬৭.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় সংঘটিত ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রায় ২০০ টিরও অধিক প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পটির ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১২.২ কার্যাদেশকৃত মুল্য হতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত বিল প্রদানঃ

প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত প্রায় ২০০টি ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় ৮০টি প্যাকেজে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি হতে বেশী বিল পরিশোধ করা হয়েছে, যা নিমেণর সারণীতে দেয়া হলো। উলেস্নখ্য, এ সকল প্যাকেজের আওতায় বেশীর ভাগ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যাদেশের তারিখ হতে কার্য সম্পাদনের মেয়াদ ছিল গড়ে ৩ হতে ৬মাস। তাই এসময়ের মধ্যে নির্মাণ সামগ্রীর মুল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিকৃত মুল্য বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই। আবার অন্যদিকে ছোট ছোট প্যাকেজের আওতায় এসকল কাজের জন্য প্রণীত প্রাক্কলনে কাজের স্কোপ বৃদ্ধি কিংবা অপ্রত্যাশিত অঙ্গ অর্ন্তভুক্তিরও সুযোগ নেই।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নঃ	কাজের নাম	প্যাকেজ নং	কার্যাদেশের তারিখ কাজ সম্পাদনের তারিখ	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান	কার্যাদেশকৃত দর (পরিশোধিত বিল)	মন্তব্য
১	মিরপুর পলস্নবী এলাকায় দুয়ারীপাড়া খালে রিটেননিং ওয়াল ও ওয়াকওয়ে নির্মাণসহ খাল পুনঃখনন কাজ	০১	২৭/০১/১৩ ০৫/০৮/১৩	মিয়া এন্ড মিয়া বিল্ডার্স	৪৭.২১ **৫৩.২৮**	
		০২	২৭/০১/১৩ ০৫/০৮/১৩	মোলস্না ট্রেড এন্ড কমার্স	৪৭.২১ **৫২.৯৪**	
		০৩	২৭/০১/১৩ ০৫/০৮/১৩	টুইন এন্টারপ্রাইজ	৪৭.২১ **৫৩.৩২**	
		০৪	২৭/০১/১৩ ২৫/০৭/১৩	ইউনিক এন্টারপ্রাইজ	৪৭.২১ ৫৩.১৭	
		০৫	২৭/০১/১৩ ০৪/০৮/১৩	জোসনা ইন্টারন্যাশনাল	৪৭.২১ ৫৩.২৯	
		০৬	২৭/০১/১৩ ০৫/০৮/১৩	রাফি ইন্টারন্যাশনাল	৪৭.২১ ৫৩.১১	
		৭.৮,৯,১০,১১,১২, ১৩ ও ১৪	**২৭/০১/১৩ ০৫/০৮/১৩**	**৮ টি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান**	**৪৭.২১ ৪৭.১১**	
২	মিরপুরস্থ দক্ষিণ পীরেরবাগ হোল্ডিং নং ২৭ পর্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	০৩/০৩/১৩ ১৩/০৫/১৩	ক্রিয়েটিভ ইন্টেরিয়র	৩৫.০৯ ৩৮.৯৪	
		০২	০৩/০৩/১৩ ১৪/০৫/১৩	রহমান ব্রাদাস	২০.৭৩ ২২.৯৭	
৩	উত্তর বাড্ডা নিরাময় ড্রাগ হাউজ হতে হোল্ডিং নং চ-১১০ এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	২০/০২/১৩ ০২/০৬/১৩	জাফরউলস্না খান চৌধুরী	২৫.৬৪ ২৮.১৫	
৪	সবুজবাগ মান্ডা মেইন রোড এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	২৩/০৩/১৩ ২৬/০৬/১৩	মক্কা টেডার্স	২১.৯৬ ২৫.১৬	
		০২	২৩/০৩/১৩ ২৩/০৬/১৩	এসএইচকে কনস্ট্রাকশন	২৪.৯৫ ২৭.৩০	
		০৩	২৩/০৩/১৩ ২৩/০৬/১৩	বরিশাল এন্টারপ্রাইজ	২৪.২৬ ২৭.৬৯	
		০৫	২৩/০৩/১৩ ২৩/০৬/১৩	এ আর সাঈদ এন্টারপ্রাইজ	২৮.৫৮ ৩১.৬২	
		০৬	২৩/০৩/১৩ ২৬/০৬/১৩	এফ ইসলাম এন্ড কোং	৩০.৫৫ ৩২.১৩	
৫	হাজারীবাগ খালে সিকদার মেডিকেল অংশে আরসিসি ইউ চ্যানেল ওয়াকওয়ে নির্মাণসহ খাল পুনঃখনন কাজ।	০৩	২৯/১২/১৩ ১৪/০৫/১৪	রিমি এন্টারপ্রাইজ	৬১.৭৪ ৬৩.৭১	
		০৬	০৯/০৪/১৪ ১৭/০৬/১৪	এইচএ কনস্ট্রাকশন	৭৫.৭৫ ৮৬.৯৯	

৬	আগারগাঁও হতে গ্রামীন ব্যাংক পর্যন্ত সড়কে বিভিন্ন ব্যাসের স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	২৩/০৪/১৩ ৩০/০৮/১৩	ইয়র্থ ট্রেডিং কর্পোরেশন	৩৫.২৬ ৩৬.১৯	
৭	**মিরপুরস্থ টোলারবাগ এলাকায় কল্যাণপুর 'খ' খালের উপর রোড ক্রসিংবক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ।**	**০১**	**১৪/০২/১৩ ১০/১২/১৩**	**কেয়া বিল্ডার্স**	**৪১.৯৪ ২৫.৮১**	
৮	আগারগাঁও হতে গ্রামীন ব্যাংক পর্যন্ত সড়কে স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মান এর জন্য মেশিনে প্রস্তুত আরসিসি পাইপ সরবরাহকরণ কাজ	০৫	- ১১/০৪/১৩	মুসলিম এন্টারপ্রাইজ	৪৫.৬০ ৫২.৩২	
৯	মিরপুর সেকশন ১০ হতে ১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাসের ব্রীক/স্টর্ম সুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	১৪/০২/১১ ৩০/০৪/১১	ব্রাদার্স কনস্ট্রাকশন	৩১.৬০ ৩৫.৭২	
		০২	১৪/০২/১১ ১০/০৫/১১	এফআর ট্রেডিং কর্পোঃ	২৬.৫৯ ৩০.০২	
		০৩	১৪/০২/১১ ১৩/০৪/১১	শ্যামলী এন্টারপ্রাইজ	৩৩.৬১ ৩৭.১৫	
		০৪	১৩/০৩/১১ ০৪/০৫/১১	সুজানগর এন্টারপ্রাইজ	১৮.৫০ ২১.২৪	
		০৫	১৩/০৩/১১ ০৩/০৬/১১	এলএ মার্কেটিং	৩১.৫৫ ৩৬.২০	
		০৬	২০/০৩/১১ ০৪/০৬/১১	মাহাতাব এন্টারপ্রাইজ	২২.১৫ ২৫.৪৪	
		০৭	১৩/০৩/১১ ১০/০৫/১১	এমআর এন্টারপ্রাইজ	২০.৩৪ ২৩.৩৪	
		০৮	২০/০৩/১১ ৩০/০৫/১১	হাবিব এন্ড কোং	২২.১১ ২৫.৩৭	
		০৯	১৭/০৪/১১ ১৫/০৭/১১	ন্যশনাল ডেভলপমেন্ট	৭০.৩৬ ৭৯.৪২	
		১০	২২/০৩/১১ ১৯/০৬/১১	দীপ্ত এন্টারপ্রাইজ	৭০.৩৫ ৭৮.৮২	
		১১	২২/০৩/১১ ১৬/০৬/১১	আলম ট্রেডার্স	৫৮.৮৪ ৫৬.৬৮	
		১২	২২/০৩/১১ ১৫/০৬/১১	এস আলম কনস্ট্রাকশন	৬০.২০ ৬৫.১৮	
		১৩	১৪/০২/১১ ৩১/০৫/১১	জননী এন্টারপ্রাইজ	২৫.২৩ ২৮.৪৭	
১০	উত্তরা মডেল টাউন সেক্টর-৪এ বিভিন্ন ব্যাসের স্টর্ম সুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০৬	১৩/০৩/১১ ২৩/০৫/১১	ক্রিয়েটিভ ইন্টরিয়র	৩৯.৯৩ ৪৪.৭৫	
১১	উত্তরা মডেল টাউন এলাকায় সেক্টর-৯ এ বিভিন্ন ব্যাসের স্টর্ম সুয়্যার লাইন নির্মাণ কাজ।	০৪	১৩/০৩/১১ ১৩/০৫/১১	ফরিদা এন্ড ইভা কনস্ট্রাকশন	৪৪.৪৭ ৪৮.১২	
১২	উত্তরা মডেল টাউন এলাকায়	০৩	১৩/০৩/১১	রহমান	৩৩.৯১	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নঃ	কাজের নাম	প্যাকেজ নং	কার্যাদেশের তারিখ কাজ সম্পাদনের তারিখ	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান	কার্যাদেশকৃত দর (পরিশোধিত বিল)	মন্তব্য
	সেক্টর-৬ ও ৮-এ বিভিন্ন ব্যাসের স্টর্ম সুয়্যার লাইন নির্মাণ কাজ।		২৫/০৫/১১	কর্পোরেশন	৩৭.৩৯	
১৩	উত্তরা মডেল টাউন এলাকায় সেক্টর-৪ ও ৬-এ বিভিন্ন ব্যাসের স্টর্ম সুয়্যার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	১৩/০৩/১১ ২৬/০৫/১১	রফিকুল ইসলাম	৪২.৯৯ ৪৯.০৫	
১৪	ইব্রাহীমপুর মেইন রোড ও পূর্ব শেওড়াপাড়া রোড বাইলেন এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের স্টর্ম সুয়্যার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	১৪/০২/১১ ২৭/০৫/১১	বিনিময় কনস্ট্রাকশন	৪২.৯৬ ৪৯.৩৪	
১৫	জীবন বীমা টাওয়ারের সামনে মতিঝিল এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের স্টর্ম সুয়্যার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	২৪/০৩/১১ ২২/০৫/১১	এমআরখান ট্রেডিং এন্ড কোং	১০.২৯ ১১.৫৯	
১৬	দক্ষিণ পীরেরবাগ ভাঙ্গা ব্রীজ হতে পশ্চিম আগারগাঁও বাইলেন এ বিভিন্ন ব্যাসের স্টর্ম সুয়্যার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	১১/০৫/১১ ০৭/০৬/১১	নিউট্রাল বিল্ডাস্	১৮.৯৪ ২১.৭৩	
১৭	উত্তরাস্থ রবীন্দ্র স্মরণী থেকে রাজলক্ষী কমপ্লেক্স পর্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের স্টর্ম সুয়্যার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	১৩/০৩/১১ ১৭/০৬/১১	মেসার্স তিতাস বাণির্জ্যিক প্রতিষ্ঠান	৩৭.১৩ ৩৯.১১	
১৮	রবীন্দ্র স্মরণী উত্তরা সেক্টও ৯ ও ১৪ আববাস গার্ডেন, ইব্রাহীমপুর, পূর্ব শেওড়াপাড়া, মান্ডা মেইন রোড এবং মালিবাগ রেললাইন বরাবর এলাকায় জলবদ্ধতা নিরসনে বিভিন্ন ব্যাসের আরসিসি পাইপ সরবরাহকরণ কাজ।	০১	০৮/০৩/১১ ০৩/০৫/১১	রটোবার্ন এন্ড কোঃ লিঃ	৬০.৩৭ ৬৫.৩০	
১৯	রবীন্দ্র স্মরণী উত্তরা সেক্টও ৪ আববাস গার্ডেন, ইব্রাহীমপুর, পূর্ব শেওড়াপাড়া, মান্ডা মেইন রোড এবং মালিবাগ রেললাইন বরাবর এলাকায় জলবদ্ধতা নিরসনে বিভিন্ন ব্যাসের আরসিসি পাইপ সরবরাহকরণ কাজ।	০৮	১৪/০২/১১ ১২/০৩/১১	স্বপ্না পাইপ ইন্ডাঃ	৬৪.৩৩ ৬৬.২২	
২০	পান্থপথ (রাসেল চত্বর) বক্স কালভার্ট হতে ধানমন্ডি রোড নং-১০ থেখে ০২ পর্যন্ত স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	১১/১২/১১ ১৪/০১/১২	বোনাস ইন্টারন্যাশনাল	১৭.১৭ ১৯.১৪	
		০৩	১১/১২/১১ ১৪/০১/১২	সজল ট্রেডার্স	২০.০২ ২২.৫৮	
		০৪	১১/১২/১১	দীপ্ত এন্টারপ্রাইজ	১৯.৬২	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নঃ	কাজের নাম	প্যাকেজ নং	কার্যাদেশের তারিখ কাজ সম্পাদনের তারিখ	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান	কার্যাদেশকৃত দর (পরিশোধিত বিল)	মন্তব্য
			১৬/০১/১২		২১.৫৮	
		০৫	১১/১২/১১ ১৫/০১/১২	ইফতেখার এন্ড ব্রাদ্রাস	১৬.১০ ১৭.৮৫	
		০৬	১১/১২/১১ ১৫/০১/১২	এ,কে ইন্টারন্যাশনাল	১৪.৯৫ ১৬.৯৭	
		০৭	১১/১২/১১ ১৬/০১/১২	সুজানগর এন্টারপ্রাইজ	১৪.৬১ ১৬.৩৮	
		০৮	১১/১২/১১ ১৬/০১/১২	নিউট্রাল বিল্ডার্স	১৩.৪০ ১৫.০০	
		০৯	১১/১২/১১ ১৮/০১/১২	গাজী রাইয়ান এন্টারপ্রাইজ	১৪.৩৫ ১৬.০৫	
		১০	১১/১২/১১ ১৮/০১/১২	নিলয় এন্টারপ্রাইজ	২১.৯১ ৩০.০৫	
		১১	১১/১২/১১ ১৫/০১/১২	এআর সাঈদ এন্টারপ্রাইজ	১৮.৯৮ ২১.২৭	
		১২	১১/১২/১১ ১৫/০১/১২	মিয়া এন্ড মিয়া বিল্ডার্স	২৭.৬০ ৩১.১৯	
		১৩	১১/১২/১১ ১৫/০১/১২	জহির এন্টারপ্রাইজ	২১.১৯ ২৩.৭৪	
২১	উত্তর গোড়ান হোল্ডিং নং-১০৩ হতে ২৫২/২ পর্যন্ত এলাকায় ৭৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০৬	১২/১২/১১ ২৬/০১/১২	ন্যাশনাল ইউনাটেড	২২.০২ ২৪.১৭	
২২	মালিবাগ রেল লাইন রোড (মৌচাক হতে শাহজাহানপুর ঝিল পর্যন্ত) স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ লাইন নির্মাণ কাজ।	০২	২০/১১/১১ ০৬/০৩/১১	ভাওয়াল বিল্ডার্স	৪২.০০ ৪৫.৯৮	
		০৩	১০/১২/১১ ২২/০২/১২	এসএ ট্রেডিং কর্পোরেশন	৩৮.০০ ৪৩.৫৭	
২৩	মালিবাগ মৌচাক মার্কেটের নিকট স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	২৪/০১/১২ ২০/০২/১২	প্রভা এন্টারপ্রাইজ	২২.৬৯ ২৬.০৭	
২৪	ধানমন্ডি পরিবাগ এলাকায় ১৮৩০, ১৬৮০, ১৫২৪, ১৩৭০, ১২০০, ১০৫০, ৯০০, ৭৫০, ৬০০ ও ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের স্টর্ম সুয়্যার লাইন নির্মাণ কাজের জন্য আরসিসি পাইপ সরবরাহকরণ কাজ।	০৪	০৪/০৮/১১ ০৫/১০/১১	আশা পাইপ ইন্ডাস্ট্রিজ	৫৭.১৮ ৫৯.১৪	
২৫	মোহাম্মদপুর রামচন্দ্রপুর খালের রোড নং-৩ এ ব্রীজ টাইপ বক্স কালভার্ট লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	১৫/১২/১১ ৩১/০৩/১২	মেসার্স মোনালিসা	৫৫.৮৫ ৬৩.৬১	
		০২	১৫/১২/১১ ১০/০৫/১২	বোনাস ইন্টারন্যাশনাল	৫৫.৬৯ ৬৩.৩০	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নঃ	কাজের নাম	প্যাকেজ নং	কার্যাদেশের তারিখ কাজ সম্পাদনের তারিখ	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান	কার্যাদেশকৃত দর (পরিশোধিত বিল)	মন্তব্য
		০৩	১৫/১২/১১ ০৭/০৪/১২	স্বপ্না কনস্ট্রাকশন	৪৭.৩৯ ৫৩.৯৮	
২৬	উত্তরাস্থ জসিম উদ্দিন এভিনিউ রোড নং-১০, সেক্টর-০১ এ ১৩৭০ ও ১২০০ মিঃমিঃ ব্যাসের স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	২৪/০১/১২ ২৫/০৩/১২	জাহারা কনস্ট্রাকশন	২৫.৯৬ ২৮.৪৮	
		০২	২৪/০১/১২ ২৫/০৩/১২	এমএইচখান ইন্টারন্যাশনাল	২৬.৯৫ ৩০.২৭	
২৭	উত্তরাস্থ রোড নং-১০ হতে মেইন রোড পর্যন্ত সেক্টও ০১ এ ১০৫০ ও ৯০০ মিঃমিঃ ব্যাসের স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০৭	২৪/০১/১২ ২৮/০৩/১২	প্রগতি ইন্টারন্যাশনাল	১৯.১২ ২০.৬৯	
২৮	উত্তরাস্থ রোড নং-৭, ৮ ও ১৪, সেক্টর-০৩ এলাকায় ১৩৭০, ১২০০ ও ৯০০ মিঃমিঃ ব্যাসের স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০৮	২৪/০১/১২ ৩০/০৩/১২	হাওলাদার ফাউন্ডেশন	২৭.৯৮ ৩০.৪৯	
		১০	২৪/০১/১২ ১২/০৩/১২	ডি,এস এন্টারপ্রাইজ	২৭.৫২ ৩০.৮০	
২৯	মিরপুর সেনপাড়া পর্বতা এলাকায় স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	২৯/০১/১২ ০৪/০৪/১২	মোলস্না ট্রেড এন্ড কমার্স	৩২.৯৪ ৩৫.৬১	
		০২	২৯/০১/১২ ০৪/০৪/১২	নিউট্রাল বিল্ডার্স	৩৩.২১ ৩৬.৫১	
		০৩	২৯/০১/১২ ০৩/০৫/১২	এমআর এন্টারপ্রাইজ	৩৩.১৬ ৩৬.১৪	
		০৫	২৯/০১/১২ ২৪/০৫/১২	জহির এন্টারপ্রাইজ	৩১.২৭ ৩৫.৮৪	
		০৬	২৯/০১/১২ ২৭/০৫/১২	ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	৩৬.৭৬ ৪২.২০	
৩০	মোহাম্মদপুর রামচন্দ্রপুর খালে ওয়াক ওয়ে নির্মাণ কাজ।	০১	২৯/০১/১২ ০২/০৪/১২	এআর সাঈদ এন্টারপ্রাইজ	৩৪.৯৩ ৪০.১৬	
		০২	২৯/০১/১২ ০২/০৪/১২	ক্রিয়েটিভ ইন্টেরিয়র	৩৪.৬৫ ৩৯.৫০	
৩১	কদমতলা ব্রীজ হতে হোল্ডিং নং১/৩ পর্যন্ত ১০৫০ ও ৭৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের স্টর্ম সুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	১১/০৫/১১ ১৬/০১/১২	ইভা এন্টারপ্রাইজ	১৯.৭৮ ২২.১৭	
৩২	হোটেল সাকুরা হতে পরিবাগ পর্যন্ত ১০৫০, ৯০০ ও ৭৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের স্টর্ম সুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	১৫/১২/১১ ১০/০২/১২	মিয়া এন্ড মিয়া বিল্ডার্স	৩৯.৮৭ ৪৪.৮৯	
৩৩	শাজাহানপুর কলোনী এলাকার পরিবর্তে ধানমন্ডি রোড-৪ ও ৫ এলাকায় ৯০০ ও ৭৫০ মিঃমিঃ	০১	২৬/০১/১২ ০৮/০৩/১২	মিয়া এন্ড মিয়া বিল্ডার্স	৪১.০৪ ৪৬.৪৯	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নঃ	কাজের নাম	প্যাকেজ নং	কার্যাদেশের তারিখ কাজ সম্পাদনের তারিখ	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান	কার্যাদেশকৃত দর (পরিশোধিত বিল)	মন্তব্য
	ব্যাসের স্টর্ম সুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।					
৩৪	মিন্টু রোডের পরিবর্তে ধানমন্ডি রোড-৬, ৭, ৮ ও ৯ এলাকায় ৭৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের স্টর্ম সুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	২৬/০১/১২ ২০/০২/১২	সজল ট্রেডার্স	৩০.০৬ ৩৩.৮১	
৩৫	কবি জসিম উদ্দিন রোড কমলাপুর এলাকায় ১০৫০, ৯০০ ও ৭৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের স্টর্ম সুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	০২/০৫/১১ ২৩/০২/১২	হাবিব এন্ড কোং	২২.৩৯ ২৪.৯৭	
		০২	১২/১২/১১ ২৮/০২/১২	বোনাস ইন্টারন্যাশনাল	২৫.৪৯ ২৭.৪৯	

১২.৩ **<u>দরপত্র আহবান ছাড়া সরাসরি কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ</u>** : সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্পটির আওতায় ক্রয় কার্যক্রম উম্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পাদনের সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় বেশ কিছু ক্রয় কার্যক্রম ছোট ছোট লটে বিভক্ত করে সংস্থার রুটিন ওয়ার্কের আদলে উম্মুক্ত দরপত্র আহবান না করে সরাসরি ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে, এ সংক্রান্ত ক্রয় কার্যক্রম নিমেণর সারণীতে উ ল্লেখ করা হলো। যা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থি কাজ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নঃ	কাজের নাম	প্যাকেজ নং	কার্যাদেশের তারিখ কাজ সম্পাদনের তারিখ	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান	কার্যাদেশকৃত দর (পরিশোধিত বিল)	মন্তব্য
১	মিরপুর কাজীপাড়া এলাকায় রোকেয়া সরণীতে ক্যাচপিট নির্মাণ কাজ	০১	১৪/০২/১৩ ০৫/০৩/১৩	কেয়া এন্টারপ্রাইজ	৪.৯৭ ৪.৯৭	
২	ধানমন্ডি রোড নং-২ এলাকায় ৬০০ মিঃমিঃ ব্যাসের স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	২৭/০৫/১৩ ২৬/০৬/১৩	প্রিন্স ট্রেডিং কর্পোরেশন	৪.৯৭ ৪.৯৫	
৩	মিরপুরস্থ আগারগাঁও গ্রামীন ব্যাংক রোডে ম্যানহোল উচুকরণ কাজ।	০১	১৭/০৪/১৩ ১৫/০৫/১৩	আভিক ট্রেডার্স	৪.৯৮ ৪.৯৭	
৪	ধানমন্ডি রোড নং-২ হতে ১০ পর্যন্ত এলাকায় ক্যাচপিট নির্মাণ কাজ।	০১	১৪/০২/১৩ ০৫/০৩/১৩	রাফি ইন্টারন্যাশনাল	৪.৯৭ ৪.৯৬	
৫	মিরপুরস্থ পলস্নবী এলাকায় দুয়ারীপাড়া খাল পুনঃখনন কাজ।	০১	১৪/০২/১৩ ১১/০৩/১৩	সজল ট্রেডার্স	৪.৯৩ ৪.৯১	
৬	ধানমন্ডি রোড নং-৩ এ ৭৫০ মিঃমিঃ ডায়া ব্যাসের স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ কাজ।	০১	১৪/০২/১৩ ১৪/০৩/১৩	তাহিন কনস্ট্রাকশন	৪.৯৭ ৪.৯৭	
		০২	১৪/০২/১৩ ১৪/০৩/১৩	নিউট্রাল বিল্ডার্স	৪.৯৬ ৪.৯৬	
৭	দুয়ারীপাড়া খালের সাথে ১৮৩০ ও ১০৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের স্টর্ম স্যুয়ার পাইপের আমত্মঃসংযোগ কাজ।	০১	০৬/০১/১৪ ০/০১/১৪	মিয়া এন্ড মিয়া বিল্ডার্স	৪.৯৩ ৪.৮২	

৮	সবুজবাগস্থ মান্ডা মেইন রোড এলাকায় ক্যাচপিট নির্মাণ কাজ।	০১	০৬/০১/১৪ ২০/০১/১৪	জোসণা ইন্টারন্যাশনাল	৪.৯৫ ৪.৯৪	
৯	আগারগাঁওস্থ ভাঙ্গা ব্রীজ সংলগ্ন রাস্তায় ক্যাচপিট নির্মাণ কাজ।		০৬/০১/১৪ ২০/০১/১৪	ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	৪.৯৪ ৪.৯৩	
১০	হাজারীবাগ খালে ইউ চ্যানেল নির্মাণের লক্ষ সিকদার মেডিকেল অংশে ও কালুনগর অংশে সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশন কাজ।	০১	১৮/১২/১৩ ০৬/০১/১৪	ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	৪.৯৬ ৪.৯৬	
১১	মিরপুর ১০ হইতে মিরপুর ১৪ পর্যন্ত এলাকায় ক্যাচপিট নির্মাণ কাজ।	০১	১৫/১২/১৩ ১১/০১/১৪	তাহিন কনস্ট্রাকশন	৪.৯৪ ৪.৯৩	
১২	মিরপুর পলস্নবী এলাকায় দুয়ারীপাড়া খালের পশ্চিম পাশে বালু ভরাট কাজ পার্ট-এ।	০১	১৮/১২/১৩ ১১/০১/১৪	এমআরখান ট্রেডিং	৪.৯৪ ৪.৯২	
১৩	সবুজবাগস্থ মান্ডা ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় শালবোলস্না সরবরাহ ও স্থাপন সহ মাটি ভরাট কাজ।	০১	১৮/১২/১৩ ২৯/১২/১৩	ফরিদা এন্ড ইভা কনস্ট্রাকশন	৪.৯৭ ৪.৯৭	
১৪	মিরমপুর পলস্নবী এলাকায় দুয়ারীপাড়া খালের পশ্চিম পাশে বালু ভরাট কাজ পার্ট-বি।	০১	০৯/০৪/১৪ ০৬/০৫/১৪	জোসণা ইন্টারন্যাশনাল	৪.৯৪ ৪.৯১	
১৫	ড্রেনেজ আর এর ডি বিভাগ-১ এর বিভিন্ন কাজের টেন্ডার সিডিউল তৈরীকরন সহ বাধাইকরণ কাজ।	০১	১০/০৩/১৪ ১৬/০৩/১৪	রেজাউল এন্ড ব্রাদাস	১.৭৩ ১.৭৩	
১৬	মিরপুর শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের সম্মুখে ক্যাচপিট নির্মাণ কাজ।	০১	০৪/১২/১ ১৮/১২/১১	ওয়ালী এন্ড ব্রাদার্স	৪.৯৯ ৪.৯৮	

১২.৪ **প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনঃনির্মাণ বাবদ ২৬৯৩.৬৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হলেও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক যথাযথ মানে পুনঃনির্মাণ করা হয়নিঃ**

পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ঢাকা ওয়াসার পাইপ ড্রেন স্থাপনকালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনঃনির্মাণ বাবদ ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক সিটি কর্পোরেশনের চাহিদাকৃত ২৬৯৩.৬৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক স্থাপনকৃত পাইপ ড্রেন এলাকার সড়কসমূহ যথাযথ মানসম্মতভাবে নির্মাণ করা হয়নি। এমনকি সড়ক নিমাণকালে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সদ্য নির্মিত পাইপ ড্রেন, ম্যানহোল, সাইড ড্রেন ইত্যাদি কারিগরি বিষয় বিবেচনাপূর্বক রোড ডিজাইন না করায় সড়কটিতে কোন ক্যামবার, গ্রেড, স্লোপ কোন কিছুই সঠিকভাবে নির্মাণ করা হয়নি। ফলে আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহ ব্যবহারে সড়ক ব্যবহারকারীদের অসন্তোষ্টি পরিলক্ষিত হয়েছে।

১২.৫ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত না হওয়াঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের ল ক্ষ্যে ষ্ট্রর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণ ও সড়ক ক্রসিং এ বক্স কালভার্ট নির্মাণ এবং খাল উন্নয়নের মাধ্যমে নগরবাসীর জন্য পরিবেশ বান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই আবাসন নিশ্চিত করা। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় ষ্ট্রর্ম স্যুয়ার লাইন ও সড়ক ক্রসিং এ বক্স কালভার্ট নির্মাণ এবং খাল পুনঃখনন/উন্নয়ন করা হলেও ড্রেন, খাল ও আরসিসি বক্স কালভার্টের নিচে Solid Waste Dumping এর কারণে পানি নিষ্কাষণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেন ও উন্নয়ন/পুনঃখননকৃত খালসমূহ ব্যবহার অনুপোযোগী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা মহানগরীর জলবদ্ধতা নিরসনে সমস্যার সাময়িকভাবে সমাধান হলেও দীর্ঘমেয়াদে তা টেকসই হবে না।

১২.৬ একই মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা হওয়া সত্বেও প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বয়হীনাতার কারণে আর্থিক অপচয়ঃ

ঢাকা ওয়াসা ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্ত সংস্থা হওয়া সত্বেও ঢাকা ওয়াসার পাইপ ড্রেন স্থাপনের কারণে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনঃনির্মাণ বাবদ অর্থ ব্যয় হয় ২৬৯৩.৬৭ লক্ষ টাকা। আলোচ্য প্রকল্প ছাড়াও অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, একই এলাকায় বিশেষ করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উভয় সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন ও গ্রহণকালে যথাযথ সমন্বয় না থাকায় একই কাজ করার জন্য বারবার সরকারের দ্বৈত অর্থ ব্যয় হচ্ছে। যেমন-সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রথমত কোন এলাকায় সড়ক নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত সড়ক এলাকাতেই আবার ওয়াসার কাজের জন্য সড়কে গর্ত করে পাইপ ড্রেন স্থাপন করা হয়। ফলে সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর জন্য সড়ক পুনঃনির্মাণ বাবদ আবার সরকারী অর্থের অপচয় হয়; যা এ দুটি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য যে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা ওয়াসা স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ দু'টি সংস্থা। একই বিভাগের অধীনস্থ এ দু'টি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়পূর্বক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে কাজের দ্বৈততা পরিহার করা যায় এবং একটি সংস্থা কর্তৃক কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরপরই অন্য সংস্থার কাজ বাস্তবায়নের জন্য পূর্বের কাজ ভাংগার প্রয়োজনীয়তা পরিহার করা যায়। ফলে জনদুর্ভোগ হ্রাস পায় এবং অর্থের সাশ্রয় হয়।

১২.৭ অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়াঃ

সরকারী ব্যয়ে যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বছরভিত্তিক অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং উক্ত অডিটে সৃষ্ট সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ সাল হতে শুরু হয়ে জুন, ২০১৪-এ সমাপ্ত হলেও এ সময়ে কোন প্রকার অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি।

১২.৮ নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত না করা :

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায়, মোহাম্মদপুর-আদাবর এলাকায় নির্মিত সড়ক ক্রসিং এ নির্মিত আরসিসি বক্স কালভার্টের নির্মাণ কাজ নিম্নমানের প্রতীয়মান হয়েছে। আরসিসি বক্স কালভার্টের স্লাবের রড বের হয়ে যেতে দেখা যায়। আরসিসি বক্স কালভার্টটি নির্মাণকালে সঠিক অনুপাতে কাস্টিং না করা এবং পর্যাপ্ত মনিটরিং এর অভাবে নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিম্নমানের প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত খালে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ ও স্থাপন যথাযথভাবে করা হয়নি। ফলে খালের ধারে কোথাও কোথাও রিটেইনিং ওয়াল বাঁকা হয়ে যেতে দেখা যায়।

১৩। আইএমইডি'র মতামতঃ

১৩.১ অনুমোদিত ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক ক্রয় প্যাকেজ না করে ছোট ছোট প্যাকেজে ঠিকাদার নিয়োগ করার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখবে এবং অনিয়মের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিবে (অনুঃ ১২.১)।

১৩.২ প্রকল্পটির আওতায় প্রায় ৮০টির বেশী প্যাকেজে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি হতে বেশী বিল পরিশোধ করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখবে এবং অনিয়ম হয়ে থাকলে যথাযথ ব্যবস্থা নিবে (অনুঃ ১২.২)।

১৩.৩ অনুমোদিত ডিপিপিতে সকল ক্রয় কার্যক্রম উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে সম্পাদনের সংস্থান থাকলেও তা না করে সংস্থার রুটিন ওয়ার্কের আদলে বেশ কিছু পূর্ত কাজ ছোট লটে বিভক্ত করে সরাসরি ঠিকাদার নিয়োগ করার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখবে এবং অনিয়ম হয়ে থাকলে যথাযথ ব্যবস্থা নিবে (অনুঃ ১২.৩)।

১৩.৪ প্রকল্পটির আওতায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বাবদ ২৬৯৩.৬৭ ল ক্ষ টাকা প্রদান করা হলেও সড়কসমূহের নির্মাণ কাজ নিম্নমানের হওয়ার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখতে পারে (অনুঃ ১২.৪)।

১৩.৫ প্রকল্পটির উদ্দেশ্যে অর্জন বিশেষ করে মহানগরীর স্থায়ী জলাবদ্ধতা নিরসন এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাইপ ড্রেন, খাল ও আরসিসি বক্স কালভার্টসমুহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (অনুঃ ১২.৫)।

১৩.৬ সরকারী অর্থের অপচয় ও একই কাজে সরকারী অর্থের দ্বৈত ব্যবহার পরিহারকল্পে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ভবিষ্যতে যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উভয় সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ বিবেচনা করতে পারে (অনুঃ ১২.৬)।

১৩.৭ সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃংখলা মোতাবেক প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত খরচের বিষয়ে অডিট কার্যক্রম সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ১২.৭)।

১৩.৮ প্রকল্পটির আওতায় আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ, পুনঃখননকৃত খালের পাশে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজের গুণগতমান যথাযথ মানে না হওয়ার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ বুয়েট বা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে (অনুঃ ১২.৫)।

১৩.৯ অনুচ্ছেদ ১৩.১-১৩.৮ পর্যন্ত মতামতের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগেকে অবহিত করবে।

টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট ফর খিলক্ষেত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

১।		প্রকল্পের নাম	:	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট ফর খিলক্ষেত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট
২।		বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ঢাকা ওয়াশা
৩।		উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	**স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণলায়/স্থানীয় সরকার বিভাগ**
৪।		প্রকল্পের প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৭৮০.০০ লক্ষ টাকা
	৪.১	মূল অনুমোদিত	:	৭৮০.০০ লক্ষ টাকা
	৪.৪	প্রকৃত ব্যয়	:	৭৫৬.০০ লক্ষ টাকা
	৪.৫	অতিরিক্ত ব্যয় (অনুমোদিত ব্যয়ের)	:	-
৫।	৫.১	অনুমোদিত মূল বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪
	৫.৫	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের)		-
৬।	৬.১	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	বাস্তব অগ্রগতি ১০০%, আর্থিক অগ্রগতি ১০০% (Inkindসহ)

৭। **প্রকল্পের পটভূমি :**

২০১৫ সালের মধ্যে সকল আরবান এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং পূর্ণ সেনিটেশন নিশ্চিতকরণ সরকারের লক্ষ্যমাত্রা। কিন্তু শহর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় বৃদ্ধির হার হতে অনেক বেশী হওয়ায় এ লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করা দেশের জন্য সুকঠিন। ঢাকা ওয়াসা ঢাকা শহরের পানি সরবরাহ, পয়নিষ্কাশন ও পানি নিষ্কাশনের কাজে নিয়োজিত। ঢাকা শহর জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে দেশের ক্রম বিকাশমান একটি শহর। এ শহরের অধিবাসীদের নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ করতে সরকারের আহ্বানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) খিলক্ষেত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে বিস্তারিত সমীক্ষার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করে।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো খিলক্ষেত পানি সরবরাহ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিজাইন প্রণয়ন;

৯। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :**

প্রকল্পটি ৭৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১(এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

১০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী মাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
পরামর্শক:						
আন্তর্জাতিক	জনমাস	৩৮৯.৭৬	২০	৩৮৯.৭৬	২০	
স্থানীয়	জনমাস	১০২.৮১	৩৬	১০২.৮১	৩৬	
প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ		২১.০০		২১.০০		
সম্পদ সংগ্রহ						
কম্পিউটার/ফটো:/প্রি: ইত্যাদি	-	৮.৩০	-	৫.৫৭	-	
সমীক্ষা	গুচ্ছ	১৪২.৮	গুচ্ছ	১৪২.৮	গুচ্ছ	
বিবিধ	গুচ্ছ	৯১.৩৩	গুচ্ছ	৯৪.০৬	গুচ্ছ	
সর্বমোট =		**৭৫৬.০০**		**৭৫৬.০০**		

১১। **কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ আছে কিনা :** সকল প্রয়োজনীয় অংগের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন / খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মেয়াদকাল
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০০১-০৭-২০১২		০৬-০৬-২০১৩
জনাব কবীর আহমেদ খান	পূর্ণকালীন	০৬-০৬-২০১৩		০১-০১-২০১৪
জনাব মো: আবুল কাসেম	পূর্ণকালীন	০১-০১-২০১৪		১৭-০২-২০১৪
জনাব মো: মাহমুদুল ইসলাম	পূর্ণকালীন	১৭-০২-২০১৪		৩০-০৬-২০১৪

১৩। **অডিট সংক্রান্ত :** অডিট হয়নি।

১৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

প্রকল্পের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের সাফল্য সমুহ সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
(১) পরামর্শক খিলক্ষেত পানি সরবরাহ প্রকল্প-এর সমীক্ষা, বিস্তারিত নকশা, স্কোপ, প্রকল্পের যৌক্তিকতা, অর্থায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;	(১) এ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে; (২) এ সমীক্ষা প্রকল্পটি মূল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ঋণ গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা এবং মূল প্রকল্পটি শুরু করতে সহায়তা করছে।

১৫। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জন না হলে এর কারণ : প্রযোজ্য নয়।

১৬। **আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:**

১৬.১ প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, ডিজাইন ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে;

১৬.২ এ সমীক্ষা প্রকল্পের আলোকে মূল প্রকল্প শুরুর কার্যক্রম চলছে।

১৭। আইএমইডি'র মতামত:

১৭.১ প্রকল্পটিরExternal Audit সম্পাদনপূর্বকআইএমইবিভাগকেঅবহিতকরা যেতেপারে।

"পলিউশন কন্ট্রোল মেজারস অব গুলশান-বারিধারা লেক বাই ডাইভার্টিং দ্যা ড্রেনেজ আউটলেটস (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান ঢাকা মহানগর এলাকা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঢাকা ওয়াসা।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৯৪৯.০০	৫৪০০.০০	৪৬৩৪.০০	জুলাই, ১০ হতে জুন, ১২	জুলাই, ১০ হতে জুন, ১৪	জুলাই, ১০ হতে জুন, ১৪	-	২ বছর (১০০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	**ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ**	**একক**	**ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
			বাস্তব	**আর্থিক**	**বাস্তব (%)**	**আর্থিক (%)**
১.০	**ভৌত কাজ**	**ঞ**				
১.১	পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ (১৮৩০-৭৫০ মি. মি. ব্যাস)	কি. মি.	১৫.০০	২৫৬০.০০	১৫.০০ (১০০)	২০৯৩.০০
১.২	রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণ চার্জ ১৫.০০ কি. মি.	কি. মি.	১৫.০০	১৪০০.০০	১৫.০০ (১০০)	১২৭১.০০
২.০	**পণ্য/যন্ত্রপাতি/মালামাল/সরঞ্জাদি সংগ্রহ**	**ঞ**				
২.১	পাইপ সংগ্রহ (১৯৩০-৭৫০ মি. মি. ব্যাস)	কি. মি.	১৫.০০	১২৫০.০০	১৪.০০ (৯৩.৩৩)	১১৪২.০০
২.২	ম্যানহোল কভার (এফ জি. সি. আই.) সংগ্রহ	সংখ্যা	৭৫০	১৬০.০০	৭৫০.০০ (১০০)	১৬০.০০
৩.০	**পরামর্শক সেবা গ্রহনঃ**					
৩.১	সাপস্নাই এন্ড সার্ভিসেস (কনসালটেন্সি)	জনমাস	০৮	১৫.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০
৪.০	**কন্টিনজেন্সীঃ**					
৪.১	স্টিয়ারিং কমিটি, পিআইসি, টিইসি সদস্যদের সম্মানি, প্রিন্টিং ও স্টেশনারী এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যয়	থোক	-	১৫.০০	-	১৫.০০ (১০০)
সর্বমোট =			১০০%	**৪৫৫৭.০০**	**১০০%**	**৪৬৩৪.০০ (৮৫.৮১৫)**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির আওতায় সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক ৭৫০ মিঃমিঃ হতে ১৯৩০ মিঃমিঃ ব্যসের মোট ১৫ কিঃমিঃ পাইপ ক্রয় বাবদ ১২৫০.০০ ল ক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও ১১৪২.০০ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪.০০ কিঃমিঃ পাইপ ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পটির আওতায় ৮ জনমাস পরামর্শক সেবা বাবদ ১৫.০০ ল ক্ষ টাকার সংস্থান থাকলেও বাস্তব প্রয়োজনে না হওয়ায় এ খাতে সংস্থানকৃত অর্থ অব্যয়িত থেকে যায়। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, ষ্ট্রর্ম স্যুয়ারে নির্দিষ্ট দুরত্ব পরপর ম্যানহোল দেয়ার প্রয়োজন হয় বিধায় ষ্ট্রর্ম স্যুয়ারের মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় পাইপের দৈর্ঘ্য কম হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ম্যানহোলের দৈর্ঘ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক ১৫ কিঃমিঃ পাইপ ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও ষ্ট্রর্ম স্যুয়ার ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ার পর দেখা যায় যে, মাত্র ১৪ কিঃমিঃ পাইপ ক্রয়ের প্রয়োজন এবং অবশিষ্ট ১ কিঃমিঃ ম্যানহোলের দৈর্ঘ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে। ফলে ১ কিঃমিঃ পাইপ ক্রয় করার প্রয়োজন হয়নি। পরামর্শক নিয়োগের বিষয়ে তিনি জানান, অন্যদিকে প্রাথমিকভাবে পরামর্শক নিয়োগ করে আলোচ্য প্রকল্পের নক্সা প্রণয়নের পরিকল্পনা ছিল। তদানুযায়ী ডিপিপিতে ৮ জনমাস পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান ছিল। তবে পরবর্তিতে ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব প্লানিং ডিজাইন বিভাগ দিয়ে আলোচ্য প্রকল্পের নক্সা প্রণীত হওয়ায় পরামর্শক নিয়োগের প্রয়োজন হয়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ**

ঢাকা মহানগরীর গুলশান, বনানী, বারিধারা এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন, নান্দনিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও এলাকাবাসীকে পরিবেশ সম্মত সুবিধা প্রদানের জন্য লেকগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যমান লেক গুলো বর্তমানে ড্রেনেজ আউটলেট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর উত্তরাংশে অবস্থিত গুলশান বারিধারা লেকটি বহুদিন যাবত ড্রেনেজ নিস্কাশনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উক্ত ড্রেনেজ লাইন এবং লেকের পানি মাত্রাতিরিক্ত দূষিত এবং দূর্গন্ধময় হয়ে পড়েছে। বারিধারা এলাকা ঢাকা ওয়াসার স্যুয়ারেজ সিস্টেম এর আওতাভুক্ত হয়নি। এলাকাটিতে ঢাকা ওয়াসার কোন ষ্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নেই । এ কারণে বাসাবাড়ীর বর্জ্য নিস্কাশন লাইন লেকের মধ্যে সংযোগ দেয়ায় লেকের পানি প্রতিনিয়ত দূষিত হয়ে লেকের সৌন্দর্য্য বিনষ্টসহ অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করছে। ফলে অভিজাত এই এলাকাসমূহের পরিবেশ ক্রমান্বয়ে অসহনীয় হয়ে পড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে গুলশান ও বারিধারা লেক এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণের মাধ্যমে এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও লেকে পতিত ড্রেনেজ লাইনগুলো নিস্কাশন খালে সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে লেকের দুষন রোধ ও এলাকার পরিবশে উন্নয়নের ল ক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

৭.২। **উদ্দেশ্যঃ** গুলশান ও বারিধারা লেক এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণের মাধ্যমে এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও লেকে পতিত ড্রেনেজ লাইনগুলো নিস্কাশন খালে সংযোগ প্রদান করে লেকের দুষন রোধের মাধ্যমে নগরবাসীর পরিবেশ বান্ধব সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ**

প্রকল্পটি ০২/১১/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তীতে ০৯/১০/২০১০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ বিষয়ে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৪৯৪৯.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৪৪৪৯.০০ ল ক্ষ টাকা ও ঢাকা ওয়াশার নিজস্ব ৫০০.০০ ল ক্ষ টাকা এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২। পরবর্তীতে পরিবর্তিত নকশা অনুযায়ী বৃহত্তর পাইপের পরিবর্তে অপে ক্ষাকৃত কম ব্যাসের অধিক পাইপের নির্ধারণ, পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজের পরিমান বৃদ্ধি এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সড়ক পুনঃনির্মাণে ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে ১৫/০৩/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার, পলিস্ন উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২/০৫/২০১২ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। উক্ত সংশোধিত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৫৪০০.০০ ল ক্ষ টাকা, যার সম্পূর্ণই জিওবি এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩। পরবর্তীতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় আইএই বিভাগের সুপারিশের প্রে ক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপ ক্ষ কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৪। **বছর ভিত্তিক ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি ও আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে)**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা		এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	মন্তব্য
	মূল	সংশোধিত (১ম)				
২০১০-১১	২০১১.০০	-	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	
২০১১-১২	২৯৩৮.০০	২৫০০.০০	১৮০০.০০	১৮৫৬.২৫	১৮৫৬.২৫	
২০১২-১৩	০.০০	২৯০০.০০	১৩৫০.০০	১৩৩৮.৭৫	১৩৩৮.৭৫	
২০১৩-১৪	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১৩৩৯.০০	১৩৩৯.০০	
মোট	৪৯৪৯.০০	৫৪০০.০০	৪৭৫০.০০	৪৬৩৪.০০	৪৬৩৪.০০	

৭.৫। **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৫৪০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে সমাপ্তিকাল (জুন, ২০১৪) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৬৩৪.০০ লক্ষ টাকা, যা সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের ৮৫.৮১%। এ ব্যয়ের মধ্যে ১১৪২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৫০ মিঃমিঃ হতে ১৮৩০ মিঃমিঃ ব্যাসের ১৪ কিঃমিঃ পাইপ ক্রয়, ১১৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকনাসহ ৭৫০ টি ম্যানহোল কাভার স্থাপন, ২০৯৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ কিঃমিঃ পাইপ ড্রেন স্থাপন এবং ওয়াশার পাইপ ড্রেন স্থাপনের কারণে সিটি কর্পোরেশনের ১৫ কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনঃনির্মাণ বাবদ ১২৭১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

৭.৬। **প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ** প্রকল্পের শুরু হতে ঢাকা ওয়াসার তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় সহযোগিতার জন্য ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী মূলত মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির সার্বিক বাসত্মাবায়নের দায়িত্বে ছিলেন। প্রকল্পের শুরু হতে হতে সমাপ্তি পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী প্রকল্প পরিচালকের তথ্য নিম্নের সারণীতে দেয়া হলোঃ

ক্রঃনঃ	কর্মকর্তার নাম, পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	কতটি প্রকল্পর দায়িত্ব পালন করেন	মেয়াদকাল
১	জনাব জি, এন, এম শওকত হায়াত খান প্রকল্প পরিচালক, পিসিএমজিবিএল প্রকল্প ঢাকা ওয়াসা	পূর্ণকালীণ		১৭/০৮/০৯-২৮/০২/১১
২	জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান প্রকল্প পরিচালক, পিসিএমজিবিএল প্রকল্প ঢাকা ওয়াসা	পূর্ণকালীণ		২৮/০২/১১-প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
গুলশান ও বারিধারা লেক এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় ষ্টর্ম স্যুয়ার লাইন নির্মাণের মাধ্যমে এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও লেকে পতিত ড্রেনেজ লাইনগুলো নিস্কাশন খালে সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে লেকের দুষন রোধ ও এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন।	প্রকল্পের আওতায় মোট ১৫.০০ কিঃমিঃ পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ এবং ৭৫০ টি ম্যানহোল কভার স্থাপন করার ফলে গুলশান ও বারিধারা লেক এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও লেকে পতিত ড্রেনেজ লাইনগুলো নিস্কাশন খালে সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে লেকের দুষন রোধ ও এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে বলে পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়।

৯। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ :**প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পটি সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ০৮/১০/২০১৫ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান, ওয়াশার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম, সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

১০.১ **প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ** প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পটির আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক গুলশান বারিধারা এলাকায় ৭৫০ মিঃমিঃ ব্যাস থেকে ১৮৩০ মিঃমিঃ ব্যাসের মোট ১৫ কিঃমিঃ স্টর্ম সুয়ারেজ লাইন এবং ৭৫০টি ঢাকনাসহ ম্যানহোল স্থাপন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের সারণীতে দেয়া হলোঃ

ক্রঃনঃ	ব্যাস (মিঃমিঃ)	দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	কাজের এলাকা	মন্তব্য
১	১৮৩০	০.৯১৩	গুলশান শুটিং ক্লাব হতে গুলশান সার্কেল-১ পর্যন্ত।	
২	১৬৮০	১.২৮২	গুলশান সার্কেল-১ হতে রোড নং-১১৬, গুলশান পর্যন্ত।	
৩	১৫২৪	০.৯৭৫	রোড নং-১১৬, গুলশান হতে সৌদি দুতাবাস পর্যন্ত	
৪	১৩৭০	০.২২৮	সৌদি দুতাবাস হতে সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৫ পর্যন্ত	
৫	১২০০	০.৪৬৫	কর্পোরেশন অঞ্চল-৫ হতে ৮৮ নং রোড পর্যন্ত	
৬	১০৫০	২.৫৫	৮৮ নং রোড হতে ইউনাইটেড হসপিটাল ও বারিধারা এলাকা	
৭	৯০০	৩.৮৩৩	শাহজাদপুর, দক্ষিণ বাড্ডা, উত্তর বাড্ডা, মধ্য বাড্ডা এলাকা	
৮	৭৫০	৪.৭৫৪	শাহজাদপুর, দক্ষিণ বাড্ডা, উত্তর বাড্ডা, মধ্য বাড্ডা এলাকা	
	মোট	**১৫.০০**		

পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ কিঃমিঃ পাইপ ড্রেন স্থাপন এবং গুলশান ও বারিধারা লেকে পতিত ড্রেনেজ লাইনগুলো নিষ্কাশন খালে সংযোগ প্রদান করায় ড্রেনের পানি নামার দরম্নণ সৃষ্ট লেকের পানি দুষন বন্ধ হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনায় জানা যায়, প্রকল্পের আওতায় পাইপ ড্রেন স্থাপন করায় প্রকল্প এলাকায় জলবদ্ধতা নিরসন হয়েছে।

১০.২ **প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ম্যানহোলের প্রবেশমুখ পরিষ্কার না রাখাঃ**

চিত্র-১: গুলশান এলাকায় নির্মিত ম্যানহোলের প্রবেশমুখে ময়লা-আবর্জনা ফেলায় তা দ্রুত অকার্যকর হয়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত করবে।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্পটির গুলশান এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ম্যানহোলের প্রবেশমুখে ময়লা-আবর্জনা ফেলতে দেখা যায়, যা একসময় ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে অকার্যকর করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে সড়ক ব্যবহারকারীসহ আশেপাশে বসবাসকারী জনগণকে সচেতন করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যথায় আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেনসমূহ দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হবার সম্ভাবনা কম।

১০.৩ **প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ওয়াসার কর্তৃক পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজের দ রুণ ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক যথাযথ মানসম্মতভাবে পুনঃনির্মাণ/মেরামত না করাঃ**

চিত্র-২০ঃ গুলশান এলাকায় প্রকল্পের আওতায় পাইপ ড্রেন নির্মাণকালে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনঃনির্মাণ বাবদ ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ বাবদ ১২৭১.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মানসম্মতভাবে নির্মাণ করা হয়নি।

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্পটির গুলশান এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পাইপ ড্রেন নির্মাণকালে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক পুনঃনির্মাণ বাবদ ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশকে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১২৭১.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক যথাযথ মানসম্মতভাবে নির্মাণ না করায় সড়কের মাঝে অসংখ্য গর্ত হতে দেখা যায়। এছাড়া সড়কটি নির্মাণকালে ওয়াসা কর্তৃক নির্মিত পাইপ ড্রেনের ম্যানহোল, সাইড ড্রেন ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক সড়কের ক্যামবার, গ্রেড মেইনটেইন করা হয়নি। ফলে সড়কটি দিয়ে স্বাচ্ছন্দে যানচলাচল করতে অসুবিধা হতে দেখা যায়। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাইপ ড্রেনের ম্যানহোল, সাইড ড্রেন ইত্যাদির সাথে সমন্বয়পূর্বক রোড ডিজাইন না করার দরুণ গাড়ীর চাকার প্রেসারে ম্যানহোলসমূহে খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভবনা রয়েছে।

১১। **প্রকল্পের আওতায় ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ** প্রকল্পটির আওতায় সংঘটিত ক্রয় কার্যক্রমের নথি পর্যালোচনা করে দেখো যায়, PPA-০৬, PPR-০৮ ও এ সংক্রান্ত সকল সংশোধনী ও সরকারী বিধি মোতাবেক পাইপ সংগ্রহ ও স্থাপন এবং ম্যানহোল কভার সংগ্রহ ও স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১২। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১২.১ **প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনঃনির্মাণ বাবদ ১২৭১.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হলেও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক যথাযথ মানসম্মতভাবে তা মেরামত করা হয়নিঃ** পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ঢাকা ওয়াসার পাইপ ড্রেন স্থাপনকালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনঃনির্মাণ বাবদ ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক সিটি কর্পোরেশনের চাহিদাকৃত ১২৭১.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক স্থাপনকৃত পাইপ ড্রেন এলাকার সড়কসমূহ মানসম্মতভাবে পুনঃনির্মাণ করা হয়নি। এমনকি সড়ক নিমাণকালে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সদ্য নির্মিত পাইপ ড্রেন, ম্যানহোল, সাইড ড্রেন ইত্যাদি কারিগরি বিষয় বিবেচনাপূর্বক রোড ডিজাইন না করায় সড়কটিতে কোন ক্যামবার, গ্রেড, স্লোপ কোন কিছুই সঠিকভাবে নির্মাণ করা হয়নি (অনুঃ ১০.৩)।

১২.২ **একই মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থা হওয়া সত্বেও প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বয়হীনাতার কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিঃ** ঢাকা ওয়াসা ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্ত সংস্থা হওয়া সত্বেও ঢাকা ওয়াসার পাইপ ড্রেন স্থাপনের কারণে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পুনঃনির্মাণ বাবদ অর্থ ব্যয় হয় ১২৭১.০০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য প্রকল্প ছাড়াও অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, একই এলাকায় বিশেষ করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উভয় সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন ও গ্রহণকালে যথাযথ সমন্বয় না থাকায় একই কাজ করার জন্য বারবার সরকারের দ্বৈত অর্থ ব্যয় হচ্ছে। যেমন সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রথমত কোন এলাকায় সড়ক নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত সড়ক এলাকাতেই আবার ওয়াসার কাজের জন্য সড়কে গর্ত করে পাইপ ড্রেন স্থাপন করা হয়। ফলে সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর জন্য সড়ক পুনঃনির্মাণ বাবদ আবার সরকারী অর্থের অপচয় হয়; যা এ দুটি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। উলেস্নখ্য যে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা ওয়াসা স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ দু'টি সংস্থা। একই বিভাগের অধীনস্থ এ দু'টি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়পূর্বক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে কাজের দ্বৈততা পরিহার করা যায় এবং একটি সংস্থা কর্তৃক কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরপরই অন্য সংস্থার কাজ বাস্তবায়নের জন্য পূর্বের কাজ ভাংগার প্রয়োজনীয়তা পরিহার করা যায়। ফলে জনদুর্ভোগ হ্রাস পায় এবং অর্থের সাশ্রয় হয়।

১২.৩ **অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়াঃ** সরকারী ব্যয়ে যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বছরভিত্তিক অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং উক্ত অডিটে সৃষ্ট সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত খরচের বিষয়ে পরিদর্শনকাল পর্যন্ত ০৩/১২/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও জুন, ২০১৪ পর্যন্ত কোন অডিট কার্যক্রম অনিষ্পত্তি রয়েছে কিনা পিসিআর এ উল্লেখ নেই।

১২.৪ **ম্যানহোলসহ পাইপ ড্রেনের প্রবেশমুখ ব্যবহারে জনসেচতনার অভাবঃ** প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাইপ ড্রেনের ম্যানহোলের প্রবেশমুখে সড়কের ময়লা-আবর্জনাসহ বাসা-বাড়ির ময়লা আবর্জনা ফেলার কারণে ম্যানহোলের মুখ বন্ধ হয়ে যেতে দেখা যায়। ফলে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাইপ ড্রেনসমূহ দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হবে না এবং আবার জনদূর্ভোগ সৃষ্টি হবে (অনুঃ ১০.২)।

১২.৫ **ডিপিপি সংস্থান মোতাবেক জিওবি অর্থ ব্যয় করা হলেও ওয়াসার নিজস্ব অর্থ ব্যয় না করাঃ** আলোচ্য প্রকল্পের সর্বমোট সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪০০.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি অংশ ৪৯০০.০০ ল ক্ষ টাকা এবং ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব ৫০০.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রকল্পটির আওতায় জিওবি অর্থ ব্যয় করা হলেও ওয়াসার নিজস্ব অর্থ ব্যয় করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের জানান যে, প্রকল্পটির প্রকৃত ব্যয় (৪৬৩৪.০০ ল ক্ষ টাকা) অনুমোদিত জিওবি অংশ হতে কম হওয়ায় ঢাকা ওয়াসার সংস্থানকৃত ৫০০.০০ ল ক্ষ টাকা ব্যয় করার প্রয়োজন হয়নি। স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন/গ্রহণের ক্ষেত্রে জিওবির পাশাপাশি মোট প্রকল্প ব্যয়ের কিছু অংশ সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহের সংস্থান রাখার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সংস্থাকে আরও দায়িত্বশীল ও স্বনির্ভর করা। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পটির ডিপিপি অনুমোদনকালে মোট প্রকল্প ব্যয়ের জিওবি অংশ ও ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব অংশ আলাদাভাবে নির্ধারিত না থাকায় ঢাকা ওয়াসার কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

১২.৬ **গুলশান বারিধারা লেক হতে স্ট্রর্ম স্যুয়ারেজ লাইনের আউটলেট হাতিরঝিল এলাকায় অবস্থিত খালে নিক্ষেপঃ** গুলশান বারিধারা লেকের দূষণরোধে স্ট্রর্ম স্যুয়ারেজ লাইনসহ বাসা বাড়ীর স্যুয়ারেজ লাইনের আউটলেট treatment ছাড়াই হাতিরঝিল এলাকায় অবস্থিত খালে ফেলা হয়েছে। ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গুলশান বারিধারা লেকের পানি দুষণ বন্ধ করা গেলেও হাতিরঝিল এলাকায় অবস্থিত খালটি আবার দুষিত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

১৩। **আইএমইডি'র মতামতঃ**

১৩.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বাবদ ১২৭১.০০ ল ক্ষ টাকা প্রদান করা হলেও সড়কসমূহের নির্মাণ কাজ নিমণমানের হওয়ার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ খতিয়ে দেখবে (অনুঃ ১২.১)।

১৩.২ সরকারী অর্থের অপচয় ও একই কাজে সরকারী অর্থের দ্বৈত ব্যবহার পরিহারকল্পে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ভবিষ্যতে যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে উভয় সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ নিশ্চিত করবে (অনুঃ ১২.২)।

১৩.৩ সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃংখলা মোতাবেক প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত খরচের বিষয়ে অডিট কার্যক্রম সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ১২.৩)।

১৩.৪ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাইপ ড্রেনসহ ম্যানহোল ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে (অনুঃ ১২.৪)।

১৩.৫ ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ঢাকা ওয়াসাসহ যে কোন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারী অর্থের পাশাপাশি আনুপাতিক হারে সংস্থার নিজস্ব অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ১২.৫)।

১৩.৬ প্রকল্পটির আওতায় স্ট্রর্ম স্যুয়ারেজ লাইনের আউটলেট হাতিরঝিল এলাকায় অবস্থিত খালে নিক্ষেপ করা র ফলে হাতিরঝিল এলাকায় অবস্থিত খালটির সৃষ্ট দুষণ বন্ধে স্থানীয় সরকার বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ১২.৬)

১৩.৭ অনুচ্ছেদ ১৩.১-১৩.৬ পর্যন্ত মতামতের আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগেকে অবহিত করবে।

"খুলনা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৪)

"খুলনা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ খুলনা ওয়াসার তত্বাবধানে জুলাই ২০১০ – জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ০৮ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রকল্পের ডিপিপি, পিসিআর, ক্রয় সংক্রান্ত নথি-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তীতে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন /পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি, পিসিআর ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজ-পত্রাদি পর্যালোচনা ও প্রাপ্ত তথ্য বি শ্লেষণ এবং ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

১। প্রকল্পের মৌলিক বিষয়াদি

১।	**প্রকল্পের নাম**		**"খুলনা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)"**
২।	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**		স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩।	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**		খুলনা ওয়াসা।
৪।	**প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**		৪৩৩২.৫৭
	৪.১ সংশোধিত ব্যয়		৪৩৩২.৫৭
	৪.২ প্রকৃত ব্যয়		৪১৬৩.০০ (জুন ২০১৪ পর্যন্ত)
	৪.৩ (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)		(-৩.৯১%)
৫।	**প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন অবস্থা**		□ প্রকল্পটি গত ২৭/০৭/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। □ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ৩০.০৮.২০১০ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। □ আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের মাধ্যমে ১ম সংশোধনী আদেশ জারি করা হয় ০৪.০৪.২০১৩ তারিখে। □ নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পটি সম্পন্ন না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় ১৪.০৭.২০১৩ তারিখে। □ পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকল্পের ২য় বার জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় ২০.০১.২০১৪ তারিখে। □ অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৩৩.৩৩% সময় বেশী লেগেছে।
৬।	**প্রকল্পের মেয়াদকাল**		জুলাই, ২০১০ - জুন ২০১৩
	৬.১ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম সংশোধিত মেয়াদ		জুলাই, ২০১০ - ডিসেম্বর, ২০১৩
	৬.২ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় সংশোধিত মেয়াদ		জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৪
৭।	**অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)**		৩৩.৩৩%

২। পটভূমি :

শিল্প ও বন্দর নগরীরূপে পরিচিত বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর খুলনা দেশের দক্ষিণ পশ্চিমংশের গাঙ্গেয় ব -দ্বিপে অবস্থিত। রূপসা ও ভেরব নদী দ্বারা বিধৌত খুলনা মহানগরীর আয়তন ৪৬ বর্গ কিলোমিটার এবং মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। দেশের ২য় বৃহত্তম বন্দর মংলা খুলনা শহরের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। দ্রুত নগরায়ন এবং শিল্পায়নের ফলে খুলনা শহরের সুপেয় পানির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলে ছে। রূপশা, ভৈরব সহ অসংখ্য নদী দ্বারা বিধৌত খুলনা অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠস্থ পানিতে লবনাক্ততা একটি প্রধান সমস্যা। জলবায়ুর পরিবর্তন , নদীর নাব্যতা হ্রাস, লবনাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রাকৃতিক উৎস থেকে পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে। বিশেষতঃ শুষ্ক মৌসুমে ভূপৃষ্ঠস্থ পানিতে লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় পানি সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করে। খুলনা মহানগরী এলাকার ভূ -গর্ভে ৩টি aquifer স্তরের ১ম স্তরে আয়রন ও আর্সেনিক, ২য় স্তরে অত্যধিক লবণ এবং ৩য় স্তরে সুপেয় পানি রয়েছে। সুতরাং খুলনা মহানগর এলাকায় ভু -গর্ভস্থ পানির পানির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে ভূ -উপরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় , খুলনা নগরবাসীর জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থার একটি স্থায়ী সমাধান অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

খুলনা শহরে প্রথম ভূপৃষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার স্থাপন করা হয় ১৯২১ সালে। তখন থেকে এ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট মাধ্যমে দৈনিক ৯ লক্ষ লিটার পনি স রবরাহ করা হয়ে আসছে। কিন্তু ক্রম বর্ধমান খুলনা মহানগরীতে ক্রমাগত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির চাহিদাও বেড়ে চলেছে অব্যাহত গতিতে। চাহিদার তুলনায় ১৯২১ সালে স্থাপিত শোধনাগারের পানি শোধন ক্ষমতা খুবই অপ্রতুল। এ বর্ধিত চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এবং Works ও Housing and Settlement Department এর মাধ্যমে ১৯৬০ সালে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হ য়। ১৯৮০/৮১ সালে ১২টি উৎপাদক নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়ায় দৈনিক ১৫০ লক্ষ লিটার। পরবর্তীতে ডিপিএইচই কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে পানি সরবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৯৪ সালে দৈনিক ২.৫০ কোটি লিটার এবং ১৯৯৭ সালে দাঁড়ায় ৩.২৫ কোটি লিটার। কি ন্তু উন্নয়ন কার্যক্রমের অভাবে অধিকাংশ টিউবওয়েল অকেজো হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে , বর্তমানে বিদ্যামান কিছু টিউবওয়েল ঐ সময়ে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। গত ০২.০৩.২০০০৮ তারিখে খুলনা ওয়াসার যাত্রা শুরু হয়। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশনের দায়িত্ব এখন খুল না ওয়াসার উপর ন্যস্ত হয়। খুলনা ওয়াসার উদ্যোগে নগরবাসীর (ক) বর্ধিত চাহিদা পূরণ ; (খ) স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি হ্রাস; (গ) পানির গুনগত মান উন্নয়ন ও পরিমাণ গত সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে (৪৩৩২.৫৭ লক্ষ টাকা) **"খুলনা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পটি বর্ণিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও পূনর্বাসনের মাধ্যমে খুলনা শহরে নিরাপদ সুপেয় (Pure) এবং পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং
- খুলনা শহরের বর্ধিত জনগোষ্ঠির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থায়ী অবকাঠামো গড়ে তোলা।

৪। প্রকল্পের অর্থায়নঃ ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়সংক্রান্ত সার্বিক অগ্রগতি :

"খুলনা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ২০১০ - ১১ হতে ২০১৩ - ১৪ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক বিন্যাসকৃত অর্থ সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয়ের চিত্র নিচের সারণীতে প্রদর্শন করা হ'লঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	**মূল ডিপিপি বরাদ্দ**	**সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ**	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	**বাস্তব অগ্রগতি %**	অব্যয়িত অর্থ
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**
২০১০-১১	৯৭৪.২৮	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	১৬	-
২০১১-১২	২৩৩১.৫	১৫২৫.০০	১৫২৫.০০	১৫২৫.০০	১৫২৫.০০	৩০	-
২০১২-১৩	১০২৭.১৪	১২৭৫.০০	১২৭৫.০০	১২৭৫.০০	১২৭৫.০০	৩১	-
২০১৩-১৪		৮৩২.৫৭	৬৬৩.০০	৬৬৩.০০	৬৬৩.০০	২৩	-
মোটঃ	৪৩৩২.৫৭	৪৩৩২.৫৭	৪১৬৩.০০	৪১৬৩.০০	৪১৬৩.০০	১০০	-

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, **"খুলনা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক** প্রকল্পের মূল ও সংশোধিত ডিপিপিতে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৪৩৩২.৫৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রাক্কলিত ৮৩২.৫৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬৬৩.০০ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৩২.৫৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৪১৬৩.০০ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৬.০৯%। তবে, পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট অবমুক্তকৃত টাকার পরিমাণ **৪১৬৩.০০** লক্ষ এবং ছাড়কৃত **৪১৬৩.০০** লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্তকৃত কোন অর্থ অব্যয়িত নেই। সুতরাং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

০৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন

বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত তিনভাবে খুলনা মহানগরীতে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- গভীর নলকুপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনপূর্বক সরবরাহ (১.৩০ কোটি লিটার/দিন)
- ভূপৃষ্ঠস্থ পানি নতুনভাবে স্থাপিত ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে শোধনপূর্বক সরবরাহ (৫৫ লক্ষ লিটার/দিন) এবং
- ১৯২১ সালে স্থাপিত ট্রিটমেন্ট প্লান্টের সংস্কারপূর্বক পানি শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পানি সরবরাহ (১২.৫ লক্ষ লিটার/দিন)

প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১ নং টেবিলে দেখানো হলোঃ

টেবিল নং - ১

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন, ২০১৪ পর্যন্ত)		পার্থক্যের কারণ	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)	(৭)	(৮)	৯	১০
১.	বৃস্টির পানি সংরক্ষণ এর জন্য প্রশিক্ষন,উদ্বুদ্ধ করন,উন্নয়ন ইত্যাদি।	থোক	৩.০০		১.৭৮	থোক		
	মালামাল							
২.	নতুন গভীর নকূপের মালামাল	সংখ্যা	২০৩.২৫	১৩	২০২	১৩		
৩.	নতুন পানিসরবরাহ পাইপ লাইন নির্মাণ ও র্পূনবাসন	কিঃমিঃ	২৯৮.৮৫	৫১	২৭৬.২১	৫১		

৪.	নতুন পানিসরবরাহ পাইপ লাইন নির্মাণ ও পূনবাসন	সংখ্যা	৮০.০০	৩০০০	৭৬.৩০	৩০০০		
	ভূমি অধিগ্রহন/ক্রয়/উন্নয়ন							
৫.	ভূমি অধিগ্রহন	একর	**৭৮১.২১**	৮.২৯	৭২৯.৫৩	৮.২৯		
৬.	ভূমি উন্নয়ন	ঘঃমিঃ	**১৫.০০**	৩৯৬৫৯	১১.০০	৩৯৬৫৯		
৭.	ভূমি রক্ষা	বঃমিঃ	**৩১.০০**	২৮৩২৮	১৫.৮২	২৮৩২৮		
	স্থাপন কাজ							
৮.	নতুন গভীর নল কূপ স্থাপন	সংখ্যা	৪০৪.৮৪	১৩	৩৭৭.৬৪	১৩		
৯.	ফ্লো মিটার	সংখ্যা	৫২.১৬	৩০০০	৪৫.৮৪	৩০০০		
১০.	পানিসরবরাহ পাইপ লাইন নির্মান (নতুন ও পূনবাসণ)	কিঃমিঃ	২৩০.৩৯	৫১	২২১.১৯	৫১		
১১.	রাস্তা কাটা ক্ষতিপুরন (নতুন ও পূনবাসণ)	কিঃমিঃ	৪৮০.০০	৫১	৪৮০.০০	৫১		
১২.	নতুন ৫.৫ MLD সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্নান্ট এবং ১.২৫ MLD সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পুনবার্সন	সংখ্যা	১৪১৩.০০	২	১৩৫৯.০৪	২		
	যানবাহন							
১৩.	ডাবল কেবিন পিকাপ	১ টি	১৭.৬৮	১	১৭.৬৮	১		
১৪.	জীপ (4WD))	১ টি	৫০.৯৭	১	৫০.৯৭	১		
১৫.	জেনারেটরের জন্য ট্রাক্টর	২ টি	২৭.৫৫	২	২৭.৫৫	২		
১৬.	মটর সাইকেল	১ টি	১.৪২	১	১.৪২	১		
	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম							
১৭.	কম্পিউটার(ল্যাপটপ,ডেস্কটপ ও এক্রেসরিস)	সংখ্যা	২.৫১	৪	২.৫১	৪		
১৮.	ফটোকপি মেশিন	সংখ্যা	১.৩৫	১	১.৩৫	১		
১৯.	মোবাইল জেনারেটর	সংখ্যা	৩৬.৭০	২	৩৬.৭০	২		
২০.	আসবাব পত্র	থোক	১.৪৮		১.৪৮	থোক		
২১.	টুলস এন্ড প্লান্টস	থোক	৪.০০		২.৬০	থোক		

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কার ণঃ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **<u>ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ</u>** খুলনা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) " শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি ২ নং টেবিলে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল। টেবিল -২ এ বর্ণিত বিভিন্ন প্যাকেজ থেকে দৈবচয়নের আলোচ্য প্রকল্পে র নিম্নবর্ণিত ৫টি প্যাকেজের (ক্রমিক নং ১, ২, ৬, ১৩ ও ১৫) ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। এ প্যাকেজগুলো হচ্ছে:

- Supply of 13 Nos. production tube-well materials
- Supply of pipe & pipe line materials
- Supply of Double Cabin Pick-up
- Re-construction of River Intake
- Construction of 5.5 MLD Surface Water Treatment Plant with Ancillary works.

টেবিল নং - ২

No.	Description of Procurement (goods/works/consultancy) as per bid document.	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Date of Tender/Bid/Proposal					Date of completion of works/services and supply of goods
		As per RDPP	Contracted value	Invitation	Submission	Evaluation	Issuing NOA	Signing Contract/ L.C opening date	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Goods								
1	Supply of 13Nos. production tube-well materials	2.03	2.03	24.09.2010	25.10.2010	02.11.2010	19.11.2010	23.12.201০	30.11. 2011
2	Supply of pipe & pipe line materials	2.98	2.98	24.12.2010	26.01.2011	07.02.2011	17.02.2011	10.03.2011	24.02. 2013
3	Supply of Water flow meter	0.80	0.76	28.02.2013	01.04.2013	15.04.2013	07.08.2013	25.08.2013	30.11. 2013
4	Supply of Generator	0.36	0.36	04.10.2010	25.10.2010	02.11.2010	29.11.2010	09.01.2011	30.01. 2011
5	Supply of Tractor for Generator	0.27	0.27	04.10.2010	25.10.2010	04.10.2010	20.10.2010	14.11.2010	31.01. 2011
6	Supply of Double Cabin Pick-up	0.17	0.17	27.10.2010	22.11.2010	06.12.2010	28.12.2010	18.01.2011	23.01. 2011
7	Supply of Jeep 4WD	0.50	0.50	16.09.2010	-	-	14.12.2010	-	22.09. 2013
	Works								
8	Construction of Production Well (No-7) & Related works.	4.04	2.21	19.09.2010	25.10.2010	02.11.2010	29.11.2010	23.12.2010	18.6. 2014
9	Construction of Production Well (No-6) & Related works.		1.90	19.09.2010	25.10.2010	08.11.2010	29.112010	23.12.2010	20.06. 2013
10	Construction of pipe line work in Khulna city (24.50 km.)	2.30	1.26	17.02.2011	28.02.2011	22.03.2011	19.04.2011	04.15.2011	20.2. 2014
11	Construction of 26.50 km. distribution pipe line net work in Khulna city.		1.44	24.01.2011	28.02.2011	22.03.2011	20.08.2011	23.05.2011	15.01. 2014
12	Existing SWTP including pond intake pump house & other works.	1.63	0.59	18.05.2011	15.06.2011	23.06.2011	04.09.2011	21.11.2011	05.01. 2014
13	Re-construction of River Intake.		0.22	15.02.2011	15.06.2011	23.06.2011	04.09.2011	15.09.2011	11.03. 2012
14	Renovation of Existing steel overhead tank.		0.21	15.02.2011	15.06.2011	23.06.2011	04.09.2011	21.09.2011	10.05. 2012
15	Construction of 5.5 MLD Surface Water Treatment Plant with Ancillary works.	6.61	6.61	18.08.2011	22.09.2011	13.10.2011	03.11.2011	30.11.2011	30.06. 2014
16	Construction of Pre-Setting Basin with Boundary and Fencing.	1.78	1.67	17.09.2011	16.10.2011	02.11.2011	01.12.2011	14.12.2011	14.12. 2012
17	Construction of River	3.83	3.83	14.09.2011	16.10.2011	02.11.2011	01.12.2011	05.12.1211	02.09.

	Intake Pump with Ancillary works.								2013
18	Construction of River Intake Pump station of raw & treated water transmission mains.	2.54	2.54	23.10.2013	13.11.2013	01.12.2013	04.12.2013	30.12.2013	30.06. 2014
	Consultancy								
19	Consultant	1.36	1.36	18.08.2010	20.09.2010	02.11.2010	03.02.2013	23.01.2011	30.12. 2013

উপর্যুক্ত বিভিন্ন প্যাকেজ থেকে নিম্ন বর্ণিত ২টি প্যাকেজের (ক্রমিক নং ১ ও ১৫) ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৭.১. **"Supply of 13 Nos. production tube-well materials"** শীর্ষক প্যাকেজের জন্য যথাক্রমে ২টি স্থানীয় (দৈনিক জন্মভূমি, তারিখ- ২২.০৯.২০১০; দৈনিক প্রবাহ, তারিখ- ২৩.০৯.২০১০) এবং ২টি জাতীয় পত্রিকায় (দৈনিক প্রথম আলো , তারিখ- ০৭.১০.২০১০ এবং The daily Star, তারিখ -২৫.০৯.২০১০) প্রজ্ঞাপণ প্রকাশিত হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দরপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ-২৫.১০.২০১০। ৬টি ঠিকাদারী দাতা প্রতিষ্ঠান (ন্যাশনাল পলিসির , তালুকদার গ্রুপ , হুমাইরা এন্টারপ্রাইজ , এ ওয়ান পলিমার, লিমিটেড, ফলগু পলিমার এবং আর এফ এল) দরপত্র দাখিল করে। জনাব এস. এম জগলুল হায়দার, উপ- ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল), খুলনা ওয়াসাকে আহবায়ক করে গঠিত ৬ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বাইরের সদস্য দিলেন (নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন , খুলনা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)। উক্ত কমিটির মূল্যায়নে ৬টি প্রতিষ্ঠানই বৈধ (Responsive) বলে বিবেচিত হয়। সকল দরদাতার টেন্ডার মূল্যই অনুমিত মূল্যের চেয়ে (Estimated Price) কম হলেও সর্ব নিম্ন দরদাতা (২২.৮৫% কম) হিসাবে ফলগু পলিমারকে নির্বাচিত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংগে ২,৯৮,০৪,৪৬১.০০ টাকা (দুই কো টি আটানব্বই লক্ষ চার হাজার চার শত একষট্টি টাকা চুক্তি মূল্যে ২৩.১২.২০১০ তারিখে কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৭.২. **"Construction of 5.5 MLD Surface Water Treatment Plant with Ancillary works"** শীর্ষক প্যাকেজের জন্য যথাক্রমে ১টি স্থানীয় (দৈনিক পূর্বাঞ্চল , তারিখ- ১৯.০৮.২০১১) এবং ২টি জাতীয় পত্রিকায় (দৈনিক যুগান্তর , তারিখ- ২২.০৮.২০১১ এবং The daily star তারিখ-২৩.০৮.২০১১) প্রজ্ঞাপণ জারি করা হয়। CPTU-এর ওয়েবসাইটেও ১৮.০৮.২০১১ তারিখে প্রকাশিত হয় ; যার কপি নথিতে সংরক্ষিত পাওয়া যায়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দরপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ - ২২.০৯.২০১১। ডিপিপি অনুযায়ী এ কম্পোনেন্টের অনুমোদিত মূল্য ৬,৩০,০০,০০০.০০ টাকা। ৭ (সাত) জন দরদাতা/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দরপত্র ক্রয় করে ও জমা দেয়। তবে, ৩টি দরপত্র অসম্পূর্ণ ও জামানতের চেক না থাকায় বাতিল করা হয়। ৪টি দরপত্র (মিলন এন্টারপ্রাইজ, আব্দুল খালেক এন্টারপ্রাইজ, ইসাহাক কনসোর্টিয়াম ও মেঘনা ট্রেডার্স) বৈধ (Responsive) বলে বিবেচিত হয় হয়। জনাব এস. এম জগলুল হায়দার, উপ- ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল), খুলনা ওয়াসা কে আহবায়ক করে গঠিত ৬ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বাইরের সদস্য দিলেন (খুলনা বিজ্ঞান ও প্রডুক্তি বিশাববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর এবং খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রকৌশলী) | প্রত্যেক দরদাতার মূল্যই অনুমিত মূল্যের (৬,৩০,০০,০০০.০০) চেয়ে অধিক (মিলন এন্টারপ্রাইজ +১৪.৬৭%, **আব্দুল খালেক এন্টারপ্রাইজ +৪.৮১%**, ইসাহাক কনসোর্টিয়াম +১০.৯৫% ও মেঘনা ট্রেডার্স +১৩.৭২%) হলেও আব্দুল খালেক এন্টারপ্রাইজের টেন্ডার মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের কাছাকছি বিধায় তাকে মনোনীত করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগে ৬,৬১,০০,০০০.০০ (ছয় কোটি একষট্টি লক্ষ) টাকায় ৩০.১১.২০১১ তারিখে কার্য সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

০৮। সরেজমিনে পরিদর্শন

আইএমইডি কর্তৃক গত ০৮.০৪.২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির সমাপ্ত কাজ মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে খুলনা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল্লাহ , প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ কামাল উদ্দিনসহ খুলনা ওয়াসার প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে পরিদর্শনকৃত বিভিন্ন স্কীমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৮.১. গভীর নলকূপ স্থাপন

Supply of 13 Nos. production tube-well materials শীর্ষক প্যাকেজের আওতায় খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভস্থ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে মহানগরীর (১) ১০ নং ওয়ার্ডের গোয়ালখালী কবরস্থান, (২) ১৪ নং ওয়ার্ডের বয়রা বকুলতলা, (০৩) ১৫ নং ওয়ার্ডের ঝর্ণা ক্লিনিক, (০৪) ১৬ নং ওয়ার্ড অফিস, (০৫) ১৮ নং ওয়ার্ডের ট্রাক টার্মিনাল, (০৬) ২১ নং ওয়ার্ডের সদর হাসপাতাল, (০৭) ২২ নং ওয়ার্ডের জিলা স্কুল, (০৮) ২৫ নং ওয়ার্ডের খ্রিস্টান কলোনী, (০৯) ২৫ নং ওয়ার্ডের শের-ই-বাংলা রোড পার্ক, (১০) ২৬ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম বানিয়াখামার ক্লাবের মোড়, (১১) ২৭ নং ওয়ার্ডের বাগমারা ব্যাংকার্স কলোনী, (১২) ৩০নং ওয়ার্ডের টুটপাড়া তালতলা হাসপাতাল এবং (১৩) হাজী মালেক ইসলামিয়া কলেজ মাঠে গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ১৩টি নলকূপগুলিই বর্তমানে পানি সরবরাহ করছে। এ ১৩টি নলকুপের দৈনিক পানি উৎপাদন/সরবরাহের ক্ষমতা ১ কোটি ৩০ লক্ষ লিটার। দৈবচয়নের মাধ্যমে খুলনা জেলা স্কুল মাঠে এবং হাজী মালেক ইসলামীয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্থাপিত ২টি নলকুপ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে ২টি নলকূপই চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। পানি প্রবাহ মিটার পরীক্ষা করে দেখা যায় পানির গ তিবেগ ঘন্টায় প্রায় ১০০ ঘন মিটার বেগে পানি উত্তোলিত হচ্ছে। পরিদর্শনকৃত ২টি পাম্প স্টেশনেই পাম্প অপারেটরকে পাওয়া যায়। তারা জানায় যে দৈনিক প্রায় ১৬ ঘন্টা পাম্প চালু থাকে। তবে, পাম্প স্টেশনে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের অভাবে অনেক সময় পানি সরবরাহ বাধা প্রাপ্ত হয় মর্মে তারা জানায়। তবে, পরিদর্শনের সময় পানির পাম্প চালু রাখার জন্য বিদ্যুতের সরবরাহ যথেষ্ঠ ছিল মর্মে জানা যায়।

৮.২. জলাধার নির্মাণ

খুলনা শহরে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি (Surface Water) সরবরাহের লক্ষ্যে খুলনা শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে ফুলতলা উপজেলার গিলাতলা মৌজায় অধিগ্রহণকৃত জমিতে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ৩৯,২৫,১৮০ ঘনফুট (৫২৯ ফুট X ৩৭১ ফুট X ২০ ফুট) আয়তনের জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে **(চিত্র নং : ১)**। এ জলাধারের পানি ধারণ ক্ষমতা ১১.১১ কোটি লিটার। এখান থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরর্বতী ভৈবর নদী থেকে মাটির নীচে ১ মিটার গভীরে স্থাপিত ৪০০ মিলি মিটার ডায়ামিটার বিশিষ্ট পাইপের মাধ্যমে পাম্পের সাহায্যে পানি এনে প্রাথমিকভাবে জলাধারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে **(চিত্র নং : ২)**। পরে এখান থেকে পাম্পের সাহায্য শোধনাগারে উত্তোলন **(চিত্র নং : ৩)** করে পরিশোধন করা হবে **এবং** পরিশোধিত পানি পাইপের মাধ্যমে খুলনা শহরের বাসা বাড়িতে সরবরাহ করা **হবে**। পরিদর্শনকালে জলাধারের পাড় ১২″(৩০০ মিমি)X ১২″(৩০০ মিমি) X ৩″ (৭৫ মিমি) সাইজের ব্লক দ্বারা বাঁধানো দেখা যায়। একাধিক ব্লকের মাঝে সৃষ্ট ফাঁক (gap) গুলি বালি ও সিমেন্টের মর্টার দ্বারা পূরন করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। তবে, কিছু কিছু ব্লকের মাঝ থেকে মর্টার উঠে গিয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া জলাধারের ঢাল ভিত্তিস্তর (base level) থেকে তলদেশ পর্যন্ত খননকৃত অংশে সুষম এবং ভিত্তিস্তর (base level) থেকে উপরিভাগ অর্থাৎ খননকৃত মাটি দ্বারা ভরাটকৃত অংশের ঢাল অপেক্ষাকৃত খাড়া ম র্মে প্রতীয়মান হয়। জলাধারের তিন পাশ (পূর্ব,পশ্চিম ও উত্তর) দিয়ে ১.৫ মিটার প্রশস্থ এবং দক্ষিণ পাশে যেদিকে ট্রিটমেন্ট প্লান্ট অবস্থিত সেদিকে ৩.৫ মিটার প্রশস্থ পায়ে হাটার এইচবিবি রাস্তা তৈরী করা হয়েছে (চিত্র ১, ৩)। জলাধারের চারপাশের এইচবিবি রাস্তার ইটের মা ঝে মাঝে বেশ গ্যাপ পরিলক্ষিত হয় (চিত্র -৩)। এ ধরণের গ্যাপের ফলে রাস্তার ইটের মাঝে মাটি সরে গিয়ে ইট উঠে গিয়ে রাস্তা ভেঙ্গে পড়ার আশংকা রয়েছে। বিষয়টি খুলনা ওয়াসা খতিয়ে দেখতে পারে। প্রকল্পের ডিজাইন অনুযায়ী জলাধারের তিনপাশ মাঝে মাঝে পিলার ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে **(চিত্র নং : ২)**। জলাধারের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে কাঁটাতারের বেড়ার দৈর্ঘ্য ১৬৬.৫ মিটার, উত্তরে ১২২ মিটার এবং উচ্চতা ২ মিটার পাওয়া যায়। অপ রপক্ষে ট্রিটমেন্ট প্লান্টের তিনপাশ মাঝে মাঝে পিলার ও ইটের বেড়া দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে। জলাধারের পূর্ব ও প শ্চিম পশ্চিম পাশে ইটের বেড়ার দৈর্ঘ্য ৩৮.৫ মিটার, দক্ষিণে ১২২ মিটার এবং উচ্চতা ২ মিটার পাওয়া যায়।

চিত্র - ১: ১১.১১ কোটি লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জলাধার।

চিত্র - ২: ভৈরব নদী থেকে পাম্পের সাহায্যে পাইপের মাধ্যমে পানি আনয়নপূর্বক জলাধারে সংরক্ষণ

চিত্র - ৩: জলাধার থেকে পাইপের মাধ্যমে শোধনের জন্য শোধনাগারে পানি উত্তোলন

চিত্র - ৪: পানি শোধনাগারের বাহ্যিক অবয়ব।

৮.৩ পানি শোধনাগার নির্মাণ

পরিদর্শনকালে দেখা যায় ৭১১০ বর্গফুট (১৫৮ ফুট X ৪৪.৬ ফুট) জায়গার উপর পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিজাইন অনুযায়ী **(চিত্র নং - ৪)** শোধনাগারের মূল ভবন এবং কেমিক্যাল রুম সিসি কলাম ও ইটের ওয়াল দ্বারা তৈরী নির্মাণ করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভবনের নির্মাণ কাজ ভাল বলে প্রতীয়মান হয় **(চিত্র নং– ৪)**। ডিজাইন অনুযায়ী শোধনাগারের বিভিন্ন চেম্বারগুলি (Flocculation, Sedimentation, Filtering, Clean Water Chamber) নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায় **(চিত্র নং- ৫ ও ৬)**। জলাধার থেকে শোধনাগারে পানি উত্তোলনের জন্য কেমিক্যাল রুমে স্থাপিত পাম্পের সংযোগ স্থলে কিছুটা এবড়ো-থেবড়ো অসম্পূর্ণ কাজ দেখা যায় **(চিত্র নং -৮)।** এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে , ইতোপূর্বেই খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ফুলতলা থেকে খুলনা পর্যন্ত পাইপ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ হরা হয়। কিন্তু আইনগত কিছুটা জটিলতা থাকায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ২২০ মিটার পাইপ স্থাপনের কাজ বাকি রয়েছে বিধায় এ প্রকল্পের কাযক্রম সম্পন্ন হবার পরও পাম্প চালাতে পারছেন না এবং খুলনা শহরে পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং ঠিকাদারও তাদের নিকট কাজ বুঝিয়ে দিতে পারছেন না। ঠিকাদারের নিকট থেকে কাজ বুঝে নেবার সময় যেন অসম্পুর্ন কাজগুলো ডিজাইন অনুযা য়ী ঠিকাদার যেন সম্পন্ন করে দেয় এ বিষয়ে খুলনা ওয়াসাকে পরামর্শ দেয়া হল। পরিদর্শনকালীন পর্যন্ত শোধনাগারে কোন পানি শোধন কার্যক্রম চালু হয় নাই বিধায় রাসায়নিক চেম্বারে কোন রাসায়নিক দ্রব্য ও ব্যবহার করতে দেখা যায় নাই। তবে, প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ট্রিটমেন্ট প্লান্ট চালু হলে পানি শোধনের জন্য পানির অম্লত্ব-ক্ষারত্ব নিরপেক্ষ করতে সোডিয়াম হাইড্রঅক্সাইড বা লাইম এবং পানিতে দ্রবিভূত কণা থিতানোর জন্য এ্যলুমিনিয়াম সালফেট বা এ্যলাম ব্যবহার করা হবে।

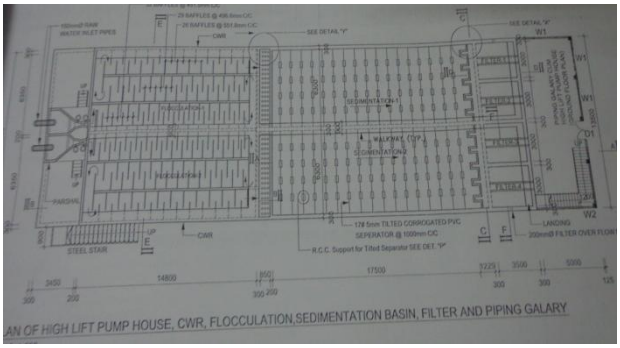

চিত্র - ৫: শোধনাগারের অনুমোদিত ডিজাইন

চিত্র - ৬: Flocculation Chamber

চিত্র - ৭: Sedimentation Chamber

চিত্র - ৮: কেমিক্যাল রুমের অসম্পন্ন কাজ

৮.৪ River Intake Pump স্টেশন নির্মাণ ও পানি শোধনাগার সংস্কার

রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে খুলনা শহরের প্রাচীনতম (১৯২১ সালে স্থাপিত) ভূপৃষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার ও পানি স রবরাহ ব্যবস্থা প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছিল। প্রাচীনতম (১৯২১ সালে স্থাপিত) ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও ওভারহেড ট্যাঙ্কির সংস্কার ও খুলনা ওয়াসার নিকটবর্তী ভৈরব নদীতে Intake_Pump স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ভৈরব নদী থেকে পাইপের **(চিত্র -৯)** সাহায্য পানি উত্তোলন করে শহরের হাদিশ পার্কের পুকুরে /জলাধারে (Reserver) নিয়ে আসা হচ্ছে **(চিত্র -১০)।** হাদিস পার্কের জলাধার **(চিত্র -১১)** থেকে শোধনাগারে উত্তোলন করে পরিশোধন **(চিত্র -১২)** করে Clean Water Chember এ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। Clean Water Chember থেকে পাম্পের সাহায্য ওভারহেড ট্যাঙ্কিতে উত্তোলন করা হয় ও পরে ওভারহেড ট্যাঙ্কি থেকে পাইপের মাধ্যমে বাসা বাড়িতে সরবরাহ করা হয়। সাধারনতঃ যে সময় নদীর ল বনাক্ততা কম থাকে (জুন – ফেব্রুয়ারি) সে সময় পাইপের/পাম্পের সাহায্যে পানি নিকটবর্তী জলাধারে সংরক্ষণের জন্য উত্তোলন করা হয়।

চিত্র -৯ : River Intake Pump এর মাধ্যমে ভৈরব নদী থেকে পানি উত্তোলন

চিত্র -১০: ভৈরব নদী থেকে পাইপের মাধ্যমে হাদিস পার্কে সংরক্ষণের জন্য পানি আনয়ন

চিত্র -১১: হাদিস পার্কের জলাধার থেকে শোধনের জন্য পানি উত্তোলন

চিত্র -১২: সংস্কারকৃত শোধনাগারে পানি শোধন

পরিদর্শনকালীন প্রকল্পের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নদী ও জলাধারের ইনটেক ও আউটলেটের পিভিসি পাইপের ডায়ামিটার ৩০০ মিলিমিটার পাওয়া যায় **(চিত্র - ৯, ১০ ও ১১)।** সংস্কারকৃত শোধনাগারের চেম্বারগুলি কনক্রিট দ্বারা নির্মাণ দেখা যায় এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল বলে প্রতীয়মান হয় **(চিত্র -১১)** ।

৮.৫ পাইপ লাইন স্থাপন

খুলনা শহরের বিভিন্ন এলাকায় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে বিভিন্ন ডায়ামিটারের ৫১ কিঃমিঃ পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে এবং পাইপ লাইন স্থাপনজনিত রাস্তা পুনর্বাসনের জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে ৪৮০.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল ডিপিপি ও আরডিপিপি অনুযায়ী এ খাতের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

৮.৬ Water Flow Meter:

খুলনা শহরের বিভিন্ন এলাকার ৩০০০ বাসা বাড়িতে Water Flow Meter স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে খুলনা শহরের কয়েকটি বাসা এবং খুলনা ওয়াসা ওফিসে স্থাপিত Water Flow Meter গুলি চলমান রয়েছে মর্মে দেখা যায় **(চিত্র নং – ১৩)।** খুলনা ওয়াসার কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে , ব্যবহৃত পানি পরিমাপের লক্ষ্যে বাসাবাড়িসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মিটার স্থাপনের ফলে কতটা পানি ব্যবহার করা হচ্ছে তা গ্রাহকরা জানতে পারছে। সুতরাং বর্তমানে ভৌতিক বিলের কোন আশঙ্কা থাকছেনা এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে **(চিত্র নং – ১৪)** প্রতিমাসে পানির বিল প্রনয়ণ করায় পরিশোধ করা সহজতর হচ্ছে।

চিত্র - ১৩ : Water Flow Meter

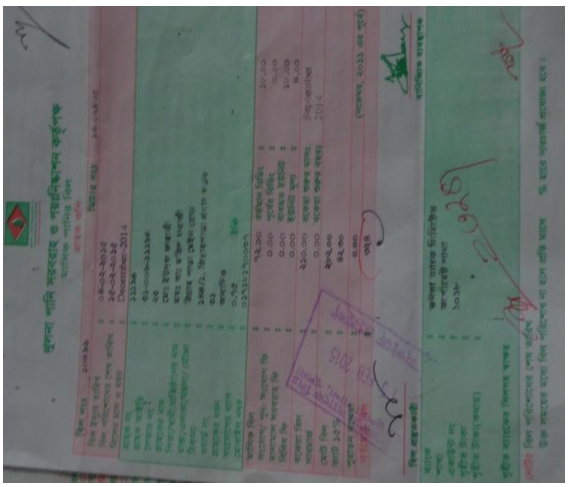

চিত্র - ১৪ : ডিজিটাল বিলের কপি

৮.৭ যানবাহন সংগ্রহ

প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১টি ডাবল কেবিন পিক -আপ, একটি (4WD) জিপ, জেনারেটরের জন্য ২টি ট্রাক্টর এবং ১টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শ নকালে দেখা যায় প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনগুলো খুলনা ওয়াসার বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করছেন। প্রকল্পের এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব উভয় অগ্রগতি ১০০%।

৮.৮ আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ

প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৪ টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপিয়ার, ২ টি মোবাইল জেনারেট র, আসবাবপত্র, টুলস প্লান্টস এবং অন্যান্য উপকরণাদি ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে , খুলনা ওয়াসা অফিসে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সমূহ আসবাবপত্রসমূহ সচল রয়েছে। প্রকল্পের এ অঙ্গের বাস্তব অগ্রগতি বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.৯ ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন

প্রকল্পের অনুমোদিত মূল ডিপিপিতে ৮.২৯ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৬৩৬.১১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়। কিন্তু জমির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির পরমাণ ০.৯৬ একর হ্রাস পায় হ্রাস করে ৭.৩৩ একর করা হয়। জমির পরিমান ও জমি অধিগ্রহনখাতে ১৪৫.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে মোট অধিগ্রহণ ব্যয় দাড়ায় ৭৮১.২১ লক্ষ টাকায়। প্রকল্পের পিসিআর এ এ অঙ্গের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% হয়েছে। প্রকল্পের অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ও ভূমির পরিমান হ্রাসের ফলে প্রকল্পের অনুমোদিত অবকাঠামোগত ডিজাইনের কোন পরিবর্তন হবে কিনা কিংবা প্রকল্পের উদ্দেশ্যের কোন ব্যত্যয় হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে , জমির পরিমান হ্রাসের ফরে অনুমোদিত ডিজাইনের বা প্রকল্পের উদ্দেশ্যের কোন পরিবর্তন হবেনা।

৯। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য

পিসিআর এ উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত দুইজন কর্মকর্তা স্ব স্ব নামের পাশে উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীণ	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
এস.এম. জগলুল হায়দার উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	পূর্ণকালীণ	-	জুলাই, ২০১০	১৯, মাচ, ২০১২
মোঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	পূর্ণকালীণ	-	১১ অক্টোবর, ২০১২	জুলাই, ২০১৪

১০। পূর্ববর্তী পরিদর্শন

পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে , প্রকল্প বাস্তবায়নকালে শেখ আব্দুর রউফ , উপ-সচিব পরিকল্পনা বিভা গ এবং জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক, আইএমইডি যথাক্রমে ২২.০২.২০১২ এবং ২৭.০৫.২০১৩ সালে প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন। তাদেঁর পরিদর্শনে তেমন কোন সমস্যা চিহ্নিত হয় নাই মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে।

১১। অডিট সংক্রান্ত

পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পটির ২০১০ - ১১ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত Internal এবং সিএজি কর্তৃক External Audit পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং এতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। তবে ২০১ ৩-১৪ অর্থবছরের Internal এবং External কোন Audit এখনো সম্পন্ন হয়নি মর্মে পিসিআরে উ ল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ২০১ ৩-১৪ অর্থ বছরের Audit সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রকল্প

পরিচালকের সিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে , চলমান ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মধ্যেই প্রকল্পের Internal এবং External Audit সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং তা যথাসময়ে সকলকে অবহিত করা হবে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের Internal এবং External Audit সম্পন্ন করা; এতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া এবং তা আএমই বিভাগকে অবহিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হল।

১২। উপকারভোগীদের মতামত

প্রকল্প পরিদর্শনকালীন খুলনা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক , প্রকল্প প রিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা , এলাকার সুবিধাভোগী, পথচারী ও বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের সাথে আলাপ হয়েছে। বিভিন্ন উপকারভোগীদের মতামত নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

১২.১। স্থানীয় জনগণ জানিয়েছে যে, প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমানে তারা অনেক সহজে ও বেশী পরিমানে পানি পাওয়া পাচ্ছে। আগে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে পানি সরবরাহ করা হত। সে তুলনায় বর্তমানে দিনের অধিকাংশ সময় পানির সরবরাহ থাকে। অর্থাৎ পূর্বের মত ঘন ঘন পানি পানি চলে যায়না এবং পানির জন্য তাদেরকে আর বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। এছাড়া অনেক পরিবার আগে শুধু রান্না -বান্না ও খাবার পানি হিসাবে ওয়াসার পানি ব্যবহার করত এবং ধোয়া -মোছাসহ অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে নদী , পুকুর বা অন্য উৎসের পানি ব্যবহার করত। কিন্তু বর্তমানে তারা সকল কাজেই ওয়াসার সরবরাহকৃত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে পারছে। নতুন পাইপলাইন স্থা পন করায় সরবরাহ লাইনে পানির চাপও আগের চেয়ে অনেক বেশী এবং তাছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতি মাসে পানির বিল হওয়ায় পরিশোধ করাও আগের তুলনায় সহজতর হয়েছে বলে তারা জানায়।

১২.২। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট খুলনা ওয়াসার কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, ব্যবহৃত পানি পরিমাপের লক্ষ্যে বাসা বাড়িসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মিটার স্থাপনের ফলে কতটা পানি ব্যবহার করা হচ্ছে তা তাঁরা সঠিকভাবে জানতে পারছেন। সুতরাং বতর্মানে ভৌতিক বিলের কোন আশংকা নেই। এ প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে অন্য প্রকল্পগুলিতে দক্ষতার সথে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।

১৩| প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

প্রকল্পর নিদিষ্ট উদ্দশ্য অজর্নের লক্ষ্যে অর্জিত লাফলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
১. খুলনা শহরের বর্ধিত জনগোষ্ঠির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থায়ী অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং	**নিম্ন বর্ণিত কাজসমূহের মধ্যে প্রকল্পেরপরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে:** ১. খুলনা মহানগরীতে ১৩টি গভীর নমকূপের মাধ্যমে প্রতিদিন ১কোটি ৩০ লক্ষ লিটার পানির উৎপাদিত ও সরবরাহ করা হচ্ছে। ২. খুলনা থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে ফুলতলা উপজেলার গিলাতলায় দৈনিক ৫৫ লক্ষ লিটার শোধন ক্ষমতা সম্পন্ন ভূ -পৃষ্টস্থ পানি শোধাগার স্থাপন করা হয়েছে; ৩. ফুলতলার একই স্থানে ১১.১১ কোটি লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে । ৪. খুলনা ওয়াসা সংলগ্ন পুরাতন শোধনাগারটি সংস্কারের মাধ্যমে ও ১২.৫ লক্ষ লিটার প্রতিদিন পানি উৎপাদিত হচ্ছে এব। ৫. ২৬০০ বসা বাড়িতে নতুন পানির সংযোগ লাইন , ৩০০০ বাড়িতে পানির প্রবাহ মিটার স্থাপন এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে পানির বিল পরিশোধ চালু হয়েছে।

২. পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন , সম্প্রসারণ ও পূনর্বাসনের মাধ্যমে খুলনা শহরে নিরাপদ সুপেয় (Pure) এবং পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।	১. প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গভীর নলকূপ , সংস্কারকৃত সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং খুলনা শহর থেকে ৩০ কিঃমিঃ দক্ষিণে ফুলতলায় নির্মিত ৫৫.০০ লক্ষ লিটার পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টটের কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে সার্বিকভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হলেও খুলনা শহরের বৃহৎ জনগোষ্টির সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়টি বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে আংশিক অর্জিত হয়েছে।

১৪। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জন না হলে এর কার ণ : খুলনা শহরের বৃহৎ জনগোষ্টির চাহিদা র তুলনায় প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদন/সরবরাহের পরিমান কম।

১৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা :

১৫.১ এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না পাওয়া:

মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে ২০ ১০-১১, ২০১১-২০১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে যথাক্রমে ৯৭৪.২৮, ২৩৩১.৫০, ১০২৭.১৪ ও ০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যথাক্রমে ৭০০.০০, ১৫২৫.০০, ১২৭৫.০০ ও ৮৩২.৫৭ লক্ষ টাকা। মূল ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ব্যাহত হয় । প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৩৩.৩৩% সময় বেশী লেগেছে।

১৫.২ ভুমি অধিগ্রহণ ব্যয় বৃদ্ধি

প্রকল্পের অনুমোদিত মূল ডিপিপিতে ৮.২৯ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৬৩৬.১১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়। কিন্তু জমির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির পরমাণ হ্রাস করে ৭.৩৩ একর করা হয়। তন্মধ্যে ৬.৪৬ একর অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং ০.৮৬ একর মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লিজ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের এ অঙ্গের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% হলেও জমির পরিমান ০.৯৬ একর হ্রাস পায় ও জমি অধিগ্রহণ খাতে ১৪৫.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে মোট অধিগ্রহণ ব্যয় দাড়ায় ৭৮১.২১ লক্ষ টাকায়।

১৫.৩ **পাইপ লাইন স্থাপন সংক্রান্ত জটিলতা**

প্রকল্পের আওতায় খুলনা শহরের ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে ফুলতলায় স্থাপিত ১১.১১ কোটি লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জলাধার এবং ৫৫ লক্ষ লিটার পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়। খুলনা সিটি কর্পোরেশন ইতোপূর্বে অন্য প্রকল্পের আওতায় ফুলতলা থেকে খুলনা পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার পাইপ লাইন স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করায় এবং উক্ত পাইপের মাধ্যমে পানি আনয়ন করে খুলনা শহরে পানি সরবরাহের বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের সাথে খুলনা ওয়াসার সমঝোতা হওয়ায় বতর্মান প্রকল্পে উক্ত পাইপ লাইন স্থাপনের কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। কিন্তু আইনগত জটিলতার কারণে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) নিকট রেল ক্রশিং -এর নীচ দিয়ে ২২০ মিটার পাইপ লাইন স্থাপনে বিলম্ব হয়। সুতরাং প্রকল্পের আওতায় ট্রিটমেন্ট প্লা ন্টের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েও খুলনা ওয়াসা কর্তৃক পানি সরবরাহ লাইনের নির্মাণ কাজে বিলম্ব হওয়ায় যথাসময়ে ট্রিটমেন্ট প্লান্টের কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়নি। তবে, ইতোমধ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পাইপলাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ফুলতলায় নির্মিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে।

১৬। আইএমইডির মতামত

১৬.১। **প্রকল্পের** আওতায় নির্মিত জলাধারের ব্লক দ্বারা বাঁধানো পাড়ের মেরা মত কাজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ- ৮.২)।

১৬.২। ফুলতলায় নির্মিত শোধনাগারের কেমিক্যাল রুমে মেশিন স্থাপনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত /সম্পন্ন করতে খুলনা ওয়াসা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-৮.৩)।

১৬.৩। জরুরি ভিত্তিতে প্রকল্পটির ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের Internal এবং ও External Audit সম্পন্ন করতে হবে। অডিটে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে সে বিষয়ে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১১)।

১৬.৪। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ সমাপ্তির সাথে সাথেই যেন প্রকল্পের কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে এ লক্ষ্যে প্রাক্কলন অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কম্পোনেন্ট অন্তর্ভূক্ত করে যথাযথভাবে প্রকল্পের নির্মাণ ডিজাইন করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৫.৩)।

১৬.৫। অনুচ্ছেদ ১৬.১ -১৬.৪ -এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী এক মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation'' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৪)

"Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation'' শীর্ষক প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ফেব্রুয়ারি, ২০১২ - জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয় । স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন কর্তৃক ২২ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় । পরিদর্শনকালে প্রকল্পের ডিপিপি, পিসিআরসহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অফিস এবং প্রকল্প অফিস থেকে সরবরাহকৃত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ -পত্রাদি পর্যালোচনা ও প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ, প্রকল্পের স্কিমসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হল। সমাপ্তি প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

১। প্রকল্পের মৌলিক বিষয়াদি

১.	**প্রকল্পের নাম**	ঃ	"Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation''
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় , স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৪.	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	২০১০.০৩ (জিওবি – ১৬০৭.৮২, সিসিসি – ৪০২.২১)।
	৪.১ সংশোধিত ব্যয়	ঃ	২০১০.০৩ (জিওবি – ১৬০৭.৮২, সিসিসি – ৪০২.২১)
	৪.২ প্রকৃত ব্যয় (জুন, ২০১৪ পর্যন্ত)	ঃ	১৯৫৪.০০ (জিওবি – ১৫৯৯.০০, সিসিসি – ৩৫৫.০০)
	৪.৩ (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	ঃ	(-২.৭৯%)
৫.	৫.১ প্রকল্পের মূল মেয়াদকাল	ঃ	ফেব্রুয়ারি, ২০১২ - জুন ২০১৩
	৫. ২ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম সংশোধিত মেয়াদ	ঃ	ফেব্রুয়ারি, ২০১২ - জুন ২০১৪
	৫.৪ প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	ঃ	ফেব্রুয়ারি, ২০১২ - জুন ২০১৪
	৫.৫ অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকাল %)	ঃ	১ বছর বা ১৭০.৫৯%

২। পটভূমিঃ

চট্টগ্রাম দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর তথা দেশের ২য় বৃহত্তর নগরী । এ নগরীর ৬০ বর্গ এলাকায় প্রায় ৪০ লক্ষ লোক বসবাস করে । দেশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ আমদানি -রপ্তানি বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় । বেশীরভাগ আমদানি ও রপ্তানি পণ্যবাহী যানবাহন নগরীর বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে দেশের অন্যা ন্য অংশে যায়। সুতরাং এ নগরী দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । এই নগরীতে শিল্পায়নের বিকাশও খুব দ্রুত হচ্ছে । ফলে চট্টগ্রাম শহরকে দেশের বাণিজ্যিক নগরী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের পর্যটনেরও বিস্তর সুবিধা রয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই নগরীতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিকাশের সাথে সাথে জনসংখ্যা ও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে চট্টগ্রাম মহানগরীতে আবর্জনাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে নগরীর পরিবেশকে ক্রমাগত দূষিত করে চলেছে । বর্তমানে প্রতিদিন ১০০০ টন উৎপাদন বর্জ্য তৈরী হচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায় দায়িত্ব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের । সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ফেলার জন্য ২টি ল্যান্ডফিল রয়েছে। কিন্তু অপর্যাপ্ত যানবাহনের জন্য শহরকে বর্জ্যমুক্ত রাখতে সিটি কর্পোরেশনের অসুবিধা হওয়ায় ২০১০ .০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিবেচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৩। উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো চট্টগ্রাম নগরীতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিবেশ সম্মত উপায়ে সংগ্রহ ও পরিবহন করা।

৪। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন

"Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation'' **শীর্ষক** প্রকল্পটি ২০১০.০৩ লক্ষ টাকা ((জিওবি – ১৬০৭.৮২, সিসিসি – ৪০২.২১) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১২ - জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে **গত** ২৪.০৫.২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পটির বিভিন্ন অংগের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় ০৭.১১.২০১৩ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৫। <u>প্রকল্পের অর্থায়নঃ ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত সার্বিক অগ্রগতি</u>

"Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation''শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুয়ায়ী, ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক বিন্যাসকৃত অর্থ সংস্থান , বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয়ের চিত্র নিচের সারণীতে প্রদর্শন করা হ'লঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয়	সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি + সিসিসি)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (জিওবি + সিসিসি)	প্রকৃত ব্যয় (জিওবি + সিসিসি)	বাস্তব অগ্রগতি %	অব্যয়িত অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০১১-১২	৬৬.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০%	-
২০১২-১৩	১৯৪৪.০৩	৯৯৯.০০ (৭৯৯+২০০)	৯৯৯.০০ (৭৯৯+২০০)	৯৯৯.০০ (৭৯৯+২০০)	৪৯.৭০%	-
২০১৩-১৪	-	১০১১.০৩ (৮০৮.৮২+২০২.২১)	১০১১.০৩ (৮০৮.৮২+২০২.২১)	৯৫৫.০০ (৮০০+১৫৫)	৪৭.৫১%	+৫৬.০৩
মোট ঃ	২০১০.০৩	**২০১০.০৩**	**২০১০.০৩**	**১৯৫৪.০০**	৯৭.২০**%**	**+**৫৬.০৩

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, "Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation'' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২০১১-১২ অর্থবছরে ৬৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ায় এ অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয় নাই। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপি**তে** পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে যথাক্রমে ৯৯৯.০০ এবং ১০১১.০৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে যথাক্রমে ৯৯৯.০০ এবং ৯৫৫.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়। প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ ও ২০১৩ -১৪ অর্থ বছরে অবমুক্তকৃত সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হয়েছে। অবমুক্তকৃত ১৯৫৪.০০ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় হলেও প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের ৫৬ .০৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। সুতরাং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৭.২০ এবং ১০০%।

৬। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন</u>

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২০১০ .০৩ লক্ষ টাকা । তন্মধ্যে ১৯৫৪ .০০ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৭ .২০%) ব্যয়ে প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে । সর্বোচ্চ ৬৬৪ .০০ লক্ষ টাকা (৩৪%) ব্যয়ে ৫ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৯টি গার্বেজ ট্রাক ক্রয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় (২১.৪৪%) ও তৃতীয় (১৮.৩৭%) সর্বোচ্চ ব্যয় করা হয়েছে যথাক্রমে ৩ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৪ -টি ডাম্পিং ট্রাক ও ২ -টি লংবুম এক্সেভেটর ক্রয়ে। প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের প্রাক্কলন ও বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নের সারণীতে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত	প্রকৃত বাস্তবায়ন

	কাজের অংগ ও একক	লক্ষমাত্রা		(জুন ২০১৪ পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্ব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
1.	Carrying Truck 3 Ton Capacity	150.00	5 nos	150.00	5 nos
2.	Covered Garbage Truck 5 Ton Capacity	665.00	19 nos	664.00	19 nos
3.	Dump Truck 3 ton capacity	420.00	14 nos	419.00	14 nos
4.	Container Mover	220.00	4.00	219.50	4.00
5.	Excavator (Long Boom)	360.00	2.00	359.00	2.00
6.	Container Cabin pick up	24.00	16 nos	23.50	16 nos
7.	Double cbin pick up	42.00	1 no	41.50	1 no
8.	Weigh Bridge	80.00	2 set	78.00	2 set
9.	Contency	49.03	L. S	-	-
Total=		2010.03		1954.00	1954.00

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের পিসিআর মোতাবেক কোন কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

"Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের যানবাহন/সরঞ্জমাদি প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লিখিত ক্রমিক অনুযায়ী ৮টি পৃথক প্যাকেজের মাধ্যমে ক্রয় /সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্যাকেজের ক্রয় সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি **সংযুক্তি- ১ -**এ দেখানো হলো। দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে ৫ টন বহন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৯-টি ঢাকনা ওয়ালা ট্রাক এবং লংবুম সম্পন্ন ২টি এক্সেভেটর ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি বিস্তারিত পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হ'লঃ

১. ৫ টন বহন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৯-টি ঢাকনা ওয়ালা ট্রাক (প্যাকেজ -২) এবং
২. লংবুম সম্পন্ন ২-টি এক্সেভেটর (প্যাকেজ- ৫)

ক্রমিক নং	পর্যবেক্ষণকৃত বিষয়	৫ টন বহন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৯টি ঢাকনা ওয়ালা ট্রাক (প্যাকেজ -২)	লংবুম সম্পন্ন ২টি এক্সেভেটর (প্যাকেজ- ৫)
১	২	৩	৪
১.	প্রাক্কলিত ব্যয়, চুক্তি মূল্য	৬৬৫.০০ লক্ষ টাকা, ৬৬৪.০০ লক্ষ টাকা।	৩৬০.০০ লক্ষ টাকা, ৩৫৯.০০ লক্ষ টাকা।
২.	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশঃ পত্রিকার নাম ও তারিখ	দৈনিক আজাদী-০৪.০৭.২০১৩ নিউ নেশন-০৫.০৭.২০১৩ আমাদের সময়-০১.০৭.২০১৩ দি ডেইলী ষ্টার-০৬.১১.২০১৩	দৈনিক আজাদী-০৪.০২.২০১৩ নয়াদিগন্ত-০৫.০২.২০১৩ কালের কন্ঠ-০৯.০২.২০১৩ দি ডেইলী ষ্টার-০৯.০২.২০১৩
৩.	ওয়েব সাইটে প্রকাশের তারিখ	০৭.০৩.২০১৩	০৭.০২.২০১৩
৪.	দরপত্র জমা এবং খোলার তারিখ	জমা ১৪.০৮.২০১৩।	০৭.০৩.২০১৩
৫.	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	০২.১০.২০১৩	২৪.০৬.২০১৩
৬.	দরপত্র বিক্রয়, জমা ও বৈধ দরপত্র	৪, ৪, ও ১টি	০৭, ০৪, ১টি
৭.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সদস্য সংখ্যা, ও আহবায়ক	৬ জন , আনোয়ারা বেগম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিসিসি	৬ জন, আনোয়ারা বেগম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিসিসি

৮.	সংস্থা বহির্ভূত সদস্য সংখ্যা	২ জন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম	২ জন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তর , চট্টগ্রাম
৯.	মনোনীত প্রতিষ্ঠানের নাম	মেসার্স সরকার কবির আহমেদ	মেসার্স ব্রাদার্স টেক কর্পোরেশন
১০.	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	১৭.১১.২০১৩	০৭.১১.২০১৩
১১.	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	৩০.১১.২০১৩	২৪.১০.২০১৩
১২.	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের তারিখ	৩০.০৩.২০১৪	২৪.০১.২০১৪

৯। বাস্তবায়ন কার্যক্রম

আইএমইডি'র পরিচালক কর্তৃক ২২ **অক্টোবর**, ২০১৫ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় । পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । প্রকল্প পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

৯.১। প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে (১) ৩ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ময়লাবাহী ৫টি ট্রাক, (২) ৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৯টি ঢাকনা ওয়ালা ট্রাক, (৩) ৩ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৪টি ডাম্পিং ট্রাক, (৪) ৪টি কন্টেইনার বহনকারী, (৫) ২টি এক্সেভেটর, (৬) ৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৬টি কন্টেইনার , (৭) ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ এবং (৮) ২টি ওয়েব্রীজ সংগ্রহের লক্ষ্যে যথাক্রমে ১৫০ .০০, ৬৬৫.০০ ৪২০ .০০, ২২০.০০, ৩৬০.০০, ২৪.০০, ৪২.০০ এবং ৮০ .০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে যথাক্রমে ১৪৯ .৫০, ৬৬৪.০০, ৪১৯.০০, ২১৯.৫০, ৩৫৯.০০, ২৩.৫০, ৪১.৫০ এবং ৭৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উপর্যুক্ত যানবাহন/সরঞ্জমাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ময়লাবাহী ট্রাক , ডাম্পিং ট্রাক, ঢাকনা ওয়ালা ট্রাক , ময়লার কন্টেইনার প্রভৃতি চট্টগ্রাম শহরের বর্জ্য পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র: ১-৪)। ডাবল কেবিন পিকআপটিও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে দেখা যায়।

চিত্র -১ : ময়লা বহনকাজে নিয়োজিত ৫ টন বহন ক্ষমতা সম্পন্ন অপরিচ্ছন্ন ময়লাবাহী ট্রাক

চিত্র -২ : ৫ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কন্টেইনার এবং এবং কন্টেইনার বহনকারী ট্রাক

চিত্র - ৩ : চট্টগ্রাম মহানগরীর মহেষ খালের ময়লা আবর্জনা উত্তোলন/খনন কাজে নিয়োজিত লংবুম এক্সেভেটর

চিত্র- ৪ : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাগরিকা ওয়ার্কশপে স্থাপিত ওয়ে ব্রীজ

৯.২। ওয়েব্রীজ দুটি যথাক্রমে হালি শহরের ডাম্পিং স্টেশনে এবং সিটি কর্পোরেশনের সাগরিকা ওয়ার্কশপে স্থাপন করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাগরিকা ওয়ার্কশপে স্থাপিত ওয়েব্রীজটির তিন দিকেই বিভিন্ন যানবাহনের অব্যবহৃত টায়ার স্তুপ করে রাখা হয়েছে। ফলে, ওয়েব্রীজটি ব্যবহৃত হওয়ার মত পরিবেশ নেই মর্মে প্রতীয়মান হয় । তাছাড়া, ওয়েব্রীজটি পরিচালনার জন্য নির্ধারিত অপারেটরের রুমও বন্ধ পাওয়া যায় । এ প্রসংগে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে , পরিদর্শনকালীন (২২ অক্টোবর , ২০১৫) পুজা উপলক্ষ্যে সরকারী ছুটি থাকায় ওয়েব্রীজটি অব্যবহৃত রয়েছে । সাগরিকা ওয়ার্কশপে বিভিন্ন যানবাহন/যন্ত্রপাতি উন্মুক্ত খোলা আকাশের নিচেই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে মর্মে দেখা যায় । ময়লাবাহী গাড়ি এবং ময়লার কন্টেইনার গুলিতে **"নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলুন"** এমন লেখা রয়েছে মর্মে দেখা যায় । তবে, ডাস্টবিনের/কন্টেইনারের বাইরেও অনেকে ময়লা ফেলায় এবং ময়লা সময়মত পরিস্কার না করার কারণে কন্টেইনারের আশে-পাশে অনেক স্থানে ময়লা পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং রাস্তার উপর ছড়ানো ময়লা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে মর্মে অনুভব করা যায় । নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার জন্য নগরবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ময়লার ডাস্টবিন /কন্টেইনারগুলি নিয়মিত পরিস্কারের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

৯। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) নিম্নবর্ণিত তিনজন কর্মকর্তা জানুয়ারি ২০১০ – জুন, ২০১৪ মেয়াদে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের সময়কাল	দায়িত্ব পালনের সময়কাল
জনাব আব্দুল মালেক , তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	০১.০২.২০১২ -৩০.০৪.২০১৩	১ বছর ৩ মাস
জনাব ইয়াকুব নবী , তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	০১.০৫.২০১৩ – ৩০.০৬.২০১৪	১ বছর ২ মাস

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

প্রকল্পর নিদিষ্ট উদ্দশ্য অজর্নের লক্ষ্যে অর্জিত লাফলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
১. শহর পরিবেশ বান্ধব ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। ২. অধিকতর দক্ষতার সাথে বর্জ্য পরিবহন কার্যক্রম পরিচালনা করা।	ডিপিপিতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনগুলি চট্রগ্রাম মহানগরীর বর্জ্য সংগ্রহ ও ডাম্পিং এর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১১। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জন না হলে এর কারন** ঃ প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১২। অডিট সংক্রান্ত

পিসিআর অনুযায়ী ২০১১ -১২ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত পূর্ণ বাস্তবায়ন মেয়াদে প্রকল্পের Internal এবং External Audit পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং উভয় অডিটে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

১৩। **প্রকল্প বাস্বায়ন সমস্যা** প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের মেয়াদ ছিল ফেব্রুয়ারি, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত। কিন্তু প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত এক বছর অর্থাৎ জুন , ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল অনুমোদিত সময়ের তুলনায় ১৭০.৫৯% সময় বেশি ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বি লম্বের কারণে চট্টগ্রাম নগরের বর্জ্য পরিবহন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে এবং নগরবাসী প্রকল্প সুবিধা থেকে ১ বছর বঞ্চিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় **(অনুচ্ছেদ- ৪, ৫)।**

১৪। **আইএমইডি'র মতামতঃ** "Improvement of Garbage Disposal system of Chittagong City Corporation'' **শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের** বিষয়ে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মতামত নিম্নরুপঃ

১৪.১। বিবেচ্য প্রকল্পের টাইম ওভার রান হয়েছে ১৭০ .৫৯%। সুতরাং আগামীতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রের প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রবনতা নিরসৎাহিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ-৪, ৫ ও ১৩)।

১৪.২। বর্জ্য পরিবহনের কাজ নিয়োজিত যানবাহন এবং কন্টেইনারসমূহ টেকশই /দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে যানবাহনসমূহ ব্যবহার শেষে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে এবং সে গুলি নিদির্ষ্ট স্থানে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-৯.২)।

১৪.৩। বর্জ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত যানবাহনসমূহ যেন ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বর্জ্য পরিবহন না করে সে লক্ষ্যে ওয়েব্রীজগুলির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ-৯.২)।

১৪.৪। অনুচ্ছেদ ১৪.১ -১৪.৩ -এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী এক মাসের ম ধ্যে আইএমইডি বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

"Piloting Cash Transfers for Human Development through Local Governments" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৩)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : হাতিবান্ধা (লালমনিরহাট), জলঢাকা (নীলফামারী এবং নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বস্তি

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : স্থানীয় সরকার বিভাগ

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : সহানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	মোট টাকা প্রকল্প সাহায্য	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৪৪৯.০০ - ১৪৪৯.০০	১৫৯৪.০০ - ১৫৯৪.০০	১৪২৯.২৭ - ১৪২৯.২৭	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	মে,২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	১০%	৬৬%

৫। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো পিসিআর অনুসারেঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১১ পর্যন্ত)	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
1	2	3	4	5	6	7
Revenue Component	officer salary	1	3	100%	00	0%
	Staff Salary	32	18	100%	17.92	99.55%
	Safety net Implementation Specialist	1	.002	100%	00	0%
	Procurement Specialist	1	.002	100%	00	0%
	Junior Financial Consultant	1	.002	100%	00	0%
	Meetings and Honorarium	As per need	16.372	100%	2.00	12.21%
	Field Supervisor officer	11	22.64	100%	22.06862	97.47%
	Head office	1	45	100%	15.97443	35.49%
	Revenue Contingencies		54	100%	0.3688	0.68%

Capital Componet	Capital grant (as cash) see Appendix A	14125	1394.7	100%	1364.62644	97.84%
	Computer and equipment (printer, UPS, internet modem etc.)	13	16	100%	1.81	11.31%
	Motorcycles	11	15.18	100%	00	0%
	Server	1	.002	100%	00	0%
	Capital Contingencies		9.1	100%	4.5054	49.50%
Grand Total			**1594.00**		**1429.27369**	**90.00%**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারনঃ** পিসিআর মোতাবেক প্রকল্পের ০৫টি অংগের অগ্রগতি শুন্য। অগ্রগতি না হওয়ার কারণ জানা যায়নি।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার মাধ্যমে Pilot Cash Transfer Program কার্যক্রমটি গৃহীত হয়। বাংলাদেশে সামাজিক সুর ক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু অভিজ্ঞতা স্থানীয় সরকারের ইতোমধ্যে রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Local Government Support Project (LGSP) র মাধ্যমে ব্লক গ্রান্ট সাহায্যে স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রদানের কার্যক্রম ইতোমধ্যে চলমান রয়েছে। এ পর্যায়ে একটি Cash Transfer Program গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত করার বিষয়টি পরী ক্ষা করার জন্য বিশ্বব্যংক তার Rapid Social Response (RSR) প্রোগাম এর আওতায় সরকারকে এ কাজে প্রায় ২ মিলিয়ন অনুদান প্রদান করে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

The project objective is to strengthen accountable local governments providing services that meet community priorities, supported by an efficient and transparent intergovermental fiscal system

৭.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন, অর্থায়ন ও সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটি মোট ১৪৪৯.০০ লক্ষ টাকা (বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১১ হতে ডিসেমবর,২০১২ মেয়vদে বাস্তবায়নের জন্য ১৩/১০/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মুদ্রা বিনিময় হার পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত প্রাপ্ত অর্থ বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয়, প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্য মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক লক্ষমাত্রা ও ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি ১৫৯৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (যার সম্পুর্ন বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য) জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অনুমোদন করেন।

৭.৪। **প্রকল্পটির বছর ভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নেরূপঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১১-২০১২	৯৫০.০০	-	৯৫০.০০	১৭৫.৩৭	১৭৫.৩৭	-	১৭৫.৩৭	-
২০১২-**২০১**৩	৬৭২.০০	-	৬৭২.০০	৫৮০.০৯	৫৮০.০৯	-	৫৮০.০৯	-
২০১৪-২০১৫	৭৭৫.০০	-	৭৭৫.০০	৭৭৫.০০	৬৭৩.৮০	-	৬৭৩.৮০	-
সর্বোমোটঃ	২৩৯৭.০০		২৩৯৭.০০	১৫৩০.৪৬	১৪৩৯.২৬		১৪৩৯.২৬	

৭.৫। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

প্রকল্পটিতে ১ (এক) জন প্রকল্প পরিচালক খন্ডকালীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিচে প্রকল্প পরিচালকের তথ্য প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও বেতন স্কেল	দায়িত্ব পালনের সময়	দায়িত্বের ধরণ (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন)
১।	জনাব রেহানা ইয়াসমিন উপ-সচিব	১৬/০২/২০১২ হতে ৩০/১২/২০১৩	খন্ডকালীন

উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব এর একান্ত সচিব অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। মন্ত্রনালয়/বিভাগ যেহেতু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিংসহ নীতি নিধারণী কাজ করে, তাই অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে মন্ত্রনালয়/বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে মনিটরিং কার্যক্রম ব্যাহত হয় মর্মে এ বিভাগের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

৮। **কাজের বিবরণঃ** প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য শর্তসাপেক্ষ সরাসরি ডাক বিভাগের ক্যাশ কার্ডের মধ্যেমে ২টি ক্যাটাগরিতে প্রতি শিশুর জন্য মাসে ৪০০ টাকা প্রদান করা হয়। ১। ক্যাটাগরি ২টি হ'লঃ ক) পুষ্টি সহায়তা (০-৩ বছরের শিশু), খ) শিক্ষা সহায়তা (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী) পুষ্টি সহায়তা ও শিক্ষা সহায়তা সুবিধাভোগী নির্বাচনের জন্য DATA International নামক ০১টি এনজিও নিয়োগ করা হয়। DATA International সরেজমিনে জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা বাছাই, সুবিধাভোগী নির্বাচন ও অন্তর্ভূক্তকরণের কাজ করে। পরবর্তীতে Bangladesh Centre for Communication Program (BCCP) কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করেছে। তারা শিক্ষার্থীদের শ্রেণীতে ৮০% উপস্থিতি মূল্যায়ন, এবং পুষ্টি সহায়তার জন্য শিশুদের ওজন, উচ্চতা ও অভিভাবকের পুষ্টি সভায় উপস্থিতি মূল্যায়নের মাধ্যমে কিস্তি ভিত্তিক অর্থ প্রদানের সুপারিশ করেছে। মাসিক পুষ্টি সহায়তা প্রাপ্তির শর্ত হল ০৩টি ১। শিশুর ওজন বৃদ্ধি, ২। শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধি, ৩। শিশুর অভিভাবকের পুষ্টি সভায় নিয়মিত হাজিরা।

৯। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ২৪/১২/২০১৪ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বস্তিতে বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ, সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৯.১। **নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বস্তিতে বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শনঃ**পরিদর্শনকাল জানা যায় যে, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৩৯টি বস্তিতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় অর্থ সহায়তা প্রদান কাজটি পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যে ২১৫৪টি পরিবার বাছাই করা হয়। যার মধ্যে শিক্ষা সহায়তা ১২০৮টি, পুষ্টি সহায়তা ৩০৮টি এবং উভয় সহায়তা পেয়েছে ৬৩৮টি পরিবার।

৯.১.১। **শিক্ষা সহায়তা ও পুষ্টি সহায়তাঃ** নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে মোট ১৮৪৬ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা ও ৯৫৬ জন (০-৩ বছর বয়সী) শিশুর পরিবার পুষ্টি সহায়তা হিসেবে আর্থিক সুধিা পেয়েছে মর্মে জানা যায়। তবে সুবিধাভোগী পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, ১/২ কিস্তি (২ মাসে ০১ কিস্তি, প্রতি কিস্তি ৮০০ টাকা) আর্থিক সুবিধা পাবার পর কিছু সংখ্যক আর আর্থিক সুবিধা পায়নি। এমনকি তারা জানতে পারেনি কেন তারা সুবিধা পায়নি। তাদের অভিযোগ তাদের সন্তানদের শ্রেণীতে উপস্থিতি ৮০ শতাংশ হলেও তারা আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আলোচনায় আরও জানা যায় যে, প্রদত্ত ক্যাশ কার্ডগুলোর PIN হারিয়ে গেলে, কার্ড ভেঙ্গে গেলে, এবং অকেজো কার্ড প্রতিস্থাপনের কোন ব্যবস্থা প্রকল্প কতৃপক্ষ কতৃক গ্রহণ করা হয়নি। ফলে অনেকের কিস্তি ডাকঘরে আসলে তারা অদ্যাবধি উত্তোলন করতে পারেনি। জানা গেছে লক্ষাধিক টাকা ডাক বিভাগে জমা আছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে মনিটরিং এবং ব্যবস্থাপনা ছিল একেবারেই নাজুক। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে আরও জানা যায় যে, বস্তির সবাইকে এক জায়গায় ডেকে নিযোগকৃত এনজিও (DATA International) মৌখিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষা সহায়তা ও পুষ্টি সহায়তার জন্য সুবিধাভোগী নির্বাচন করেছে। সুবিধাভোগী নির্বাচনের সময় প্রকল্প থেকে কোন প্রতিনিধি সরাসরি উপস্থিত ছিলনা মর্মে জানা গেছে। সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, সুবিধাভোগী নির্বাচন সরেজমিনে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে না করায় অনেক দরিদ্র পরিবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অনেক স্বাবলমবী পরিবার সুবিধা পেয়েছে।

৯.১.২। **প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় মোট ১১ জন ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। যার মধ্যে ০১ জন নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে কাজ করেছে। এছাড়া ডাক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগের সংস্থা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করেছে। পরিদর্শনকালে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বস্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত ও সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, সমন্বয়ের দায়িত্ব নিদিষ্ট না থাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য সুবিধাভোগীরা কাউকে পায়নি।

৯.১.৩। **আইএমই বিভাগে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রেরণঃ** এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রতি মাসে ও প্রতি তিন মাসে আইএমই বিভাগে প্রেরণের বিধান থাকলেও এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে একনেক, সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিকট সময়ে সময়ে তথ্য প্রেরণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

৯.১.৪। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য) অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, Safety Net Implementation Specialist, Procurement Specialist, Junior Fiancial Consultant, Motorcycles অংগে কোন অগ্রগতি হয়নি। প্রকল্পের ১৪টি অংগের মধ্যে ০৫টি অংগের শুন্য অগ্রগতি হওয়া সত্বেও ৯০% আর্থিক অগ্রগতিসহ প্রকল্প সমাপ্তি এ বিভাগের নিকট বোধগম্য নয়। ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োগ সত্বেও তাদের জন্য নির্ধারিত মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়নি। ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে এর প্রভাব পড়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

৯.১.৫। **অডিটঃ** পিসিআর অনুসারে প্রকল্পের External অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
The project objective is to strengthen accountable local governments providing services that meet community priorities, supported by an efficient and transparent intergovermental fiscal system	এ বিভাগের নিকট প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে বলা যায় যে, দরিদ্র পরিবার আর্থিক সুবিধা পাওয়ায় তাদের উপকার হলেও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ক্রটি থাকায় কাংখিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি; যা এ প্রতিবেদনের পরিদর্শন অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

১১। **উদ্দেশ্য পুরাপুরি অর্জিত না হলে তার কারনঃ** সমস্যা ও সুপারিশ অংশের আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

১২। **সমস্যাঃ**

১২.১। শিক্ষা সহায়তা ও পুষ্টি সহায়তা প্রদানের জন্য সুবিধাভোগী নির্বাচন (অনুচ্ছেদ-৯.২ দ্রষ্টব্য) বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে না করায় উপযুক্ত পরিবার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ও উপযুক্ত নয় এমন পরিবার তালিকাভুক্ত হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৯.১.১);

১২.২। ক্যাশ কার্ডের PIN হারিয়ে গেলে, কার্ড ভেঙ্গে গেলে এবং অকেজো কার্ড প্রতিস্থাপন না করায় অনেকে তাদের প্রাপ্য অর্থ উত্তোলন করতে পারেনি। এখনো অনেকের টাকা ডাকঘরে জমা আছে মর্মে জানা গেছে (অনুচ্ছেদ-৯.১.১);

১২.৩। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে ০১ জন ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োগ দেওয়া হলেও তাদের জন্য বরাদ্দকৃত মোটর সাইকেল দেয়া হয়নি। ফলে তাদের মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৯.১.২);

১২.৪। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমবয়ের দায়িত্ব নিদিষ্ট না হওয়ায় এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং এর অভাবে সুবিধাভোগীরা কাংখিত সেবা পায়নি (অনুচ্ছেদ-৯.১.২);

১২.৫। এডিপিভূক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য এ বিভাগে প্রেরণের বিধান থাকলেও এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি (অনুচ্ছেদ-৯.১.৩);

১২.৬। প্রকল্পের ১৪টি অংগের মধো পিসিআর অনুসারে ০৫টি অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি শুন্য। অনুমোদিত ডিপিপি'র ০৫টি অংগ বাস্তবায়িত না হওয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন সফল নয় মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ-৯.১.৪);

১২.৭। প্রকল্প বাস্তবায়নে মনিটরিং ব্যবস্থা খুবই দুর্বল ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগ নিজে বাস্তবায়ন না করে তার কোন অধীনস্থ কোন সংস্থা বা পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে কাংখিত ফল পাওয়া যেত (অনুচ্ছেদ-৭.৫ ও ৯.১.১);

১৩। **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৩.১। ১২.১ অনুচ্ছেদ উল্লিখিত সমস্যা সমূহের কারণ চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নে লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করা যেতে পারে;

১৩.২। ১২.২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্যাশ কার্ড প্রতিস্থাপনের দায়িত্ব কাদের ছিল এবং প্রতিস্থাপন না করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডাক বিভাগে জমা থাকা অর্থ যাদের প্রাপ্য তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৩.৩। ডিপিপি অনুযায়ী মোটর সাইকেল ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও ফিল্ড সুপারভাইজারদের জন্য মোটর সাইকেল ক্রয় না করার বিষয়টি যাচাই করা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-১২.৩);

১৩.৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ বিভাগে প্রেরণ না করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করবে (অনুচ্ছেদ-১২.৫);

১৩.৫। ০৫টি গুরুত্বপূর্ণ অংগ (Safety Net Implementation Specialist, Procurement Specialist, Junior Fiancial Consultant, Motorcycles) বাস্তবায়ন না করে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা গ্রহণযোগ্য নয়। সকল অংগ বাস্তবায়ন না করার বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগকে খতিয়ে দেখবে এবং ভবিষ্যতে এমনটি যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১২.৬);

১৩.৬। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ কোন সংস্থা বা পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে স্থানীয় সরকার বিভাগ যথাযথ মনিটরিং করতে পারবে এবং সঠিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে (অনুচ্ছেদ-১২.৭);

১৩.৭। অনুচ্ছেদ ১৩.১ থেকে ১৩.৬ এ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"বদ্দারহাট মোড় হইতে কর্ণফুলি নদী পর্যন্ত মেরিনার্স বাইপাস সড়ক উন্নয়নসহ ডাইভারশান খাল ও সন্নিহিত খালসমূহের পুনর্বাসন'' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন,২০১৪)

"বদ্দারহাট মোড় হইতে কর্ণফুলি নদী পর্যন্ত মেরিনার্স বাইপাস সড়ক উন্নয়নসহ ডাইভারশান খাল ও সন্নিহিত খালসমূহের পুনর্বাসন'' শীর্ষক প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক জুলাই, ২০১০ – জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক (**স্থানীয় সরকার সাব-সেক্টর**) কর্তৃক ২১.১০.২০১৫ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক এবংচট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের ডিপিপি, পিসিআরসহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অফিস এবং প্রকল্প অফিস থেকে সরবরাহকৃত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি পর্যালোচনা ও প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ , প্রকল্পের স্কিমসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হল। প্রকল্প পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

১। প্রকল্পের মৌলিক বিষয়াদি

১.	**প্রকল্পের নাম**	ঃ	**"বদ্দারহাট মোড় হইতে কর্ণফুলি নদী পর্যন্ত মেরিনার্স বাইপাস সড়ক উন্নয়নসহ ডাইভারশান খাল ওসন্নিহিত খালসমূহের পুনর্বাসন''**
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	**স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।**
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৪.	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	৫৭২৪.২৪ (অনুদান- ৪৫৭৯.৩৯ এবং চসিসি-১১৪৪.৮৫)
	৪.১ সংশোধিত ব্যয়	ঃ	৫৭২৪.২৪ (অনুদান- ৪৫৭৯.৩৯ এবং চসিসি-১১৪৪.৮৫)
	৪.২ প্রকৃত ব্যয়	ঃ	৫৭২০.০০(জুন ২০১৪ পর্যন্ত)
	৪.৩ (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	ঃ	(৯৯.৯২%)
৬.	৬.১ প্রকল্পের মূল মেয়াদকাল	ঃ	জুলাই, ২০১০ - জুন ২০১২
	৬.২ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে **১ম** সংশোধিত মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০১০ - **ডিসেম্বর, ২০১৩**
	৬.৩ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে **২য়** সংশোধিত মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৪
	৬.৪ প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই, ২০১০ - জুন ২০১৪
	৬.৫ অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)	ঃ	২ বছর বা ১০০%

২। পটভূমিঃ

চট্টগ্রাম দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর তথা দেশের ২য় বৃহত্তর নগরী। এ নগরীতে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক বসবাস করে। দেশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বেশীরভাগ আমদানি ও রপ্তানি পণ্যবাহী যানবাহন নগরীর বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে দেশের অন্যান্য অংশে যায়। সুতরাং এ নগরী দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই নগরীতে শিল্পায়নের বিকাশও খুব দ্রুত হচ্ছে। ফলে চট্টগ্রাম শহরকে দেশের বাণিজ্যিক নগরী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু বহদ্দারহাট এবং চকবাজারে যানজটের কারণে যাতায়াত ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়। বহদ্দারহাট হতে চাক্তাই পর্যন্ত একটি নতুন রাস্তা নির্মিত হলে এই নগরীর বেশীর ভাগ এলাকার যানজট হ্রাস পাবে এবং দেশের অন্যান্য অংশের সাথে কক্সবাজরের যাতায়াতও সহজতর হবে। চট্টগ্রাম মহানগরীতে জলাবদ্ধতার জন্য রাস্তার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন রাস্তা তৈরী হলে চাক্তাই খাল খনন এবং উত্তোলিত মাটি সহজে অপসারণ করা হলে জলাবদ্ধতা

হ্রাস পায়। উল্লেখ্য, চাক্তাই ডাইভারশন সংলগ্ন খালসমূহ খনন সম্ভব হলে এলাকার জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে। নতুন রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে বাকলিত এলাকায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যাতায়াত সুগম হবে বিধায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও উন্নত হবে। এমতাবস্থায়, চট্টগ্রাম নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, যানজট নিরসন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশের উন্নয়ন এবং আইন-শৃংখলা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৭২৪.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (৮০% জিওবি অনুদান এবং ২০% সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল) জুলাই, ২০১০ - জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৩। উদ্দেশ্যঃ

(ক) বদ্দারহাট হতে চাক্তাই পর্যন্ত যানজট নিরসনের জন্য নতুন রাস্তা নির্মাণ,

(খ) বৃহত্তর বাকলিয় এলাকায় উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দূযোর্গ ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার উন্নয়ন,

(গ) প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন এবং

(ঘ) অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আত্নকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

৪। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন :

"বদ্দারহাট মোড় হইতে কর্ণফুলি নদী পর্যন্ত মেরিনার্স বাইপাস সড়ক উন্নয়নসহ ডাইভারশান খাল ও সন্নিহিত খালসমূহের পুনর্বাসন''শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১০ – জুন, ২০১২ মেয়াদে ৫৭২৪.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পটি বিভিন্ন অংগের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের মেযাদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রথমবার ২৪.০৭.২০১২ তারিখে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার ১৮.০৮.২০১৩ তারিখে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

০৫। প্রকল্পের অর্থায়নঃ ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত সার্বিক অগ্রগতি

"বদ্দারহাট মোড় হইতে কর্ণফুলি নদী পর্যন্ত মেরিনার্স বাইপাস সড়ক উন্নয়নসহ ডাইভারশান খাল ও সন্নিহিত খালসমূহের পুনর্বাসন'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী, ২০১০ - ১১ হতে ২০১৩ - ১৪ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক বিন্যাসকৃত অর্থ সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয়ের চিত্র নিচের সারণীতে প্রদর্শন করা হ'লঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূলডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় + CCC)	সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় + CCC)	অবমুক্ত	প্রকৃত ব্যয় + CCC)	বাস্তব অগ্রগতি %	অব্যয়িত অর্থ+ CCC)
২০১০-১১	৫.০০ (৫.০০+০.০০)	৫.০০ (৫.০০+০.০০)	৫.০০	৫.০০ (৫.০০+০০)	০.০৮%	
২০১১-১২	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৮.৭৩%	

	(৫০০+০০)	(৫০০+০০)		(৫০০.০-০+০০)		
২০১২-১৩	৪৫০০.০০ (৩৫০০+১০০০)	৪৫০০.০০ (৩৫০০+১০০০)	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০ (৩৫০০+১০০০)	৭৮.৬১%	
২০১৩-১৪	৭১৯.২৪ (৫৭৪.৩৯+১৪৪.৮৫)	৭১৯.২৪ (৫৭৪.৩৯+১৪৪.৮৫)	৭১৫.০০	৭১৫.০০ (৫৭০.০০+১৪৫.০০	১২.৫০%	
মোট ঃ	৫৭২৪.২৪	৫৭২৪.২৪	৫৭২০.০০	৫৭২০.০০	৯৯.৯২%	

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে,"বদ্দারহাট মোড় হইতে কর্ণফুলি নদী পর্যন্ত মেরিনার্স বাইপাস সড়ক উন্নয়নসহ ডাইভারশান খাল ওসন্নিহিত খালসমূহের পুনর্বাসন''প্রকল্পের মূল/সংশোধিত ডিপিপিতে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৫৭২৪.২৪ লক্ষ টাকা। cকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বরাদ্দকৃত ৫৭২৪.০০ লক্ষ টাকার ৫৭২০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং অবমুক্তকৃত ৫৭২০.০০ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে।সুতরাং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০% ও ৯৯.৯২।

০৬। <u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ</u> প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বিভিন্ন অংগের প্রাক্কলন ও বাস্তবায়ন নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	**সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ ওএকক**	একক	**সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন ২০১৪ পর্যন্ত)**	
			আর্থিক	**বাস্ব**	**আর্থিক**	**বাস্তব**
	ভূমি অধিগ্রহণ	শতাংশ	৫০০০.০০	৩৩১.৮০	৫০০০.০০	৩৩১.৮০
	বিল্ডিং কম্পোসেশন	বর্গ মিটার	৩১৬.৭০	২৯৪৩.০০	৩১৬.৭০	২৯৪৩.০০
	রাস্তা নির্মাণ	মিটার	৩০৭.৫০	৩২৫২.০০	৩০৩.৫০	৩২০৭.১৫
	ব্রীজ এবং কালভার্ট	সংখ্যা	১০০.০৪	৩	১০০.০৪	৩
মোট=			৫৭২৪.২৪		৫৭২০.০০	

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৭২৪.২৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫০০০.০০ (৮৭.৩৫%) ভূমি অধিগ্রহণের কাজে ব্যয় হয়েছে। অবশিষ্ট ৭২৪.২৪ লক্ষ টাকা (১২.৬৫%) ভবন বিনষ্টকরণ বাবদ ক্ষতিপুরণ ৫.৫৩, রাস্তা নির্মাণ ৫.৩৭% এবং ব্রীজ ও কালভার্ট ব্যয় হয়েছে ১.৭৫% ব্যয় করা হয়েছে। পিসিআর-এ উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ, বিল্ডিং কম্পোসেশন এবং ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণের কাজ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে, রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত বরাদ্দের চেয়ে ৪.২৪ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে এবং ৪৪.৮৫ মিটার কম রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এতদসংক্রান্ত বর্ণনা অনুচ্ছেদ- ৯ এ পর্যবেক্ষণ অংশে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ "বদ্দারহাট মোড় হইতে কর্ণফুলি নদী পর্যন্ত মেরিনার্স বাইপাস সড়ক উন্নয়নসহ ডাইভারশান খাল ওসন্নিহিত খালসমূহের পুনর্বাসন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫০০০.০০ লক্ষ টাকায় ৩৩১.৮০ শতক জমি অধিগ্রহণ, ৩১৬.৭০ লক্ষ টাকায় ২৯৪৩.০০ বর্গ মিটার ভবন বিনষ্টকরণ, ৩০৭.৫০ লক্ষ টাকায় ৩.২৫২ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ এবং ১০০.০৪ লক্ষ টাকায় ১টি ব্রীজ ও ২টি কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রমের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ ও ভবন বিনষ্টকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৩.২৫২ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ কার্যক্রমকে ৫টি প্যাকেজে (প্রতি প্যাকেজ ৬৫০ মিটার) এবং ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ ১টি প্যাকেজের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। রাস্তা নির্মাণের ৫টি প্যাকেজের মধ্য থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ১নং প্যাকেজ এবং ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ সংক্রান্ত কম্পোনেন্টের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি বিস্তারিত পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হ'লঃ

৩. ৬নং ওয়ার্ডস্থ চাক্তাই খালের পার্শ্বে সড়কের উন্নয়ন (প্যাকেজ -১)
৪. ৬নং ওয়ার্ডস্থ চাক্তাই খালের উপর ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ

৮.১। ৬নং ওয়ার্ডস্থ চাক্তাই খালের পার্শ্বে সড়কের উন্নয়ন (১ নং প্যাকেজ)

রাস্তা নির্মাণের জন্য ১ নং প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬১.৫০ লক্ষ টাকা। এ প্যাকেজের জন্য যথাক্রমে দৈনিক আজাদী তারিখ-২৭.১২.২০১৩; এবং দৈনিক সমকাল, তারিখ -২৯.১২.২০১৩ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দরপত্র জমা এবং খোলার তারিখ ছিল ২১.০১.২০১৪। প্যাকজের জন্য ২ টি দরপত্র বিক্রয় হয় এবং ৪-টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানই দরপত্র দাখিল করে। জনাব আনোয়ারা বেগম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-কে আহবায়ক করে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (উল্লেখ্য যে, উক্ত মূল্যায়ন কমিটিতেচট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বর্হিভূত গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের২ জন সদস্য ছিলেন)০৯.০২.২০১৪ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন করেন। উক্ত কমিটির মূল্যায়নে ২-টি প্রতিষ্ঠানকে বৈধ (Responsive) বলে বিবেচিত হয়। তবে, সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে মের্সাস সুরমা ইন্টারন্যাশনালকে নির্বাচিত করা হয়। মের্সাস সুরমা ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রস্তাবিত টেন্ডার মূল্য ছিল ৬১.৪৬ লক্ষ টাকা; যা প্রকল্পের সিডিউলে উল্লিখিত প্রাক্কলিত মূল্য(৬১.৫০ লক্ষ টাকা) অপেক্ষা ৪০০০.০০ টাকা কম। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সংগে ২৩.০৩.২০১৪ তারিখে কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক৩১.০৫২০১৪ তারিখে রাস্তার নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত হয়।

৮.২. ৬নং ওয়ার্ডস্থ চাক্তাই খালের উপর ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ

চাক্তাই খালের উপর ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১০০.০৪লক্ষ টাকা। এ প্যাকেজের জন্য যথাক্রমে দৈনিক আজাদী তারিখ-২৭.১২.২০১৩; এবং দৈনিক সমকাল, তারিখ -২৯.১২.২০১৩বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দরপত্র জমা এবং খোলার তারিখ ছিল ২১.০১.২০১৪। প্যাকজের জন্য ৫টি দরপত্র বিক্রয় হয় এবং ৫টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানই দরপত্র দাখিল করে। জনাব আনোয়ারা বেগম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-কে আহবায়ক করে গঠিত ৬ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (উল্লেখ্য যে, উক্ত মূল্যায়ন কমিটিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বর্হিভূত গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২ জন সদস্য ছিলেন) ০৯.০২.২০১৪ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন করেন। উক্ত কমিটির মূল্যায়নে ৫-টি প্রতিষ্ঠানকে বৈধ (Responsive) বলে বিবেচিত হয়। তবে, সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে মের্সাস জে.বি. কনস্ট্রাকশনকে নির্বাচিত করা হয়। মের্সাস জে.বি. কনস্ট্রাকশন-এর প্রস্তাবিত টেন্ডার মূল্য ছিল ৯৫.০৩৮ লক্ষ টাকা; যা প্রকল্পের সিডিউলে উল্লিখিত প্রাক্কলিত মূল্য (১০০.০৪লক্ষ টাকা) অপেক্ষা ৫.০০২ লক্ষ টাকা কম। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সংগে ০৯.০৪.২০১৪ কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ৩১.০৫.২০১৪ তারিখে রাস্তার নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত হয়।

৯। <u>সরেজমিনে পরিদর্শন</u>

আইএমইডি'র পরিচালক কর্তৃক গত ২২.১০.২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির সমাপ্ত কাজ মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকস হ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে পরিদর্শনকৃত বিভিন্ন স্কীমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

৯.১ ৬নং ওয়ার্ডস্থ চাক্তাই খালের পার্শ্বে সড়কের উন্নয়ন

চট্টগ্রাম শহরের বহদ্দারহাট থেকে কর্ণফুলি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত চাক্তাই খাল বরাবর ৩.২৫২ কিঃমিঃ আরসিসি মেরিন বাইপাশ নির্মাণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শহরের ব্যস্ততম ঘনসতিপূর্ণ এলাকায় ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৩১.৮০ শতক জমি অধিগ্রহণপূর্বক ২৯৫৩ বর্গমিটার বাড়ীঘর বিনষ্টকরণের ক্ষতিপুরণ বাবদ ৩১৬ ৯০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কার্যালয়ে রক্ষিত নথি পত্রে দেখা যায়। পিসিআর এ উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী বাস্তবে ৩.২০৭১৫ কিঃমিঃ হেরিং বন্ড রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে; যা প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লিখিত রাস্তার ৩২৫২.০০ চেয়ে ৪৪.৮৫ মিটার কম।
পরিদর্শনকালে রাস্তাটি ইটের হেরিং বন্ড দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায় নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ইটের মান আপাত দৃষ্টিতে ভাল বলে প্রতীয়মান হয়। তবে ইটগুলোর মধ্যে বেশ ফাঁক (গ্যাপ) পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে রাস্তার প্রশস্থতা ৬.০০

মিটার (২০.০০ ফুট) উল্লেখ থাকলেও শুধুমাত্র রাস্তার শুরু ও শেষ প্রান্ত অর্থাৎ বড় রাস্তার সংযোগ স্থলে নবনির্মিত রাস্তার প্রশস্থতা ২০ ফুট পাওয়া যায় এবং অবশিষ্ট অংশে স্থান ভেদে রাস্তার প্রশস্থতা ১২ থেকে ১৬ ফুট পাওয়া যায়। রাস্তার উভয় পাশ ১ ফুট প্রশস্থ গাইড ওয়াল রয়েছে মর্মে দেখা যায়। দক্ষিণ পাশের গাইডওয়াল ইতোঃপুর্বে চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা দুরীকরণের/নর্দমার পানি নিস্কাশনের লক্ষ্যে নির্মিত চাক্তাই খালের উন্নয়নের সময় নির্মাণ করা হয়েছিল। উত্তর পাশের গাইডওয়াল বর্তমান প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে রাস্তার কিছু কিছু স্থান ডেবে গেছে আবার কোথাও কোথাও ইট উঠে গেছে মমে দেখা যায় (চিত্র- ১ ও ২)। রাস্তার অবস্থা দৃষ্টি প্রতীয়মান হয় যে, রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে ঠিকমত কমপ্যাকশন না করেই রাস্তার উপরে হেরিংবন্ডের ইটের স্তর বিছানো হয়েছে। ফলে রাস্তা দেবে/ভেংগে যাচ্ছে। বাহ্যিকভাবে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গাইড ওয়াল এবং রাস্তার গুনগত মান নিম্ন মানের মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে।

চিত্র- ১: এলোমেলো ও ফাঁকা ফাঁকা ভাবে বিন্যাস্ত ইট ও রাস্তার দেবে যাওয়া

চিত্র- ২: রাস্তার দেবে যাওয়া ও ভাংগা অংশে অতিরিক্ত সাপোর্ট দিয়ে রাস্তা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা

চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা দুরীরণের/নর্দমার পানি নিস্কাশনের লক্ষ্যে এক্সকেভেটর দিয়ে সময়ে সময়ে চাক্তাই খাল পরিস্কার করার নিমিত্ত মেরিন বাইপাশটি নির্মাণ করা হলেও এক্সকেভেটর বা সাধারণ মানুষের ব্যবহার উপযোগী কোন যানবাহন এ নবনির্মিত রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করছে না। ফলে পার্শ্ববর্তী চাক্তাই খালের বর্জ্যও পরিস্কার করা যাচ্ছে না। এমনকি মানুষের পায়ে হেঁটে চলাচলের উপযোগিতাও বর্তমানে এ রাস্তার নেই। কেননা, নবনির্মিত রাস্তার উপর রাস্তার পাশে বসবাসকারী নিম্ন আয়ের লোকজন বিভিন্ন পেশা চালিয়ে যাচ্ছে মর্মে দেখ যায় (চিত্র – ৩ ও ৪)। রাস্তাটি ব্যবহৃত না হওয়ায় অনেক স্থানে ঘাস-পালা/আগাছাও জন্মেছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র – ৫)।

চিত্র- ৩: নবনির্মিত রাস্তার উপর অবৈধ পলিথিনের ব্যবসা

চিত্র- ৪: নবনির্মিত রাস্তা অবৈধ দখল করে উপর উন্নত জাতের কুকুর পালন

চিত্র- ৫: রাস্তার উপর জন্মানো ঘাস-পালা এবং পার্শ্ববর্তী চাক্তাই খালে জমে থাকা ময়লার স্তুপ।

এ প্রসংগে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, চাক্তাই খালের জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে বহদ্দারহাট থেকে কর্ণফুলি পর্যন্ত রাস্তার মোট দৈর্ঘ ৮.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ করতে হবে। তন্মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বহদ্দারহাট থেকে ৩.২০৭ কিঃমিঃ নির্মাণ হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে কর্ণফুলি নদী পর্যন্ত রাস্তার অবশিষ্ট অংশ নির্মাণাধীন রয়েছে।

সম্পূর্ণ রাস্তাটি নির্মিত না হওয়ায় বর্তমান প্রকল্পের নির্মিত অংশও ব্যবহার করা যাচ্ছে না। রাস্তার বাকি অংশ দ্রুত নির্মাণপূর্বক রাস্তাটি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে পরামর্শ দেয়া হল।

৯.২। ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ১০০.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯ মিটার দৈর্ঘ এবং ৮ মিটার প্রশস্থতা বিশিষ্ট ১টি পিসি গার্ডার ব্রীজ ও ২টি কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান রয়েছে এবং সে অনুযায়ী উল্লিখিত টাকা ব্যয়ে ১ ব্রীজ ও ২টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে। তবে বাস্তবে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় কোন ব্রীজ বা কালভার্ট নির্মাণ করা হয়নি। বরং এইচবিবি রাস্তার মাঝে মাঝে ৩০ থেকে ৫০ মিটার পর পর; ৮০০.০০ থেকে ১৫০০.০০ মিলিমিটার প্রশস্থতা বিশিষ্ট অনেকগুলো ক্রশ ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। ক্রশ ড্রেনের উপর স্লাবগুলি রাস্তার সাথে সমান ভাবে স্থাপন করা হয়নি এবং স্থাপিত স্লাবগুলোর বিভিন্ন স্থান ভাংগা রয়েছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র – ৬,৭ ও ৮)। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্রশ ড্রেনের উপর স্থাপিত স্লাবগুলি নিম্ন মানের মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা খতিয়ে দেখতে পারে।

চিত্র- ৬: রাস্তার সাথে অসমানভাবে স্থাপিত স্লাব

চিত্র- ৭: অসমানভাবে স্থাপিত স্লাবের ভাংগা অংশ

চিত্র- ৮: অসমানভাবে স্থাপিত স্লাবের ভাংগা অংশ

ব্রীজ ও কালভার্টের পরিবর্তে ক্রশ ড্রেন নির্মাণের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, কালভার্ট বা ব্রীজ নির্মাণের জন্য যে পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন; বাস্তবে সে পরিমান জায়গা না পাওয়ায় ক্রশ ড্রেন নির্মাণ হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমেও ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান, চুক্তি সম্পাদন, বিল পরিশোধ জনিত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে পিসি গার্ডার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান থাকা সত্বেও প্রকল্প সংশোধন না করে ব্রীজ/কালভার্টের পরিবর্তে ক্রশ ড্রেন নির্মাণ করা পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থি। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রনালয় খতিয়ে দেখবে।

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

পিসিআরএ উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী জনাব কামরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রকল্পের পূর্ণ বাস্তবায়ন মেয়াদে ৩০.০২.২০১১১ থেকে ৩০.০৬.২০১৪ পর্যন্ত খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১১। অডিট সংক্রান্ত :

পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পটির ২০১০ -১১ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত পূর্ণ বাস্তবায়ন মেয়াদে Internal এবং External Audit পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং অডিটে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে|

১২| প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

প্রকল্পর নিদিষ্ট উদ্দশ্য অজর্নের লক্ষ্যে অর্জিত লাফলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল

(ক) বন্দারহাট হতে চাক্তাই পর্যন্ত যানজট নিরসনের জন্য নতুন রাস্তা নির্মাণ, (খ) শহরের বাকলিয়া এলাকায় উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার উন্নয়ন, (গ) প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন এবং (ঘ) অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আত্নকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।	প্রকল্পের আওতায় বহদ্দারহাট হতে কর্ণফুলী নদীর মোহনা পর্যন্ত চাকতাই খাল বরাবর ৩২০৭.১৫ মিটার হেরিংবন্ড রাস্তা ও ব্রীজ ও কালর্ভাট এর পরিবর্তে অসংখ্য ক্রস ড্রেন নির্মিত হয়েছে। তবে এ রাস্তা দিয়ে কোন যানবাহন, মানুষ বা চাক্তাই খালের ময়লা আর্বজনা নিস্কাসনের লক্ষ্যে স্কেভেটর চলাচল করছে না। ফলে চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসন, জলাবদ্ধতা দূরিকরণ, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন, আইনশৃংখলার ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবেশের উন্নয়ন, আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনীতি উন্নতিতে নবনির্মিত রাস্তাটি পরিদর্শনকালীন পর্যন্ত কোন ভূমিকা রাখছে না। সুতরাং প্রকল্পের আংশিক উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলা যেতে পারে।

১৩। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জন না হলে এর কারণঃ**

প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জণের লক্ষ্যে চাক্তাইখাল বরাবর ৮ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ করা প্রয়োজন। তবে বর্তমান প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে ৩২০৭.১৫ মিটার। রাস্তার অবশিষ্ট অংশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নবনির্মিত রাস্তার অধিকাংশ স্থান অবৈধ দখল দখলে রয়েছে। ফলে এ রাস্তা দিয়ে কোন যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। সুতরাং প্রকল্পের বৃহৎ উদ্দেশ্য অর্জন বিঘ্নিত হচ্ছে।

১৪। **প্রকল্প বাস্বায়ন সমস্যা ঃ**

প্রকল্প বাস্তবায়িত কার্যক্রমপরিদর্শনকালে নিম্নের বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৪.১। **প্রকল্প বাস্বায়নে বিলম্ব (Time Over-run) ঃ** প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ ছিল জুলাই, ২০১০ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ২ বছর।কিন্তু প্রকল্পের কিন্তু প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে জুন, ২০১৪। প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় লেগেছে ৪ বছর; যা মূল অনুমোদিত সময়ের তুলনায় ১০০% সময় বেশী লেগেছে **(অনুচ্ছেদ -৪)।**

১৪.২ অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের আওতায় ৩২৫২.০০ মিঃ আরসিসি মেরিন বাইপাস রাস্তা নির্মাণের কথা থাকলেও বাস্তবে নির্মাণ করা হয়েছে ৩২০৭.১৫ মিঃ হেরিং বন্ড রাস্তা; যা অনুমোদিত রাস্তার চেয়ে দৈর্ঘে ৪৪.৮৫ মিটার কম। প্রকল্পের ডিপিপিতে রাস্তার প্রশস্থতা ৬ মিটার (২০ ফুট) ধরে আয়তন নিরুপন করা হয়েছে (৩২৫২.০০X৬.০০) ১৯৫১২.০০ বর্গমিটার। কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই রাস্তার প্রশস্থতা ১২ থেকে ১৭ ফুট রয়েছে। সুতরাং নির্মিত রাস্তার দৈর্ঘের পাশাপাশি রাস্তার বিদ্যমান প্রশস্থতা অনুযায়ী রাস্তার আয়তনও অনেক কম মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া, আরসিসি রাস্তার পরিবর্তে হেরিং বন্ড রাস্তা নির্মাণের ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে কম হবার কথা। কিন্তু পিসিআর অনুযায়ী এ খাতে মাত্র ৪.২৪ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে। সুতরাং প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন ব্যতিত রাস্তার পরিমাণ হ্রাস বা রাস্তার স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন করা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থি মর্মে প্রতীয়মান হয় **(অনুচ্ছেদ -৯.১)।**

১৪.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হেরিং বন্ড রাস্তার বিভিন্ন স্তর গুলি ঠিকমত কম্প্যাকশন না করে নির্মাণ করা হয়েছে ফলে রাস্তার বিভিন্ন স্থান দেবে দেবে গেছে এবং ইট এলোমেলো হয়ে পড়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় **(অনুচ্ছেদ -৯.১)।**

১৪.৪ প্রকল্পের ডিপিপিতে ১৯ মিটার দীর্ঘ ও ৮ মিটার প্রশস্থ ১টি ব্রীজ ও ২ কালর্ভাট নির্মাণের কথা থাকলেও বাস্তবে ৩০-৫০ মিটার ব্যবধানে ৮০০-১৫০০ মিলিমিটার প্রশস্থতা বিশিষ্ট অনেকগুলো ক্রস ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন ব্যতিত এ ধরণের স্পেসিফিকেশনের পরিবর্তন পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থি মর্মেপ্রতীয়মান হয় **(অনুচ্ছেদ -৯.২)।**

১৪.৫ হেরিংবন্ড রাস্তার ইটগুলির মধ্যে ফাঁকা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ক্রস ড্রেনের স্লাবগুলি উচুনিচুভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এ ধরণের অসমান রাস্তা দিয়ে যানবাহন ও মানুষের চলাচলের সময় দূর্ঘটনার আশংকা রয়েছে **(অনুচ্ছেদ -৯.১)।**

১৪.৬ নবনির্মিত রাস্তাটি উপর অবৈধ দখলদারের কবলে থাকায় জনগণ রাস্তাটি ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে রাস্তা থেকে কাংখিত সুবিধা থেকে এলাকাবাসী বঞ্চিত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয় **(অনুচ্ছেদ -৯.১)**।

১৪.৭ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রাণালয়ের যথাযথ মনিটরিং এবং সুপারভিশন না করার কারণেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে এবং বাস্তবায়িত কাজের মান নিম্ন মানের হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫। আইএমইডি'র মতামতঃ

১৫.১। বিবেচ্য প্রকল্পের মূল অনুমোদিত সময়কাল ২ বছরের পরিবর্তে প্রকল্পটি ৪ বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতে প্রকল্পের বাস্তবায়নে যেন অনুরুপ সময় ক্ষেপন না হয় সে বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে **(অনুচ্ছেদ -৪, ১৪.১)।**

১৫.২। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র সংশোধন ব্যতিতই রাস্তার পরিমাণ (৪৪.৮৫ মিটার কম) এবং আরসিসি রাস্তার পরিবর্তে কম প্রশস্থতা বিশিষ্ট হেরিং বন্ড রাস্তা নির্মাণের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে**(অনুচ্ছেদ- ৯.১, ১৪.২)।**

১৫.৩। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লিখিত ১৯ মিটার দীর্ঘ ও ৮ মিটার প্রশস্থ ১টি পিসি গার্ডার ব্রীজ এবং ২ টি কালর্ভাট নির্মাণের পরিবর্তে ৩০-৭০ মিটার ব্যবধানে ৮০০-১৫০০ মিলিমিটার প্রশস্থতার বিভিন্ন ক্রস ড্রেন নির্মাণের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে **(অনুচ্ছেদ-৯.২, ১৪.৪)।**

১৫.৪। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হেরিংবন্ড রাস্তার দেবে যাওয়া স্থানসমূহ, রাস্তার উপরিভাগ থেকে উঠে যাওয়া ইটসমূহ এবং ক্রস ড্রেনের উপর স্থাপিত ভাংগা স্লাবসমূহ মেরামত/প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে **(অনুচ্ছেদ- ৯.১,৯.২, ১৪.৪ ও ১৪.৫)।**

১৫.৫। প্রকল্পের নির্মিত রাস্তার উপর চলমান অবৈধ কার্যক্রমসমূহ উচ্ছেদপূর্বক রাস্তাটি চলাচল উপযোগী করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে **(অনুচ্ছেদ-৯.১, ১৪.৬)।**

১৫.৬। অনুচ্ছেদ ১৫.১ -১৫.৫-এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী এক মাসের ম ধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

"পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৪)

"পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্হানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তত্ত্বাবধানে জানুয়ারী, ২০১০ – জুন, ২০১৭ (এলজিইডি'র অংশ ৩০ জুন, ২০১৪) মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক (**স্থানীয় সরকার সাব-সেক্টর**) কর্তৃক ১০ মে, ২০১৫ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, পাবনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীসহ প্রকল্প সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের ডিপিপি, পিসিআরসহ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পাবনা জেলা অফিস এবং প্রকল্প অফিস থেকে সরবরাহকৃত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি পর্যালোচনা ও প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ , প্রকল্পের স্কিমসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হল। প্রকল্প পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

১। প্রকল্পের মৌলিক বিষয়াদি

	প্রকল্পের নাম	ঃ	**"পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)''** শীর্ষক প্রকল্প।
	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	**স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।**
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	স্হানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	৩৫৪৩.৫০
	৪.১ সংশোধিত ব্যয়	ঃ	৩৫৩৮.৩৫
	৪.২ প্রকৃত ব্যয়	ঃ	৩৫৩৮.৩৫ (জুন ২০১৪ পর্যন্ত)
	৪.৩ (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	ঃ	(-৩.৯১%)
	৬.১ প্রকল্পের মূল মেয়াদকাল	ঃ	জানুয়ারি, ২০১০ - জুন ২০১৩
	৬.**২** ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে **১ম** সংশোধিত মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০১০ - ডিসেম্বর, ২০১৪
	৬.৩ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে **২য়** সংশোধিত মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৭
	৬.৪ প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	ঃ	জানুয়ারি, ২০১০ - জুন ২০১৪
	৬.৫ অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)	ঃ	১ বছর বা ২৫%

২। পটভূমিঃ

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের এখনও সিংহভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। গ্রামীণ মানুষের জীবন এখনও কৃষি নির্ভর। আবার কৃষিকাজ নির্ভর করে ভূ-প্রকৃতি, মাটি, নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির উপর। বাংলাদেশর ২টি প্রধান নদী- পদ্মা ও যমুনা দ্বারা বেষ্টিত পাবনা জেলার সুজানগর এমনি একটি কৃষি নির্ভর উপজেলা। বিশেষতঃ সুজানগর উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশী ভাল না হওয়ায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানার তেমন বিকাশ না ঘটায় সুজানগরের অধিকাংশ মূলতঃ কৃষি নির্ভর জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। দক্ষিণ ও পশ্চিম দুই পাশ যথাক্রমে পদ্মা ও যমুনা নদী দ্বারা বেষ্টিত সুজানগর উপজেলার এক বিস্তৃত এলাকা গজনার বিলের অন্তর্ভুক্ত যা বছরের প্রায় অর্ধেক সময় বর্ষার পানিতে নিমজ্জিত থাকে। ফলে এখানে শুষ্ক মৌসুমে শুধুমাত্র একটি ফসল (বোরো) হয়ে থাকে। তাছাড়া গ্রীষ্মকালে কোন কোন বছর অগ্রিম বন্যা আসলে রাস্তা/যোগাযোগ ব্যবস্থার ভাল না থাকার কারণে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্যও (বোরো ধান) ঘরে আনতে পারে না। ফলে গ্রামের মানুষেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায়না। সার্বিকভাবে তাদের অবস্থার কোন উন্নতি হয় না বরং গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ পূর্ববৎ দরিদ্রই রয়ে যায়। এ প্রেক্ষাপটে সুজানগর উপজেলার মৌলিক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, বনায়ন, বাঁধ নির্মাণ, কৃষির সম্প্রসারণ, প্রাণিজ সম্পদের প্রসার প্রভৃতি কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে

এলাকার সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪১৩৩১.৮৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণই জিওবি) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০১০ - জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়।

লিড মন্ত্রণালয় হিসাবে প্রকল্পটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, প্রকল্পে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিএডি), মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় এলজিএডি'র মাধ্যমে ৩৫৩৮.৩৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩২.২০ কিলোমিটার RCC রাস্তা এবং একটি ৫১.০০ মিটার গার্ডার ব্রীজ নির্মাণের প্রভিশন রয়েছে। এলজিইডি'র অংশের বাস্তবায়ন জুন, ২০১৪ এর মধ্যে সমাপ্ত হওয়ায় প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। তবে, অন্যান্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন কাজ চলমান থাকায় প্রকল্পটির মেয়াদ আগামী জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩। উদ্দেশ্য :

১. গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার উন্নয়ন।

২. গ্রামীণ দরিদ্র এবং দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন।

৩. পরিবহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও অকৃষি সেক্টরে নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গের পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৪. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যগত সুবিধাদির উন্নয়ন।

৫. স্থানীয় উন্নয়নে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির (কমিউনিটির) অংশ গ্রহণ এবং স্থানীয় প্রশাসনকে তরান্বিত করণ।

৪। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন :

"পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন**,** সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ**"** শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি**,** ২০১০ – জুন**,** ২০১৩ মেয়াদে ৪১৩৩১.৮৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পটি বিভিন্ন অংগের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় ০২.০৯.২০১৩২ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে **বা**স্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় । এলজিইডি'র তত্বাবধানে বাস্তবায়িত কম্পোনেন্টের বাস্তবায়ন জুন**,** ২০১৪ এর মধ্যে সম্পন্ন হলেও অন্যান্য সংস্থার বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন হতে ২৫.০১.২০১৫ তারিখে ২য় **বার** প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৫। <u>প্রকল্পের অর্থায়নঃ ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত সার্বিক অগ্রগতি</u>

"পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী, ২০১০ - ১১ হতে ২০১৩ - ১৪ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক বিন্যাসকৃত অর্থ সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয়ের চিত্র নিচের সারণীতে প্রদর্শন করা হ'লঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	**মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয়**	সংশোধিত ডিপিপি'**র প্রাক্কলিত ব্যয়**	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি %	অব্যয়িত অর্থ
২০১০-১১	৬৭৯.৯৫	৬৭৯.৯৫	৬৭৯.৯৫	৬৭৯.৯৫	১৯%	-
২০১১-১২	৪৬৮.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	২৩%	-
২০১২-১৩	২৩৯৫.৫৫	২০৩২.৬৮	২০৬৪.০০	২০৩২.৬৮	৫৭%	**+৩১.৩২**
২০১৩-১৪	-	২৫.৭২	২৫.৭২	২৫.৭২	১%	-
মোট ঃ	**৩৫৪৩.৫০**	**৩৫৩৮.৩৫**	৩৫৬৯.৬৭	৩৫৩৮.৩৫	**১০০%**	**+৩১.৩২**

উপরের সারণী **থেকে** দেখা যায় **যে, "পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের মূল** ডিপিপি**তে** পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা **অনুযায়ী** ২০১০-১১ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৩৫৪৩.৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু সংশোধিত ডিডিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৩৫৩৮.৩৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২০৩২.৬৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে সংশোধিত এডিপিতে ২০৬৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় এবং বরাদ্দকৃত ২০৬৪.০০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ পুরো অংশই অবমুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অবমুক্তকৃত **২০৬৪.০০** লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে **২০৩২.৬৮** লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্তকৃত ৩১.১২ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। অব্যয়িত ৩১.৩২ লক্ষ টাকা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছ মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বিভিন্ন অংগের প্রাক্কলন ও বাস্তবায়ন নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ ও একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন ২০১৪ পর্যন্ত)	
		আর্থিক	বাস্ব	আর্থিক (%)	**বাস্তব (%)**
	সড়ক নির্মাণ (কিঃমিঃ)	৩৪১৭.৩০	৩২.২০	৩৪১৭.৩০	**৩২.২০**
	ব্রীজ নির্মাণ (মিটার)	১১৩.৫৫	৫১.০০	১১৩.৫৫	**৫১.০০**
	সেবা সরবরাহ	৪.০০	--	৪.০০	**--**
	যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (অফিস সরঞ্জামাদি)	৩.৫০	--	৩.৫০	**--**
	মোট=	**৩৫৩৮.৫০**		**৩৫৩৮.৫০**	

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ "পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি ৫১ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ এবং ৩২.২০ কিঃমিঃ সাবমার্জিবল রাস্তা নির্মাণ কার্যক্রমকে মোট ২০টি প্যাকেজে বিভক্ত করে দরপত্র অহবান করা হয় এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোনীত ঠিকাদারের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনজন ঠিকাদার যথাসময়ে কাজ সম্পাদন না করায় তাদের কার্যাদেশ বাতিলপূর্বক তিনটি প্যাকেজের (প্যাকেজ নং ২, ৬ ও ৮) জন্য পূনরায় দরপত্র আহবান করা হয় (সংযুক্তি -১ -এর ক্রমিক নং ২১, ২২ ও ২৩)। বিভিন্ন প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংযুক্তি -১ -এ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল। সংযুক্তি -১ -এ উল্লিখিত বিভিন্ন প্যাকেজের মধ্য থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত ২টি প্যাকেজের (ক্রমিক নং ৭ ও ১০) ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হ'লঃ

৮.১. **Improvement of Vatikoya–Charpara–Sarirvita road (Submersible) (Ch. 1000-5000m Package No: PAB-VR-05/10-11).**

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, পাবনায় রক্ষিত প্রকল্পের নথি-পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪.০৩ কোটি টাকা। এ প্যাকেজের জন্য যথাক্রমে দৈনিক আমার দেশ, তারিখ- ১৩.০৩.২০১১; এবং The daily Star, তারিখ -১৭.০৩.২০১১ প্রজ্ঞাপণ প্রকাশিত হয়। সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটেও ১২.০৩.২০১১ প্রকাশিত হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দরপত্র জমা এবং খোলার তারিখ ছিল ০৬.০৪.২০১১। প্যাকজের জন্য ৪ টি দরপত্র বিক্রয় হয় এবং ৪টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানই দরপত্র দাখিল করে। জনাব বিশ্বজিত কুমার কুন্ডু, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পাবনা-কে আহবায়ক করে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (উল্লেখ্য যে, উক্ত মূল্যায়ন কমিটিতে এলজিইডি বর্হিভূত ২ জন সদস্য ছিলেন) ১৬-০৫-২০১১ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন করেন। উক্ত কমিটির মূল্যায়নে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে বৈধ (Responsive) বলে বিবেচিত হয়। তবে, সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে এটকো ইন্টারন্যাশন্যালকে নির্বাচিত করা হয়। এটকো ইন্টারন্যাশন্যাল -এর প্রস্তাবিত টেন্ডার মূল্য ছিল ৪.০২ কোটি টাকা; যা প্রকল্পের সিডিউলে উল্লিখিত প্রাক্কলিত মূল্য (৪.০৩ কোটি টাকা) অপেক্ষাও কম। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৯.০৫.২০১১ তারিখে NOA জারি করা হয় এবং ০২.০৬.২০১১ তারিখে ৪.০২ কোটি টাকা চুক্তি মূল্যে কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ০২-০৬-২০১১ তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ০৮.০৮.২০১১ তারিখে রাস্তার নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত হয়। তবে, প্রকল্পের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৩১.০৫.২০১২ তারিখে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২. Construction of 51.00m RCC Girder Bridge over Barnal river on Poradanga – Crordulia – Kazipur road at Ch: 800 m

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, পাবনায় রক্ষিত প্রকল্পের নথি-পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় ১.২০ কোটি টাকা। উক্ত ব্রীজ নির্মাণের জন্য ২টি জাতীয় পত্রিকা যথাক্রমে দৈনিক জনকণ্ঠ , তারিখ- ২৭-০৪-২০১১ এবং The daily New Nation, তারিখ-২৮.০৪.২০১১ প্রজ্ঞাপণ জারি করা হয়। CPTU-এর ওয়েবসাইটেও ২৮.০৪.২০১১ তারিখে প্রকাশিত হয়; যার কপি নথিতে সংরক্ষিত পাওয়া যায়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দরপত্র জমা এবং খোলার তারিখ ছিল ১৬.০৫.২০১১। এ প্যাকেজের জন্য ২৩ টি দরপত্র বিক্রয় হয় এবং ২৩-টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানই দরপত্র দাখিল করে। জনাব বিশ্বজিত কুমার কুন্ডু, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পাবনা -কে আহবায়ক করে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (উল্লেখ্য যে, উক্ত মূল্যায়ন কমিটিকে এলজিইডি বর্হিভূত ২ জন সদস্য ছিলেন) ১৮-০৫-২০১১ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন করেন। উক্ত কমিটির মূল্যায়নে ৫টি প্রতিষ্ঠানই বৈধ (Responsive) বলে বিবেচিত হয়। তবে সর্বনিম্ন (১.১৪ কোটি টাকা) দরদাতা হিসাবে মেসার্স হাবিব এন্টারপ্রাইজকে নির্বাচিত করা হয় । নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৮.০৫.২০১১ তারিখে NOA জারি করা হয়। মেসার্স হাবিব এন্টারপ্রাইজ এর সংগে ১.১৪ কোটি টাকা চুক্তি মূল্যে ০২.০৬.২০১১ তারিখে কার্য সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ০২-০৬-২০১১ তারিখেই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ২৫.০৫.২০১২ তারিখে ব্রীজের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রকল্পের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৫.০৭.২০১২ তারিখে ব্রীজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৯। সরেজমিনে পরিদর্শন

আইএমইডি'র পরিচালক কর্তৃক গত ১ ০.০৫.২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির সমাপ্ত কাজ মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব একেএম *হারুন-উর* রশীদসহ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, *পাবনার* প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে পরিদর্শনকৃত বিভিন্ন স্কীমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

৯.১ সাবমার্জিবল রাস্তা পরিদর্শনঃ

পরিদর্শনকালে সাবমার্জিবল রাস্তার প্রশস্থতা ৩মিটার পুরুত্ব ১৫০ মিলিমিটার পাওয়া যায়। সাবমার্জিবল রাস্তার গোড়া থেকে মাটি সরে না যায় এবং রাস্তা যেন সহজে ভেংগে না পড়ে সে লক্ষ্যে রাস্তার উভয় পাশে এজ বা ইটের গাইড ওয়াল দেয়া হয়েছে মর্মে দেখা যায়। রাস্তার ডিজাইন অনুযায়ী গাইড ওয়ালের উভয় পাশে ৭০০ মিমিটার প্রশস্থ মাটির সফট সোল্ডার থাকার কথা। বেশীর ভাগ স্থানে গাইড ওয়াল ও সফট সোল্ডার ভাল অবস্থায় পাওয়া যায় (চিত্র – ১ ও ২) এবং কিছু কিছু জায়গায় রাস্তার সফট সোল্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র - ৩ ও ৪)।

চিত্র - ১: ভাল গাইড ওয়াল ও সফট সোল্ডার সম্পন্ন রাস্তা

চিত্র - ২: ভাল গাইড ওয়াল ও সফট সোল্ডার সম্পন্ন রাস্তা

চিত্র - ৩: ক্ষতিগ্রস্ত ও সফট সোল্ডার সম্পন্ন রাস্তা

চিত্র - ৪: ক্ষতিগ্রস্ত সফট সোল্ডার এবং উন্মুক্ত গাইড ওয়াল সম্পন্ন রাস্তা

পরিদর্শনকালে অধিকাংশ রাস্তার বর্তমান ভাল দেখা গেলেও বিশেষতঃ এক জায়গায় পানি চলাচলের জন্য নির্মিত ইটের তৈরী পূরাতন একটি ছোট বক্স কালভার্টের নিকট রাস্তার কিছু অংশ ভেঙ্গে গেছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র - ৪)। উক্ত পূরাতন কালভার্টের উভয় পাশ থেকে রাস্তার সোল্ডার থেকে মাটি সরে গিয়ে রাস্তার গাইড ওয়াল বা এজ অনেকখানি উম্মুক্ত হয়ে পড়েছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র – ৪)। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে পুরাতন বক্স কালভার্ট এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নয়। তবে, রাস্তা নির্মাণের সময় বক্স কালভার্টের উপর দিয়ে পুনরায় ১৫০ মিলিমিটার পুরুত্বের আরসিসি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, ব্রীজের স্থানটি পার্শবরতী এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত নীচু বিধায় ব্রীজের উভয় পাশে দীর্ঘ সময় ধরে পানি থাকে এবং পানি চলাচলের জন্য কালভার্টটি পানি নিস্কাশনের যথেষ্ট নয়। অনেক সময় কালভার্টের উপর দিয়ে পানির ওভারফ্লো হয়। ফলে পানির স্রোত এবং ঢেউ এর ধাক্কায় এ অংশের রাস্তার সোল্ডার থেকে মাটি সরে গেছে। প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবনা আইএমইডি'র কর্মকর্তাকে জানান যে, রাস্তার উভয় পাশের সোল্ডার থেকে সরে যাওয়া মাটি নিয়মিত রাস্তা মেরামতের অংশ হিসাবে খুব শীঘ্রই পূনঃনির্মাণ করে দেয়া হবে। রাস্তার উভয় পাশের সোল্ডারের মাটি যথাযথভাবে কম্প্যাকসন না করা এবং সোল্ডার সংরক্ষণ বা স্থায়ী করার নিমিত্ত ঘাস লাগানো বা বৃক্ষরোপনের মত কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় সোল্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে আইএমইডি'র নিকট প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া, পূরাতন কালভার্ট ভেঙ্গে ফেলে প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন কালভার্ট নির্মাণপূর্বক রাস্তা নির্মাণ করা হলে রাস্তা অধিকতর টেকসই হত মর্মে আইএমইডি মনে করে। সুতরাং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণকালে বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট নির্ধারণ করতে পারে।

৯.২ ব্রীজ পরিদর্শনঃ

পরিদর্শকালে পোড়াডাংগা –কারডুলিসা - কাজিপুর রোডের ৮০০ মিটার চেইনেজে বামল খালের উপর নির্মিত ব্রীজের দৈর্ঘ্য ৫১ মিটার, প্রশস্থতা ৩.৬ মিটার পাওয়া যায়। ব্রীজের উভয় পাশে ৬০০ মিলিমিটার প্রশস্থ ওয়াক ওয়ে বা পায়ে হাটার রাস্তা রয়েছে (চিত্র - ৫, ৬)। ব্রীজের উভয় পাশে ১.২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট রেলিং রয়েছে। ব্রীজের উভয় পাশে ৫.৫ মিটার দীর্ঘ এ্যাপ্রোচ নির্মাণ করা হলেও এ্যাপ্রোচ রোডের তলদেশ সিসি বা কার্পেটিং করা হয়নি। ব্রীজের এক পাশের এইচ বিবি দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। তবে অন্য পাশে কোন এইচ বিবি দ্বারা নির্মাণ দেখা যায়না। বরং এলোমেলো ইটের খোয়া (ইটের বড় বড় ভাংগা অংশ) দ্বারা এ্যাপ্রোচ রোড ভরাট করে চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে (চিত্র – ৭ ও ৮)। এ প্রসংগে প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, ব্রীজ প্যাকেজের সাথে শুধু এ্যাপ্রোচ রোডের উয়িং ও রেলিং ধরা হয়েছে। এ্যাপ্রোচ রোডের এইচবিবি বা বিটুমিন কার্পেটিং ধরা হয় নাই। অন্য কোন প্রকল্পের আওতায় পরে নির্মাণ করা হবে মর্মে তিনি জানান। বর্তমানে ব্রীজটি চলাচলের উপযোগী করার জন্য উপজেলা পরিষদ থেকে এইচবিবি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। প্রকল্প থেকে কাংখিত ফল বা সুবিধা পেতে হলে এ্যাপ্রোচ রোডসহ ব্রীজ নির্মাণ করা আবশ্যক বলে আইএমিডি মনে করে। সুতরাং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণকালে বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের ডিজাইন করতে পারে।

চিত্র-৫ পোড়াডাংগা - কাজিপুর রোডের বামল খালের উপর নির্মিত ব্রীজের বাহ্যিক অবয়ব

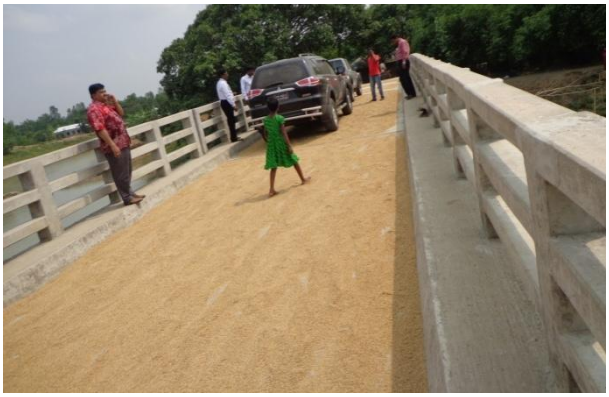

চিত্র-৬ পোড়াডাংগা - কাজিপুর রোডের বামল খালের উপর নির্মিত ব্রীজের বাহ্যিক অবয়ব

চিত্র - ৭: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ব্রীজ ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে সুজানগর উপজেলা পরিষদ এইচবিবি দ্বারা নির্মিত এ্যাপ্রোচ রোড

চিত্র - ৮: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ব্রীজ ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে সুজানগর উপজেলা পরিষদ কর্তৃক এইচবিবি দ্বারা নির্মিত ক্ষতিগ্রস্ত এ্যাপ্রোচ রোড

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ

স্হানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) নিম্নবর্ণিত তিনজন কর্মকর্তা জানুয়ারি ২০১০ – জুন, ২০১৪ মেয়াদে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীণ	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের সময়কাল
জনাব মোঃ মহসিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	-	খন্ডকালীন	০১.০১.২০১০ - ০৭.১১.২০১০
জনাব গোলাম কিবরিয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	-	খন্ডকালীন	০৮.১১.২০১০ - ২৪.০২.২০১১
জনাব এ.কে.এম হারুন-আর-রশিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	-	খন্ডকালীন	১০.০৩.২০১১ - প্রকল্প সমাপ্ত

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

প্রকল্পর নিদিষ্ট উদ্দশ্য অজর্নের লক্ষ্যে অর্জিত লাফলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
১. গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২. গ্রামীণ দরিদ্র এবং দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন। ৩. পরিবহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও অকৃষি সেক্টরে	**প্রত্যক্ষ ফলাফলঃ** ১. ৩২.২০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা এবং ৫১.০০ মিটার পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণের ফলে গ্রামীণ সড়ক নেটওর্য়াক স্থাপিত হয়েছে; ২. যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যয় ও সময় হ্রাস পেয়েছে; ৩. মানুষের চাহিদানুরূপ বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করতে পারছে।

নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গের পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। ৪. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যগত সুবিধাদির উন্নয়ন। ৫. স্থানীয় উন্নয়নে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির (কমিউনিটির) অংশ গ্রহণ এবং স্থানীয় প্রশাসনকে তরান্বিত করণ।	**পরোক্ষ ফলাফলঃ** ১. বিভিন্ন এলাকার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় মানুষের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

১২। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জন না হলে এর কারন** ঃ প্রকল্পের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৩। **প্রকল্প বাস্বায়ন সমস্যা ঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে বড় ধরণের কোন সমস্যা হয়নি। তবে কতিপয় পর্যবেক্ষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ**

১৩.১। **প্রকল্প বাস্বায়নে বিলম্ব (Time Over-run) ঃ** প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ ছিল জানুয়ারী, ২০১০ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত। কিন্তু প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ প্রথমে এক বছর অর্থাৎ জুন, ২০১৪ এবং পরবর্তীতে আবারও জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রথম বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের (এলজিইডি'র) সকল অংগের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলেও মূল অনুমোদিত সময়ের তুলনায় ২৮.৫৭% সময় বেশী লেগেছে।

১৩.২ **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ** প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল জানুয়ারী, ২০১০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত এলজিইডি'র তিন জন নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথম এক বছরের মধ্যেই দুই জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।

১৩.৩ **অডিটঃ** প্রকল্পটি ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩৫৩৮.৩৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে) বাস্তবায়িত হয়েছে। অথচ প্রকল্পের পিসিয়ারে কোন অর্থ বছরেরই external বা Internal কোন অডিট হয়েছে কিনা কিংবা কোন আপত্তি উত্থাপিত বা নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা তার কোন তথ্যের উল্লেখ নাই। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, প্রকল্পটি এলজিইডিসহ পাঁচটি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য সংস্থার বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয় নাই বিধায় অডিট করা হয়নি। তবে এলজিইডি অংশের বাস্তবায়ন যেহেতু সমাপ্ত হয়েছে সেহেতু এ অংশের অডিট সম্পন্ন করা আবশ্যক।

১৩.৪ সাবমার্জিবল রাস্তার উভয় পাশে বেশীর ভাগ স্থানে গাইড ওয়াল ও সফট সোল্ডার ভাল থাকলেও কিছু কিছু স্থানে সফট সোল্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে দেখা যায়। যথাযথভাবে সোল্ডারের মাটি কম্পাকসন করে এবং সাবমার্জিবল রাস্তার মধ্যে বিদ্যমান পূরাতন কালভার্টগুলি ভেঙ্গে ফেলে প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন কালভার্ট নির্মাণপূর্বক রাস্তা নির্মাণ করা হলে রাস্তা অধিকতর টেকসই হত।

১৩.৫ পোড়াডাংগা - কারডুলিসা - কাজিপুর রোডের ৮০০ মিটার চেইনেজে বামল খালের উপর নির্মিত ব্রীজের সঙ্গে এ্যাপ্রোচ রোডের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণরুপে অন্তভূক্ত না থাকায় ব্রীজ থেকে কাংখিত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রকল্পের কাংখিত ফলাফল নিশ্চিত করতে এ্যাপ্রোচ রোডসহ ব্রীজ নির্মাণ করা আবশ্যক।

১৪। <u>আইএমইডি'র মতামতঃ</u>

১৪.১। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সাবমার্জিবল রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত গাইড ওয়াল ও সফট সোল্ডার মেরামত এবং মেরামতকৃত সফট সোল্ডার টেকসই করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **(অনুচ্ছেদ - ৯.১, ১৩.৪)।**

১৪.২। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ব্রীজ, রাস্তা বা কোন অবকাঠামো টেকসই করতে এবং নির্মিত অবকাঠামো থেকে জনগণের সুফল প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় এ্যাপোচ রোডসহ ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণের প্রাক্কলন নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ- ৯.১, ৯.২ ও ১৩.৪, ১৩.৫)।

১৪.৩। প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেন এক জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সে বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১০ এবং ১৩.২)।

১৫.৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকালের ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের external এবং Internal অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং external অডিটে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৩.৩)।

১৪.৫। অনুচ্ছেদ ১৪.১ -১৫.৪ -এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী এক মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

সংযুক্তি -১

Sl. No	Description of Procurement (goods/works/consultancy) as per bid document.	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Date of Tender/Bid/Proposal					Date of completion of works/ services and supply of goods
		As per RDPP	Contracted value	Invitation	Submission	Evaluation	Issuing NOA	Signing Contract /L.C. opening date	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ch: 6500-9000m	Improvement of Raipur GC at Malifa high school - Dulai Bodonpur NHW via Bonkola Gajaria road	2.75	2.75	09.11.2010	08.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	23.01.2011	29.06.2012
2 . Ch: 9000 -11500m.	Improvement of Raipur GC at Malifa high school - Dulai Bodonpur NHW via Bonkola Gajaria road	2.75	2.71	09.11.2010	08.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	23.01.2011	30.06.2011
3. Ch: 00-2500m	Improvement of Kamalpur near H/O Khalil Khan–Gagnar beel road	2.41	2.41	09.11.2010	08.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	23.01.2011	30.04.2012
4. Ch: 00 - 2500m	Improvement of Bonkhola – Aria Halot roa	2.41	2.38	09.11.2010	08.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	23.01.2011	30.04.2012
5.	Improvement of Char Dulai High School – Gorer Vita road (Submersible) at Ch: 00 -1500m.	1.45	1.45	09.11.2010	08.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	23.01.2011	30.06.2011
6. Ch: 00 - 1000m	Improvement of Bogazani Benion Tree – Bogazani road .	0.96	0.96	09.11.2010	08.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	24.02.2011	30.06.2011
7. Ch. 1000-5000m	Improvement of Vatikoya–Charpara–Sarirvita road	4.03	4.02	10.03.2011	06.04.2011	16.05.2011	19.05.2011	02.06.2011	31.05.2012
8. Ch. 00-2500m	Improvement of Char Gobindopur–Beel Gajna road	2.42	2.15	10.03.2011	06.04.2011	12.04.2011	12.04.2011	25.04.2011	30.06.2011
9. Ch. 1000-1500m	Improvement of Bogajani Banion Tree-Bogajani road	0.48	0.43	10.03.11	06.04.11	12.04.2011	12.04.2011	07.07.11	25.02.2014
10. Ch: 800m	Construction of 51.00m RCC Girder Bridge over Barnal river on Poradanga – Crordulia – Kazipur road	1.20	1.14	25.04.2011	16.05.2011	18.05.2011	18.05.2011	02.06.2011	15.07.2012
11. Ch: 5000 – 6100m	Construction of Vatikoya – Sarirvita road	1.50	1.31	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	16.01.2013	30.03.2013

12. Ch: 00 – 2500m	Construction of Sujanagar – Bonkhola road (Nurudinpur Ghat – Kamalpur UP Office	3.96	3.48	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	22.01.2013	20.06.2013
13. Ch: 00 – 2000m	Construction of Sreepur GC – H/O Azahar Chairman road	2.75	2.48	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	17.01.2013	25.06.2013
14. Ch: 00 – 1500m	Construction of Satbaria Chinakhora Paikpara more – Bangalpara road road)	1.90	1.78	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	08.01.2013	25.06.2013
15. Ch: 00 – 900m	Construction of Durgapur Pacca road – H/O Mohammed Ali – Motiar Beel road	1.355	1.26	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	06.01.2013	13.05.2013
16. Ch: 00 – 1000m	Construction of Bonkhola H/O Abdul Khaleque Master – beel Gaznar road	1.377	1.167	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	14.01.2013	20.05.2013
17. Ch: 00 – 1500m	Construction of Charpara Sharirvita - Beel Gaznar road	1.915	1.78	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	28.01.2013	23.06.2013
18. Ch: 00 – 1100m	Construction of Hathkali H/O Nur Doctor – Gaznar beel via CARE Bridge road	1.51	1.30	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	14.01.2013	20.05.2013
19 Ch: 00 – 600m.	Construction of Nakharaj H/O Rashid Kha – Kalirvita road	0.83	0.77	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	22.01.2013	27.04.2013
20. Ch: 00 – 500m	Construction of Sujanagar – Mothurapur – Raishemul road	0.70	0.59	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	16.01.2013	23.06.2013
21. Ch: 00 -1000m	Construction of remaining work of Bogazani Banion Tree – Bogazani road	0.43	0.43	03.01.2013	30.01.2013	06.02.2013	11.02.2013	13.03.2013	13.05.2013
22. Ch. 00-2500m	Construction of remaining work Char Gobindopur – Beel Gajna road.	2.53	2.52	03.01.2013	30.01.2013	06.02.2013	11.02.2013	05.03.2013	21.06.2013
23. Ch: 9750 - 11500m	Construction of remaining work Raipur GC at Malifa high school - Dulai Bodonpur NHW via Bonkola Gajaria road	2.68	2.34	18.02.13	19.03.2013	02.04.2013	02.04.2013	17.04.2013	20.05.2013

Sl. No	Description of Procurement (goods/works/consultancy) as per bid document.	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Date of Tender/Bid/Proposal					Date of completion of works/ services
		As per RDPP	Contracted value	Invitation	Submission	Evaluation	Issuing NOA	Signing Contract	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Raipur GC at Malifa high school - Dulai Bodonpur NHW via Bonkola Gajaria road	2.75	2.71	09.11.2010	08.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	23.01.2011	30.06.2012
2.	Raipur GC at Malifa high school - Dulai Bodonpur NHW via Bonkola Gajaria road.	2.68	2.34	18.02.2013	17.03.2013	30.03.2013	01.04.2013	17.04.2013	30.06.2011
3.	Kamalpur near H/O Khalil Khan– Gagnar beel road	2.412	2.39	09.11.2010	08.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	23.01.2011	30.04.2012
4.	Bonkhola – Aria Halot road	2.41	2388	09.11.2010	08.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	23.01.2011	30.06.2011
5.	Vatikoya–Charpara–Sarirvita road	4.03	4.01	10.03.2011	06.04.2011	10.05.2011	19.05.2011	02.06.2011	31.05.2012
6.	Char Gobindopur–Beel Gajna road	2.42	2.15	10.03.2011	06.04.2011	11.04.2011	12.04.2011	25.04.2011	30.06.2011
7.	Construction of 51.00m RCC Girder Bridge over Barnal river on Poradanga – Crordulia – Kazipur road at Ch: 800m.	1.20	1.14	25.04.2011	16.05.2011	18.05.2011	18.05.2011	02.06.2011	25.05.2012
8.	Sujanagar – Bonkhola road (Nurudinpur Ghat – Kamalpur UP Office)	3.42	3.49	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	22.01.2013	30.06.2013
9.	Sreepur GC – H/O Azahar Chairman road	2.76	2.20	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	17.01.2013	25.06.2013
10.	Satbaria Chinakhora Paikpara more – Bangalpara road road	1.90	1.68	05.12.2012	24.12.2013	31.12.2012	01.01.2013	08.01.2013	15.06.2013
11.	Char Gobindopur – Beel Gajna road	2.53	2.52	03.01.2013	30.01.2013	06.02.2013	11.02.2013	13.03.2013	21.06.2013
12.	Raipur GC at Malifa high school - Dulai Bodonpur NHW via Bonkola Gajaria road	2.68	2.34	18.02.13	19.03.2013	01.04.2013	02.04.2013	17.04.2013	30.06.2013

Sl. No	Description of Procurement (goods/works/consultancy) as per bid document.	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Date of Tender/Bid/Proposal					Date of completion of works/ services
		As per RDPP	Contracted value	Invitation	Submission	Evaluation	Issuing NOA	Signing Contract	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Raipur GC at Malifa high school - Dulai Bodonpur NHW via Bonkola Gajaria road	2.75	2.71	09.11.2010	08.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	23.01.2011	30.06.2012
2.	Raipur GC at Malifa high school - Dulai Bodonpur NHW via Bonkola Gajaria road.	2.68	2.34	18.02.2013	17.03.2013	30.03.2013	01.04.2013	17.04.2013	30.06.2011
3.	Kamalpur near H/O Khalil Khan– Gagnar beel road	2.412	2.39	09.11.2010	08.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	23.01.2011	30.04.2012
4.	Bonkhola – Aria Halot road	2.41	2388	09.11.2010	08.12.2010	22.12.2010	29.12.2010	23.01.2011	30.06.2011
5.	Vatikoya–Charpara–Sarirvita road	4.03	4.01	10.03.2011	06.04.2011	10.05.2011	19.05.2011	02.06.2011	31.05.2012
6.	Char Gobindopur–Beel Gajna road	2.42	2.15	10.03.2011	06.04.2011	11.04.2011	12.04.2011	25.04.2011	30.06.2011
7.	Construction of 51.00m RCC Girder Bridge over Barnal river on Poradanga – Crordulia – Kazipur road at Ch: 800m.	1.20	1.14	25.04.2011	16.05.2011	18.05.2011	18.05.2011	02.06.2011	25.05.2012
8.	Sujanagar – Bonkhola road (Nurudinpur Ghat – Kamalpur UP Office)	3.42	3.49	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	22.01.2013	30.06.2013
9.	Sreepur GC – H/O Azahar Chairman road	2.76	2.20	05.12.2012	24.12.2012	31.12.2012	01.01.2013	17.01.2013	25.06.2013
10.	Satbaria Chinakhora Paikpara more – Bangalpara road road	1.90	1.68	05.12.2012	24.12.2013	31.12.2012	01.01.2013	08.01.2013	15.06.2013
11.	Char Gobindopur – Beel Gajna road	2.53	2.52	03.01.2013	30.01.2013	06.02.2013	11.02.2013	13.03.2013	21.06.2013
12.	Raipur GC at Malifa high school - Dulai Bodonpur NHW via Bonkola Gajaria road	2.68	2.34	18.02.13	19.03.2013	01.04.2013	02.04.2013	17.04.2013	30.06.2013